1|147

৩৮

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(উৎপত্তি প্রকরণম্)

১ম খণ্ড

বেদান্তবাগীশোপাধ্যেন

শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা

অনূদিতম্, পরিশোধিতম্, সম্পাদিতঞ্চ

মূল্য—৪.৫০ নঃ পঃ

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(উৎপত্তি প্রকরণম্)

বেদান্তবাগীশোপাখ্যেন

শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা

অনূদিতম্, পরিশোধিতম্, সম্পাদিতঞ্চ

কলিকাতা রাজধান্যাং

১২১-বি সংখ্যক সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে বেন্‌লী-মুদ্রণ-যন্ত্রে

শ্রীসুনীলচন্দ্র পালেন মুদ্রিতম্

মূল্য—৪.৫০ নঃ পঃ

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
৫৭-এ, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
৫৭-এ, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

পি, ঘোষ এণ্ড কোং,
২০, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

৺ শ্রী গৌরীমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রী ... ভবানী চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

২০/১/৬৪

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত যোগ-বাশিষ্ঠ মহারামায়ণ এক বিরাট্ গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদ সহ সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ বহু সময়সাপেক্ষ এমন কি পূর্ণ একটি প্রকরণ মুদ্রণ এবং প্রকাশেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ এক সঙ্গে প্রকাশ করার তুরাশা না করিয়া গ্রন্থখানি খণ্ডশঃ প্রকাশিত করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান খণ্ডে উৎপত্তি প্রকরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। এই প্রকরণ অবশিষ্ট অংশ যন্ত্রস্থ। অন্যান্য প্রকরণগুলি যাহাতে শীঘ্র ক্রমিক ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে।

সহৃদয় সুধীবর্গের নিকট প্রকাশকের এই বিনীত নিবেদন।

0|[illegible] 1/147

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

উৎপত্তিপ্রকরণম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

বাগ্‌ভাভিব্র্ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভাতি স্বপ্ন ইবাত্মনি।
যদিদং তৎ স্বশব্দোত্থৈর্যোযদ্বেত্তি স বেত্তি তৎ॥ ১॥
ন্যায়েনানেন লোকেঽস্মিন্ সর্গে ব্রহ্মাম্বরে সতি।
কিমিদং কস্য কুত্রেতি চোদ্যমূচে নিরাকৃতম্॥ ২॥
অহং তাবৎ যথাজ্ঞানং যথাবস্তু যথাক্রমম্।
যথাস্বভাবং তৎ সর্ব্বং বচ্মীদং শ্রূয়তাং বুধ॥ ৩॥
স্বপ্নবৎ পশ্যতি জগচ্চিন্নভোদেহবিৎ স্বয়ম্।
স্বপ্নসংসারদৃষ্টান্ত এবাহং ত্বং সমন্বিতম্॥ ৪॥
মুমুক্ষুব্যবহারোক্তিময়াৎ প্রকরণাৎ পরম্।
অথোৎপত্তিপ্রকরণং ময়েদং পরিকথ্যতে॥ ৫॥

বন্ধোয়ং দৃশ্যসদ্ভাবাদ্দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনম্।
ন সম্ভবতি দৃশ্যন্তু যথেদং তচ্ছৃণু ক্রমাৎ॥ ৬ ॥
উৎপদ্যতে যো জগতি স এব কিল বর্দ্ধতে।
স এব মোক্ষমাপ্নোতি স্বর্গং বা নরকঞ্চ বা॥ ৭ ॥
অতস্তে স্বাববোধার্থং তত্তাবৎ কথয়াম্যহম্।
উৎপত্তিঃ সংসৃতাবেতি পূর্ব্বমেব হি যোযথা॥ ৮ ॥
ইদং প্রকরণার্থং ত্বং সঙ্ক্ষেপাচ্ছৃণু রাঘব।
ততঃ সঙ্কথয়িষ্যামি বিস্তরং তে যথেপ্সিতম্॥ ৯ ॥
যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি॥ ১০ ॥
ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজোন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ১১ ॥
ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ॥ ১২ ॥
স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবিনাম্না কদর্থিতাম্॥ ১৩ ॥
ততঃ স জীবশব্দার্থ-কলনাকুলতাং গতঃ।
মনোভবতি ভূতাত্মা মননাম্মন্থরীভবন্॥ ১৪ ॥
মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ॥ ১৫ ॥

তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেয়ং বিতন্যতে ॥ ১৬ ॥
যথা কটকশব্দার্থঃ পৃথক্ত্বার্হো ন কাঞ্চনাৎ।
ন হেমকটকাত্তদ্বজ্জগচ্ছব্দার্থতা পরে ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণ্যেবাস্ত্যনন্তাত্ম যথাস্থিতমিদং জগৎ।
ন জগচ্ছব্দকার্থেঽস্তি হেম্নীব কটকাত্মতা ॥ ১৮ ॥
সতীবাপ্যসতী তাপ-নদ্যেব লহরী চলা।
মনসেহেন্দ্রজালশ্রীর্জ্জাগতী প্রবিতন্যতে ॥ ১৯ ॥
অবিদ্যাসংস্থতির্ব্বন্ধো মায়ামোহমহত্তমঃ।
কল্পিতানীতি নামানি যস্যাঃ সকলবেদিভিঃ ॥ ২০ ॥
বন্ধস্য তাবদ্রূপং ত্বং কথ্যমানমিদং শৃণু।
ততঃ স্বরূপং মোক্ষস্য জ্ঞাস্যসীন্দুনিভানন ॥ ২১ ॥
দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তাঙ্গ বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে ॥ ২২ ॥
জগত্ত্বমহমিত্যাদির্মিথ্যাত্মা দৃশ্যমুচ্যতে।
যাবদেতৎ সম্ভবতি তাবন্মোক্ষো ন বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥
নেদং নেদমিতি ব্যর্থ-প্রলাপৈর্নোপশাম্যতি।
সঙ্কল্পজনকৈর্দৃশ্য-ব্যাধিঃ প্রত্যুত বর্দ্ধতে ॥ ২৪ ॥
ন চ তর্কভরক্ষোদৈর্ন তীর্থনিয়মাদিভিঃ।
সতোদৃশ্যস্য জগতোযস্মাদেতি বিচারকাঃ ॥ ২৫ ॥

জগদ্দৃশ্যন্তু যদ্যস্তি ন শাম্যত্যেব কস্যচিৎ
নাসতোবিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ ॥ ২৬ ॥
অচেত্যচিৎস্বরূপাত্মা যত্র যত্রৈব তিষ্ঠতি।
দ্রষ্টা তত্রাস্য দৃশ্যশ্রীঃ সমুদেত্যপ্যণূদরে ॥ ২৭ ॥
তস্মাদস্তি জগদ্দৃশ্যং তৎপ্রমৃষ্টমিদং ময়া।
ত্যক্তুং তপোধ্যানজপৈরিতি কাঞ্জিকতৃপ্তিবৎ ॥ ২৮ ॥
যদি রাম জগদ্দৃশ্যমস্তি তৎ প্রতিবিম্বতি।
পরমাণূদরেপ্যস্মিংশ্চিদাদর্শে তথৈব হি ॥ ২৯ ॥
যত্র তত্র স্থিতে যদ্বদ্দর্পণে প্রতিবিম্বতি।
অদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বী নদী বারি চিদাদর্শে তথৈব হি ॥ ৩০ ॥
ততস্তত্র পুনর্দ্দুঃখং জরামরণজন্মনী।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গঃ স্থূলসূক্ষ্মচলাচলঃ ॥ ৩১ ॥
ইদং প্রমার্জ্জিতং দৃশ্যং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতদেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংস্থিতিস্মৃতেঃ ॥ ৩২ ॥
সসি ত্বস্মিন্ কুতোদৃশ্যে নির্ব্বিকল্পসমাধিতা।
সমাধৌ চেতনত্বন্তু তুর্য্যঞ্চাপ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৩ ॥
ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রাপ্তং ভবতি হে রাম তৎ কিন্নাম সমাধিভিঃ।
ভূয়োনর্থনিপাতে হি ক্ষণসাম্যে হি কিং সুখম্ ॥ ৩৫ ॥

যদি বাপি সমাধানে নির্ব্বিকল্পে স্থিতিং ব্রজেৎ।
তদক্ষয়সুষুপ্তাভং তন্মন্যেতামলম্পদম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রাপ্যতে সতি দৃশ্যেঽস্মিন্ ন চ কিং নাম কেনচিৎ।
যত্র যত্র কিলায়াতি চিত্ততাস্য জগদ্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
দ্রষ্টাথ যদি পাষাণরূপতাং ভাবয়ন্ বলাৎ।
কিলাস্তে তত্তদন্তেপি ভূয়োস্যোদেতি দৃশ্যতা ॥ ৩৮ ॥
ন চ পাষাণতাতুল্যা নির্ব্বিকল্পসমাধয়ঃ।
কেষাঞ্চিৎ স্থিতিমায়ান্তি সর্ব্বৈরিত্যনুভূয়তে ॥ ৩৯ ॥
ন চ পাষাণতাতুল্যা রূঢ়িং যাতাঃ সমাধয়ঃ।
ভবন্ত্যগ্রপদং শান্তং চিদ্রূপমক্ষয়ম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাৎ যদীদং সদ্দৃশ্যং তন্ন শাম্যেৎ কদাচন।
শাম্যেৎ তপোজপধ্যানৈর্দ্দৃশ্যমিত্যজ্ঞকল্পনা ॥ ৪১ ॥
আলীনবল্লরীরূপং যথা পদ্মাক্ষকোটরে।
আস্তে কমলিনীবীজং তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৪২ ॥
যথা রসঃ পদার্থেষু যথা তৈলং তিলাদিষু।
কুসুমেষু যথামোদস্তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৪৩ ॥
যত্র তত্র স্থিতস্যাপি কর্পূরাদেঃ সুগন্ধিতা।
যথোদেতি তথা দৃশ্যঞ্চিদ্ধাতোরুদরে জগৎ ॥ ৪৪ ॥
যথা চাত্র তব স্বপ্নঃ সঙ্কল্পশ্চিত্তরাজ্যধীঃ।
স্বানুভূত্যৈব দৃষ্টান্তস্তথা হৃদ্যস্তি দৃশ্যভূঃ ॥ ৪৫ ॥

তস্মাচ্চিত্তবিকল্পস্থ-পিশাচোবালকং যথা ॥
বিনিহন্ত্যেবমপ্যেতং দ্রষ্টারং দৃশ্যরূপিকা ॥ ৪৬ ॥
যথাঙ্কুরোন্তর্ব্বীজস্থ সংস্থিতোদেশকালতঃ।
করোতি ভাস্বরং দেহং তনোত্যেবং হি দৃশ্যধীঃ॥৪৭॥
দ্রব্যস্থ হৃদ্যেব চমৎকৃতির্যথা
সদোদিতাস্ত্যস্তমিতোজ্ঝিতোদরে।
দ্রব্যস্থ চিন্মাত্রশরীরিণস্তথা
স্বভাবভূতাস্ত্যদরে জগৎ স্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে বন্ধহেতুবর্ণনং নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

———

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

—:০:—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইদমাকাশজাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্।
উৎপত্ত্যাখ্যং প্রকরণং যেন রাঘব বুধ্যতে ॥ ১ ॥
অস্তি হ্যাকাশজোনাম দ্বিজঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ সততং প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥ ২ ॥
স চিরং জীবতি যদা তদা মৃত্যুরচিন্তয়ৎ।
সর্ব্বাণ্যেব ক্রমেণাহং ভূতান্যদ্মি কিলাক্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥
এনমাকাশজং বিপ্রং ন কস্মাদ্ভক্ষয়াম্যহম্।
অত্র মে কুণ্ঠিতা শক্তিঃ খড়্গধারা ইবোপলে ॥ ৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তং হন্তুমগচ্ছৎ তৎপুরং তদা।
ত্যজন্ত্যুদ্যমমুদ্যুক্তা ন স্বকর্ম্মাণি কেচন ॥ ৫ ॥
ততস্তৎসদনং যাবন্মৃত্যুঃ প্রবিশতি স্বয়ম্।
তাবদেনং দহত্যগ্নিঃ কল্পান্তজ্বলনোপমঃ ॥ ৬ ॥
অগ্নিজ্বালামহামালাং বিদার্য্যান্তর্গতো হ্যসৌ।
দ্বিজং দৃষ্ট্বা সমাদাতুং হস্তেনৈচ্ছৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৭ ॥

ন চাশকৎ পুরোদৃষ্টমপি হস্তশতৈর্দ্বিজং।
বলবানপ্যবষ্টব্ধুং সঙ্কল্পপুরুষং যথা ॥ ৮ ॥
অথাগত্য যমং মৃত্যুরপৃচ্ছৎ সংশয়চ্ছিদম্।
কিমিত্যহং ন শক্নোমি ভোক্তুমাকাশজং বিভো ॥৯॥

যম উবাচ।

মৃত্যো ন কিঞ্চিচ্ছক্তস্ত্ব-মেকোমারয়িতুং বলাৎ।
মারণীয়স্য কর্ম্মাণি তৎকর্ত্তৃণীতি নেতরৎ ॥ ১০ ॥
তস্মাদেতস্য বিপ্রস্য মারণীয়স্য যত্নতঃ।
কর্ম্মাণ্যন্বিষ্য তেষাং ত্বং সাহায্যেনৈনমৎস্যসি ॥ ১১ ॥
ততঃ স মৃত্যুর্ব্বভ্রাম তৎকর্ম্মান্বেষণাদৃতঃ।
মণ্ডলানি দিগন্তাংশ্চ সরাংসি সরিতোদিশঃ ॥ ১২ ॥
বনজঙ্গলজালানি শৈলানব্ধিতটানি চ।
দ্বীপান্তরাণ্যরণ্যানি নগরাণি পুরাণি চ ॥ ১৩॥
গ্রামাণ্যখিলরাষ্ট্রাণি দেশান্তর্গহনানি চ।
এবং ভূমণ্ডলং ভ্রান্ত্বা ন কুতশ্চিৎ স কানিচিৎ ॥১৪॥
তান্যাকাশজকর্ম্মাণি লব্ধবান্ মৃত্যুরুদ্যতঃ।
বন্ধ্যাপুত্রমিব প্রাজ্ঞঃ সঙ্কল্পাদ্রিমিবাপরঃ ॥ ১৫ ॥
সমপৃচ্ছদথাগত্য যমং সর্ব্বার্থকোবিদম্।
পরায়ণং হি প্রভবঃ সন্দেহেষ্বনুজীবিনাম্ ॥ ১৬ ॥

মৃত্যুরুবাচ।

আকাশজস্য কর্ম্মাণি ক্ব স্থিতানি.বদ প্রভো।
ধর্ম্মরাজোথ সঞ্চিন্ত্য সুচিরং প্রোক্তবানিদম্॥ ১৭॥
আকাশজস্য কর্ম্মাণি মৃত্যো সন্তি ন কানিচিৎ।
এষ আকাশজোবিপ্রো জাতঃ খাদেব কেবলাৎ॥১৮॥
আকাশাদেব যোজাতঃ স ব্যোমৈবামলং ভবেৎ।
সহকারীণি নো সন্তি ন কর্ম্মাণ্যস্য কানিচিৎ॥১৯॥
সম্বন্ধঃ প্রাক্তনেনাস্য ন মনাগপি কর্ম্মণা।
অস্তি বন্ধ্যাসুতস্যেব তথাঽজাতাকৃতেরিব॥ ২০॥
কারণানামভাবেন তস্মাদাকাশমেব সঃ।
নৈতস্য পূর্ব্বকর্ম্মাস্তি নভসীব মহাদ্রুমঃ॥ ২১॥
নৈতদস্যাবশং চিত্তমভাবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মণাম্।
অদ্য তাবদনেনাদ্যং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম সঞ্চিতম্॥ ২২॥
এবমাকাশকোশাত্মা বিশদাকাশরূপিণি।
স্বকারণে স্থিতোনিত্যঃ কারণানি ন কানিচিৎ॥২৩॥
প্রাক্তনানি ন সন্ত্যস্য কর্ম্মাণ্যদ্য করোতি নো।
কিঞ্চিদপ্যেবমেষোত্র বিজ্ঞানাকাশমাত্রকঃ॥ ২৪॥
প্রাণস্পন্দোস্য যৎ কর্ম্ম লক্ষ্যতে চাস্মদাদিভিঃ।
দৃশ্যতেঽস্মাভিরেবং তন্ন ত্বস্যাস্ত্যত্র কর্ম্মধীঃ॥ ২৫॥

সংস্থিতা ভাবয়ন্তীব চিদ্রূপৈব পরাৎ পদাৎ।
ভিন্নমাকারমাত্মীয়ং চিৎস্তম্ভে শালভঞ্জিকা॥ ২৬॥
তথৈব পরমার্থাৎ স খাত্মভূতঃ স্থিতোদ্বিজঃ।
যথা দ্রবত্বং পয়সি শূন্যত্বঞ্চ যথাম্বরে॥ ২৭॥
স্পন্দত্বঞ্চ যথাবায়োস্তথৈষ পরমে পদে।
কর্ম্মাণ্যদ্যতনান্যস্য সঞ্চিতানি ন সন্তি হি॥ ২৮॥
ন পূর্ব্বাণ্যেষ তেনেহ ন সংসারবশং গতঃ।
সহকারিকারণানামভাবে যঃ প্রজায়তে॥ ২৯॥
নাসৌ স্বকারণাদ্ভিন্নোভবতীত্যনুভূয়তে।
কারণানাহভাবেন তস্মাদেষ স্বয়ম্ভবঃ॥ ৩০॥
কর্ত্তা ন পূর্ব্বং নাপ্যদ্য কথমাক্রম্যতে বদ।
যদৈষকল্পনাং বুদ্ধ্যা মৃতিনাম্নীং করিষ্যতি॥ ৩১॥
পৃথ্ব্যাদিমানয়মহমিতি যস্য চ নিশ্চয়ঃ।
স পার্থিবোভবত্যাশু গ্রহীতুং স চ শক্যতে॥ ৩২॥
পৃথ্ব্যাদিকলনাভাবাদেষ বিপ্রোন রূপবান্।
দৃঢ়রজ্জ্বেব গগনং গ্রহীতুং নৈব যুজ্যতে॥ ৩৩॥

মৃত্যুরুবাচ।

ভগবন্ জায়তে শূন্যাৎ কথং নাম বদেতি মে।
পৃথ্ব্যাদয়ঃ কথং সন্তি ন সন্তি বদ বা কথম্॥ ৩৪॥

যম উবাচ।

ন কদাচন জাতোসৌ ন চ নাস্তি কদাচন।
দ্বিজঃ কেবলবিজ্ঞান-ভামাত্রং তত্তথা স্থিতঃ॥ ৩৫॥
মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
ব্রহ্মাস্তে শান্তমজরমনন্তাত্মৈব কেবলম্॥ ৩৬॥
শূন্যং নিত্যোদিতং সূক্ষ্মং নিরুপাধিপরং স্থিতম্।
তদা তদনু যেনাস্য নিকটেদ্রিনিভং মহঃ॥ ৩৭॥
সম্বিন্মাত্রস্বভাবত্বাদ্দেহোহমিতি চেততি।
কাকতালীয়বদ্ভ্রান্ত-মাকারং তেন পশ্যতি॥ ৩৮॥
স এষ ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ সর্গাদাবম্বরোদরে।
নির্ব্বিকল্পশ্চিদাকাশরূপমাস্থায় সংস্থিতঃ॥ ৩৯॥
নাস্য দেহো ন কর্ম্মাণি ন কর্ত্তৃত্বং ন বাসনা।
এষ শুদ্ধচিদাকাশো বিজ্ঞানঘন আততঃ॥ ৪০॥
প্রাক্তনং বাসনাজালং কিঞ্চিদস্য ন বিদ্যতে।
কেবলং ব্যোমরূপস্য ভারূপস্যেব তেজসঃ॥ ৪১॥
বেদনামাত্রসংশান্তাবীদৃশোপি ন দৃশ্যতে।
তস্মাৎ যথা চিদাকাশস্তথা তৎপ্রতিপত্তয়ঃ॥ ৪২॥
কুতঃ কিলাত্র পৃথ্ব্যাদেঃ কীদৃশঃ সম্ভবঃ কথম্।
এতদাক্রমণে মৃত্যো তস্মাম্মা যত্নবান্ ভব॥ ৪৩॥

গ্রহীতুং যুজ্যতে ব্যোম ন কদাচন কেনচিৎ।
শ্রুত্বৈতদ্বিস্মিতোমৃত্যুর্জ্জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥

রামউবাচ।

ব্রহ্মৈষ কথিতোদেবস্ত্বয়া মে প্রপিতামহঃ।
স্বয়ম্ভূরজ একাত্মা বিজ্ঞানাত্মেতি মে মতিঃ ॥ ৪৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

এবমেতন্ময়া রাম ব্রহ্মৈষ কথিতস্তব।
বিবাদমকরোন্মৃত্যুর্যমেনৈতৎ কৃতে পুরা ॥ ৪৬ ॥
মন্বন্তরে সর্ব্বভক্ষো যদা মৃত্যুর্হরন্ প্রজাঃ।
বলমেত্যজজাক্রান্তাবারম্ভমকরোৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
তদৈব ধর্ম্মরাজেন যমেনাশ্বনুশাসিতঃ।
যদেব ক্রিয়তে নিত্যং রতিস্তত্রৈব জায়তে ॥ ৪৮ ॥
ব্রহ্মা কিল পরাকাশ-বপুরাক্রম্যতে কথম্।
মনোমাত্রঞ্চ সঙ্কল্পঃ পৃথ্যাদিরহিতাকৃতিঃ ॥ ৪৯ ॥
যশ্চিদ্ব্যোমচমৎকারঃ কিলাকারানুভূতিমান্।
স চিদ্ব্যোমৈব নো তস্য কারণত্বং ন কার্য্যতা ॥ ৫০ ॥
আকাশস্ফুরদাকারঃ সঙ্কল্পপুরুষোযথা।
পৃথ্ব্যাদিরহিতোভাতি স্বয়ম্ভূর্ভাসতে তথা ॥ ৫১ ॥

নির্ম্মলে ব্যোম্নি মুক্তালী সঙ্কল্পস্বপ্নয়োঃ পুরম্।
অপৃথ্ব্যাদি যথা ভাতি স্বয়ম্ভূর্ভাসতে তথা॥ ৫২॥
ন দৃশ্যমস্তি ন দ্রষ্টা পরমাত্মনি কেবলে।
স্বয়ং চিত্তা তথাপ্যেষ স্বয়ম্ভূরিতি ভাসতে॥ ৫৩॥
সঙ্কল্পমাত্রমেবৈতন্মনোব্রহ্মেতি কথ্যতে।
সঙ্কল্পাকাশপুরুষো নাস্য পৃথ্ব্যাদি বিদ্যতে॥ ৫৪॥
যথা চিত্রকৃদন্তঃস্থা নির্দ্দেহা ভাতি পুত্রিকা।
তথৈব ভাসতে ব্রহ্মা চিদাকাশাচ্ছরঞ্জনম্॥ ৫৫॥
চিদ্ব্যোমকেবলমনন্তমনাদিমধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্তবশাৎ স্বয়ম্ভূঃ।
আকারবানিব পুমানিব বস্তুতস্তু
বন্ধ্যাতনূজ ইব তস্য তু নাস্তি দেহঃ॥ ৫৬॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে আদ্যসৃষ্টিকর্ত্তৃবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

———

তৃতীয় সর্গঃ

——:০:——

রামউবাচ।

এবমেব মনঃ শুদ্ধং পৃথ্ব্যাদিরহিতং ত্বয়া।
মনোব্রহ্মেতি কথিতং সত্যং পৃথ্ব্যাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥
তদত্র প্রাক্তনী ব্রহ্মন্ স্মৃতিঃ কস্মান্ন কারণম্।
যথা মম তবান্যস্য ভূতানাঞ্চেতি মে বদ ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

পূর্ব্বদেহোস্তি যস্যাদ্য পূর্ব্বকর্ম্মসমন্বিতঃ।
তস্য স্মৃতিঃ সম্ভবতি কারণং সংসৃতিস্থিতেঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মণঃ প্রাক্তনং কর্ম্ম যদা কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
প্রাকৃতনী সংস্মৃতিস্তস্য তদোদেতি কুতঃ কথম্ ॥ ৪ ॥
তস্মাদকারণং ভাতি বা স্বচিত্তৈককারণম্।
স্বকারণাদনন্যাত্মা স্বয়ম্ভূ স্বয়মাত্মবান্ ॥ ৫ ॥
আতিবাহিক এবাসৌ দেহোস্ত্যস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
ন ত্বাধিভৌতিকোরাম দেহোঽজস্যোপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

রামউবাচ।

আতিবাহিক একোস্তি দেহোন্যস্ত্বাধিভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং ব্রহ্মণোস্ত্যেক এব কিম্॥ ৭॥

বশিষ্ঠউবাচ।

সর্ব্বেষামেব দেহৌ দ্বৌ ভূতানাং কারণাত্মনাম্।
অজস্য কারণাভাবাদেক এবাতিবাহিকঃ॥ ৮॥
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনামেকোজঃ কারণং পরম্।
অজস্য কারণং নাস্তি তেনাসাবেকদেহবান্॥ ৯॥
নাস্ত্যেব ভৌতিকোদেহঃ প্রথমস্য প্রজাপতেঃ।
আকাশাত্মা চ ভাত্যেষ আতিবাহিকদেহবান্॥ ১০॥
চিত্তমাত্রশরীরোসৌ ন পৃথ্ব্যাদিক্রমাত্মকঃ।
আদ্যঃ প্রজাপতির্ব্ব্যোম-বপুঃ প্রতনুতে প্রজাঃ॥ ১১॥
তাশ্চ চিদ্ব্যোমরূপিণ্যো বিনান্যৈঃ কারণান্তরৈঃ।
যদ্যতস্তত্তদেবেতি সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে॥ ১২॥
নির্ব্বাণমাত্রং পুরুষঃ পরোবোধঃ স এব চ।
চিত্তমাত্রং তদেবাস্তে নায়াতি বসুধাদিতাম্॥ ১৩॥
সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং সংসারব্যবহারিণাম্।
প্রথমোসৌ প্রতিস্পন্দশ্চিত্তদেহঃ স্বতোদয়ঃ॥ ১৪॥
অস্মাৎ পূর্ব্বাৎ প্রতিস্পন্দাদনন্যৈতৎস্বরূপিণী।
ইয়ং প্রবিসৃতা সৃষ্টিঃ স্পন্দসৃষ্টিরিবানিলাৎ॥ ১৫॥

প্রতিভানাকৃতেরস্মাৎ প্রতিভামাত্ররূপধৃক্ ।
বিভাত্যেবময়ং সর্গঃ সত্যানুভববান্ স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
দৃষ্টান্তোত্র ভবৎস্বপ্ন-স্বপ্নস্ত্রীসুরতং যথা ।
অসদপ্যর্থসম্পত্ত্যা সত্যানুভবভাসুরম্ ॥ ১৭ ॥
অপৃথ্ব্যাদিময়োভাতি ব্যোমাকৃতিরদেহকঃ ।
সদেহ ইব ভূতেশঃ স্বাত্মভূঃ পুরুষাকৃতিঃ ॥ ১৮ ॥
সম্বিৎসঙ্কল্পরূপত্বান্নোদেতি সমুদেতি চ ।
স্বায়ত্তত্বাৎ স্বভাবস্থ নোদেতি ন চ শাম্যতি ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মা সঙ্কল্পপুরুষঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ ।
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎস্থিতেঃ ॥ ২০ ॥
সঙ্কল্প এষ কচতি যথানাম স্বয়ম্ভুবঃ ।
ব্যোমাত্মৈষ তথা ভাতি ভবৎসঙ্কল্পশৈলবৎ ॥ ২১ ॥
আতিবাহিকমেবান্তর্ব্বিস্মৃত্যা দৃঢ়রূপয়া ।
আধিভৌতিকবোধেন মুধা ভাতি পিশাচবৎ ॥ ২২ ॥
ইদং প্রথমতোহ্যোগসম্প্রবুদ্ধং মহাচিতেঃ ।
নোদেতি শুদ্ধসম্বিত্ত্বাদাতিবাহিকবিস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥
আধিভৌতিকজাতেন নাস্যোদেতি পিশাচিকা ।
অসত্যা মৃগতৃষ্ণেব মিথ্যাজাড্যভ্রমপ্রদা ॥ ২৪ ॥
মনোমাত্রং যদা ব্রহ্মা ন পৃথ্ব্যাদিময়াত্মকঃ ।
মনোমাত্রমতোবিশ্বং যদ্‌যজ্জাতং তদেব হি ॥ ২৫ ॥

অজস্য সহকারীণি কারণানি ন সন্তি যৎ।
তজ্জস্যাপি ন সন্ত্যেব তানি তস্মাত্তু কানিচিৎ ॥ ২৬ ॥
কারণাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যং তেন নাত্রাস্তি কিঞ্চন।
যাদৃশং কারণং শুদ্ধং কার্য্যং তাদৃগিতি স্থিতম্ ॥২৭॥
কার্য্যকারণতাৎ হ্যত্র ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে।
যাদৃগেব পরং ব্রহ্ম তাদৃগেব জগত্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥
মনস্তামিব যা তেন ব্রহ্মণা তন্যতে জগৎ।
অনন্যদাত্মনঃ শুদ্ধাদ্দ্রবত্বমিব বারিণঃ ॥ ২৯ ॥
মনসা তন্যতে সর্ব্বমসদেবেদমাততম্।
যথা সঙ্কল্পনগরং যথা গন্ধর্ব্বপত্তনম্ ॥ ৩০ ॥
আধিভৌতিকতা নাস্তি রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গতা।
ব্রহ্মাদয়ঃ প্রবুদ্ধাস্তু কথং তিষ্ঠন্তি তত্র তে ॥ ৩১ ॥
আতিবাহিক এবাস্তি ন প্রবুদ্ধমতেঃ কিল।
আধিভৌতিকদেহস্য বাচোবাত্র কুতঃ কথম্ ॥ ৩২ ॥
মনোনাম্নোমনুয্যস্য বিরিঞ্চ্যাকারধারিণঃ।
মনোরাজ্যং জগদিতি সত্যরূপমিব স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
মন এব বিরিঞ্চিত্বং তদ্ধি সঙ্কল্পনাত্মকম্।
স্ববপুঃস্ফারতাং নীত্বা মনসেদং বিতন্যতে ॥ ৩৪ ॥
বিরিঞ্চোমনসোরূপং বিরিঞ্চস্য মনোবপুঃ।
পৃথ্ব্যাদি বিদ্যতে নাত্র তেন পৃথ্ব্যাদিকল্পিতম্ ॥৩৫ ॥
পদ্মাক্ষে পদ্মিনীবান্তর্ম্মনো হ্যস্তি দৃশ্যতা।
মনোদৃশ্যদৃশৌ ভিন্নে ন কদাচন কেনচিৎ ॥ ৩৬ ॥

যথা চাত্র তব স্বপ্নঃ সঙ্কল্পশ্চিত্তরাজ্যধীঃ।
স্বানুভূত্যৈব দৃষ্টান্তস্তস্মাদ্ধৃত্যস্তি দৃশ্যভূঃ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাচ্চিত্তবিকল্পস্থ-পিশাচোবালকং যথা।
বিনিহন্ত্যেবমেষান্তর্দ্দ্রষ্টারং দৃশ্যরূপিকা ॥ ৩৮ ॥
যথাঙ্কুরোন্তর্ব্বীজস্থ সংস্থিতোদেশকালতঃ।
করোতি ভাস্বরং দেহং তনোত্যেবং হি দৃশ্যধীঃ ॥৩৯ ॥
স চ্চেন্ন শাম্যতি কদাচন দৃশ্যদুঃখং
দৃশ্যে ত্বশাম্যতি ন বোদ্ধরি কেবলত্বম্।
দৃশ্যে ত্বসম্ভবতি বোদ্ধরি বোদ্ধৃভাবঃ
শাম্যেৎ স্থিতোপি হি তদস্য বিমোক্ষমাহুঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে বন্ধহেতুবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

—: :—

বাল্মীকিরুবাচ।

কথয়ত্যেবমুদ্দাম-বচনে মুনিনায়কে।
শ্রোতুমেকরসে জাতে জনে মৌনমুপস্থিতে ॥ ১ ॥
শান্তেষু কিঙ্কিণীজাল-রবেষু স্পন্দনং বিনা।
পঞ্জরান্তরহারীতশুকেষ্বপ্যস্তকেলিষু ॥ ২ ॥
সুবিস্মৃতবিলাসাসু স্থিতাসু ললনাস্বপি।
চিত্তভিত্তাবিব ন্যস্তে সমস্তে রাজসদ্মনি ॥ ৩ ।
মুহূর্ত্তশেষমভবদ্দিবসং মধুরাতপম্।
ব্যবহারা রবিকরৈঃ সহ তানবমাযযুঃ ॥ ৪ ॥
ববুরুৎফুল্লকমল-প্রকরামোদমাংসলাঃ।
বায়বোমধুরস্পন্দাঃ শ্রবণার্থমিবাগতাঃ ॥ ৫ ॥
শ্রুতং চিন্তয়িতুং ভানুরিবাহোরচনাভ্রমম্।
তত্যাজৈকান্তমগমচ্ছূন্যমস্তগিরেস্তটম্ ॥ ৬ ॥
ইত্তস্থূর্ম্মিহিকারম্ভসমতা বনভূমিষু।
বিজ্ঞানশ্রবণাদন্তঃশীতলাঃ শান্ততা ইব ॥ ৭ ॥
বভূবুরল্পসঞ্চারা জনা দশসু দিক্ষ্বপি।
সাবধানতয়া শ্রোতুমিব সংত্যক্তচেষ্টিতাঃ ॥ ৮ ॥

ছায়াদীর্ঘত্বমাজগ্মুর্ব্বাশিষ্ঠং বচনক্রমম্ ।
ইব শ্রোতুমশেষাণাং বস্তূনাং দীর্ঘকন্ধরাঃ ॥ ৯ ॥
প্রতীহারঃ পুরঃ প্রহ্বোভূত্বাহ বসুধাধিপম্ ।
দেব স্নানদ্বিজার্চ্চাসু কালোব্যতিগতোভৃশম্ ॥ ১০ ॥
ততোবশিষ্ঠোভগবান্ সংহৃত্য মধুরাং গিরম্ ।
অদ্য তাবৎ মহারাজ শ্রুতমেতাবদস্তু বঃ ॥ ১১ ॥
প্রাতরন্যদ্বদিষ্যামি ইত্যুক্ত্বা মৌনবানভূৎ ।
ইত্যাকর্ণ্যৈবমস্তূক্ত্বা ভূপতির্ভূতিবৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
পুষ্পপাদ্যার্ঘসম্মান-দক্ষিণাদানপূজয়া ।
সদেবর্ষিমুনীন্ বিপ্রান্ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৩ ॥
অথোত্তস্থৌ সভা সর্ব্বা সরাজমুনিমণ্ডলা ।
মণ্ডলাকীর্ণরত্নৌঘপরিবেষাবৃতাননা ॥ ১৪ ॥
পরস্পরাঙ্গসঙ্ঘট্টরণৎকেয়ুরকঙ্কণা ।
হারভারাহৃতস্বর্ণপট্টাভোরুস্তনান্তরা ॥ ১৫ ॥
শেখরোৎসঙ্গবিশ্রান্তপ্রবুদ্ধমধুপস্বনৈঃ ।
সঘুঙ্ঘুমশিরোভারা বদদ্ভিরিব মূর্দ্ধজৈঃ ॥ ১৬ ॥
কাঞ্চনাভরণোদ্যোতকনকীকৃতদিঙ্মুখাঃ ।
বুদ্ধিস্থমুনিবাগর্থ সংশান্তেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥
জগ্মুর্ন্নভশ্চরা ব্যোম ভূচরা ভূমিমণ্ডলম্ ।
চক্রুর্দ্দিনসমাচারং সর্ব্বে তে স্বেষু সদ্মসু ॥ ১৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শ্যামা যামিনী সমদৃশ্যত ।
জনসঙ্ঘাদ্বিনির্ম্মুক্তা গৃহে বালাঙ্গনা যথা ॥ ১৯ ॥

দেশান্তরং ভাসয়িতুং যযৌ দিবসনায়কঃ।
সর্ব্বত্রালোককর্ত্তৃত্ব-মেবং সৎপুরুষব্রতম্॥ ২০॥
উদভূদভিতঃ সন্ধ্যা তারানিকরধারিণী।
উৎফুল্লকিংশুকবনা বসন্তশ্রীরিবোদিতা॥ ২১॥
চূতনীপকদম্বাগ্র-গ্রামচৈত্যগৃহোদরে।
নিলিল্যিরে খগাশ্চিন্তেহবদাতা বৃত্তয়োযথা॥ ২২॥
ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্ম্মেঘলেশৈঃ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমচ্ছায়য়েব।
পাশ্চাত্যোদ্রিঃ পীতবাসাঃ সমেঘৈ-
স্তারাহারঃ শ্রীযুতঃ খং সমেতঃ॥ ২৩॥
পূজামাদায় সন্ধ্যায়াং প্রগতায়াং যথাগতম্।
অন্ধকারাঃ সমুত্তস্থুর্ব্বেতালা বপুষা যথা॥ ২৪॥
অবশ্যায়কণাস্পন্দীহেলাবিত্ত্যতপল্লবঃ।
কোমলঃ কুমুদাশংসী ববাবাশীতলোনিলঃ॥ ২৫॥
পরমান্ধ্যমুপাজগ্মুর্দ্দিশোবিস্ফুটতারকাঃ।
লম্বদীর্ঘতমঃকেশ্যোবিধবা ইব যোষিতঃ॥ ২৬॥
আযযৌ ভুবনং তেজঃ ক্ষীরপূরেণ পূরয়ন্।
রসায়নময়াকারঃ শশিক্ষীরার্ণবোনভঃ॥ ২৭॥
জগন্মুস্তিমিরসঞ্জাতাঃ পলায্য ক্বাপ্যদৃশ্যতাম্।
শ্রুতজ্ঞানগিরশ্চিত্তান্মহীপানামিবাজ্ঞতাঃ॥ ২৮॥
ঋষয়োভূমিপালাশ্চ মুনয়োব্রাহ্মণাস্তথা।
চেতসীব বিচিত্রার্থাঃ স্বাস্পদেষু বিশশ্রমুঃ॥ ২৯॥

যমকায়োপমাশ্যামা যযৌ তিমিরমাংসলা।
আযযৌ মিহিকা স্ফারা তত্র তেম্বামুষঃ শনৈঃ ॥ ৩০ ॥
অন্তর্ধানমুপাজগ্মুস্তারা নভসি ভাস্বরাঃ।
প্রভাতপবনেনেব হৃতাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩১ ॥
দৃশ্যতামাজগামার্কঃ প্রভোন্মীলিতলোচনঃ।
বিবেকবৃত্তির্ম্মহতাং মনসীব নবোদিতা ॥ ৩২ ॥
ভানোর্ভাসাভূষিতৈর্ম্মেঘলেশৈঃ
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুঙ্কুমচ্ছায়য়েব।
পূর্ব্বক্ষ্মাভৃৎ পীতবাসাঃ সমেঘৈ-
স্তারাহারঃ শ্রীযুতঃ খং সমেতঃ ॥ ৩৩ ॥
সভাং পুনরুপাজগ্মুর্নভশ্চরমহীচরাঃ।
হ্যস্তনেন ক্রমেণৈব কৃতপ্রাতস্তনক্রমাঃ ॥ ৩৪ ॥
পূর্ব্ববৎ সন্নিবেশেন বিবেশ সকলা সভা।
ববাবাস্পন্দিতাকারা বাতমুক্তেব পদ্মিনী ॥ ৩৫ ॥
অথ প্রসঙ্গমাসাদ্য রামো মধুরয়া গিরা।
উবাচ মুনিশার্দ্দলং বশিষ্ঠং বদতাম্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ মনসোরূপং কীদৃশং বদ মে স্ফুটম্।
যস্মাৎ তেনেয়মখিলা তন্যতে লোকমঞ্জরী ॥ ৩৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রামাঽস্য মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতেঃ ॥ ৩৮ ॥

ন বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ।
সর্ব্বত্রৈব স্থিতঞ্চৈতদ্বিদ্ধি রাম যথা নভঃ ॥ ৩৯ ॥
ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বুসন্নিভম্।
রূপন্তু ক্ষণসঙ্কল্পাদ্দ্বিতীয়েন্দুভ্রমোপমম্ ॥ ৪০ ॥
মধ্যে যদেতদর্থস্য প্রতিভানং প্রথাং গতম্।
সতোবাপ্যসতোবাপি তন্মনোবিদ্ধি নেতরৎ ॥ ৪১ ॥
যদর্থপ্রতিভানং তন্মন ইত্যভিধীয়তে।
অন্যন্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মনোনাম কদাচন ॥ ৪২ ॥
সঙ্কল্পনং মনোবিদ্ধি সঙ্কল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে।
যথা দ্রবত্বাৎ সলিলং তথা স্পন্দোযথানিলাৎ ॥ ৪৩ ॥
যত্র সঙ্কল্পনং তত্র তন্মনোঙ্গ তথা স্থিতম্।
সঙ্কল্পমনসী ভিন্নে ন কদাচন কেচন ॥ ৪৪ ॥
সত্যমস্ত্বথবাসত্যং পদার্থপ্রতিভাসনম্।
তাবন্মাত্রং মনোবিদ্ধি তদ্‌ব্রহ্মৈব পিতামহঃ ॥ ৪৫ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা মন ইত্যভিধীয়তে।
আধিভৌতিকবুদ্ধিন্তু স আধত্তে চিরস্থিতেঃ ॥ ৪৬ ॥
অবিদ্যাসংসৃতিশ্চিত্তং মনোবন্ধো মলস্তমঃ।
ইতি পর্য্যায়নামানি দৃশ্যস্য বিদুরুত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥
ন হি দৃশ্যাদৃতে কিঞ্চিন্মনসোরূপমস্তি হি।
দৃশ্যঞ্চোৎপন্নমেবৈতন্নেতি বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ ॥ ৪৮ ॥
যথা কমলবীজান্তঃস্থিতা কমলবল্লরী।
মহাচিৎপরমাণ্বন্তস্তথা দৃশ্যং জগৎ স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রকাশস্থ যথা লোকো যথা বা তস্য চাপলং।
যথা দ্রবত্বং পয়সি দৃশ্যত্বং দ্রষ্টরীদৃশম্ ॥ ৫০ ॥
অঙ্গদত্বং যথা হেম্নি মৃগনদ্যাং যথা জলম্।
ভিত্তির্যথা স্বপ্নপুরে তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ ॥ ৫১ ॥
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমনন্যদিব যৎ স্থিতম্।
তদপ্যুন্মার্জ্জয়াম্যাশু ত্বচ্চিত্তাদর্শতোমলম্ ॥ ৫২ ॥
যদ্দ্রষ্টুরস্যাদ্রষ্টৃত্বং দৃশ্যাভাবে ভবেৎ বলাৎ।
তদ্বিদ্ধি কেবলীভাবং তত এবাসতঃ সতঃ ॥ ৫৩ ॥
তত্তামুপগতে ভাবে রাগদ্বেষাদিবাসনাঃ।
শাম্যন্ত্যস্পন্দিতে যাতে স্পন্দনক্ষুব্ধতা যথা ॥ ৫৪ ॥
অসম্ভবতি সর্ব্বস্মিন্ দিগ্ভূম্যাকাশরূপিণি।
প্রকাশ্যে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
ত্রিজগত্ত্বমহঞ্চেতি দৃশ্যেঽসত্তামুপাগতে।
দ্রষ্টুঃ স্যাৎ কেবলীভাবস্তাদৃশোবিমলাত্মনঃ ॥ ৫৬ ॥
অনাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী।
স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী ॥ ৫৭ ॥
অহং ত্বং জগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে।
স্যাত্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে ॥ ৫৮ ॥

রাম উবাচ।

সচ্চেন্ন শাম্যত্যেবেদং নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
অসত্তাঞ্চ ন বিদ্মোস্মিন্ দৃশ্যে দোষপ্রদায়িনি ॥৫৯॥

তস্মাৎ কথমিয়ং শাম্যেৎ ব্রহ্মন্ দৃশ্যবিসূচিকা।
মনোভবভ্রমকরী দুঃখসন্ততিদায়িনী ॥ ৬০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্য দৃশ্যপিশাচস্য শান্ত্যৈ মন্ত্রমিমং শৃণু।
রামাত্যন্তময়ং যেন স্মৃতিমেষ্যতি নঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৬১ ॥
যদস্তি তস্য নাশোঽস্তি ন কদাচন রাঘব।
তস্মাত্তন্নষ্টমপ্যন্তর্ব্বীজভূতং ভবেদ্ধৃদি ॥ ৬২ ॥
স্মৃতিবীজাচ্চিদাকাশে পুনরুদ্ভুয় দৃশ্যধীঃ।
লোকশৈলাম্বরাকারং দোষং বিতনুতেঽতনুম্ ॥৬৩॥
ইত্যনির্ম্মোক্ষদোষঃ স্যান্ন চ তস্যেহ সম্ভবঃ।
যস্মাদ্দেবর্ষিমুনয়োদৃশ্যন্তে মুক্তিভাজনম্ ॥ ৬৪ ॥
যদি স্যাজ্জগদাদীদং তস্মান্মোক্ষো ন কস্যচিৎ।
বাহ্যস্থমস্তু হৃৎস্থং বা দৃশ্যং নাশায় কেবলম্ ॥ ৬৫ ॥
তস্মাদিমাং প্রতিজ্ঞাং ত্বং শৃণু রামাতিভীষণাম্।
যামুত্তরেণ গ্রন্থেন নূনং ত্বমববুদ্ধ্যসে ॥ ৬৬ ॥
অয়মাকাশভূতাদিরূপোঽহঞ্চেতি লক্ষিতঃ।
জগচ্ছব্দস্য নামার্থোননু নাস্ত্যেব কশ্চন ॥ ৬৭ ॥
যদিদং দৃশ্যতেকিঞ্চিদ্দৃশ্যজাতং পুরোগতম্।
পরব্রহ্মৈব তৎসর্ব্বমজরামরমব্যয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি শান্তে শান্তং ব্যবস্থিতম্।
ব্যোমন্যেবোদিতং ব্যোম ব্রহ্মণি ব্রহ্ম তিষ্ঠতি ॥৬৯॥

ন দৃশ্যমস্তি সদ্রূপং ন দ্রষ্টা ন চ দর্শনম্।
ন শূন্যং ন জড়ং নো চিৎ শান্তমেবেদমাততম্ ॥৭০॥

রামউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রেণ পিষ্টোদ্রিঃ শশশৃঙ্গং প্রগায়তি।
প্রসার্য্য ভুজসম্পাতং শিলা নৃত্যতি তাণ্ডবম্ ॥ ৭১॥
স্রবন্তি সিকতাস্তৈলং পঠন্ত্যুপলপুত্রিকাঃ।
গর্জ্জন্তি চিত্রজলদা ইতীবেদং বচঃ প্রভো ॥ ৭২ ॥
জরামরণদুঃখাদি-শৈলাকাশময়ং জগৎ।
নাস্তীতি কিমিদং নাম ভবতাপি মমোচ্যতে ॥ ৭৩ ॥
যথেদং ন স্থিতং বিশ্বং নোৎপন্নং ন চ বিদ্যতে।
তথা কথয় মে ব্রহ্মন্ যেনৈতন্নিশ্চিতং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

নাসমন্বিতবাগস্মি শৃণু রাঘব কথ্যতে।
যথেদমসদাভাতি বন্ধ্যাপুত্র ইবারবী ॥ ৭৫ ॥
ইদমাদাবনুৎপন্নং সর্গাদৌ তেন নাস্ত্যলম্।
ইদং হি মনসোভাতি স্বপ্নাদৌ পত্তনং যথা ॥ ৭৬ ॥
মন এব চ সর্গাদাবনুৎপন্নমসদ্বপুঃ।
তদেব শৃণু বক্ষ্যামি যথৈবমনুভূয়তে ॥ ৭৭ ॥
মনোদৃশ্যময়ং দোষং তনোতীমং ক্ষয়াত্মকম্।
অসদেব সদাকারং স্বপ্নঃ স্বপ্নান্তরং যথা ॥ ৭৮ ॥

তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি দেহকম্।
তেনেয়মিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেন বিতন্যতে ॥ ৭৯ ॥

স্ফুরতি বল্গতি গচ্ছতি যাচতে
ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ম্।
অপরতামুপয়াত্যপি কেবলং
চলতি চঞ্চলশক্তিতয়া মনঃ ॥ ৮০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে হর্থকল্পনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গঃ ।

—:o:—

রামউবাচ।

ভগবন্ মুনিশার্দ্দূল কিমিবেহ মনোভ্রমে।
বিদ্যতে কথমুৎপন্নং মনোমায়াময়ং কুতঃ ॥ ১ ॥
উৎপত্তিমাদাবিতি মে সমাসেন বদ প্রভো।
প্রবক্ষ্যসি ততঃ শিষ্টং বক্তব্যং বদতাম্বর ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তাবসত্তাং সমুপাগতে।
অশেষদৃশ্যসর্গাদৌ শান্তমেবাবশিষ্যতে ॥ ৩ ॥
আস্তেনস্তমিতো ভাস্বানজোদেবোনিরাময়ঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে যোমুক্তৈরবগম্যতে।
যস্য চাত্মাদিকাঃ সংজ্ঞাঃ কল্পিতা ন স্বভাবজাঃ ॥ ৫ ॥
যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞান-বিদামেকান্তনির্ম্মলম্ ॥ ৬ ॥
যঃ শূন্যবাদিনাং শূন্যোভাসকো যোর্কতেজসাম্।
বক্তা মন্তা ঋতং ভোক্তা দ্রষ্টা কর্ত্তা সদৈব সঃ ॥ ৭ ॥
সন্নপ্যসদযো জগতি যোদেহস্থোপি দূরগঃ।
চিৎপ্রকাশোহ্যয়ং যস্মাদালোক ইব ভাস্বতঃ ॥ ৮ ॥

যস্মাদ্বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ।
যস্মাজ্জগন্ত্যনন্তানি বুদ্বুদা জলধেরিব ॥ ৯ ॥
যং যান্তি দৃশ্যবৃন্দানি পয়াংসীব মহার্ণবম্।
য আত্মানং পদার্থঞ্চ প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ ১০ ॥
য আকাশে শরীরে চ দৃষৎস্বপ্সু লতাসু চ।
পাংসুষ্বদ্রিষু বাতেষু পাতালেষু চ সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
যঃ প্লাবয়তি সংরব্ধং পুর্য্যষ্টকমিতস্ততঃ।
যেন মূকীকৃতা মূঢ়াঃ শিলাধ্যানমিবাস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥
ব্যোম যেন কৃতং শূন্যং শৈলা যেন ঘনীকৃতাঃ।
আপো দ্রুতাঃ কৃতা যেন দীপোযস্য বশোরবিঃ ॥ ১৩ ॥
প্রসরন্তি যতশ্চিত্রাঃ সংসারাসারবৃষ্টয়ঃ।
অক্ষয়ামৃতসম্পূর্ণাদম্ভোদাদিব বৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবময়াস্ত্রিভুবনোর্ম্ময়ঃ।
স্ফুরন্ত্যতিততে যস্মিন্ মরাবিব মরীচয়ঃ ॥ ১৫ ॥
নাশরূপোবিনাশাত্মা যোন্তঃস্থঃ সর্ব্বজন্তুষু।
গুপ্তোযোপ্যতিরিক্তোপি সর্ব্বভাবেষু সংস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
প্রকৃতিব্রততির্ব্ব্যোম্নি জাতাব্রহ্মাণ্ডসৎফলা।
চিত্তমূলেন্দ্রিয়দলা যেন নৃত্যতি বায়ুনা ॥ ১৭ ॥
যশ্চিন্মণিঃ প্রকচতি প্রতিদেহসমুদ্গকে।
যস্মিন্নিন্দৌ স্ফুরন্ত্যেতা জগজ্জালমরীচয়ঃ ॥ ১৮ ॥
প্রশান্তে চিদ্ঘনে যস্মিন্ স্ফুরন্ত্যমৃতবর্ষিণি।
ধারাজলানি ভূতানি সৃষ্টয়স্তড়িতঃ স্ফুটাঃ ॥ ১৯ ॥

চমৎকুর্ব্বন্তি বস্তূনি যদালোকতয়া মিথঃ।
অসজ্জাতমসদ্যেন যেন সৎ সত্ত্বমাগতম্ ॥ ২০ ॥
চলতীদমনিচ্ছস্য কায়ো যোযস্য সন্নিধৌ।
জড়ম্পরমরক্তস্য শান্তমাত্মনি তিষ্ঠতঃ ॥ ২১ ॥
নিয়তির্দ্দেশকালৌ চ চলনং স্পন্দনং ক্রিয়া।
ইতি যেন গতাঃ সত্তাং সর্ব্বসত্তাতিগামিনা ॥ ২২ ॥
শুদ্ধসম্বিন্ময়ত্বাদ্যঃ খস্তবেদ্ব্যোমচিন্তয়া।
পদার্থচিন্তয়ার্থত্বমিব তিষ্ঠত্যধিষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥
কুর্ব্বন্নপীহ জগতাং মহতামনন্ত-
বৃন্দং ন কিঞ্চনকরীতি ন কাশ্চনাপি।
স্বাত্মন্যনন্তময়সম্বিদি নির্ব্বিকারে-
ত্যক্তোদয়স্থিতিমতি স্থিত একএব ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মূলকারণদেবস্বরূপবর্ণনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্য দেবাধিদেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানাদেব পরা সিদ্ধির্ন ত্বনুষ্ঠানদুঃখতঃ ॥ ১ ॥
অত্র জ্ঞানমনুষ্ঠানং ন ত্বন্যদুপযুজ্যতে।
মৃগতৃষ্ণাজলভ্রান্তি-শান্তৌ চেদং নিরূপিতম্ ॥ ২ ॥
ন হ্যেষ দূরে নাভ্যাশে নালভ্যো বিষমেন চ।
স্বানন্দাভাসরূপোসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥ ৩ ॥
কিঞ্চিন্নোপকরোত্যত্র তপোদানব্রতাদিকম্।
স্বভাবমাত্রে বিশ্রান্তিমৃতে নাত্রাস্তি সাধনম্ ॥ ৪ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরতৈবাত্র কারণম্।
সাধনং বাধনং মোহ-জালস্য যদকৃত্রিমম্ ॥ ৫ ॥
অয়ং স দেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞানমাত্রতঃ।
জন্তোর্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ ॥ ৬ ॥

রামউবাচ।

সম্পরিজ্ঞাতমাত্রেণ কিলানেনাত্মনাত্মনা।
পুনর্দ্দোষা ন বাধন্তে মরণাদ্যাঃ কদাচন ॥ ৭ ॥

দেবদেবোমহানেষ কুতোদূরাদবাপ্যতে।
তপসা কেন তীব্রেণ ক্লেশেন কিয়তাথ বা ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

স্বপৌরুষপ্রযত্নেন বিবেকেন বিকাসিনা।
স দেবোজ্ঞায়তে রাম ন তপঃস্নানকর্ম্মভিঃ ॥ ৯ ॥
রাগদ্বেষতমঃক্রোধ-মদমাৎসর্য্যবর্জ্জনম্।
বিনা রাম তপোদানং ক্লেশএব ন বাস্তবম্ ॥ ১০ ॥
রাগাদ্যুপহতে চিত্তে বঞ্চয়িত্বা পরং ধনম্।
যদর্জ্জ্যতে তস্য দানাদযস্যার্থাস্তস্য তৎফলম্ ॥ ১১ ॥
রাগাদ্যুপগতে চিত্তে ব্রতাদি ক্রিয়তে চ যৎ।
তদ্দম্ভঃ প্রোচ্যতে তস্য ফলমস্তি মনাক্ ন চ ॥ ১২ ॥
তস্মাৎ পুরুষযত্নেন মুখ্যমৌষধমাহরেৎ।
সচ্ছাস্ত্রসজ্জনাসঙ্গৌ সংসৃতিব্যাধিনাশিনৌ ॥ ১৩ ॥
অত্রৈকম্পৌরুষং যত্নং বর্জ্জয়িত্বেতরা গতিঃ।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়প্রাপ্তৌ ন কাচিদুপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
শৃণু তৎ পৌরুষং কীদৃগাত্মজ্ঞানস্য লব্ধয়ে।
যেন শাম্যত্যশেষেণ রাগদ্বেষবিষূচিকা ॥ ১৫ ॥
যথাসম্ভবয়া বৃত্ত্যা লোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া।
সন্তোষসন্তুষ্টমনা ভোগগন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥
যথাসম্ভবমুদ্যোগাদনুদ্বিগ্নতয়া স্বয়া।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরতাং প্রথমং শ্রয়েৎ ॥ ১৭ ॥

যথাপ্রাপ্তার্থসন্তুষ্টো যো গর্হিতমুপেক্ষতে।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরঃ শীঘ্রং স মুচ্যতে ॥ ১৮॥
বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্য মহামতেঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্ত্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রশঙ্করাঃ ॥ ১৯ ॥
দেশে যং সুজনপ্রায়া লোকাঃ সাধুং প্রচক্ষতে।
স বিশিষ্টঃ স সাধুঃ স্যাৎ তং প্রযত্নেন সংশ্রয়েৎ॥২০॥
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং প্রধানং তৎকথাশ্রয়ম্।
শাস্ত্রং সচ্ছাস্ত্রমিত্যাহুর্ম্মুচ্যতে তদ্বিচারণাৎ ॥ ২১ ॥

সচ্ছাস্ত্রসৎসঙ্গমজৈর্ব্বিবেকৈ-
স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্যাঃ।
যথা জলানাং কতকানুষঙ্গাৎ
তথা জনানাং মতয়োপি যোগাৎ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে মুমুক্ষুপ্রযত্নোপদেশো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গ। ৬।

সপ্তমঃ সর্গঃ ।

—ঃ ঃ—

রামউবাচ ।

য এষ দেবঃ কথিতো যস্মিন্ জ্ঞাতে বিমুচ্যতে ।
বদ ক্বাসৌ স্থিতোব্রহ্মন্ কথমেনমহং লভে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

য এষ দেবঃ কথিতো নৈষ দূরেবতিষ্ঠতে ।
শরীরে সংস্থিতোনিত্যং চিন্মাত্রমিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥
এষ সর্ব্বমিদং বিশ্বং ন বিশ্বং চৈষ সর্ব্বগঃ ।
বিদ্যতে হ্যেষ এবৈকো ন তু বিশ্বাভিধাস্তি দৃক্ ॥ ৩ ॥
চিন্মাত্রমেষ শশিভৃচ্চিন্মাত্রং গরুড়েশ্বরঃ ।
চিন্মাত্রমেব তপনশ্চিন্মাত্রং কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

রামউবাচ ।

বালা অপি বদন্ত্যেতৎ যদি চেতনমাত্রকম্ ।
জগদিত্যেব কৈবাত্র নাম স্যাদুপদেশতা ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

চিন্মাত্রং চেতনং বিশ্বমিতি যজ্‌জ্ঞাতবানসি ।
ন কিঞ্চিদেব বিজ্ঞাতং ভবতা ভবনাশনম্ ॥ ৬ ॥

চেতনং রাম সংসারোজীব এষ পশুঃ স্মৃতঃ।
এতস্মাদেব নির্যান্তি জরামরণভীতয়ঃ ॥ ৭ ॥
পশুরজ্ঞোহয়মূর্ত্তোপি দুঃখস্যৈবৈষ ভাজনম্।
চেতনত্বাচ্চেতনীয়ং মনোঽনর্থঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৮ ॥
চেত্যনির্ম্মুক্ততা যা স্যাদচেত্যোন্মুখতাথ বা।
অস্য সা ভরিতাবস্থা তাং জ্ঞাত্বা নানুশোচতি ॥৯॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১০ ॥
তস্য চেত্যোন্মুখত্বন্তু চেত্যাসম্ভবনং বিনা।
রোদ্ধুং ন শক্যতে দৃশ্যং চেত্যং শাম্যতি বৈ কথম্॥১১॥
অচেত্যচিৎস্বরূপং যৎ তচ্চাসম্ভবনং বিনা।
ক্ব স্বরূপোন্মুখত্বং হি কেবলং চেত্যরোধতঃ ॥ ১২ ॥

রামউবাচ।

যস্মিন্ জীবে হি বিজ্ঞাতে ন বিনশ্যতি সংসৃতিঃ ॥
ব্যোমরূপী পশুস্ত্বজ্ঞঃ স ব্রহ্মন্ কুত্র কীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রৈঃ সংসারার্ণবতারকঃ।
দৃশ্যতে পরমাত্মা যঃ স ব্রহ্মন্ বদ কীদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

যদেতচ্চেতনং জীবো বিশীর্ণোজন্মজঙ্গলে।
এতমাত্মানমিচ্ছন্তি যে তেঽজ্ঞাঃ পণ্ডিতা অপি ॥১৫ ॥

জীব এব হি সংসারশ্চেতনা দুঃখসন্ততিঃ।
অস্মিন্ জ্ঞাতে ন বিজ্ঞাতং কিঞ্চিদ্ভবতি কুত্র চিৎ॥১৬॥
জ্ঞায়তে পরমাত্মা চেৎ রাম দুঃখস্য সন্ততিঃ।
ক্ষয়মেতি বিষাবেশশান্তাবিব বিষূচিকা॥ ১৭॥

রামউবাচ।

রূপং কথয় মে ব্রহ্মন্ যথাবৎ পরমাত্মনঃ
যস্মিন্ দৃষ্টে মনোমোহান্ সমগ্রান্ সন্তরিষ্যতি॥১৮॥

বশিষ্ঠউবাচ।

দেশাদ্দেশান্তরং দূরং প্রাপ্তায়াং সম্বিদোবপুঃ।
নিমিষেণৈব যন্মধ্যে তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ১৯॥
অত্যন্তাভাব এবাস্তি সংসারস্য যথাস্থিতেঃ।
যস্মিন্ বোধমহাম্ভোধৌ তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২০॥
দ্রষ্টৃদৃশ্যক্রমোযত্র স্থিতোপ্যস্তময়ং গতঃ।
যদনাকাশমাকাশং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২১॥
অশূন্যমিব যচ্ছূন্যং যস্মিন্ শূন্যং জগৎ স্থিতম্।
সর্গৌঘে সতি যচ্ছূন্যং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২২॥
যন্মহাচিন্ময়মপি বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিতম্।
জড়ং বাজড়মেবান্তস্তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২৩॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং যেন সর্ব্বং সম্প্রাপ্য সঙ্গমম্।
স্বরূপসত্তামাপ্নোতি তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২৪॥

প্রকাশস্য যথালোকঃ শূন্যত্বং নভসোযথা।
তথেদং সংস্থিতং যত্র তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ২৫॥

রামউবাচ।

সদ্রূপং পরমাত্মেতি কথং নাম হি বুধ্যতে।
ইয়তোস্য জগন্নাম্নো দৃশ্যস্যাসম্ভবঃ কথম্॥ ২৬॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অত্যন্তাভাবসম্বোধে যদি রূঢ়িরলন্তবেৎ॥ ২৭॥
তজ্‌জ্ঞাতং ব্রহ্মণো রূপং ভবেন্নান্যেন কর্ম্মণা।
দৃশ্যাত্যন্তাভাবতস্তু ঋতে নান্যা শুভা গতিঃ॥ ২৮॥
অত্যান্তাভাবসম্পত্তৌ দৃশ্যস্যাস্য যথাস্থিতেঃ।
শিষ্যতে পরমার্থোসৌ বুধ্যতে জায়তে ততঃ॥ ২৯॥
ন বিদঃ প্রতিবিম্বোস্তি দৃশ্যাভাবাদৃতে ক্বচিৎ।
ক্বচিন্নাপ্রতিবিম্বেন কিলাদর্শোবতিষ্ঠতে॥ ৩০।
জগন্নাম্নোস্য দৃশ্যস্য স্বসত্তাসম্ভবং বিনা।
বুধ্যতে পরমং তত্ত্বং ন কদাচন কেনচিৎ॥ ৩১॥

রামউবাচ।

ইয়তোদৃশ্যজাতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য জগৎস্থিতেঃ।
মুনে কথমসত্তাস্তি ক্ব মেরুঃ সর্ষপোদরে॥ ৩২॥

বশিষ্ঠউবাচ।

দিনানি কতিচিদ্রাম যদি তিষ্ঠস্যখিন্নধীঃ।
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরমস্তদহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥

প্রমার্জ্জয়ামি তে দৃশ্যং বোধে মৃগজলং যথা।
দৃশ্যাভাবে দ্রষ্টৃতা চ শাম্যেদ্বোধোবশিষ্যতে ॥ ৩৪ ॥
দ্রষ্টৃত্বং সতি দৃশ্যেস্মিন্ দৃশ্যত্বং সত্যথেক্ষকে।
একত্বং সতি হি দ্বিত্বে দ্বিত্বঞ্চৈকত্বযোজনে ॥ ৩৫ ॥
একাভাবে দ্বয়োরেব সিদ্ধির্ভবতি নাত্র হি।
দ্বিত্বৈক্যদ্রষ্টৃদৃশ্যত্ব-ক্ষয়ে সদবশিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
অহন্তাদিজগদ্দৃশ্যং সর্ব্বং তে মার্জ্জয়াম্যহম্।
অত্যন্তাভাবসম্বিত্ত্যা মনোমুকুরতোমলম্ ॥ ৩৭ ॥

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
যত্তু নাস্তি স্বভাবেন কঃ ক্লেশস্তস্য মার্জ্জনে ॥ ৩৮ ॥
জগদাদাবনুৎপন্নং যচ্চেদং দৃশ্যতে ততম্।
তৎ স্বাত্মন্যেব বিমলে ব্রহ্ম চিত্ত্বাৎ স্ববৃংহিতম্ ॥ ৩৯ ॥
জগন্নাম্না ন চোৎপন্নং ন চাস্তি ন চ দৃশ্যতে।
হেম্নীব কটকাদিত্বং কিমেতন্মার্জ্জনে শ্রমঃ ॥ ৪০ ॥
তথৈতদ্বিস্তরেণাহং বক্ষ্যামি বহুযুক্তিভিঃ।
অবাধিতং যথা তত্ত্বং স্বয়মেবানুভূয়তে ॥ ৪১ ॥

আদাবেব হি নোৎপন্নং যত্তস্যেহাস্তিতা কুতঃ।
কুতো মরৌ জলসরিদ্দ্বিতীয়েন্দৌ কুতোগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥
যথা বন্ধ্যাসুতোনাস্তি যথা নাস্তি মরৌ জলম্।
যথা নাস্তি নভোবৃক্ষস্তথা নাস্তি জগদ্ভ্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
যদিদং দৃশ্যতে রাম তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্।
এতৎ পুরস্তাদ্বক্ষ্যামি যুক্তিতোন গিরৈব চ ॥ ৪৪ ॥

যন্নাম যুক্তিভিরিহ প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তত্রাবহেলনমযুক্তমুদারবুদ্ধে।
যোযুক্তিযুক্তমবমত্য বিমূঢ়বুদ্ধিঃ
কষ্টাগ্রহোভবতি তং বিদুরজ্ঞমেব ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে জগদাদিদৃশ্যাসত্তাপ্রতিজ্ঞা নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ ।

—: :—

রামউবাচ ।

কয়ৈতজ্জ্ঞায়তে যুক্ত্যা কথমেতৎ প্রসিধ্যতি ।
ন্যায়ানুভূত এতস্মিন্নজ্ঞেয়মবশিষ্যতে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

বহুকালমিয়ং রূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানবিষূচিকা ।
জগন্নাম্ন্যবিচারাখ্যা বিনা জ্ঞানং ন শাম্যতি ॥ ২ ॥
বদাম্যাখ্যায়িকা রাম যা ইমা বোধসিদ্ধয়ে ।
তাশ্চেচ্ছৃণোষি তৎ সাধো মুক্ত এবাসি বুদ্ধিমান্ ॥৩॥
নো চেদুদ্বেগশীলত্বাদর্দ্ধাদুত্থায় গচ্ছসি ।
তত্তির্য্যগধর্ম্মিণস্তেভ্য ন কিঞ্চিদপি সেৎস্যতি ॥ ৪ ॥
যো যমর্থং প্রার্থয়তে তদর্থং যততে তথা ।
সোবশ্যং তদবাপ্নোতি ন চেচ্ছান্তোনিবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্র-পরোভবসি রাম চেৎ ।
তদ্দিনৈরেব নো মাসৈঃ প্রাপ্নোষি পরমং পদম্ ॥ ৬ ॥

রামউবাচ।

আত্মজ্ঞানপ্রবোধায়
শাস্ত্রং শাস্ত্রবিদাম্বর।
কিং নাম তৎ প্রধানং স্যাৎ
যস্মিন্ জ্ঞাতে ন শোচ্যতে॥ ৭॥

বশিষ্ঠউবাচ।

আত্মজ্ঞানপ্রধানানামিদমেব মহামতে।
শাস্ত্রাণাং পরমং শাস্ত্রং মহারামায়ণং শুভম্॥ ৮॥
ইতিহাসোত্তমাদস্মাৎ শ্রুতাদ্বোধঃ প্রবর্ত্ততে।
সর্ব্বেষামিতিহাসানাময়ং সার উদাহৃতঃ॥ ৯॥
শ্রুতেস্মিন্ বাঙ্ময়ে যস্মাজ্জীবন্মুক্তত্বমক্ষয়ম্।
উদেতি স্বয়মেবাত ইদমেবাতিপাবনম্॥ ১০॥
স্থিতমেবাস্তমায়াতি জগদ্দৃশ্যং বিচারণাৎ।
যথা স্বপ্নে পরিজ্ঞাতে স্বপ্নাদাবেব ভাবনা॥ ১১॥
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।
ইমং সমস্তবিজ্ঞান-শাস্ত্রকোশং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১২॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং তস্যোদারচমৎকৃতেঃ।
বোধস্যাপি পরং বোধং বুদ্ধিরেতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥
যস্মৈ নেদং ত্বরুচয়ে রোচতে দুষ্কৃতোদয়াৎ।
বিচারয়তু যৎকিঞ্চিৎ সচ্ছাস্ত্রং জ্ঞানবাঙ্ময়ম্॥ ১৪॥

জীবন্মুক্তত্বমস্মিংস্তু শ্রুতে সমনুভূয়তে।
স্বয়মেব যথা পীতে নীরোগত্বং বরৌষধে ॥ ১৫ ॥
শ্রূয়মাণে হি শাস্ত্রেঽস্মিন্ শ্রোতা বেত্ত্যেতদাত্মনা।
যথাবদিদমস্মাভির্নূক্তং বরশাপবৎ ॥ ১৬ ॥

নশ্যতি সংস্থতিদুঃখমিদং তে
স্বাত্মবিচারণয়া কথয়ৈব।
নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ-
স্তৎকথনোদিতযত্নশতেন ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে সচ্ছাস্ত্রনিরূপণং নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

নবমঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

তচ্চিত্তাস্তদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১॥
তেষাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা॥ ২॥

রামউবাচ।

ব্রহ্মন্ বিদেহমুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রদৃশা ধিয়া॥ ৩॥

বশিষ্ঠউবাচ।

যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪॥
বোধৈকনিষ্ঠতাং যাতো জাগ্রত্যেব সুষুপ্তবৎ।
য আস্তে ব্যবহর্ত্তৈব জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫॥
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৬॥

যোজাগর্ত্তি সুষুপ্তস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনোবোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭ ॥
রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোন্তর্ব্ব্যোমবদচ্ছস্থঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতোভাবো যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯ ॥
যস্যোন্মেষনিমেষার্দ্ধাদ্বিদঃ প্রলয়সম্ভবৌ।
পশ্যেৎত্রিলোক্যাঃ স্বসমঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১ ॥
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২ ॥
যঃ সমস্তার্থজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পদার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৩ ॥
জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা দেহে কালবশীকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনো স্পন্দতামিব ॥ ১৪ ॥
বিদেহমুক্তোনোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্নদূরস্থো ন চাহং ন চ নেতরঃ ॥ ১৫ ॥
সূর্য্যোভূত্বা প্রতপতি বিষ্ণুঃ পাতি জগত্ত্রয়ম্।
রুদ্রঃ সর্ব্বান্ সংহরতি সর্গান্ সৃজতি পদ্মজঃ ॥ ১৬ ॥

খং ভূত্বা পবনস্কন্ধং ধত্তে সর্ষিসুরাসুরম্।
কুলাচলগতোভূত্বা লোকপালপুরাস্পদঃ॥ ১৭॥
ভূমির্ভূত্বা বিভর্ত্তীমাং লোকস্থিতিমখণ্ডিতাম্।
তৃণগুল্মলতা ভূত্বা দদাতি ফলসন্ততিম্॥ ১৮॥
বিভ্রজ্জলানলাকারং জ্বলতি দ্রবতি দ্রুতম্।
চন্দ্রোমৃতং প্রসবতি মৃতং হালাহলং বিষম্॥ ১৯॥
তেজঃ প্রকটয়ত্যাশাস্তনোত্যান্ধ্যন্তমোভবৎ।
শূন্যং সদ্ ব্যোমতামেতি গিরিঃ সন্ রোধয়ত্যলম্॥২০॥
করোতি জঙ্গমং চিত্তঃ স্থাবরং স্থাবরাকৃতিঃ।
ভূত্বার্ণবোবলয়তি ভূস্ত্রিয়ং বলয়োযথা॥ ২১॥
পরমার্কবপুর্ভূত্বা প্রকাশান্তং বিসারয়ন্।
ত্রিজগত্রসরেণ্বোঘং শান্তমেবাবতিষ্ঠতে॥ ২২॥
যৎকিঞ্চিদিদমাভাতি ভাতং ভানমুপৈষ্যতি।
কালত্রয়গতং দৃশ্যং তদসৌ সর্ব্বমেব চ॥ ২৩॥

রামউবাচ।

কথমেবং বদ ব্রহ্মন্ ভূয়তে বিষমা হি মে।
দৃষ্টিরেষাথ দুষ্প্রাপ্যা দুরাক্রম্যেতি নিশ্চয়ঃ॥ ২৪॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মুক্তিরেষোচ্যতে রাম ব্রহ্মৈতৎ সমুদাহৃতম্।
নির্ব্বাণমেতৎ কথিতং শৃণু তৎ প্রাপ্যতে কথম্॥২৫॥

যদিদং দৃশ্যতে দৃশ্যমহন্ত্বন্তাদিসংযুতম্ ।
সতোপ্যস্যাত্যনুৎপত্ত্যা বুদ্ধয়ৈতদবাপ্যতে ॥ ২৬ ॥

রামউবাচ ।

বিদেহমুক্তাস্ত্রৈলোক্যং সম্পদ্যন্তে যদা তদা ।
মন্যে তে সর্গতামেব গতা বেদ্যবিদাম্বর ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

বিদ্যতে চেৎ ত্রিভুবনং তত্তাং সম্প্রয়ান্তু তে ।
যত্র ত্রৈলোক্যশব্দার্থোন সম্ভবতি কশ্চন ॥ ২৮ ॥
এতত্রিলোকতাং যাতং ব্রহ্মেত্যুক্তার্থধীঃ কুতঃ ।
তস্মান্নোসম্ভবত্যেষা জগচ্ছব্দার্থকল্পনা ॥ ২৯ ॥
অনন্যচ্ছান্তমাভাস-মাত্রমাকাশনির্ম্মলম্ ।
ব্রহ্মৈব জগদিত্যেতৎ সর্ব্বং সত্ত্বাববোধতঃ ॥ ৩০ ॥
অহং হি হেমকটকে বিচার্য্যাপি ন দৃষ্টবান্ ।
কটকত্বং ক্বচিন্নাম ঋতে নির্ম্মলহাটকাৎ ॥ ৩১ ॥
জলাদৃতে পয়োবীচৌ নাহং পশ্যামি কিঞ্চন ।
বীচিত্বং তাদৃশং দৃষ্টং যত্র নাস্ত্যেব তত্র হি ॥ ৩২ ॥
স্পন্দত্বং পবনাদন্যন্ন কদাচন কুত্রচিৎ ।
স্পন্দ এব সদা বায়ুর্জ্জগত্তস্মান্ন ভিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥
যথাশূন্যত্বমাকাশে তাপ এব মরৌ জলম্ ।
তেজ এব সদালোকে ব্রহ্মৈব ত্রিজগত্তথা ॥ ৩৪ ॥

রামউবাচ।

অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগদ্দৃশ্যস্য মুক্ততা।
যয়োদেতি মুনে যুক্ত্যা তাং মমোপদিশোত্তমাম্ ॥৩৫॥
মিথঃ সম্পন্নয়োর্দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োরেকসংখ্যয়োঃ।
দ্বয়াভাবে স্থিতিং যাতে নির্ব্বাণমবশিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
দৃশ্যস্য জগতস্তস্মাদত্যন্তাসম্ভবোযথা।
ব্রহ্মৈবেত্থং স্বভাবস্থং বুধ্যতে বদ মে তথা ॥ ৩৭ ॥
কয়ৈতজ্জ্ঞায়তে যুক্ত্যা কথমেতৎ প্রসিধ্যতি।
এতস্মিংস্তু মুনে সিদ্ধে ন সাধ্যমবশিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বহুকালমিয়ং রূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানবিষূচিকা।
নূনং বিচারমন্ত্রেণ নির্ম্মূলমুপশাম্যতি ॥ ৩৯ ॥
ন শক্যতে ঝটিত্যেষা সমুৎসাদয়িতুং ক্ষণাৎ।
সমপ্রপতনে হ্যদ্রৌ সমরোহাবরোহণে ॥ ৪০ ॥
তস্মাদভ্যাসযোগেন যুক্ত্যা ন্যায়োপপত্তিভিঃ।
জগদ্ভ্রান্তির্যথা শাম্যেৎ তবেদং কথ্যতে শৃণু ॥ ৪১ ॥
বক্ষ্যাম্যাখ্যায়িকাং রাম যামিমাং বোধসিদ্ধয়ে।
তাং চেচ্ছৃণোষি তৎ সাধো মুক্তএবাসি বোধবান্ ॥৪২॥
অথোৎপত্তিপ্রকরণং ময়েদং তব কথ্যতে।
যৎ কিলোৎপদ্যতে রাম তেন মুক্তেন ভূয়তে ॥ ৪৩ ॥

ইয়মিত্থং জগদ্ভ্রান্তির্ভাত্যজাতৈব খাত্মিকা।
ইত্যুৎপত্তিপ্রকরণে কথ্যতেস্মিন্ ময়াধুনা ॥ ৪৪ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং সসুরাসুরকিন্নরম্ ॥ ৪৫ ॥
তন্মহাপ্রলয়ে প্রাপ্তে রুদ্রাদিপরিণামিনি।
ভবত্যসদদৃশ্যাত্ম ক্বাপি যাতি বিনশ্যতি ॥ ৪৬ ॥
ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজোন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥
ন শূন্যং নাপি চাকারং ন দৃশ্যং ন চ দর্শনম্।
ন চ ভূতপদার্থৌঘো যদনন্ততয়া স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
কিমপ্যব্যপদেশাত্ম-পূর্ণাৎ পূর্ণতরাকৃতি।
ন সন্নাসন্নসদসন্ন ভাবোভবনং ন চ ॥ ৪৯ ॥
চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনন্তমজরং শিবম্।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং যদনাদিনিরাময়ম্ ॥৫০॥
যস্মিন্ জগৎ প্রস্ফুরতি দৃষ্টমৌক্তিকহংসবৎ।
যশ্চেদং যশ্চ নৈবেদং দেবঃ সদসদাত্মকঃ ॥৫১॥
অকর্ণজিহ্বনাসাত্বগ্‌নেত্রঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শৃণোত্যাস্বাদয়তি যো জিঘ্রেৎ স্পৃশতি পশ্যতি ॥৫২॥
স এব সদসদ্রূপং যেনালোকেন লক্ষ্যতে।
সর্গচিত্রমনাদ্যন্তং স্বরূপঞ্চাপ্যরঞ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥

অর্দ্ধোন্মীলিতদৃশ্যভ্রূ-মধ্যে তারকবজ্জগৎ।
ব্যোমাত্মৈব সদাভাসং স্বরূপং যোভিপশ্যতি ॥৫৪॥
যস্মান্যদস্তি ন বিভোঃ কারণং শশশৃঙ্গবৎ।
যস্যেদঞ্চ জগৎ কার্য্যং তরঙ্গৌঘ ইবাম্ভসঃ ॥৫৫॥
জ্বলতঃ সর্ব্বতোজস্রং চিত্তস্থানেষু তিষ্ঠতঃ।
যস্য চিন্মাত্রদীপস্য ভাসা ভাতি জগত্রয়ম্ ॥৫৬॥
যং বিনাঽর্কাদয়োপ্যেতে প্রকাশাস্তিমিরোপমাঃ।
সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে ত্রিজগন্মৃগতৃষ্ণিকাঃ ॥৫৭॥
সম্পন্দে সমুদেতীব নিঃস্পন্দান্তর্গতেন চ।
ইয়ং যস্মিন্ জগল্লক্ষ্মীরলাত ইব চক্রতা ॥৫৮॥
জগন্নির্ম্মাণবিলয়-বিলাসোব্যাপকোমহান্।
স্পন্দাস্পন্দাত্মকোযস্য স্বভাবোনির্ম্মলোঽক্ষয়ঃ ॥৫৯॥
স্পন্দাস্পন্দময়ী যস্য পবনস্যেব সর্ব্বগা।
সত্তা নাম্নৈব ভিন্নেব ব্যবহারান্ন বস্তুতঃ ॥৬০॥
সর্ব্বদৈব প্রবুদ্ধোযঃ সুপ্তোযঃ সর্ব্বদৈব চ।
ন সুপ্তো ন প্রবুদ্ধশ্চ যঃ সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বদা ॥৬১॥
যদস্পন্দং শিবং শান্তং যৎ স্পন্দং ত্রিজগৎস্থিতিঃ।
স্পন্দাস্পন্দবিলাসাত্মা য একোভরিতাকৃতিঃ ॥ ৬২ ॥
আমোদ ইব পুষ্পেষু ন নশ্যতি বিনাশিষু।
প্রত্যক্ষস্থোপ্যথাগ্রাহ্যঃ শৌক্ল্যং শুক্লপটে যথা ॥ ৬৩ ॥

মূকোপমোপি যোঽমূকো মন্তা যোপ্যুপলোপমঃ।
যোভোক্তা নিত্যতৃপ্তোপি কর্ত্তা যশ্চাপ্যকিঞ্চনঃ॥৬৪॥
যোঽনঙ্গোপি সমস্তাঙ্গঃ সহস্রকরলোচনঃ।
ন কিঞ্চিৎ সংস্থিতেনাপি যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥৬৫ ॥
নিরিন্দ্রিয়বলস্যাপি যস্যাশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যস্য নির্ম্মননস্যৈতা মনোনির্ম্মাণরীতয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
যদনালোকনাদ্ভ্রান্তি-সংসারোরগভীতয়ঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে পলায়ন্তে সর্ব্বাশাঃ সর্ব্বভীতয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
সাক্ষিণি স্ফার আভাসে ধ্রুবে দীপ ইব ক্রিয়াঃ।
সতি যস্মিন্ প্রবর্ত্তন্তে চিত্তেহাঃ স্পন্দপূর্ব্বিকাঃ ॥৬৮॥
যস্মাৎ ঘটপটাকারপদার্থশতপঙ্‌ক্তয়ঃ।
তরঙ্গগণকল্লোল-বীচয়োবারিধেরিব ॥ ৬৯ ॥
স এবান্যতয়োদেতি যৎ পদার্থশতভ্রমৈঃ।
কটকাঙ্গদকেয়ূর-নূপুরৈরিব কাঞ্চনম্ ॥ ৭০ ॥
যস্ত্বমেকোবভাসাত্মা যোঽমেতে জনাশ্চ যে।
যশ্চ ন ত্বমবুদ্ধাত্মা নাহং নৈতে জনাশ্চ যঃ ॥ ৭১ ॥
অন্যে বাপ্যতিরিক্তেব সৈবাসেব চ ভঙ্গুরা।
পয়সীব তরঙ্গালী যস্মাৎ স্ফুরতি দৃশ্যভূঃ ॥ ৭২ ॥
যতঃ কালস্য কলনা যতো দৃশ্যস্য দৃশ্যতা।
মানসী কলনা যেন যস্য ভাসা বিভাসনম্ ॥ ৭৩ ॥

ক্রিয়াং রূপং রসং গন্ধং শব্দং স্পর্শঞ্চ চেতনম্।
যদ্বেৎসি তদসৌ দেবো যেন বেৎসি তদপ্যসৌ ॥৭৪॥
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং মধ্যে যৎ দর্শনং স্থিতম্।
সাধো তদবধানেন স্বাত্মানমববুধ্যসে ॥ ৭৫ ॥
অজমজরমনাদ্যং শাশ্বতং ব্রহ্ম নিত্যং
শিবমমলমমোঘং বন্দ্যমুচ্চৈরনিন্দ্যম্।
সকলকলনশূন্যং কারণং কারণানা-
মনুভবনমবেদ্যং বেদনং বিশ্বমন্তঃ ॥ ৭৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে পরমকারণবর্ণনং নাম
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

—: :—

রামউবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ যদেতদবশিষ্যতে।
ভবত্যেতদনাকারং নাম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥
ন শূন্যং কথমেতৎ স্যাৎ ন প্রকাশঃ কথং ভবেৎ।
কথং বা ন তমোরূপং কথং বা নৈব ভাস্বরম্ ॥ ২ ॥
কথং বা নৈব চিদ্রূপং জীবোবা ন কথং ভবেৎ।
কথং ন বুদ্ধিতত্ত্বং স্যাৎ কথং বা ন মনোভবৎ ॥ ৩ ॥
কথং বা নৈব কিঞ্চিৎ স্যাৎ কথং বা সর্ব্বমিত্যপি।
অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা মম মোহ ইবোদিতঃ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বিষমোয়মতিপ্রশ্নো ভবতা সমুদাহৃতঃ।
ভেত্তাস্ম্যহং ত্বযত্নেন নৈশং তম ইবাংশুমান্ ॥ ৫ ॥
মহাকল্পান্তসম্পত্তৌ যত্তৎসদবশিষ্যতে।
তদ্রাম ন যথা শূন্যং তদিদং শৃণু কথ্যতে ॥ ৬ ॥
অনুৎকীর্ণা যথা স্তম্ভে সংস্থিতা শালভঞ্জিকা।
তথা বিশ্বং স্থিতং তত্র তেন শূন্যং ন তৎ পদম্ ॥ ৭ ॥
অয়মিত্থং মহাভোগো জগদাখ্যোবভাসতে।
সত্যোভবত্বসত্যোবা যত্র তত্র ত্বশূন্যতা ॥ ৮ ॥

যথা ন পুত্রিকাশূন্যঃ স্তম্ভোনুৎকীর্ণপুত্রিকঃ।
তথা ভাতং জগৎ ব্রহ্ম তেন শূন্যং ন তৎ পদম্ ॥ ৯ ॥
সৌম্যাম্ভসি যথা বীচির্ন চাস্তি ন চ নাস্তি চ।
তথা জগৎ ব্রহ্মণীদং শূন্যাশূন্যং পদং গতম্ ॥ ১০ ॥
দেশকালাদিশান্তত্বাৎ পুত্রিকারচনং ক্রমে।
সম্ভবত্যযথাঽতোবৈ তেনানন্তে বিমুহ্যতে ॥ ১১ ॥
তৎস্তম্ভপুত্রিকাখ্যে তৎ পরমার্থে জগৎ স্থিতেঃ।
একদেশেন সদৃশমুপমানং ন সর্ব্বথা ॥ ১২ ॥
ন কদাচিদুদেতীদং পরস্মান্ন চ শাম্যতি।
ইত্থং স্থিতং কেবলং সৎ ব্রহ্ম স্বাত্মনি সংস্থিতম্ ॥১৩॥
অশূন্যাপেক্ষয়া শূন্যশব্দার্থপরিকল্পনা।
অশূন্যত্বাৎ সম্ভবতঃ শূন্যতাশূন্যতে কুতঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণ্যয়ং প্রকাশোহি ন সম্ভবতি ভূতজঃ।
সূর্য্যানলেন্দুতারাদিঃ কুতস্তত্র কিলাব্যয়ে ॥ ১৫ ॥
মহাভূতপ্রকাশানামভাবস্তম উচ্যতে।
মহাভূতাভাবজন্তু তেনাত্র ন তমঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥
স্বানুভূতিঃ প্রকাশোস্য কেবলং ব্যোমরূপিণঃ।
যোন্তরস্তি স তেনৈব ন ত্বন্যেনানুভূয়তে ॥ ১৭ ॥
মুক্তং তমঃ প্রকাশাভ্যামিত্যেতদজরং পদম্।
আকাশকোশমেবেদং বিদ্ধি কোশং জগৎস্থিতেঃ ॥১৮॥

বিল্বস্য বিল্বমধ্যস্য যথাভেদোন কশ্চন।
তথাস্তি ব্রহ্মজগতোর্ন্ন মনাগপি ভিন্নতা ॥ ১৯ ॥
সলিলান্তর্যথা বীচির্ম্মৃদোন্তর্ঘটকো যথা।
তথা যত্র জগৎসত্তা তৎ কথং খাত্মকং ভবেৎ ॥২০॥
ভূজলাদ্যুপমানশ্রীঃ সাকারান্তা সমা ন সা।
ব্রহ্ম ত্বাকাশবিশদং তস্যান্তঃস্থং তথৈব তৎ ॥ ২১ ॥
তস্মাৎ যাদৃক্ চিদাকাশমাকাশাদপি নির্ম্মলম্।
তদন্তঃস্থং তাদৃগেব জগচ্ছব্দার্থভাগপি ॥ ২২ ॥
মরীচেন্তর্যথা তৈক্ষ্ণ্যমৃতে ভোক্তুর্ন্ন লক্ষ্যতে।
চিন্মাত্রত্বং চিদাকাশে তথা চেত্যকলাং বিনা ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্চিদপ্যচিদ্রূপং চেত্যরিক্তং তদাত্মনি।
জগত্তা তাদৃগেবেয়ং তাবন্মাত্রাত্মতাবশাৎ ॥ ২৪ ॥
রূপালোকমনস্কারাস্তন্ময়া এব নেতরৎ।
যথাস্থিতমতোবিশ্বং সুষুপ্তং তুর্য্যমেব বা ॥ ২৫ ॥
তেন যোগী সুষুপ্তাত্মা ব্যবহার্য্যপি শান্তধীঃ।
আস্তে ব্রহ্ম নিরাভাসং সর্ব্বাভাসসমুদ্গকঃ ॥ ২৬ ॥
আকারিণি যথা সৌম্যে স্থিতাস্তোয়ে মহোর্ম্ময়ঃ।
অনাকৃতৌ তথা বিশ্বং স্থিতং তৎসদৃশং পরে ॥ ২৭ ॥
পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি যত্তৎপূর্ণং নিরাকৃতি।
ব্রহ্মণোবিশ্বমাভাতং তদ্ধি স্বার্থং বিচক্ষিতম্ ॥ ২৮ ॥

পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ।
অতোবিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদেব তৎ॥ ২৯॥
চেত্যাসম্ভবতস্তস্মিন্ যদেকা জগদর্থতা।
আস্বাদকাসম্ভবতো মরীচেঃ কৈব তীক্ষ্ণতা॥ ৩০॥
সত্যেবেয়মসত্যেব চিত্তচেত্যাদিতা পরে।
তদ্ভাবাৎ প্রতিবিম্বস্য প্রতিবিম্বার্হতা কুতঃ॥ ৩১॥
পরমাণোরপি পরং তদণীয়োহ্যণীয়সঃ।
শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তদাকাশোদরাদপি॥ ৩২॥
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন-রূপত্বাদতিবিস্তৃতম্।
তদনাদ্যং তমাভাসং ভাসনীয়বিবর্জ্জিতম্॥ ৩৩॥
চিদ্রূপমেব নো যত্র লভ্যতে তত্র জীবতা।
কথং স্যাৎ চিত্ততাকারা বাসনা নিত্যরূপিণী॥ ৩৪॥
চিদ্রূপানুদয়াদেব তত্র নাস্ত্যেব জীবতা।
ন বুদ্ধিতা চিত্ততা বা নেন্দ্রিয়ত্বং ন বাসনা॥ ৩৫॥
এবমিত্থং মহারম্ভপূর্ণমপ্যজরং পদম্।
অস্মদ্দৃষ্ট্যা স্থিতং শান্তং শূন্যমাকাশতোধিকম্॥ ৩৬॥

রামউবাচ।

পরমার্থস্য কিং রূপং তস্যানন্তচিদাকৃতেঃ।
পুনরেতন্মমাচক্ষ্ব নিপুণং বোধবৃদ্ধয়ে॥ ৩৭॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সর্ব্বকারণকারণম্।
শিষ্যতে পরমং ব্রহ্ম তদিদং বর্ণ্যতে শৃণু॥ ৩৮॥
নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং মনসোবৃত্তিসংক্ষয়ে।
যদ্রূপং যদনাখ্যেয়ং তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ॥ ৩৯॥
নাস্তি দৃশ্যং জগদ্দ্রষ্টা দৃশ্যাভাবাদ্বিলীনবৎ।
ভাতীতি ভাসনং যৎ স্যাৎ তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ॥৪০॥
চিতের্জ্জীবস্বভাবায়া যদচেত্যোন্মুখং বপুঃ।
চিন্মাত্রং বিমলং শান্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ৪১॥
অঙ্গলগ্নেপি বাতাদৌ স্পর্শাদ্যনুভবং বিনা।
জীবতশ্চেতসোরূপং যত্তদ্বৈ পরমাত্মনঃ॥ ৪২॥
অস্বপ্নায়া অনন্তায়া অজড়ায়া মনঃস্থিতেঃ।
যদ্রূপং চিরনিদ্রায়াস্তত্তদানঘ শিষ্যতে॥ ৪৩॥
যদ্ব্যোম্নোহৃদয়ং যদ্বা শিলায়াঃ পবনস্য চ।
তস্যাচেত্যস্য চিদ্ব্যোম্নস্তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ৪৪॥
অচেত্যস্যামনস্কস্য জীবতোযা স্বভাবতঃ।
স্যাৎ স্থিতিঃ সা পরা শান্তা সত্তা তস্যাত্মবস্তুনঃ॥৪৫॥
চিৎপ্রকাশস্য যন্মধ্যং প্রকাশস্যাপি খস্য বা।
দর্শনস্য চ যন্মধ্যং তদ্রূপং ব্রহ্মণোবিদুঃ॥ ৪৬॥

বেদনস্য প্রকাশস্য দৃশ্যস্য তমসস্তথা।
বেদনং যদনাদ্যন্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ৪৭॥
যতোজগদুদেতীব নিত্যানুদিতরূপ্যপি।
বিভিন্নবদিবাভিন্নং তদ্রূপং পরমার্থকম্॥ ৪৮॥
ব্যবহারপরস্যাপি যৎ পাষাণবদাসনম্।
অব্যোম্ন এব ব্যোমত্বং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ॥ ৪৯॥
বেদ্যবেদনবেত্তৃত্বরূপত্রয়মিদং পুরঃ।
যত্রোদেত্যস্তমায়াতি তত্তৎ পরমদুর্লভম্॥ ৫০॥
বেদ্যবেদনবেত্তৃত্বং যত্রেদং প্রতিবিম্বতি।
অবুদ্ধ্যাদৌ মহাদর্শে তদ্রূপং পরমং স্মৃতম্॥ ৫১॥
মনঃ স্বপ্নেন্দ্রিয়ৈর্ম্মুক্তং যদ্রূপং স্যাৎ মহাচিতেঃ।
জঙ্গমে স্থাবরে বাপি তৎ সর্ব্বান্তেঽবশিষ্যতে॥ ৫২॥
স্থাবরাণাং হি যদ্রূপং তচ্চেদ্বোধময়ং ভবেৎ।
মনোবুদ্ধ্যাদিনির্ম্মুক্তং তৎ পরেণোপমীয়তে॥ ৫৩॥
ব্রহ্মার্কবিষ্ণুহরশক্রসদাশিবাদি-
শান্তৌ শিবং পরমেতদিহৈকমাস্তে।
সর্ব্বোপধিব্যয়বশাদবিকল্পরূপং
চৈতন্যমাত্রময়মুজ্ঝিতবিশ্বসঙ্গম্॥ ৫৪॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মহাকল্পান্তাবশিষ্টপরমভাববর্ণনং নাম দশমঃ সর্গঃ॥ ১০॥

একাদশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

রামউবাচ।

ইদং রূপমিদং দৃশ্যং জগন্নাস্তীতি ভাস্বরম্।
মহাপ্রলয়সম্প্রাপ্তৌ ভো ব্রহ্মন্ ক্বেব তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

কুত আয়াতি কীদৃগ্ বা বন্ধ্যাপুত্রঃ ক্ব গচ্ছতি।
ক্ব যাতি কুত আয়াতি বদ বা ব্যোমকাননম্ ॥ ২ ॥

রামউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রোব্যোমবনং নৈবাস্তি ন ভবিষ্যতি।
কীদৃশী দৃশ্যতা তস্য কীদৃশী তস্য নাস্তিতা ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রব্যোমবনে যথা ন স্তঃ কদাচন।
জগদাদ্যখিলং দৃশ্যং তথা নাস্তি কদাচন ॥ ৪ ॥
ন চোৎপন্নং ন চ ধ্বংসি যৎ কিলাদৌ ন বিদ্যতে।
উৎপত্তিঃ কীদৃশী তস্য নাশশব্দস্য কা কথা ॥ ৫ ॥

রামউবাচ।

বন্ধ্যাপুত্রনভোবৃক্ষকল্পনা তাবদস্তি হি।
সা যথা নাশজন্মাঢ্যা তথৈবেদং ন কিং ভবেৎ॥ ৬॥

বশিষ্ঠউবাচ।

তুল্যস্যাতুলদুঃস্থস্য ভাবকৈঃ কিল তোলনম্।
নিরন্বয়া যথৈবোক্তির্জ্জগৎসত্তা তথৈব হি॥ ৭॥
যথা সৌবর্ণকটকে দৃশ্যমানমিদং স্ফুটম্।
কটকত্বন্তু নৈবাস্তি জগত্ত্বং ন তথা পরে॥ ৮॥
আকাশে চ যথা নাস্তি শূন্যত্বং ব্যতিরেকবৎ।
জগত্ত্বং ব্রহ্মণি তথা নাস্ত্যেবাপ্যুপলব্ধিমৎ॥ ৯॥
কজ্জলান্ন যথা কার্ষ্ণ্যং শৈত্যঞ্চ ন যথা হিমাৎ।
পৃথগেবং ভবেদ্বুদ্ধং জগন্নাস্তি পরে পদে॥ ১০॥
যথা শৈত্যং ন শশিনো ন হিমাদ্ব্যতিরিচ্যতে।
ব্রহ্মণো ন তথা সর্গো বিদ্যতে ব্যতিরেকবান্॥ ১১॥
মরুনদ্যাং যথা তোয়ং দ্বিতীয়েন্দৌ যথেন্দুতা।
নাস্ত্যেবেহ জগন্নাম দৃষ্টমপ্যমলাত্মনি॥ ১২॥
আদাবেব হি যন্নাস্তি কারণাসম্ভবাৎ স্বয়ম্।
বর্ত্তমানেপি তন্নাস্তি নাশঃ স্যাৎ তত্র কীদৃশঃ॥ ১৩॥
ক্বাসম্ভবদ্ভূতজাড্যং পৃথ্ব্যাদের্জ্জড়বস্তুনঃ।
কারণং ভবিতুং শক্তং ছায়ায়াশ্চাতপোযথা॥ ১৪॥

কারণাভাবতঃ কার্য্যং নেদং তৎ কিঞ্চনোদিতম্।
যত্তৎ কারণমেবাস্তি তদেবেত্থমবস্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
অজ্ঞানমেব যদ্ভাতি সম্বিদাভাসমেব তৎ।
যজ্জগদ্দৃশ্যতে স্বপ্নে সম্বিৎকচনমেব তৎ ॥ ১৬ ॥
সম্বিৎকচনমেবান্তর্যথা স্বপ্নে জগদ্ভ্রমঃ।
সর্গাদৌ ব্রহ্মণি তথা জগৎকচনমাততম্ ॥ ১৭ ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ সদৈবাত্মনি সংশ্রিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥ ১৮ ॥
যথা দ্রবত্বং সলিলং স্পন্দনং পবনোযথা।
যথা প্রকাশ আভাসো ব্রহ্মৈব ত্রিজগৎ তথা ॥ ১৯ ॥
যথাপুরমিবাস্তেন্তর্ব্বিদেব স্বপ্নসম্বিদঃ।
তথা জগদিবাভাতি স্বাত্মৈব পরমাত্মনি ॥ ২০ ॥

রামউবাচ।

এবং চেৎ তৎ কথং ব্রহ্মান্ সুঘনপ্রত্যয়ং বদ।
ইদং দৃশ্যবিষং জাতমসৎস্বপ্নানুভূতিবৎ ॥ ২১ ॥
সতি দৃশ্যে কিল দ্রষ্টা সতি দ্রষ্টরি দৃশ্যতা।
একসত্ত্বে দ্বয়োর্ব্বন্ধোমুক্তিরেকক্ষয়ে দ্বয়োঃ ॥ ২২ ॥
অত্যন্তাসম্ভবোযাবৎ বুদ্ধোদৃশ্যস্য ন ক্ষয়ঃ।
তাবদ্দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বং ন সম্ভবতি মোক্ষধীঃ ॥ ২৩ ॥

দৃশ্যং চেৎ সম্ভবত্যাদৌ পশ্চাৎ ক্ষয়মুপালভেৎ।
তদ্দৃশ্যস্মরণানর্থরূপোবন্ধো ন শাম্যতি ॥ ২৪ ॥
যত্র ক্বচন সংস্থস্য স্বাদর্শস্যেব চিদ্গতেঃ।
প্রতিবিম্বোলগত্যেব সর্ব্বস্মৃতিময়ো হ্যলম্ ॥ ২৫ ॥
আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব চেৎ স্বয়ম্।
দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্বভাবত্বাৎ তৎ সম্ভবতি মুক্ততা ॥ ২৬ ॥
তস্মাদসম্ভবন্মুক্তের্ম্মম প্রোৎসার্য্য যুক্তিভিঃ।
অত্যন্তাসম্ভবোযাবৎ কথয়াত্মবিদাম্বর ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অসদেব সদা ভাতি জগৎ সর্ব্বাত্মকং যথা।
শৃণ্বহং কথয়া রাম দীর্ঘয়া কথয়ামি তে ॥ ২৮ ॥
ব্যবসায়ঃ কথাবাক্যৈর্যাবৎ তত্রানুবর্ণিতম্।
ন বিশ্রাম্যতি তে তাবৎ হৃদি পাংসুর্যথা হ্রদে ॥ ২৯ ॥
অত্যন্তাভাবমস্যাস্তং জগৎসর্গভ্রমস্থিতেঃ।
বুদ্ধ্যৈকধ্যাননিষ্ঠাত্মা ব্যবহারং করিষ্যসি। ॥ ৩০ ॥
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গস্থূলসূক্ষ্মচলাচলাঃ।
দৃশস্ত্বাং বেধয়িষ্যন্তি ন মহাদ্রিমিবেষবঃ ॥ ৩১ ॥
স এষোস্ত্যেক এবাত্মা ন দ্বিতীয়াস্তি কল্পনা।
জগদত্র যথোৎপন্নং তত্তে বক্ষ্যামি রাঘব ॥ ৩২ ॥

তস্মাদিমানি সকলানি বিজৃম্ভিতানি
সোপীদমঙ্গ সকলাসকলং মহাত্মা।
রূপাবলোকনমনোমননপ্রকারা-
কারাস্পদং স্বয়মুদেতি বিলীয়তে চ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে পরমার্থবর্ণনং নাম
একাদশঃ সর্গঃ। ১১।

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

এতস্মাৎ পরমাচ্ছান্তাৎ পদাৎ পরমপাবনাৎ।
যথেদমুত্থিতং বিশ্বং তচ্ছৃণূত্তময়া ধিয়া ॥ ১ ॥
সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ।
সর্ব্বাত্মকঞ্চ তৎ স্থানং তত্র তাবৎ ক্রমং শৃণু ॥ ২ ॥
তস্যানন্তপ্রকাশাত্ম-রূপস্যানন্তচিন্মণেঃ।
সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং যদজস্রং স্বভাবতঃ ॥ ৩ ॥
তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামিব গচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সম্বিদহং-মর্শনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪ ॥
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্।
আকাশাদণু শুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্ ॥ ৫ ॥
ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তথা ॥ ৬ ॥
ঘনসম্বেদনা পশ্চাৎ ভাবিজীবাদিনামিকা।
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোজ্ঝতি পরং পদম্ ॥ ৭ ॥

সত্ত্বেব ভাবনামাত্রসারা সংসরণোন্মুখী ।
তদা বস্তুস্বভাবেন ত্বনুতিষ্ঠতি তামিমাম্ ॥ ৮ ॥
সমনন্তরমেবাস্যাঃ খসত্তোদেতি শূন্যতা ।
শব্দাদিগুণবীজং সা ভবিষ্যদভিধার্থদা ॥ ৯ ॥
অহন্তোদেতি তদনু সহ বৈ কালসত্তয়া ।
ভবিষ্যদভিধার্থেন বীজং মুখ্যজগৎস্থিতেঃ ॥ ১০ ॥
তস্যাঃ শক্তেঃ পরায়াস্তু স্বসম্বেদনমাত্রকম্ ।
এতজ্জালমসদ্রূপং সদিবোদেতি বিস্ফুরৎ ॥ ১১ ॥
এবম্প্রায়াত্মিকা সম্বিদ্বীজং সঙ্কল্পশাখিনঃ ।
ভবত্যহঙ্কারকণস্ততঃ স্পন্দতয়া মরুৎ ॥ ১২ ॥
চিদহন্তাবতী ব্যোমশব্দতন্মাত্রভাবনাৎ ।
খতোঘনীভূয় শনৈঃ খতন্মাত্রং ভবত্যলম্ ॥ ১৩ ॥
ভাবিনামার্থরূপং তদ্বীজং শব্দৌঘনশাখিনঃ ।
পদবাক্যপ্রমাণাখ্যং বেদবৃন্দং বিকাসিতম্ ॥ ১৪ ॥
তস্মাদুদেষ্যত্যখিলা জগচ্ছ্রীঃ পরমাত্মনঃ ।
শব্দৌঘনির্ম্মিতার্থৌঘপরিণামবিসারিণঃ ॥ ১৫ ॥
চিদেবম্পরিবারা সা জীবশব্দেন কথ্যতে ।
ভাবিশব্দার্থজালেন বীজং রূপৌঘশাখিনঃ ॥ ১৬ ॥
চতুর্দ্দশবিধং ভূত-জালমাবলিতান্তরং ।
জগজ্জঠরগর্ত্তৌঘং প্রসরিষ্যতি বৈ ততঃ ॥ ১৭ ॥

অসম্প্রাপ্তাভিধাচারা চিৎজবাৎ প্রস্ফুরদ্বপুঃ।
সা চৈব স্পর্শতন্মাত্রং ভাবনাদ্ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥
পবনস্কন্ধবিস্তারং বীজং স্পর্শৌঘশাখিনঃ।
সর্ব্বভূতক্রিয়াস্পন্দস্তস্মাৎ সম্প্রসরিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
তত্রৈব চিদ্বিলাসেন প্রকাশোনুভবাদ্ভবেৎ।
তেজস্তন্মাত্রকং তত্তু ভবিষ্যদভিধার্থকম্‌ ॥ ২০ ॥
তৎ সূর্য্যাগ্নিবিজৃম্ভাদিবীজমালোকশাখিনঃ।
তস্মাদ্রূপবিভেদেন সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ভাবয়ংস্তনুতামেব রসস্কন্ধ ইবাম্ভসঃ।
স্বদনং তস্য সঞ্জস্য রসতন্মাত্রমূচ্যতে ॥ ২২ ॥
ভাবিবারিবিলাসাত্মা তদ্বীজং রসশাখিনঃ।
অন্যোন্যস্বদনে তস্মাৎ সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
ভবিষ্যদ্রূপসঙ্কল্পনামাসৌ কল্পনাত্মকঃ।
সঙ্কল্পাত্মগুণৈর্গন্ধতন্মাত্রত্বং প্রপশ্যতি ॥ ২৪ ॥
ভাবিভূগোলকত্বেন বীজমাকৃতিশাখিনঃ।
সর্ব্বাধারাত্মনস্তস্মাৎ সংসারঃ প্রসরিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
চিতা বিভাব্যমানানি তন্মাত্রাণি পরস্পরম্‌।
স্বয়ং পরিণতান্যন্তরম্বূনীব নিরন্তরম্‌ ॥ ২৬ ॥
তথৈতানি বিমিশ্রাণি বিবিক্তানি পুনর্যথা।
ন শুদ্ধান্যুপলভ্যন্তে সর্ব্বনাশান্তমেব হি ॥ ২৭ ॥

সম্বিত্তিমাত্ররূপাণি স্থিতানি গগনোদরে।
ভবন্তি বটজালানি যথা বীজকণান্তরে ॥ ২৮ ॥
প্রসবং পরিপশ্যন্তি শতশাখং স্ফুরন্তি চ।
পরমাণ্বন্তরে ভান্তি ক্ষণাৎ কল্পীভবন্তি চ ॥ ২৯ ॥
বিবর্ত্তমেব ধাবন্তি নির্ব্বিবর্ত্তানি সন্তি চ।
চিদ্বেধিতানি সর্ব্বাণি ক্ষণাৎ পিণ্ডীভবন্তি চ ॥ ৩০ ॥
তন্মাত্রগণমেতৎ স্যাৎ সা সঙ্কল্পাত্মিকা চিতিঃ।
বেদনা ত্রসরেণ্বাভমনাকারৈব পশ্যতি ॥ ৩১ ॥
বীজং জগৎসু ননু পঞ্চকমাত্রমেব
বীজং পরা ব্যবহিতস্থিতিশক্তিরাদ্যা।
বীজং তদেব ভবতীতি সদানুভূতং
চিন্মাত্রমেবমজমাদ্যমতোজগচ্ছ্রীঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে জগদুৎপত্তিবর্ণনং নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

পরমে ব্রহ্মণি স্ফারে সমে রাম সমস্থিতে।
অনুৎপন্ননভস্তেজস্তমঃসত্তাচিদাত্মনি ॥ ১ ॥
পূর্ব্বং চেত্যত্বকলনং সতশ্চেত্যাংশচেতনাৎ।
উদেতি চিত্তকলনং চিতিশক্তিত্বচেতনাৎ ॥ ২ ॥
ততোজীবত্বকলনং চেত্যসংযোগচেতনাৎ।
ততোস্য মায়াকলনং চৈত্যৈকপরতাবশাৎ ॥ ৩ ॥
ততোবুদ্ধিত্বকলন-মহন্তাপরিণামতঃ।
এতদেব মনস্তাদিশব্দতন্মাত্রকাদিমৎ ॥ ৪ ॥
উচ্ছূনাদন্যতন্মাত্রভাবনাদ্ভুতরূপিণঃ।
অয়মিত্থং মহাগুল্মো জগদাদির্ব্বিলোক্যতে ॥ ৫ ॥
ঝটিত্যেবংক্রমেণেতি স্বপ্নে পুরমিবাকৃতম্।
মহাকাশমহাটব্যামুদ্ভূয়োদ্ভূয় নশ্যতি ॥ ৬ ॥
জগৎকরঞ্জকুঞ্জানাং বীজমেতদবাপজম্।
নাপেক্ষতে কিঞ্চিদপি ক্ষিতিবার্য্যনলাদিকম্ ॥ ৭ ॥
এতচ্চিদাত্মকং পশ্চাৎ কিলোর্ব্ব্যাদি করিষ্যতি।
স্বং স্বপ্নবিৎ পুরমিব চিন্মাত্রাত্মকমেব যৎ ॥ ৮ ॥

জগদাদ্যঙ্কুরং যত্র তত্রস্থমপি মুঞ্চতি।
জগতঃ পঞ্চকং বীজং পঞ্চকস্ত চিদব্যয়া ॥ ৯ ॥
যৎ বীজং তৎ ফলং বিদ্ধি তস্মাৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
এবমেষ মহাকাশে সর্গাদৌ পঞ্চকোগণঃ ॥ ১০ ॥
চিচ্ছক্ত্যা স্বাঙ্গভূতাত্মা কল্পিতোঽস্তি ন বাস্তবঃ।
অনেনোচ্ছূনতামেত্য যদপীদং বিতন্যতে ॥ ১১ ॥
তদপ্যাকাশরূপাত্ম-কল্পনাত্মনি সন্ময়ম্।
ক্বচিন্ন নাম তৎ সিদ্ধং যদসিদ্ধেন সাধ্যতে ॥ ১২ ॥
স্বরূপং যদ্বিকল্পাত্ম কথং তৎ সত্যতামিয়াৎ।
অথ চেৎ পঞ্চকং ব্রহ্ম ব্রহ্মাত্মকতয়া ধিয়া ॥ ১৩ ॥
তৎপঞ্চকং বিদ্ধি প্রৌঢ়ো ব্রহ্মৈব ত্রিজগৎক্রমঃ।
যথা স্ফুরতি সর্গাদা-বেষ পঞ্চকসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥
তথৈবাদ্যেহ ভূতত্বে যাতি কারণতাং স্বয়ম্।
এবং ন জায়তে কিঞ্চিজ্জগজ্জাতং ন লক্ষ্যতে ॥ ১৫ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পপুরবদসৎ সদনুভূয়তে।
ব্রহ্মাকাশপরাকাশে জীবাকাশত্বমাত্মনি ॥ ১৬ ॥
ইতি চিত্যবদাতাত্মা পৃথ্ব্যাদীনামসম্ভবাৎ।
ইত্যেষ জীবঃ কথিতো ব্যোম্নি খাত্মা ইবোদিতঃ ॥১৭॥
জীবাকাশস্ত্বিমং দেহং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।
জীবাকাশঃ স্বমেবাসৌ তস্মিংস্তু পরমেশ্বরে ॥ ১৮ ॥

অণুতেজঃ কণোস্মীতি স্বয়ং চেততি চিন্তয়া।
যত্তদেবোচ্ছূনমিব ভাবয়ত্যাত্মনাম্বরে॥ ১৯॥
অসদেব সদাকারং সঙ্কল্পেন্দুর্যথা ন সন্।
তমেব ভাবয়ন্ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপতয়া স্থিতঃ॥ ২০॥
এক এব দ্বিতামেতি স্বপ্নে স্বমৃতিবোধবৎ।
কিঞ্চিৎ স্থৌল্যমিবাদত্তে ততস্তারকতাং বিদন্॥২১॥
যথা ভাবিতমাত্রার্থভাবিতাৎ বিশ্বরূপতঃ।
স এব স্বাত্মা সততোপ্যয়ং সোহমিতি স্বয়ম্॥ ২২॥
চিত্তাৎ প্রত্যয়মাধত্তে স্বপ্নে স্বামিব পান্থতাম্।
তারকাকারমাকারং ভাবিদেহাভিধং তথা॥ ২৩॥
ভাবয়ত্যতি তদ্ভাবং চিত্তং চেত্যার্থতামিব।
পরিত্যজ্যৈব তদ্বাহ্যং ততস্তারককোটরে॥ ২৪॥
অন্তর্ভাতি বহিষ্ঠোপি পর্ব্বতোমুকুরে যথা।
কূপসংস্থোযথা দেহঃ সমুদ্গাকগতং বচঃ॥ ২৫॥
স্বপ্নসঙ্কল্পয়োঃ সম্বিৎ বেত্ত্যেতজ্জীবকোণুকে।
স্বরূপতারকান্তস্থো জীবোয়ং চেততি স্বয়ম্॥ ২৬॥
তদেতদ্বদ্ধিচিত্তাদি-জ্ঞানসত্তাদিরূপকম্।
জীবাকাশঃ স্বতস্তত্র তারকাকাশকোশগম্॥ ২৭॥
প্রেক্ষেহমিতি ভাবেন দ্রষ্টুং প্রসরতীব খে।
ততোরন্ধ্রদ্বয়েনৈব ভাবিবাহ্যাভিধং পুনঃ॥ ২৮॥

যেন পশ্যতি তন্নেত্র-যুগং নাম্না ভবিষ্যতি।
যেন স্পৃশতি সা বৈ ত্বগ্ যচ্ছৃণোতি শ্রুতিস্তু সা ॥২৯॥
যেন জিঘ্রতি তৎ ঘ্রাণং স স্বমাত্মনি পশ্যতি।
তত্তস্থ স্বদনং পশ্চাৎ রসনা চোল্লসিষ্যতি ॥ ৩০ ॥
স্পন্দতে যৎ স তদ্বায়ুশ্চেষ্টাকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্রজম্।
রূপালোকমনস্কারজাতমিত্যপি ভাবয়ৎ ॥ ৩১ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা তিষ্ঠত্যম্বরমম্বরে।
এবমূচ্ছূনতাং তস্মিন্ ভাবয়ত্তেজসঃ কণে ॥ ৩২ ॥
অসত্যাং সত্যসঙ্কাশাং ব্রহ্মাস্তে জীবশব্দবৎ।
ইত্থং স জীবশব্দার্থঃ কলনাকুলতাং গতঃ ॥ ৩৩ ॥
আতিবাহিকদেহাত্মা চিত্তদেহাম্বরাকৃতিঃ।
স্বকল্পনান্ত আকার-মণ্ডসংস্থং প্রপশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
কশ্চিজ্জলগতং বেত্তি কশ্চিৎ সম্রাট্স্বরূপিণম্।
ভাবিব্রহ্মাণ্ডকলনাং পশ্যত্যনুভবত্যপি ॥ ৩৫ ॥
আত্মগর্ভগৃহং চিত্তাৎ যথা সঙ্কল্পমাত্মনঃ।
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকল্পনাবেদনং স তৎ ॥ ৩৬ ॥
ভাবয়ঞ্ছব্দনির্ম্মাতা শব্দৈর্ব্বধ্নাতি কল্পিতৈঃ।
আতিবাহিকদেহোসাবিত্যসত্যজগদ্ভ্রমে ॥ ৩৭ ॥
অসত্য এব কচতি স্বপ্নে খোড্ডয়নং যথা।
ইত্যনুৎপন্ন এবাসৌ স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মুত্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আতিবাহিকদেহাত্মা প্রভুরাদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
এতস্মিন্নপি সম্পন্নে ব্রহ্মাণ্ডাকারিণি ভ্রমে॥ ৩৯॥
ন কিঞ্চিদপি সম্পন্নং ন চ জাতং ন দৃশ্যতে।
তৎব্রহ্মাকাশমাকাশমেব স্থিতমনন্তকম্॥ ৪০॥
সঙ্কল্পনগরাকারমেতৎ সদপি নৈব সৎ।
অনির্ম্মিতমরাগঞ্চ এতদ্বৈচিত্র্যমুত্থিতম্॥ ৪১॥
অকৃতঞ্চানুভূতঞ্চ ন সত্যং সত্যবৎ স্থিতম্।
মহাকল্পে বিমুক্তত্বাৎ ব্রহ্মাদীনামসংশয়ম্॥ ৪২॥
স্মৃতির্ন প্রাক্তনী কাচিৎ কারণং বা স্বয়ম্ভুবঃ।
তেন যাদৃক্ স্বয়ম্ভূঃ স্যাৎ তাদৃক্ তজ্জমিদং স্মৃতম্॥৪৩॥
অনাদ্যনুভবস্ত্বিত্থং যোত্রাস্ত্যবনিকাদিকে।
স্বপ্নানুভূতং পৃথ্ব্যাদিপ্রবোধে যাদৃশং ভবেৎ॥ ৪৪॥
স্মৃতঃ স ব্যোমমাত্রাত্মা সর্ব্বদৈব স্মৃতং জগৎ।
যত্র যত্র যথা তোয়ে দ্রবত্বং নাম ভিদ্যতে॥ ৪৫॥
তত্র তত্র তথা নান্যঃ সর্গোস্তি পরমাত্মনি।
সৃষ্টিরেবমিয়ং প্রৌঢ়া সম এব ত্বয়ং স্থিতঃ॥ ৪৬॥
ভাত্যেবং নাম ব্রহ্মাণ্ডং ব্যোমাত্মৈবাতিনির্ম্মলম্।
দৃশ্যমেবমিদং শান্তং স্বাত্মনির্ম্মিতবিভ্রমম্॥ ৪৭॥
নিরাধারং নিরাধেয়-মদ্বৈতঞ্চৈক্যবর্জ্জিতম্।
জগৎসম্বিদি জাতায়ামপি জাতং ন কিঞ্চন॥ ৪৮॥

পরমাকাশমাশূন্যমচ্ছমেব ব্যবস্থিতম্ ।
সর্ব্বসংসারতা নাস্তি যদেব তদবস্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥
নাধেয়ং তত্র নাধারো ন দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টৃতা ।
ব্রহ্মাণ্ডং নাস্তি ন ব্রহ্মা ন চ বৈতণ্ডিকা ক্বচিৎ ॥ ৫০ ॥
ন জগন্নাপি জগতী শান্তমেবাখিলং স্থিতম্ ।
ব্রহ্মৈব কচতি স্বচ্ছমিত্থমাত্মাত্মনাত্মনি ॥ ৫১ ॥
চিত্ত্বাদ্দ্রবত্বাৎ সলিলমিবাবর্ত্ততয়াত্মনি ।
অসদেবেদমাভাতি সদিবেহানুভূয়তে ॥ ৫২ ॥

বিনশ্যত্যসদেবান্তে
স্বপ্নে স্বমরণং যথা ।
অথবা স্বস্বরূপত্বাৎ
সদেবেদমনাময়ম্ ।
অখণ্ডিতমনাদ্যং তৎ
জ্ঞানমাত্রাম্বরোদরম্ ॥ ৫৩ ॥

আকাশ এব পরমে প্রথমঃ প্রজেশো
নিত্যং স্বয়ং কচতি শূন্যতয়া সমো যঃ ।
স হ্যাতিবাহিকবপুর্ন তু ভূতরূপী
পৃথ্ব্যাদি তেন ন সদস্তি যথা ন জাতম ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে স্বয়ম্ভূৎপত্তিবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।

—::—

বশিষ্ঠউবাচ ।

ইত্থং জগদহন্তাদিদৃশ্যজাতং ন কিঞ্চন ।
অজাতত্বাচ্চ নাস্ত্যেব যচ্চাস্তি পরমেব তৎ ॥ ১ ॥
পরমাকাশমেবাদৌ জীবতাং চেততি স্বয়ম্ ।
নিঃস্পন্দাম্ভোধিকুহরে সলিলং স্পন্দতামিব ॥ ২ ॥
আকাশরূপমজহদেবং বেত্তীব হৃদ্যতাম্ ।
স্বপ্নসঙ্কল্পশৈলাদাবিব চিদ্বৃত্তিরান্তরী ॥ ৩ ॥
পৃথ্ব্যাদিরহিতোদেহো যোবিরাডাত্মকোমহান্ ।
আতিবাহিক এবাসৌ চিন্মাত্রাচ্ছনভোময়ঃ ॥ ৪ ॥
অক্ষয়ঃ স্বপ্নশৈলাভঃ স্থিরস্বপ্নপুরোপমঃ ।
চিত্রকৃৎস্থিরচিত্তস্থ-চিত্রসৈন্যসমাকৃতিঃ ॥ ৫ ॥
অনিখাতমহাস্তম্ভ-পুত্রিকৌঘসমোপমঃ ।
ব্রহ্মাকাশেঽনিখাতাত্মা সুস্তম্ভে শালভঞ্জিকা ॥ ৬ ॥
আদ্যঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ ।
প্রাক্তনানাং স্বকার্য্যাণা-মভাবাদপ্যকারণঃ ॥ ৭ ॥

মহাপ্রলয়পর্য্যন্তেম্বাত্মকালপিতামহাঃ।
মুচ্যন্তে সর্ব্ব এবাতঃ প্রাক্তনঃ কর্ম্ম তেষু কিম্ ॥ ৮ ॥
সোকুড্য এব কুড্যাত্মা দৃশ্যাদৃশ্যঃ স্বয়ং স্থিতঃ।
ন চ দৃশ্যং ন চ দ্রষ্টা ন স্রষ্টা সর্ব্বমেব চ ॥ ৯ ॥
প্রতিশব্দপদার্থানাং সর্ব্বেষামেষ এব সঃ।
তস্মাদুদেতি জীবালী দীপালী দীপকাদিব ॥ ১০ ॥
সঙ্কল্প এব সঙ্কল্পাৎ কিলৈতি ক্ষমাদিবর্জ্জিতঃ।
আদিমাদিব নিঃশূন্যঃ স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং যথা ॥ ১১ ॥
অস্মাদেকপ্রতিস্পন্দাজ্জীবাঃ সম্প্রসরন্তি যে।
সহকারিকারণানা-মভাবার্চ্চ স এব তে ॥ ১২ ॥
সহকারিকারণানামভাবে কার্য্যকারণম্।
একমেতদতোনান্যঃ পরস্মাৎ সর্গবিভ্রমঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবাদ্যোবিরাড়াত্মা বিরাড়াত্মৈব সর্গতা।
জীবাকাশঃ স এবেত্থং স্থিতঃ পৃথ্ব্যাত্মসদয়তঃ ॥ ১৪ ॥

রামউবাচ।

কিং স্যাৎ পরিমিতোজীবো রাশিরাহো অনন্তকঃ।
আহোস্বিদস্ত্যনন্তাত্মা জীবপিণ্ডোঽচলোপমঃ ॥ ১৫ ॥
ধারাঃ পয়োমুচ ইব শীকরা ইব বারিধেঃ।
কণান্তপ্তায়স ইব কস্মান্নির্যান্তি জীবকাঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি মে ভগবন্ ব্রূহি জীবজালবিনির্ণয়ম্।
জ্ঞাতমেতন্ময়া প্রায়স্তদেব প্রকটীকুরু॥ ১৭॥

বশিষ্ঠউবাচ।

এক এব ন জীবোস্তি রাশীনাং সম্ভবঃ কুতঃ।
শশশৃঙ্গং সমুড্ডীয় প্রয়াতীব হি তে বচঃ॥ ১৮॥
ন জীবোস্তি ন জীবানাং রাশয়ঃ সন্তি রাঘব।
ন চৈকঃ পর্ব্বতপ্রখ্যো জীবপিণ্ডোস্তি কশ্চন॥ ১৯॥
জীবশব্দার্থকলনাঃ সমস্তকলনান্বিতাঃ।
নেহ কাশ্চন সন্তীতি নিশ্চয়োস্তু তবাচলঃ॥ ২০॥
শুদ্ধচিন্মাত্রমমলং ব্রহ্মাস্তীহ হি সর্ব্বগম্।
তদযথা সর্ব্বশক্তিত্বাদ্বিন্দতে যাঃ স্বয়ং কলাঃ॥ ২১॥
চিন্মাত্রানুক্রমেণৈব সম্প্রফুল্ললতামিব।
ননু মূর্ত্তামমূর্ত্তাং বা তামেবাশু প্রপশ্যতি॥ ২২॥
জীবোবুদ্ধিঃ ক্রিয়াস্পন্দো মনোদ্বিত্বৈক্যমিত্যপি।
স্বসত্তাং প্রকচন্তীং তাং নিয়োজয়তি বেদনে॥ ২৩॥
সাহবুদ্ধৈব ভবত্যেবং ভবেৎ ব্রহ্মৈব বোধতঃ।
অবোধঃ প্রেক্ষয়া যাতি নাশং ন তু প্রবুধ্যতে॥ ২৪॥
যথান্ধকারোদীপেন প্রেক্ষ্যমাণঃ প্রণশ্যতি।
ন চাস্য জ্ঞায়তে তত্ত্বমবোধস্যৈবমেব হি॥ ২৫॥

এবং ব্রহ্মৈব জীবাত্মা নির্ব্বিভাগোনিরন্তরঃ।
সর্ব্বশক্তিরনাদ্যন্তো মহাচিৎসাররূপবান্ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বানণুতয়া ত্বস্য ন ক্বচিদ্ভেদকল্পনা।
বিদ্যতে যা হি কলনা সা তদেবানুভূতিতঃ ॥ ২৭ ॥

রামউবাচ।

এবমেতৎ কথং ব্রহ্মন্নেকজীবেচ্ছয়াখিলাঃ।
জগজ্জীবা ন যুজ্যন্তে মহাজীবৈকতাবশাৎ ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

মহাজীবাত্ম তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিময়াত্মকম্।
স্থিতং তথেচ্ছমেবেহ নির্ব্বিভাগং নিরন্তরম্ ॥ ২৯ ॥
যদেবেচ্ছতি তত্তস্য ভবত্যাশু মহাত্মনঃ।
পূর্ব্বং তেনেষ্টমিচ্ছাদি ততোদ্বিত্বমুদেতি যৎ ॥ ৩০ ॥
পশ্চাৎ দ্বিত্ববিভক্তানাং স্বশক্তীনাং প্রকল্পিতঃ।
অনেনেত্থং হি ভবতীত্যেবং তেন ক্রিয়াক্রমঃ ॥ ৩১ ॥
তং বিনানুদয়ে ত্বাসাং প্রধানেচ্ছৈব রোহতি।
শক্ত্যা হ্যজাতয়া ব্রাহ্ম্যা নিয়মোয়ং প্রকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥
যস্যা জীবাভিধানায়াঃ শক্ত্যপেক্ষা ফলত্যসৌ।
প্রধানশক্তিনিয়মানুষ্ঠানেন বিনা ন তু ॥ ৩৩ ॥
প্রধানশক্তিনিয়মঃ সুপ্রতিষ্ঠোভবেদ্ভবেৎ।
তৎফলং শক্ত্যধীনত্বান্নেহিতানাং ক্বচিদ্ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

এবং ব্রহ্ম মহাজীবোবিদ্যতেহন্তাদিবর্জ্জিতঃ ।
জীবকোটিমহাকোটী ভবত্যথ ন কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥
চেত্যসম্বেদনাজ্জীবো ভবত্যায়াতি সংস্থতিম্ ।
তদসম্বেদনাদ্রূপং সমায়াতি সমং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং কনিষ্ঠজীবানাং জ্যেষ্ঠজীবক্রমাক্রমৈঃ ।
সমুদেত্যাত্মজীবত্বং তাম্রাণামিব হেমতা ॥ ৩৭ ॥
অত্রান্তরে মহাকাশ ইত্থমেষ গনোপ্যসন্ ।
স্বাত্মৈব সদিবোদেতি চিচ্চমৎকরণাত্মকঃ ॥ ৩৮ ॥
স্বয়মেব চমৎকারো যঃ সমাপদ্যতে চিতঃ ।
ভবিষ্যন্নামদেহাদি তদহং ভাবনং বিদুঃ ॥ ৩৯ ॥
চিতোযস্মাচ্চিদালেহস্তন্ময়ত্বাদনন্তকঃ
স এষ ভুবনাভোগ ইতি তস্যাঃ প্রবিম্বতি ॥ ৪০ ॥
পরিণামবিকারাদিশব্দৈঃ সৈব চিদব্যয়া ।
তাদৃগ্রূপাদভেদ্যাপি স্বশক্ত্যেব বিবুধ্যতে ॥ ৪১ ॥
অবিচ্ছিন্নবিলাসাত্মস্বতোষৎ স্বদনং চিতঃ ।
চেত্যস্য চ প্রকাশস্য জগদিত্যেব তৎ স্থিতম্ ॥৪২॥
আকাশাদপি সূক্ষ্মৈষা যা শক্তির্ব্বিততা চিতঃ ।
সা স্বভাবত এবৈতামহন্তাং পরিপশ্যতি ॥৪৩॥
আত্মন্যাত্মাত্মনৈবাস্যা যৎ প্রস্ফুরতি বারিবৎ ।
জগদন্তমহন্তাণুং তদৈষা সম্প্রপশ্যতি ॥৪৪॥

চমৎকারকরী চারু যচ্চমৎকুরুতে চিতিঃ।
স্বয়ং স্বাত্মনি তস্যৈব জগন্নামকৃতং ততঃ ॥৪৫॥
চিতশ্চেত্যমহঙ্কারঃ সৈব রাঘব কল্পনা।
তন্মাত্রাদিচিদেবাতো দ্বিত্বৈকত্বে ক্ব সংস্থিতে ॥৪৬॥
জীবহেত্বাদিসন্ত্যাগে ত্বঞ্চাহঞ্চেতি সন্ত্যজ।
শেষঃ সদসতোর্ম্মধ্যে ভবত্যর্থাত্মকোভবেৎ ॥ ৪৭ ॥
চিতা যথাদৌ কলিতা স্বসত্তা সা তথোদিতা।
অভিন্না দৃশ্যতে ব্যোম্নঃ সত্তাসত্তে ন বিদ্মহে ॥ ৪৮ ॥
বিশ্বং খং জগদীহাখ্যং খমস্তি বিবুধালয়ঃ।
সাকারশ্চিচ্চমৎকার-রূপত্বান্নান্যদস্তি হি ॥ ৪৯ ॥
যোযদ্বিলাসস্তস্মাৎ স ন কদাচন ভিদ্যতে।
অপি সাবয়বং তস্মাৎ কৈবানবয়বে কথা ॥ ৫০ ॥
চিতের্নিত্যমচেত্যায়া নির্ন্নান্যা বিততাকৃতেঃ।
যদ্রূপং জগতোরূপং তত্তৎস্ফুরণরূপিণঃ ॥ ৫১ ॥
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি গিরয়োদিশঃ।
ইতি যা যাস্তু রচনাশ্চিতস্তত্ত্বাজ্জগৎ স্থিতেঃ ॥ ৫২ ॥
চিতেশ্চিত্ত্বং জগদ্বিদ্ধি নাজগচ্চিত্ত্বমস্তি হি।
অজগত্ত্বাদচিচ্চিৎ স্যাদ্ভানাদ্ভেদোজগৎ কুতঃ ॥ ৫৩ ॥
চিতের্ম্মরীচিবীজস্য নিজায়াস্তশ্চমৎকৃতিঃ।
সা চৈষা জীবতন্মাত্রমাত্রং জগদিতি স্থিতা ॥ ৫৪ ॥

চিত্তাৎ স্বশক্তিকচনং যদহং ভাবনং চিতঃ।
জীবঃ স্পন্দনকর্ম্মাত্মা ভবিষ্যদভিধোঽহ্যসৌ ॥ ৫৫ ॥
যচ্চিচ্চিত্ত্বেন কচনং স্বসম্পাদ্যাভিধাত্মকম্।
স্ববিকারৈর্ব্ব্যবচ্ছেদ্যং ভিদ্যতে নো ন বিদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
চিৎস্পন্দরূপিণোরস্তি ন ভেদঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ।
স্পন্দমাত্রং ভবেৎ কর্ম্ম স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥
জীবশ্চিত্তপরিস্পন্দঃ পুংসাং চিত্তং স এব চ।
মনস্ত্বিন্দ্রিয়রূপং সৎ সত্তাং নানেব গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥
শান্তাশেষবিশেষং হি চিৎপ্রকাশচ্ছটা জগৎ।
কার্য্যকারণকাদিত্বং তস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ৫৯ ॥
অচ্ছেদ্যোঽহমদাহ্যোঽহমক্লেদ্যোঽহংশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽহমিতি স্থিতম্ ॥৬০ ॥
বিবদন্তে তথা হ্যত্র বিবদন্তোযথাভ্রমৈঃ।
ভ্রময়ন্তো বয়ং ত্বেতে জাতা বিগতবিভ্রমাঃ ॥ ৬১ ॥
দৃশ্যে মূর্ত্তেজ্ঞসংরূঢ়ে বিকারাদি পৃথগ্‌ভবেৎ।
নামূর্ত্তে তজ্‌জ্ঞকচিতে চিৎ খে সদসৃদাত্মনি ॥ ৬২ ॥
চিত্তরৌ চেত্যরসতঃ শক্তিঃ কালাদিনামিকাং।
তনোত্যাকাশবিশদাং চিন্মধুশ্রীঃ স্বমঞ্জরীম্ ॥ ৬৩ ॥
স্বয়ং বিচিত্রং স্ফুরতি চিদণ্ডকমনাহতম্।
স্বয়ং বিলক্ষণস্পন্দং চিদ্বায়ুরণ্ডজাত্মকঃ ॥ ৬৪ ॥

স্বয়ং বিচিত্রং কচনং চিদ্বারি ন নিখাতগম্।
স্বয়ং বিচিত্রধাতুত্বং শ্রেষ্ঠাঙ্গমপি নির্ম্মিতম্ ॥ ৬৫ ॥
স্ববিচিত্ররসোল্লাসা চিজ্জ্যোৎস্না সততোদিতা।
স্বয়ং চিদেব প্রকটশ্চিদালোকোমহাত্মকঃ ॥ ৬৬ ॥
স্বয়মস্তঙ্গতে বাহ্যে স্বজ্ঞানাদুদিতা চিতিঃ।
স্বয়ং জড়েষু জাড্যেন পদং সৌষুপ্তমাগতা ॥ ৬৭ ॥
স্বয়ং স্পন্দিতয়া স্পন্দি চিত্ত্বাচ্চিতি মহানভঃ।
চিৎপ্রকাশপ্রকাশোহি জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৬৮ ॥
চিদাকাশৈকশূন্যত্বং জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিদালোকমহারূপং জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৬৯ ॥
চিন্মারুতপরিস্পন্দো জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিদ্ঘনধ্বান্তকৃষ্ণত্বং জগদস্তি চ নাস্তি চ ॥ ৭০ ॥
চিদর্কালোকদিবসো জগদস্তি চ নাস্তি চ।
চিৎকজ্জলরজস্তৈলপরমাণুর্জ্জগৎ ক্রমঃ ॥ ৭১ ॥
চিদগ্নৌষ্ণ্যং জগল্লেখা জগচ্চিচ্ছঙ্খশুক্লতা।
জগচ্চিচ্ছৈলজঠরং চিজ্জলদ্রবতা জগৎ ॥ ৭২ ॥
জগচ্চিদিক্ষুমাধুর্য্যং চিৎক্ষীরস্নিগ্ধতা জগৎ।
জগচ্চিদ্ধিমশীতত্বং চিজ্জ্বালাজ্বলনং জগৎ ॥ ৭৩ ॥
জগচ্চিৎসর্ষপস্নেহো বীচিশ্চিৎসরিতোজগৎ।
জগচ্চিৎক্ষৌদ্রমাধুর্য্যং জগচ্চিৎকনকাঙ্গদম্ ॥ ৭৪ ॥

জগচ্চিৎপুষ্পসৌগন্ধ্যং চিল্লতাগ্রফলং জগৎ।
চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা জগৎসত্তৈব চিদ্বপুঃ॥ ৭৫॥
অত্র ভেদবিকারাদি ন খে মলমিব স্থিতম্‌।
ইতীদং সন্ময়ত্বেন সদসদ্ভুবনত্রয়ম্‌॥ ৭৬॥
অবিকল্পতদাত্মত্বাৎ সত্তাসত্ত্বৈকতৈব চ।
অবয়বাবয়বিতা শব্দার্থৌ শশশৃঙ্গবৎ॥ ৭৭॥
অনুভূত্যপলাপায় কল্পিতোযৈর্ধিগস্তু তান্‌।
ন বিদ্যতে জগদযত্র সাদ্র্যব্ধ্যুর্ব্বীনদীশ্বরম্‌॥ ৭৮॥
চিদেকত্বাৎ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ কস্তত্রেতরবিভ্রমঃ।
শিলাহৃদয়পীনাপি স্বাকাশে বিশদৈব চিৎ॥ ৭৯॥
ধত্তেন্তরখিলং শান্তং সন্নিবেশং যথা শিলা।
পদার্থনিকরাকাশে ত্বয়মাকাশজোমলঃ॥ ৮০॥
সত্তাসত্তাত্মতা ত্বত্তা মত্তাশ্লেষা ন সন্তি তে।
পল্লবান্তরলেখৌঘসন্নিবেশবদাততং॥ ৮১॥
অন্যানন্যাত্মকমিদং
ধত্তেন্তশ্চিৎ স্বভাবতঃ।
সমস্তকারণৌঘানাং
কারণাদিঃ পিতামহঃ॥ ৮২॥
স্বভাবতোকারণাত্ম-
চিত্তং বিদ্ধ্যনুভূতিতঃ।

ন চাসত্ত্বমচেত্যায়া-
শ্চিতোবাচাপি সিধ্যতি ॥ ৮৩ ॥
যদস্তি তদুদেতীতি
দৃষ্টং বীজাদিবাঙ্কুরঃ ॥ ৮৪ ॥
গগন ইব সুশূন্যভেদমস্তি
ত্রিভুবনমঙ্গ মহাচিতোন্তরস্থাঃ।
পরমপদময়ং সমস্তদৃশ্যং
ত্বিদমিতি নিশ্চয়বান্ ভবানুভূতেঃ ॥ ৮৫ ॥
ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসো জগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিতো জগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণা জগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৮৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেববদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে ব্রহ্মপ্রতিপাদনং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ। ১৪।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

জগদাকাশমেবেদং যথা হি ব্যোম্নি মৌক্তিকম্।
বিমলে ভাতি স্বাত্মৈব জগৎ চিদ্গগনং যথা ॥ ১ ॥
অনুৎকীর্ণৈব ভাতীব ত্রিজগচ্ছালভঞ্জিকা।
চিৎস্তম্ভে নৈব সোৎকীর্ণা ন চোৎকর্ত্তাত্র বিদ্যতে ॥২॥
সমুদ্রেন্তর্জ্জলস্পন্দাঃ স্বভাবাদস্ত্যতা অপি।
বীচিবেগা ভবন্তীব পরে দৃশ্যবিদস্তথা ॥ ৩ ॥
জালান্তর্গতসূর্য্যাভা জালাকাররজাংস্যপি।
জগদ্ভানং প্রতিস্থূলান্যণুং প্রতি যথাচলাঃ ॥ ৪ ॥
জগদ্ভানং ন ভাতীদং ব্রহ্মণোব্যতিরেকতঃ।
জালসূর্য্যাংশুজালন্তু ব্যতিরেকানুভূতিদম্ ॥ ৫ ॥
অনুভূতান্যপীমানি জগন্তি ব্যোমরূপিণি।
পৃথ্ব্যাদীনি ন সন্ত্যেব স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ ৬ ॥
পিণ্ডগ্রহোজগত্যস্মিন্ বিজ্ঞানাকাশরূপিণি।
মরুনদ্যাং জলমিব ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥ ৭ ॥

জগত্যপিণ্ডগ্রাহেস্মিন্ সঙ্কল্পনগরোপমে।
মরৌ সরিদিবাভাতি দৃশ্যতা ভ্রান্তিরূপিণী ॥ ৮ ॥
স্বপ্নাদ্দৃশ্যেব জগতাং তুলাদেশেন কেন চ।
তুলিতাকলনোন্মুক্তা দৃশ্যশ্রীর্ব্ব্যোম জৃম্ভতে ॥ ৯ ॥
বর্জ্জয়িত্বাজ্ঞবিজ্ঞানং জগচ্ছব্দার্থভাজনম্।
জগৎব্রহ্মস্বশব্দানামর্থে নাস্ত্যেব ভিন্নতা ॥ ১০ ॥
ইদং ত্বচেত্যচিন্মাত্রং ভানোর্ভাতং নভঃ প্রতি।
তথা সূক্ষ্মং যথা মেঘং প্রতি সঙ্কল্পবারিদঃ ॥ ১১ ॥
যথা স্বপ্নপুরং স্বচ্ছং জাগ্রৎপুরবরং প্রতি।
তথা জগদিদং স্বচ্ছং সাঙ্কল্পিকজগৎ প্রতি ॥ ১২ ॥
তস্মাদচেত্যচিদ্রূপং জগদ্ব্যোমৈব কেবলম্।
শূন্যৌ ব্যোমজগচ্ছব্দৌ পর্য্যায়ৌ বিদ্ধি চিন্ময়ৌ ॥১৩॥
তস্মান্ন কিঞ্চিদুৎপন্নং জগদাদীহ দৃশ্যকম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যথাস্থিতমবস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
জগদেবং মহাকাশে চিদাকাশমভিত্তিমৎ।
তদ্দেশস্যাণুমাত্রস্য তুলায়াশ্চাপ্রপূরকম্ ॥ ১৫ ॥
আকাশরূপমেবাচ্ছং পিণ্ডগ্রহবির্জ্জিতম্।
ব্যোম্নি ব্যোমময়ং চিত্রং সঙ্কল্পপুরবৎ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
অত্রেদং মণ্ডপাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণম্।
নিঃসন্দেহোযথৈষোর্থশ্চিত্তে বিশ্রান্তিমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥

রামউবাচ।

সদ্বোধবৃদ্ধয়ে ব্রহ্মন্ সমাসেন বদাশু মে।
মণ্ডপাখ্যানমখিলং যেন বোধোবিবর্দ্ধতে ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অভূদস্মিন্ মহীপীঠে কুলপদ্মোবিকাশবান্।
পদ্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্ বহুপুত্রোবিবেকবান্ ॥ ১৯ ॥
মর্য্যাদাপালনাম্ভোধির্দ্বিষত্তিমিরভাস্করঃ।
কান্তাকুমুদিনীচন্দ্রো দোষতৃণহুতাশনঃ ॥ ২০ ॥
মেরুর্ব্বিবুধবৃন্দানাং যশশ্চন্দ্রোভবার্ণবে।
সরঃ সদ্গুণহংসানাং কমলামলভাস্করঃ ॥ ২১ ॥
সংগ্রামবীরুৎপবনো মনোমাতঙ্গকেসরী।
সমস্তবিদ্যাদয়িতঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণাকরঃ ॥ ২২ ॥
সুরারিসাগরক্ষোভবিলসন্মন্দরাচলঃ।
বিলাসপুষ্পৌঘমধুঃ সৌভাগ্যকুসুমায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥
লীলালতালাস্যমরুৎসাহসোৎসাহকেশবঃ।
সৌজন্যকৈরবশশী দুর্লীলাবল্লিকানলঃ ॥ ২৪ ॥
তস্যাস্তি সুভগা ভার্য্যা লীলা নাম বিলাসিনী।
সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতা কমলেবোদিতাঽবনৌ ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বানুবৃত্তিললিতা
লীলা মধুরভাষিণী।

সানন্দমন্দচলিতা
দ্বিতীয়েন্দূদয়স্মিতা ॥ ২৬ ॥
অলকালিমনোহারি-
বদনাম্ভোজশালিনী ।
সিতাঙ্গী কর্ণিকাগৌরী
জঙ্গমেব সরোজিনী ॥ ২৭ ॥
লতাবিলাসকুন্দৌঘ-
ভাসিনী রসশালিনী ।
প্রবালহস্তা পুষ্পাভা
মধুশ্রীরিব দেহিনী ॥ ২৮ ॥

অবদাততনুঃ পুণ্যা স্পর্শনাহ্লাদকারিণী ।
গঙ্গেব গাঙ্গতাদেহবতী হংসবিলাসিনী ॥ ২৯ ॥
তস্য ভূতলপুষ্পেষোঃ সকলাহ্লাদদায়িনঃ ।
পরিচর্য্যাং চিরং কর্ত্তুমন্যারতিরিবোদিতা ॥ ৩০ ॥
উদ্বিগ্নে প্রোদ্বিগ্না মুদিতে মুদিতা সমাকুলাকুলিতে ।
প্রতিবিম্বসমা কান্তা সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে মণ্ডপোপাখ্যানে রাজবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

———

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

ভূতলাপ্সরসা সার্দ্ধমনন্যদয়িতা পতিঃ।
অকৃত্রিমপ্রেমরসং স রেমে কান্তয়া তয়া॥ ১॥
উদ্যানবনগুল্মেষু তমালগহনেষু চ।
পুষ্পমণ্ডপরম্যেষু লতাবলয়সদ্মসু॥ ২॥
পুষ্পান্তঃপুরশয্যাসু পুষ্পসম্ভারবীথিষু।
বসন্তোদ্যানদোলাসু ক্রীড়াপুষ্করিণীষু চ॥ ৩॥
চন্দনদ্রুমশৈলেষু সন্তানকতলেষু চ
কদম্বনীপগেহেষু পারিভদ্রোদরেষু চ॥ ৪॥
বিকসৎকুন্দমন্দারমকরন্দসুগন্ধিষু।
বসন্তবনজালেষু কূজৎকোকিলপক্ষিষু॥ ৫॥
নানারণ্যতৃণানাঞ্চ স্থলেষু মৃদুদীপ্তিষু।
নির্ঝরেষু তরত্তারসীকরাসারবর্ষিষু॥ ৬॥
শৈলানাং মণিমাণিক্যশিলানাং ফলকেষু চ।
দেবর্ষিমুনিগেহেষু দূরপুণ্যাশ্রমেষু চ॥ ৭॥

কুমুদ্বতীষু ফুল্লাসু স্মেরাসু নলিনীষু চ।
বনস্থলীষু কৃষ্ণাসু ফুল্লাসু ফলিনীষু চ ॥ ৮ ॥
সুরতৈঃ সুরতারুণ্যৈঃ সুন্দরঃ সুন্দরেহিতৈঃ।
ঈহিতৈঃ পেশলান্যোন্যঘনপ্রেমরসাধিকৈঃ ॥ ৯ ॥
প্রহেলিকাভিরাখ্যানৈস্তথা চাক্ষরমুষ্টিভিঃ।
অষ্টাপদৈর্ব্বহুদ্যূতৈস্তথা গূঢ়চতুর্থকৈঃ ॥ ১০ ॥
নাটিকাখ্যায়িকাভিশ্চ শ্লোকৈর্ব্বিন্দুমতিক্রমৈঃ।
দেশকালবিভাগৈশ্চ নগরগ্রামচেষ্টিতৈঃ ॥ ১১ ॥
স্রগ্দামমালাবলিতৈর্ন্নানাভরণযোজনৈঃ।
লীলাবিলোলচলনৈর্ব্বিচিত্ররসভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥
আর্দ্রকুঙ্কুমকর্পূরতাম্বূলীদলচর্ব্বণৈঃ।
ফুল্লপুষ্পলতাগুঞ্জাদেহগোপনখর্ব্বণৈঃ ॥ ১৩ ॥
সমালম্ভনলীলাভির্ম্মালাপ্রহরণক্রমৈঃ।
গৃহে কুসুমদোলাভিরন্যোন্যং দোলনক্রমৈঃ ॥ ১৪ ॥
নৌযানযুগ্মহস্ত্যশ্বদান্তোষ্ট্রাদিগমাগমৈঃ।
জলকেলিবিলাসেন পরস্পরসমীক্ষণৈঃ ॥ ১৫ ॥
নৃত্যগীতকলালাস্যতালতাণ্ডবমণ্ডনৈঃ।
সঙ্গীতকৈঃ সঙ্কথনৈর্ব্বীণামুরজবাদনৈঃ ॥ ১৬ ॥
উদ্যানেষু সরিত্তীরবৃক্ষেষু বরবীথিষু।
অন্তঃপুরেষু হর্ম্ম্যেষু ফুল্লদোলাবদোলনৈঃ ॥ ১৭ ॥

সা তথা সুখসম্বৃদ্ধা তস্য প্রণয়িনী প্রিয়া।
একদা চিন্তয়ামাস সুভ্রূঃ সঙ্কল্পশালিনী॥ ১৮॥
প্রাণেভ্যোপি প্রিয়োভর্ত্তা মমৈষ জগতীপতিঃ।
যৌবনোল্লাসবান্ শ্রীমান্ কথং স্যাদজরামরঃ॥ ১৯॥
ভর্ত্রানেন সহোত্তুঙ্গস্তনী কুসুমসদ্মসু।
কথং স্বৈরং চিরং কান্তা রমে যুগশতান্যহম্॥ ২০॥
তথা যতে যত্নমতস্তপোজপযমেহিতৈঃ।
রজনীশমুখোরাজা যথা স্যাদজরামরঃ॥ ২১॥
জ্ঞানবৃদ্ধাংস্তপোবৃদ্ধান্ বিদ্যাবৃদ্ধানহং দ্বিজান্।
পৃচ্ছামি তাবন্মরণং কথং ন স্যান্নৃণামিতি॥ ২২॥
ইত্যানীয়াথ সম্পূজ্য দ্বিজান্ পপ্রচ্ছ সা নতা।
অমরত্বং কথং বিপ্রা ভবেদিতি পুনঃ পুনঃ॥ ২৩॥

বিপ্রা ঊচুঃ।

তপোজপযমৈর্দ্দেবি সমস্তাঃ সিদ্ধসিদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্যন্তেঽমরত্বন্তু ন কদাচন লভ্যতে॥ ২৪॥
ইত্যাকর্ণ্য দ্বিজমুখাৎ চিন্তয়ামাস সা পুনঃ।
ইদং স্বপ্রজ্ঞয়ৈবাশু ভীতা প্রিয়বিয়োগতঃ॥ ২৫॥
মরণং ভর্ত্তুরগ্রে মে যদি দৈবাদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা সংস্থাস্যে সুখমাত্মনি॥ ২৬॥

অথ বর্ষসহস্রেণ ভর্ত্তাদৌ চেন্মরিষ্যতি।
তৎকরিষ্যে তথা যেন জীবো গেহান্ন যাস্যতি ॥ ২৭ ॥

তদ্ভ্রমদ্ভর্ত্তৃজীবেস্মিন্ নিজে শুদ্ধান্তমণ্ডপে।
ভর্ত্রাবিলোকিতা নিত্যং নিবৎস্যামি যথাসুখম্ ॥২৮॥

অদ্যৈবারভ্যৈতদর্থং দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীম্।
জপোপবাসনিয়মৈরাতোষং পূজয়াম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি নিশ্চিত্য সা নাথমনুক্ত্বৈব বরাঙ্গনা।
যথাশাস্ত্রং চচারোগ্রং তথা নিয়মমাস্থিতা ॥ ৩০ ॥

ত্রিরাত্রস্য ত্রিরাত্রস্য পর্য্যন্তে কৃতপারণা।
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞবিদ্বৎপূজাপরায়ণা ॥ ৩১ ॥

স্নানদানতপোধ্যাননিত্যোদ্যুক্তশরীরিকা।
সর্ব্বাস্তিক্যাসদাচারকারিণী ক্লেশহারিণী ॥ ৩২ ॥

যথাকালং যথোদ্যোগং যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্।
তোষয়ামাস ভর্ত্তারমপরিজ্ঞাতসংস্থিতিঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্রিরাত্রশতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী।
অনারতং তপোনিষ্ঠামতিষ্ঠৎ কষ্টচেষ্টয়া ॥ ৩৪ ॥

ত্রিরাত্রাণাং শতে চাথ পূজিতা প্রতিমানিতা।
তুষ্টা ভগবতী গৌরী বাগীশা সমুবাচ তাম্॥ ৩৫ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

নিরন্তরেণ তপসা ভর্ত্তৃভক্ত্যতিশালিনা।
পরিতুষ্টাস্মি তে বৎসে গৃহাণ বরমীপ্সিতম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে।
জয় হার্দ্দান্ধকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে ॥ ৩৭ ॥
অম্ব মাতর্জ্জগন্মাতস্ত্রায়স্ব কৃপণামিমাম্।
ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদহং প্রার্থয়ে শুভে ॥ ৩৮ ॥
এবং তাবদ্বিদেহস্য ভর্ত্তুর্জ্জীবো মমান্তিকে।
অস্মাদেব হি মা যাসীন্নিজান্তঃপুরমণ্ডপাৎ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিতীয়ং ত্বাং মহাদেবি প্রার্থয়েহং যদা যদা।
দর্শনায় বরার্থায় তদা মে দেহি দর্শনম্ ॥ ৪০ ॥
ইত্যাকর্ণ্য জগন্মাতা তথাস্ত্বেবমিতি স্বয়ম্।
উক্ত্বান্তর্দ্ধানমগমৎ প্রোত্থায়োর্ম্মিরিবার্ণবে ॥ ৪১ ॥
অথ সা রাজমহিষী পরিতুষ্টেষ্টদেবতা।
শ্রুতগীতেব হরিণী বভূবানন্দধারিণী ॥ ৪২ ॥
পক্ষমাসর্ত্তুকটকে দিনারে বর্ষদণ্ডকে।
ক্ষণনাভৌ স্পন্দময়ে কালচক্রে বহত্যথ ॥ ৪৩ ॥
অন্তর্দ্ধিমাজগামাস্যাঃ পত্যুস্তচ্চেতনং তনৌ।
সংদৃশ্যমানমেবাশু শুষ্কপত্ররসো যথা ॥ ৪৪ ॥

রণখণ্ডিতদেহেস্মিন্ মৃতেন্তঃপুরমণ্ডপে ।
নির্জ্জলা নলিনীবাসৌ পরাং ম্লানিমুপাযযৌ ॥ ৪৫ ॥
বিষোষ্ণশ্বসনধ্বস্তসকলাধরপল্লবা ।
প্রাপ সা মরণাবস্থাং সশল্যেব মৃগী যথা ॥ ৪৬ ॥
প্রাপ সা তমসান্ধত্বং তস্মিন্ মরণমাগতে ।
দীপজ্বালালবে ক্ষীণে সদ্মশ্রীরিব ভূষিতা ॥ ৪৭ ॥
কার্শ্যমাপ ক্ষণেনাসৌ বালা বিরসতাং গতা ।
যথা স্রোতস্বিনী স্রোতঃক্ষয়ে ক্ষারবিধূসরা ॥ ৪৮ ॥
ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনী ক্ষিপ্রং মৌনমূকা বিয়োগিনী ।
বভূব চক্রবাকীব মানিনী মরণোন্মুখী ॥ ৪৯ ॥
অথ তামতি মাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী ।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পত ॥৫০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে মণ্ডপোপাখ্যানে রাজ্ঞীপরিদেবনং নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

শবীভূতমিমং বৎসে ভর্ত্তারং পুষ্পপুঞ্জকে।
আচ্ছাদ্য স্থাপয়ৈনং ত্বং পুনর্ভর্ত্তারমেষ্যসি ॥ ১ ॥
পুষ্পাণি ম্লানিমেষ্যন্তি নো ন চৈষ বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ভূয়শ্চ তব ভর্ত্তৃত্বমচিরেণ করিষ্যতি ॥ ২ ॥
এতদীয়শ্চ জীবোসাবাকাশবিশদস্তব।
ন নির্গমিষ্যতি ক্ষিপ্রমিতোন্তঃপুরমণ্ডপাৎ ॥ ৩ ॥
ষট্‌পদশ্রেণিনয়না কর্ণ্যেতি বন্ধুভিঃ।
সা সমাশ্বাসিতাগত্য পয়োভিরিব পদ্মিনী ॥ ৪ ॥
পতিং সংস্থাপ্য তত্রৈব পুষ্পপূরপ্রগোপিতম্।
কিঞ্চিদাশ্বাসিতাতিষ্ঠদ্দরিদ্রেব নিধানিনী ॥ ৫ ॥
তস্মিন্নেব দিনে সৈষা তস্মিন্ শুদ্ধান্তমণ্ডপে।
অর্দ্ধরাত্রে পরিজনে সর্ব্বস্মিন্নিদ্রয়া হৃতে ॥ ৬ ॥
জ্ঞপ্তিং ভগবতীং দেবীং শুদ্ধধ্যানমহাধিয়া।
দুঃখাদাহ্বায়য়ামাস সোবাচ সমুপেত্য তাম্ ॥ ৭ ॥

কিং স্মৃতাস্মি ত্বয়া বৎসে ধ্বৎসে কিমিতি শোকিতাম্।
সংসারভ্রান্তয়োভান্তি মৃগতৃষ্ণাম্বুবন্মুধা ॥ ৮ ॥

লীলোবাচ।

ক্ব মমাবস্থিতোভর্ত্তা কিং করোত্যথ কীদৃশঃ।
সমীপং নয় মাং তস্য নৈকা শক্নোমি জীবিতুম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে ॥ ১০ ॥
তচ্চিদাকাশকোশাত্মচিদাকাশৈকভাবনাৎ।
অবিদ্যমানমপ্যাশু দৃশ্যতেথানুভূয়তে ॥ ১১ ॥
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ সম্বিদোমধ্যমেব যৎ।
নিমিষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি বরবর্ণিনি ॥ ১২ ॥
তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসঙ্কল্পা স্থিতিমেষি চেৎ।
সর্ব্বাত্মকং পদং তত্ত্বং ত্বং তদাপ্নোষ্যসংশয়ম্ ॥ ১৩ ॥
অত্যন্তাবসম্পত্ত্যা জগতশ্চৈতদাপ্যতে।
নান্যথা মদ্বরেণাশু ত্বন্তু প্রাপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠউবাচ

ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবী দিব্যমাত্মীয়মাস্পদম্।
লীলা তু লীলয়ৈবাসীন্নির্ব্বিকল্পসমাধিভাক্ ॥ ১৫ ॥

তত্তত্যাজ নিমেষেণ সান্তঃকরণপঞ্জরম্।
স্বদেহং খমিবোড্ডীনা মুক্তনীড়া বিহঙ্গমী ॥ ১৬ ॥
দদর্শ খস্থা ভর্ত্তারং তস্মিনেবালয়ান্তরে ॥
সংস্থিতং পৃথিবীপালমাস্থানে বহুরাজনি ॥ ১৭ ॥
সিংহাসনে সমারূঢ়ং জয় জীবেতি সংস্তুতম্।
প্রস্তুতং মণ্ডলানীককার্য্যমাহর্ত্তুমাদৃতম্ ॥ ১৮ ॥
পতাকামঞ্জরীকীর্ণরাজধানীগৃহস্থিতম্।
পূর্ব্বদ্বারস্থিতাসংখ্যমুনিবিপ্রর্ষিমণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥
দক্ষিণদ্বারগাসংখ্যরাজরাজেশমণ্ডলম্।
পশ্চিমদ্বারগাসংখ্যললনালোকমণ্ডলম্ ॥ ২০ ॥
উত্তরদ্বারগাসংখ্যরথহস্ত্যশ্বসঙ্কুলম্।
একভৃত্যবিনির্ণীতদক্ষিণাপথবিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥
কর্ণাটনাথরচিতপূর্ব্বদেশক্রিয়াক্রমম্।
সুরাষ্ট্রাধিপনির্ণীতসর্ব্বম্লেচ্ছোত্তরাপথম্ ॥ ২২ ॥
মালদেশসমাক্রান্তসর্ব্বপাশ্চাত্যতঙ্গণম্।
দক্ষিণাব্ধিতটায়াতলঙ্কাদূতবিনোদিতম্ ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বাব্ধিতটমাহেন্দ্রসিদ্ধোক্তগগনাপগম্।
উত্তরাব্ধিতটায়াতদূতবর্ণিতগুহ্যকম্ ॥ ২৪ ॥
পশ্চিমাব্ধিতটালোকবর্ণিতাস্তময়ক্রমম্।
অসংখ্যবদ্ধভূপালকলাকীর্ণাখিলাজিরম্ ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞবাটপঠদ্বিপ্রজিততূর্য্যাগ্রনিঃস্বনম্ ।
বন্দিকোলাহলোল্লাসপ্রতিশ্রুদ্বনকুঞ্জরম্ ॥ ২৬ ॥
গেয়বাদ্যোদ্ধতধ্বানপ্রধ্বনদ্গগনান্তরম্ ।
হয়হস্তিরথরাজিরজোমেঘঘনাম্বরম্ ॥ ২৭ ॥
পুষ্পকর্পূরধূপাঢ্যং গন্ধামোদিতপর্ব্বতম্ ।
সর্ব্বমঙ্গলসম্ভাররচিতানেকশাসনম্ ॥ ২৮ ॥
যশঃকর্পূরজলদম্ভশুভ্রাম্বরপর্ব্বতম্ ।
রোদসীস্তম্ভভূতৈকস্বপ্রতাপজিতার্ককম্ ॥ ২৯ ॥
আরম্ভমন্থরোদারকার্য্যসব্যগ্রভূমিপম্ ।
নানানগরনির্ম্মাণসোদ্যোগস্থপতীশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
পপাতাথ মহারম্ভা সা তাং নরপতেঃ সভাম্ ।
ব্যোমাত্মিকা ব্যোমময়ীং মিহিকেবাম্বরাটবীম্ ॥ ৩১ ॥
ভ্রমন্তীং তত্র তামগ্রে দদৃশুস্তে ন কেচন ।
সঙ্কল্পমাত্ররচিতাং পুরুষাঃ কামিনীমিব ॥ ৩২ ॥
তথা তে তাং ন দদৃশুঃ সঞ্চরন্তীং পুরোগতাম্ ।
অন্যসঙ্কল্পরচিতামন্যেন নগরীং যথা ॥ ৩৩ ॥
প্রাক্তনানেব তান্ সর্ব্বান্ স্বান্ দদর্শ সমাগতান্ ।
ভূভৃতেব সুসম্প্রাপ্তান্নগরান্নগরান্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
তদ্দেশাংস্তৎসমাচারাংস্তথা তানেব বালকান্ ।
তা এব বালবনিতাস্তাংস্তানেব চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৩৫ ॥

তানেব ভূমিপালাংশ্চ তাংস্তানেব চ পণ্ডিতান্।
তানেব নর্ম্মসচিবান্ ভৃত্যাংস্তানেব তাদৃশান্ ॥ ৩৬ ॥
অথান্যানপ্যপূর্ব্বাংশ্চ পণ্ডিতান্ সুহৃদস্তথা।
ব্যবহারাংস্তথান্যাংশ্চ পৌরানন্যাংস্তথৈব চ ॥ ৩৭ ॥
মধ্যাহ্নকালে দিবসে ঘনদাবাকুলাদিশঃ।
অন্তরিক্ষং সচন্দ্রার্কং সাম্ভোদপবনধ্বনি ॥ ৩৮ ॥
মহীরুহনদীশৈলপুরপত্তনমণ্ডিতম্।
নানানগরবিন্যাসজঙ্গলগ্রামসঙ্কুলম্ ॥ ৩৯ ॥
দ্বিরষ্টবর্ষং ভূপালং প্রাক্তন্যা জরসোজ্‌ঝিতম্।
প্রাক্তনীং জনতাং সর্ব্বাং সমস্তান্ গ্রামবাসিনঃ ॥৪০॥
সা তানালোক্য ললনা চিন্তাপরবশাভবৎ।
তস্মিন্নগরবাস্তব্যাঃ কিং তে সর্ব্বে মৃতা ইতি ॥ ৪১ ॥
পুনঃ প্রজ্ঞপ্তিবোধেন প্রাক্তনান্তঃপুরং গতা।
ক্ষণেন চ দদর্শাত্র সার্দ্ধরাত্রে তথৈব তান্ ॥ ৪২ ॥
অথ সোত্থাপয়ামাস নিদ্রাক্রান্তং সখীজনম্।
আহ চাতীব মে দুঃখমাস্থানং দীয়তামিতি ॥ ৪৩ ॥
ভর্ত্তুঃ সিংহাসনস্যাস্য পার্শ্বে তিষ্ঠাম্যহং যদি।
পশ্যামি সভ্যসঙ্ঘাতং তৎ প্রজীবামি নান্যথা ॥ ৪৪ ॥
স রাজপরিবারোথ তয়েত্যুক্তে যথাক্রমম্।
আসীদ্বিনিদ্রঃ সম্যগ্রঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্বকর্ম্মণি ॥ ৪৫ ॥

পৌরান্ সভ্যান্ সমানেতুং যয়ুর্যাষ্টিকপংক্তয়ঃ।
ব্যবহারং কলয়িতুমুর্ব্ব্যামর্ক্ককরা ইব ॥ ৪৬ ॥
আস্থানভূমিং ভৃত্যাশ্চ মার্জ্জয়ামাসুরাদৃতাঃ।
প্রাবৃট্ পয়োদমলিনং খং শরদ্বাসরা ইব ॥ ৪৭ ॥
অঙ্গনং প্রতি দীপৌঘাস্তস্থুঃ পীততমোম্ভসঃ।
আশ্চর্য্যদর্শনায়েব সম্প্রাপ্তা ঋক্ষপংক্তয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
জনতাঃ পূরয়ামাসুঃ পূরৈরজিরভূমিকাঃ।
অব্ধীন্ প্রলয়সংশুষ্কান্ পুরা সর্গ ইবাম্ভসা ॥ ৪৯ ॥
আজগ্মুর্ম্মন্ত্রিসামন্তাঃ স্বং স্বং স্থানমনিন্দিতাঃ।
ত্রৈলোক্যে পুনরুৎপন্নে লোকপালা যথা দিশঃ ॥৫০॥
ববুরাকীর্ণকর্পূরসান্দ্রাবশ্যায়শীতলাঃ।
উৎফুল্লকুসুমোদ্বান্তমাংসলামোদিতানিলাঃ ॥ ৫১ ॥
পর্য্যন্তেষু প্রতীহারাস্তস্থুর্দ্ধবলবাসসঃ।
ঋষ্যমূকার্কতাপার্ত্তমেঘমালা ইবাদ্রিষু ॥ ৫২ ॥
প্রভাপীততমঃপুঞ্জাঃ পেতুঃ পুষ্পোৎকরা ভুবি।
চণ্ডমারুতবিধ্বস্তাস্তারকানিকরা ইব ॥ ৫৩ ॥
আস্থানং পূরয়ামাসুর্ম্মহীপালানুযায়িনঃ।
উৎফুল্লকমলোৎকীর্ণং হংসা ইব সরোবরম্ ॥ ৫৪ ॥
সিংহাসনসমীপস্থে হৈমচিত্রাসনে নবে।
উপাবিশদসৌ লীলা লীলেব স্মরচেতসি ॥ ৫৫ ॥

দদর্শ তান্ নৃপান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্বানেব যথাস্থিতান্।
গুরুনার্য্যান্ সখীন্ সভ্যান্ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ॥৫৬॥

সকলমেব হি পূর্ব্ববদেব সা
সমবলোক্য মুদং পরমাং যযৌ।
নৃপতিরাষ্ট্রজনং খলু জীবনা-
ভ্যুদিতয়া চ বভৌ শশিবচ্ছ্রিয়া ॥ ৫৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সন্দেহরাষ্ট্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্থং বিনোদয়াগীদং দুঃখদং চিত্তমিত্যলম্‌।
বোধয়িত্বেঙ্গিতৈর্ভূপানাস্থানাদুত্থিতাথ সা ॥ ১ ॥
প্রবিশ্যান্তঃপূরং ভর্ত্তুঃ পার্শ্বেন্তঃপুরমণ্ডপে।
বিবেশ পুষ্পগুপ্তস্য চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ২ ॥
অহো বিচিত্রা মায়েয়মেতেঽস্মৎপুরমানবাঃ।
বহিরন্তরবদ্দেশে তত্র চেহ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
তালীতমালহিন্তালমালিতা গিরয়োপ্যমী।
যথা তত্র তথেহাপি বত মায়েয়মাততা ॥ ৪ ॥
আদর্শেন্তর্ব্বহিশ্চৈব যথা শৈলোনুভূয়তে।
বহিরন্তশ্চিদাদর্শে তথা সর্গোনুভূয়তে ॥ ৫ ॥
তত্র ভ্রান্তিময়ঃ সর্গঃ কঃ স্যাৎ কঃ পারমার্থিকঃ।
ইতি পৃচ্ছামি বাগীশামভ্যর্চ্যোক্তমসংশয়ম্‌ ॥ ৬॥
ইতি নিশ্চিত্য তাং দেবীং পূজয়ামাস সা তদা।
দদর্শ চ পুরঃ প্রাপ্তাং কুমারীরূপধারিণীম্‌॥ ৭ ॥

ভদ্রাসনগতাং দেবীমুপবিশ্য পুরোগতা।
পরমার্থমহাশক্তিং লীলাপৃচ্ছদ্ভুবি স্থিতা ॥ ৮ ॥

লীলোবাচ।

অনুকম্প্যাস্য নো দেবি ভজন্ত্যুদ্বেগমুত্তমাঃ।
ত্বয়ৈবং কিল সর্গাদৌ স্থাপিতা স্থিতিরুত্তমা ॥ ৯ ॥
তদিদং যৎ পুরঃ প্রহ্বা পৃচ্ছামি পরমেশ্বরি।
তদ্‌ব্রূহি ত্বৎকৃতোনূনং সফলোমেস্ত্বনুগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
অস্যাদর্শোজগন্নাম্নঃ খাদপ্যধিকনির্ম্মলঃ।
যস্য যোজনকোটীনাং কোটয়োবয়বোমনাক্ ॥ ১১ ॥
নিঃসন্ধিতবচোজ্যোতির্ঘনোম্মৃতুস্থশীতলঃ।
অচেত্যচিদিতি খ্যাতো নাম্না নির্ভিত্তিরগ্রতঃ ॥ ১২ ॥
দিক্কালকলনাকাশপ্রকাশনিয়তিক্রমাঃ।
যত্রেমে প্রতিবিম্বন্তি পরাং পরিণতিং গতাঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রিজগৎপ্রতিবিম্বশ্রীর্ব্বহিরন্তশ্চ সংস্থিতা।
তত্র বৈ কৃত্রিমা কা স্যাৎ কাসৌ বা স্যাদকৃত্রিমা ॥১৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অকৃত্রিমত্বং সর্গস্য কীদৃশং বদ সুন্দরি।
কীদৃশং কৃত্রিমত্বং স্যাৎ যথাবৎ কথয়েতি মে ॥ ১৫ ॥

লীলোবাচ।

যথাহমিহ তিষ্ঠামি ত্বঞ্চ দেবি স্থিতাম্বিকে।
অসাবকৃত্রিমঃ সর্গ ইতি দেবেশি বেদ্ম্যহম্‌ ॥ ১৬ ॥
যত্রাধুনা স ভর্ত্তা মে স্থিতঃ সর্গঃ স কৃত্রিমঃ।
অহং মন্যে যতঃ শূন্যো-দেশকালাদ্যপূরকঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কৃত্রিমোঽকৃত্রিমাৎ সর্গান্ন কদাচন জায়তে।
ন হি কারণতঃ কার্য্যমুদেত্যসদৃশং ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥

লীলোবাচ।

দৃশ্যতে কারণাৎ কার্য্যং সুবিলক্ষণমম্বিকে।
অম্বাদাতুমশক্তা মৃৎঘটস্তজ্জস্তদাস্পদম্‌ ॥ ১৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সম্পদ্যতে হি যৎ কার্য্যং কারণৈঃ সহকারিভিঃ।
মুখ্যকারণবৈচিত্র্যং কিঞ্চিত্তত্রাবলোক্যতে ॥ ২০ ॥
বদ তদ্ভর্ত্তৃসর্গস্য কিং পৃথ্ব্যাদিষু কারণম্‌।
তদ্ভূমণ্ডলতোভূতির্জ্জাতা তত্র বরাননে ॥ ২১ ॥
গতশ্চেদিত উড্ডীয় কুতঃ স্যাদিহ ভূতলম্‌।
সহকারীণি কানীব কারণান্যত্র কারণে ॥ ২২ ॥
কারণানামভাবেপি যোদেতি সহকারিতা।
তৎ পূর্ব্বকারণান্নান্যৎ সর্ব্বেণেত্যনুভূয়তে ॥ ২৩ ॥

লীলোবাচ।

স্মৃতিঃ সা দেবি মদ্ভর্ত্তুস্তথা স্ফারত্বমাগতা।
স্মৃতিস্তৎকারণং বেদ্মি সর্গয়োরিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

স্মৃতিরাকাশরূপা চ যথা তজ্জস্তথৈব তে।
ভর্ত্তুঃ সর্গোনুভূতোঽপি স ব্যোমৈব তথাবলে ॥২৫॥

লীলোবাচ।

স্মৃত্যাকাশময়ঃ সর্গো যথা ভর্ত্তুর্মমোদিতঃ।
তথৈবেমমহং মন্যে স সর্গোত্র নিদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এবমেতদসৎসর্গোভর্ত্তুস্তৈর্ভাতি ভাস্বরঃ।
তথৈবায়মিহাভাতি পশ্যাম্যেতদহং সুতে ॥ ২৭ ॥

লীলোবাচ।

যথা পত্যুরমূর্ত্তোস্মাৎ সর্গাৎ সর্গো ভ্রমাত্মকঃ।
জাতস্তথা কথয় মে জগদ্ভ্রমনিবৃত্তয়ে ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাক্ স্মৃতের্ভ্রান্তিমাত্রাত্মা সর্গোয়মুদিতোযথা।
স্বপ্নভ্রমাত্মকোভাতি তথেদং কথ্যতে শৃণু॥ ২৯॥

অস্তি ক্বচিচ্চিদাকাশে ক্বচিৎ সংসারমণ্ডপঃ।
আকাশকাচদলবৎ সংস্থানাচ্ছাদিতাকৃতিঃ॥ ৩০॥

মেরুস্তম্ভস্থলোকেশ-পুরন্ধ্রীশালভঞ্জিকঃ।
চতুর্দ্দশাপবরকস্ত্রিগর্ত্তোভানুদীপকঃ॥ ৩১॥

কোণস্থভূতবল্মীকব্যাপ্তপর্ব্বতলোষ্টকঃ।
অনেকপুত্রজরঠপ্রজেশব্রাহ্মণাস্পদম্॥ ৩২॥

জীবৌঘকোশকারাঢ্যোব্যোমোর্দ্ধতলকালিমা।
নভোনিবাসসিদ্ধৌঘ-মশকাহিতঘুঙ্ঘুমঃ॥ ৩৩॥

পয়োদগৃহধূমোগ্র-জ্বালাবলিতকোণকঃ।
বাতমার্গমহাবংশ-স্থিতবৈমানকীটকঃ॥ ৩৪॥

সুরাসুরাদিদুর্ব্বাল-লীলাকলকলাকুলঃ।
লোকান্তরপুরগ্রাম-ভাণ্ডোপস্করনির্ভরঃ॥ ৩৫॥

সরঃস্রোতোব্ধিসরসীজলোক্ষিতমহীতলঃ।
পাতালভূতলস্বর্গ-ভাগভাস্বরকোটরঃ॥ ৩৬॥

তত্র কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ কোণেষ্বম্বরকোটরে।
শৈললোষ্টতলেষ্বেকো গিরিগ্রামকগর্ত্তকঃ॥ ৩৭॥

তস্মিন্নদীশৈলবনোপগূঢ়ে
সাগ্নিঃ সদারঃ সুতবানরোগঃ।
গোক্ষীরবান্ রাজভয়াদ্বিমুক্তঃ
সর্ব্বাতিথির্ধর্ম্মপরোদ্বিজোভূৎ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে লীলোপাখ্যানে সকলজগদ্ভ্রান্তিপ্রতিপাদনং নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ। ১৮।

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিত্তবেষবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ।
বশিষ্ঠস্যৈব সদৃশো ন তু বাশিষ্ঠচেষ্টিতঃ॥ ১ ॥
বশিষ্ঠ ইতি নাম্নাসৌ তস্যাভূদিন্দুসুন্দরী।
নাম্না ত্বরুন্ধত্বী ভার্য্যা ভূমিব্যোমন্যরুন্ধতী॥ ২ ॥
বিত্তবেষবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ।
সমৈব সাপ্যরুন্ধত্যা ন তু চেতনসত্ত্বয়া॥ ৩ ॥
অকৃত্রিমপ্রেমরসা বিলাসালসগামিনী।
সাস্য সংসারসর্ব্বস্বমাসীৎ কুমুদহাসিনী॥ ৪ ॥
স বিপ্রস্তস্য শৈলস্য সানৌ সরলশাদ্বলে।
কদাচিদুপবিষ্টঃ সন্ দদর্শাধোমহীপতিম্॥ ৫ ॥
সমগ্রপরিবারেণ যান্তমাখেটকেচ্ছয়া।
মহতা সৈন্যঘোষেণ মেরোরিব বিভিৎসয়া॥ ৬ ॥
চামরৈঃ কীর্ণচন্দ্রাংশুপতাকাভির্লতাবনং।
কুর্ব্বাণং খং সিতচ্ছত্রমণ্ডলৈরূপ্যকুট্টিমম্॥ ৭ ॥

অশ্বপাদূৎখনৎক্ষ্মাজরেণুপূরাবৃতাম্বরম্।
হাস্তিকোত্তম্ভিতকরবাতাট্টালকগোপিতম্॥ ৮॥
মহাকলকলাবর্ত্তদ্রবদ্দিগ্‌ভূতমণ্ডলম্।
কচৎকাঞ্চনমাণিক্যহারকেয়ূরমণ্ডলম্॥ ৯॥
তমালোক্য মহীপালমিদং চিন্তিতবানসৌ।
অহো নু রম্যা নৃপতা সর্ব্বসৌভাগ্যভাসিতা॥ ১০॥
পদাতিরথহস্ত্যশ্বপতাকাচ্ছত্রচামরৈঃ।
কদাস্যাং দশদিক্কুঞ্জপূরকোহহং মহীপতিঃ॥ ১১॥
কদা মে বায়বঃ কুন্দমকরন্দসুগন্ধয়ঃ।
পাস্যন্ত্যন্তঃপুরস্ত্রীণাং সুরতশ্রমসীকরান্॥ ১২॥
কর্পূরেণ পুরন্ধ্রীণাং পূর্ণেন যশসা দিশাম্।
ইন্দূদয়াবদাতানি কদা কুর্য্যাং মুখান্যহম্॥ ১৩॥
ইত্থং ততঃ প্রভৃত্যেষ বিপ্রঃ সঙ্কল্পবানভূৎ।
স্বধর্ম্মনিরতোনিত্যং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ॥ ১৪॥
হিমাশনিরিবাম্ভোজং জর্জ্জরীকর্ত্তুমাদৃতা।
জলে জর্জ্জরিতেবাথ জরা দ্বিজমুপাযযৌ॥ ১৫॥
আসন্নমরণস্যাথ ভার্য্যা ম্লানিমুপাযযৌ।
তস্য শাম্যতি পুষ্পার্ত্তৌ লতেব গ্রীষ্মভীতিতঃ॥ ১৬॥
মামথারাধিতবতী সা ততস্ত্বমিবাঙ্গনা।
অমরত্বং সুদুষ্প্রাপং বুদ্ধ্বেমং সাব্রণোদ্বরম্॥ ১৭॥

দেবি স্বমণ্ডপাদেব জীবোভর্ত্তুর্ম্মৃতস্য মে।
মা যাসীদিত্যতস্তস্যাঃ স এবাঙ্গীকৃতোময়া ॥ ১৮ ॥
অথ কালবশাদ্বিপ্রঃ স পঞ্চত্বমুপাযযৌ।
তস্মিন্নেব গৃহাকাশে জীবাকাশতয়া স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
সম্পন্নং প্রাক্তনানল্পসঙ্কল্পবশতঃ স্বয়ম্।
আকাশবপুরেবৈষ পতিঃ পরমশক্তিমান্ ॥ ২০ ॥
প্রভাবজিতভূপীঠঃ প্রতাপাক্রান্তবিষ্টপঃ।
কৃপাপালিতপাতালস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ২১ ॥
কল্পাগ্নিররিবৃক্ষাণাং স্ত্রীণাং মকরকেতনঃ।
মেরুর্ব্বিষয়বায়ূনাং সাধ্বব্জানাং দিবাকরঃ ॥ ২২ ॥
আদর্শঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামর্থিনাং কল্পপাদপঃ।
পাদপীঠং দ্বিজাগ্র্যাণাং রাকা ধর্ম্মমৃতত্বিষঃ ॥ ২৩ ॥
স্বগৃহাভ্যন্তরাকাশে চিত্তাকাশময়াত্মনি।
তস্মিন্ দ্বিজে শবীভূতে ভূতাকাশশরীরিণি ॥ ২৪ ॥
সা তস্য ব্রাহ্মণী ভার্য্যা শোকেনাত্যন্তকর্শিতা।
শুষ্কেব মাষশিম্বীকা হৃদয়েন দ্বিধাভবৎ ॥ ২৫ ॥
ভর্ত্রা সহ শবীভূতা দেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
আতিবাহিকদেহেন ভর্ত্তারং সমুপাযযৌ ॥ ২৬ ॥
নদীনিখাতমিব তং ভর্ত্তারমনুসৃত্য সা।
আজগাম বিশোকত্বং সা বাসন্তীব মঞ্জরী ॥ ২৭ ॥

তত্রাস্য বিপ্রস্য গৃহাণি সন্তি
ভূস্থাবরাদীনি ধনানি সন্তি।
অদ্যাষ্টমং বাসরমাপ্তমৃত্যো-
র্জীবোগিরিগ্রামককন্দরস্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে ব্রাহ্মণমরণং নাম একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

শ্রীদেব্যুবাচ।

স তে ভর্ত্তাগ্ন্য সম্পন্নোদ্বিজোভূপত্বমাগতঃ।
যাসাবরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সা ত্বমঙ্গনে ॥ ১ ॥
ইহেমৌ কুরুতোরাজ্যং তৌ ভবন্তৌ সুদম্পতী।
চক্রবাকাবিব নবৌ ভুবি জাতৌ শিবাবিব ॥ ২ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বঃ প্রাক্তনঃ সংসৃতিক্রমঃ।
ভ্রান্তিমাত্রকমাকাশমেবং জীবস্বরূপধৃক্ ॥ ৩ ॥
ভ্রমাদস্মাচ্চিদাকাশে ভ্রমোয়ং প্রতিবিম্বিতঃ।
অসত্য এব বা সত্যো ভবতোর্ভবভঙ্গদঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্ভ্রান্তিময়ঃ কঃ স্যাৎ কোবা ভ্রান্ত্যুজ্ঝিতোভবেৎ।
সর্গোনিরর্গলানর্থবোধান্নান্যোবিজৃম্ভতে ॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য চিরং চারু বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
ভূত্বোবাচ বচো লীলা লীলালসপদাক্ষরম্ ॥ ৬ ॥

লীলোবাচ।

দেবি ভোস্ত্বদ্বচোমিথ্যা কথং সম্পন্নমীদৃশম্।
ক্ব বিপ্রজীবঃ স্বগৃহে ক্বেমে বয়মিহ স্থিতাঃ॥ ৭॥
তাদৃগ্লোকান্তরং সা ভূস্তে শৈলাস্তা দিশোদশ।
কথং ভান্তি গৃহস্যান্তর্ম্মদ্ভর্ত্তা যেষ্ববস্থিতঃ॥ ৮॥
মত্ত ঐরাবতোবদ্ধঃ সর্ষপস্যেব কোটরে।
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈরণুকোটরে॥ ৯॥
পদ্মাক্ষে স্থাপিতোমেরুর্ন্নিগীর্ণোভৃঙ্গসূনুনা।
স্বপ্নাব্দগর্জ্জিতং শ্রুত্বা চিত্রং নৃত্যন্তি বর্হিণঃ॥ ১০॥
অসমঞ্জসমেবৈতদ্ যথা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরি।
তথা গৃহান্তঃ পৃথ্বী চ শৈলাশ্চেত্যসমঞ্জসম্॥ ১১॥
যথাবদেতদ্দেবেশি কথয়ামলয়া ধিয়া।
প্রসাদানুগৃহীতে হি নোদ্বিজন্তে মহৌজসঃ॥ ১২॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

নাহং মিথ্যা বদামীদং যথাবচ্ছৃণু সুন্দরি।
ভেদনং নিয়তীনাং হি ক্রিয়তে নাস্মদাদিভিঃ॥ ১৩॥
বিভিদ্যমানামন্যেন স্থাপয়াম্যহমেব যাম্।
মর্য্যাদাং তাং ময়া ভিন্নাং কোহপরঃ পালয়িষ্যতি॥১৪॥
সগ্রামদ্বিজজীবাত্মা তস্মিন্নেব স্বসদ্মনি।
ব্যোম্ন্যেবেদং মহারাষ্ট্রং ব্যোমাত্মৈব প্রপশ্যতি॥১৫॥

প্রাক্তনী সা স্মৃতির্লুপ্তা যুবয়োরুদিতান্যথা।
স্বপ্নে জাগ্রৎস্মৃতির্যদ্বদেতন্মরণমঙ্গনে ॥ ১৬ ॥
যথা স্বপ্নে ত্রিভুবনং সঙ্কল্পে ত্রিজগদ্‌যথা।
যথা কথার্থসংগ্রামোমরুভূমৌ জলং যথা ॥ ১৭ ॥
তস্য ব্রাহ্মণগেহস্য সশৈলবনপত্তনা।
ইয়মন্তঃস্থিতা ভূমিঃ সঙ্কল্পাদর্শয়োরিব ॥ ১৮ ॥
অসত্যৈবেয়মাভাতি সত্যেব ঘনসর্গতা।
তস্মাৎ সত্যাবভাসস্য চিদ্ব্যোম্নঃ কোশকোটরে ॥১৯॥
অসত্যাৎ যৎ সমুৎপন্নং স্মৃত্যা নাম তদপ্যসৎ।
মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণ্যাং তরঙ্গোপি ন সদ্যতঃ ॥২০॥
ইদং ত্বদীয়ং সদনং তদ্গেহাকাশকোশগম্।
বিদ্ধি মাং ত্বাঞ্চ সর্ব্বঞ্চ তচ্চিদ্ব্যোমৈব কেবলম্ ॥২১॥
স্বপ্নসম্ভ্রমসঙ্কল্পস্বানুভূতিপরম্পরাঃ।
প্রমাণান্যত্র মুখ্যানি সম্বোধায় প্রদীপবৎ ॥২২ ॥
স্থিতোব্রাহ্মণগেহান্তর্দ্বিজজীবস্তদম্বরে।
সসমুদ্রবনা পৃথ্বী স্থিতাজ্জ ইব ষট্‌পদঃ ॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ পেলবে কোণকোটরে।
ইদং পত্তনদেহাদিকেশোণ্ড্রক ইবাম্বরে ॥ ২৪ ॥
তস্মিন্নস্মিন্ পুরে তন্বি তদেব সদনং স্থিতম্।
তস্মাৎ কিং ত্রসরেণ্বন্তর্জ্জগদ্বৃন্দমিব স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

পরমাণৌ পরমাণৌ সন্তি বৎসে চিদাত্মনি।
অন্তরন্তর্জ্জগন্তীতি কিং ত্বেতন্নাম শঙ্ক্যতে॥ ২৬॥

লীলোবাচ।

অষ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি।
গতোবর্ষগণোস্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেৎ॥ ২৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাঙ্গনে।
নাস্ত্যোবতি যথান্যায়ং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ ২৮॥
যথৈতৎ প্রতিভামাত্রং জগৎসর্গাবভাসনম্।
তথৈতৎ প্রতিভামাত্রং ক্ষণকল্পাবভাসনম্॥ ২৯॥
ক্ষণকল্পং জগৎ সর্ব্বং ত্বত্তামত্তাত্মজন্মনাং।
যথাবৎ প্রতিভাসস্থ বক্ষ্যে ক্রমমিমং শৃণু॥ ৩০॥
অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যামরণমূর্চ্ছনম্।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবমন্যং পশ্যতি সুব্রতে॥ ৩১॥
তদেবোন্মেষমাত্রেণ ব্যোম্ন্যেব ব্যোমরূপ্যপি।
আধেয়োয়মিহাধারে স্থিতোহমিতি চেততি॥ ৩২॥
হস্তপাদাদিমান্ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি।
যদেব চেততি বপুস্তদেবেদং স পশ্যতি॥ ৩৩॥
এতস্যাহং পিতুঃ পুত্রো বর্ষাণ্যেতানি সন্তি মে।
ইমে মে বান্ধবা রম্যা মমেদং রম্যমাস্পদম্॥ ৩৪॥

জাতোহহমভবং বালো বৃদ্ধিং যাতোহহমীদৃশঃ।
বান্ধবাশ্চাস্য মে সর্ব্বে তথৈব বিচরন্ত্যমী॥ ৩৫॥
চিত্তাকাশঘনৈকত্বাৎ স্বেপ্যন্যেপি ভবন্তি তে।
এবংনামোদিতেপ্যস্য চিত্তে সংসারখণ্ডকে॥ ৩৬॥
ন কিঞ্চিদপ্যভ্যুদিতং স্থিতং ব্যোমৈব নির্ম্মলম্।
স্বপ্নে দ্রষ্টরি যদ্বৎ চিৎ তদ্বদ্দৃশ্যে চিদেব সা॥ ৩৭॥
সর্ব্বগৈকতয়া যস্মাৎ সা স্বপ্নে দৃষ্টদর্শনা।
যথা স্বপ্নে তথোদেতি পরলোকদৃগাদিভিঃ॥ ৩৮॥
পরলোকে যথোদেতি তথৈবেহাভ্যুদেতি সা।
তৎ স্বপ্নপরলোকেহ লোকানামসতাং সতাম্॥ ৩৯॥
ন মনাগপি ভেদোস্তি বীচীনামিব বারিণি।
অতোজাতমিদং বিশ্বমজাতত্বাদনাশি চ॥ ৪০॥
স্বরূপত্বাত্তু নাস্ত্যেব যচ্চ ভাতি চিদেব সা।
যথৈব চেত্যনির্হীনা পরমব্যোমরূপিণী॥ ॥ ৪১॥
সচেত্যাপি তথৈবৈষা পরমব্যোমরূপিণী।
তস্মাচেত্যমতোনান্যদ্বীচিত্বাদীব বারিতঃ॥ ৪২॥
বীচিত্বঞ্চ রসে নাস্তি শশশৃঙ্গবদেব হি।
সৈব চেত্যমিবাপন্না স্বভাবাদত্ত্যুতাপ্যলম্॥ ৪৩॥
তস্মান্নাস্ত্যেব দৃশ্যোর্থঃ কুতোহতোদ্রষ্টৃদৃশ্যধীঃ।
নিমিষেণৈব জীবস্য মৃতিমোহাদনন্তরম্॥ ৪৪॥

ত্রিজগদ্দৃশ্যসর্গশ্রীঃ প্রতিভামুপগচ্ছতি।
যথাদেশং যথাকালং যথারম্ভং যথাক্রমম্ ॥ ৪৫ ॥
যথোৎপাদং যথামাতৃ যথাপিতৃ যথৌরসম্।
যথাবয়োযথাসম্বিৎ যথাস্থানং যথেহিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যথাবন্ধু যথাভৃত্যং যথেহাস্তময়োদয়ম্।
অজাত এব জাতোহহমিতি চেততি চিদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদি চ।
ঝটিত্যেব মৃতেরন্তে বপুঃ পশ্যতি যৌবনে ॥ ৪৮ ॥
এষা মাতা পিতা হ্যেষ বালোভূবমহং ত্বিতি।
নানুভূতোনুভূতোবা যঃ স্যাৎ স্মৃতিময়ঃ ক্রমঃ ॥৪৯॥
পশ্চাদুদেত্যসৌ তস্য পুষ্পস্যেব ফলোদয়ঃ।
নিমিষেণৈব মে কল্পোগত ইত্যনুভূয়তে ॥ ৫০ ॥
রাত্রির্দ্বাদশবর্ষাণি হরিশ্চন্দ্রে তথা হ্যভূৎ।
কান্তাবিরহিণামেকং বাসরং বৎসরায়তে ॥ ৫১ ॥
মৃতোজাতোহহমন্যোমে পিতেতি স্বপ্নতাস্বিব।
অভুক্তস্যেব ভোগস্য ভুক্তধীরুপজায়য়ত ॥ ৫২ ॥
ভুক্তেপ্যভুক্তধীর্দৃষ্টমিত্যলং কিতবাদিষু।
শূন্যমাকীর্ণতামেতি তুল্যং ব্যসনমুৎসবৈঃ।
বিপ্রলম্ভোপি লাভশ্চ মদস্বপ্নাদিসম্বিদি ॥ ৫৩ ॥

তৈক্ষ্ণ্যং যথা মরিচবীজকণে স্থিতং স্বং
স্তম্ভেষু চারচিতপুত্রকজালমন্তঃ।
দৃশ্যং ত্বনন্যদিদমেবমজেস্তি শান্তং
তস্যাস্তি বন্ধনবিমোক্ষদৃশঃ কুতঃ কাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পরমার্থপ্রতিপাদনং নাম
বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ ।

—(*)—

দেব্যুবাচ।

প্রতিভান্তি জগন্ত্যাশু স্মৃতিমোহাদনন্তরম্ ।
জীবস্যোন্মীলনাদক্ষ্ণোরূপাণীবাখিলান্যলম্ ॥ ১ ॥
দিক্কালকলনাকাশ-ধর্ম্মকর্ম্মময়ানি চ ।
পরিস্ফুরন্ত্যনন্তানি কল্পান্তস্থৈর্য্যবন্তি চ ॥ ২ ॥
নানুভূতং ন যদ্দৃষ্টং তন্ময়াকৃতমিত্যপি ।
তৎক্ষণাৎ স্মৃতিতামেতি স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ৩ ॥
ভ্রান্তিরেবমনন্তেয়ং চিদ্ব্যোম ব্যোম্নি ভাস্বরা ।
অপকুড্যা জগন্নাম্নী নগরী কল্পনাত্মিকা ॥ ৪ ॥
ইদং জগদয়ং সর্গঃ স্মৃতিরেবেতি জৃম্ভতে ।
দূরকল্পক্ষণাভ্যাস-বিপর্য্যাসৈকরূপিণী ॥ ৫ ॥
নানুভূতানুভূতা চ জ্ঞপ্তিরিত্থং দ্বিরূপিণী ।
পূর্ব্বকারণরিক্তেব চিদ্রূপৈব প্রবর্ত্ততে ॥ ৬ ॥
নানুভূতেনুভূতত্বসন্বিদন্তরুদেত্যপি ।
স্বপ্নভ্রমাদাবন্যস্মিন্ পিতুরিব পিতুঃ স্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥

কদাচিৎ স্মৃতিতাং ত্যক্ত্বা প্রতিভামাত্রমেব সৎ।
ভাতি প্রথমসর্গেষু রূপেণ তদনুক্রমাৎ॥ ৮ ॥
দৃশ্যং ত্রিভুবনাদীদমনুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্।
কেষাঞ্চিৎ তন্বি কেষাঞ্চিৎ নানুভূতং স্মৃতৌ স্থিতম্॥৯॥
প্রতিভাসত এবেদং কেষাঞ্চিৎ স্মরণং বিনা।
চিদণূনাং প্রজেশত্বং কাকতালীয়বদ্যতঃ॥ ১০ ॥
অত্যন্তবিস্মৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
ঈপ্সিতানীপ্সিতে তত্র ন স্তঃ কাচন কস্য চিৎ॥ ১১ ॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্তিং বিনাহন্তাজগৎস্থিতেঃ।
অনুৎপাদময়ী হ্যেষা নোদেত্যেব বিমুক্ততা॥ ১২ ॥
রজ্জ্বাং সর্পভ্রমঃ সর্পশব্দার্থাসম্ভবং স্থিতম্।
অনুৎপাদময়ং ত্যক্ত্বা শান্তোঽপি হি ন শাম্যতি॥১৩॥
অর্দ্ধশান্তো ন শান্তোসৌ সমেত্যর্থতয়া পুনঃ।
উদেত্যেকপিশাচান্তে পিশাচোন্যোহধীমতঃ॥ ১৪ ॥
সংসারশ্চায়মাভোগী পরমেবেতি নিশ্চয়ঃ।
কারণাভাবতোভাতি যদিহাভাতমেব তৎ॥ ১৫ ॥

লীলোবাচ।

ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপে সর্গে কারণসংস্মৃতিঃ।
কথমভ্যুত্থিতা সাস্য স্মরণীয়মিদং বিনা॥ ১৬ ॥

দেব্যুবাচ।

পিতামহস্মৃতিস্তত্র কারণং তস্য ন স্মৃতিঃ।
পূর্ব্বং ন সম্ভবত্যেব মুক্তত্বাৎ পদ্মজন্মনঃ॥ ১৭॥
পূর্ব্বং ন সম্ভবত্যেব স্মরণীয়মিতি স্বয়ম্।
পদ্মজাদিত্বমায়াতি চৈতন্যস্য তথা স্থিতেঃ॥ ১৮॥
অভূবমহমিত্যন্তঃ প্রজানাথঃ প্রজাপতেঃ।
কাকতালীয়বৎ কশ্চিদ্ভবতি প্রতিভাময়ঃ॥ ১৯॥
এবমভ্যুদিতে লোকে ন কিঞ্চিন্ন কদাচন।
ক্বচিদভ্যুদিতং নাম কেবলং চিন্নভঃস্থিতম্॥ ২০॥
দ্বিবিধায়াঃ স্মৃতেরস্যাঃ কারণং পরমং পদম্।
কার্য্যকারণভাবোসাবেক এব চিদম্বরে॥ ২১॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব কারণৈঃ সহকারিভিঃ।
কার্য্যকারণয়োরৈক্যাত্তদভাবান্ন শাম্যতি॥ ২২॥
মহাচিদ্রূপমেব ত্বং স্মরণং বিদ্ধি বেদনম্।
কার্য্যকারণতা তেন স শব্দো ন চ বাস্তবঃ॥ ২৩॥
এবং ন কিঞ্চিদুৎপন্নং দৃশ্যং চিজ্জগদাদ্যপি।
চিদাকাশে চিদাকাশং কেবলং স্বাত্মনি স্থিতম্॥২৪॥

লীলোবাচ।

অহো নু পরমা দৃষ্টির্দ্দর্শিতা দেবি মে ত্বয়া।
রূপশ্রীর্জ্জাগতী প্রাতঃ প্রভয়েবেক্ষণদ্যুতিঃ॥ ২৫॥

ইদানীমহমেতস্যাং যাবৎ পরিণতা দৃশি।
নাভ্যাসেন বিনা তাবদ্ভিন্ধীদং দেবি কৌতুকম্ ॥২৬॥
যত্রাসৌ ব্রাহ্মণোগেহে ব্রাহ্মণ্যা সহিতোঽভবৎ।
তং সর্গং তং গিরিগ্রামং নয় মা তং বিলোকয়ে ॥২৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অচেত্যচিদ্রূপময়ীং পরমাং পাবনীং দৃশম্।
অবলম্ব্যেমমাকার-মবমুচ্য ভবামলা ॥ ২৮ ॥
ততঃ প্রাপ্স্যস্যসন্দেহং ব্যোমাত্মানং নভঃস্থিতম্।
ভূমিষ্ঠনরসঙ্কল্পো গগনান্তঃপুরং যথা ॥ ২৯ ॥
এবং স্থিতে তং পশ্যাবঃ সহ সর্গমনর্গলম্।
অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহোহি পরমার্গলম্ ॥ ৩০ ॥

লীলোবাচ।

অমুনা দেবি দেহেন জগদন্যদবাপ্যতে।
ন কস্মাদত্র মে যুক্তিং কথয়ানুগ্রহা গ্রহাৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।
ভবদ্ভিরববুদ্ধানি হেমানীবোর্ম্মিকা ধিয়া ॥ ৩২ ॥
হেম্ন্যূর্ম্মিকারূপধরেঽপ্যূর্ম্মিকাত্বং ন বিদ্যতে।
যথা তথা জগদ্রূপে জগন্নাস্তি চ ব্রহ্মণি ॥ ৩৩ ॥

জগদাকাশমেবেদং ব্রহ্মৈবেহ তু দৃশ্যতে।
দৃশ্যতে কাচিদপ্যত্র ধূলিরম্বুনিধাবিব ॥ ৩৪ ॥
অয়ং প্রশঙ্কোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্।
অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মৈব পশ্যতি ব্রহ্ম নাব্রহ্ম ব্রহ্ম পশ্যতি।
সর্গাদিনাম্না প্রথিতঃ স্বভাবোঽস্যৈব চেদৃশঃ ॥ ৩৬ ॥
ন ব্রহ্ম জগতামস্তি কার্য্যকারণতোদয়ঃ।
কারণানামভাবেন সর্ব্বেষাং সহকারিণাম্ ॥ ৩৭ ॥
যাবদভ্যাসযোগেন ন শান্তা ভেদধীস্তব।
নূনং তাবদতদ্রূপা ন ব্রহ্ম পরিপশ্যসি ॥ ৩৮ ॥
তত্র রূঢ়িমুপায়াতা যা ইমে ত্বস্মদাদয়ঃ।
অভ্যাসাৎ ব্রহ্মসম্পত্তেঃ পশ্যামস্তে হি তৎ পরম্ ॥৩৯॥
সঙ্কল্পনগরস্যেব মমাকাশময়ং বপুঃ।
ব্রহ্মৈব চান্তঃ পশ্যামি দেহেনানেন তৎপদম্ ॥ ৪০ ॥
বিশুদ্ধজ্ঞানদেহার্হাস্তথৈতে পদ্মজাদয়ঃ।
ব্রহ্মাত্মজগদাদীনামংশে সংস্থানমঙ্গনে ॥ ৪১ ॥
তবাভ্যাসং বিনা বালে নাকারোব্রহ্মতাং গতঃ।
স্থিতঃ কলনরূপাত্মা তেন তন্নানুপশ্যসি ॥ ৪২ ॥
যত্র স্বসঙ্কল্পপুরং স্বদেহেন ন লভ্যতে।
তত্রান্যসঙ্কল্পপুরং দেহোন্যো লভতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥

তস্মাদেনং পরিত্যজ্য দেহং চিদ্ব্যোমরূপিণী।
তৎ পশ্যসি তদেবাশু কুরু কর্য্যবিদাম্বরে ॥ ৪৪ ॥
সঙ্কল্পনগরং সত্যং যথা সঙ্কল্পিতং প্রতি।
সদেহং বা বিদেহং বা নেতরং প্রতি কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥
আদিসর্গে জগদ্ভ্রান্তির্যথেয়ং স্থিতিমাগতা।
তথা তদা প্রভৃত্যেবং নিয়তিঃ প্রৌঢ়িমাগতা ॥ ৪৬ ॥

লীলোবাচ।

ত্বয়োক্তং দেবি গচ্ছাবো ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীজগৎ।
সহেতীদমিদঃ বচ্মি কথং গন্তব্যমম্ব হে ॥ ৪৭ ॥
ইমং দেহমিহাস্থাপ্য শুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনা।
চেতসা তং পরং যামি লোকং ত্বং কথমেষি তৎ ॥৪৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সঙ্কল্পব্যোমবৃক্ষস্তে যথা সন্নপি খাত্মকঃ।
ন কুড্যাত্মা ন কুড্যেন রোধ্যতে নাপি কুড্যহা ॥৪৯॥
শুদ্ধৈকসত্ত্বনির্ম্মাণং চিদ্রূপস্থৈব তৎ কিল।
প্রতিভানমতস্তস্মাৎ পরস্মাৎ ভিদ্যতে মনাক্ ॥ ৫০ ॥
সোয়মেতাদৃশোদেহো নৈনং সন্ত্যজ্যয়াম্যহম্।
অনেনৈব তমাপ্নোমি দেশং গন্ধমিবানিলঃ ॥ ৫১ ॥
যথা জলং জলেনাগ্নিরগ্নিনা বায়ুনানিলঃ।
মিলত্যেবমতোদেহো দেহৈরন্যৈর্ম্মনোময়ৈঃ ॥ ৫২ ॥

ন হি পার্থিবতাসম্বিদেত্য পার্থিবসম্বিদা।
একত্বং কল্পনাশৈলশৈলয়োঃ ক্বাহহতির্ম্মিথঃ॥ ৫৩॥
আতিবাহিক এবায়ং ত্বাদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ।
আধিভৌতিকতাবুদ্ধ্যা গৃহীতশ্চিরভাবনাৎ॥ ৫৪॥
যথা স্বপ্নে যথা দীর্ঘকালধ্যানে যথা ভ্রমে।
যথা চ সতি সঙ্কল্পে যথা গন্ধর্ব্বপত্তনে॥ ৫৫॥
বাসনাতানবং নূনং যদা তে স্থিতিমেষ্যতি।
তদাতিবাহিকোভাবঃ পুনরেষ্যতি দেহকে॥ ৫৬॥

লীলোবাচ।

আতিবাহিকদেহত্বপ্রত্যয়ে ঘনতাং গতে।
তামবাপ্নোত্যয়ং দেহো দশামাহোবিনশ্যতি॥ ৫৭॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদস্তি নাম তত্রৈব নাশানাশক্রমোভবেৎ।
বস্তুতো যচ্চ নাস্ত্যেব নাশঃ স্যাত্তস্য কীদৃশঃ॥ ৫৮॥
রজ্জ্বাং সর্পভ্রমে নষ্টে সত্যবোধবশাৎ স্মৃতে।
সর্পো ন নষ্ট উন্নষ্টো বেত্ত্যেবং কৈব সা কথা॥ ৫৯॥
যথা সত্যপরিজ্ঞানাদ্রজ্জ্বাং সর্পো ন দৃশ্যতে।
তথাতিবাহিকজ্ঞানাদ্দৃশ্যতে নাধিভৌতিকঃ॥ ৬০॥
কল্পনাহপি নিবর্ত্তেত কল্পিতা যদি কেনচিৎ।
সা শিলা সমপাস্তৈব যা নেহাস্তি কদাচন॥ ৬১॥

পরং পরে পরাপূর্ণমিদং দেহাদিকং স্থিতম্ ।
ইতি সত্যং বয়ং ভদ্রে পশ্যামোনাভিপশ্যসি ॥ ৬২ ॥
আদিসর্গে ভবেচ্চিত্ত্বং কল্পনাকল্পিতং যদা ।
তদা ততঃ প্রভৃত্যেকসত্ত্বং দৃশ্যমবেক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥

লীলোবাচ ।

একস্মিন্নেব সংশান্তে দিক্কালাদ্যবিভাগিনি ।
বিদ্যমানে পরে তত্ত্বে কলনাবসরঃ কুতঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কটকত্বং যথা হেম্নি তরঙ্গত্বং যথাম্ভসি ।
সত্যত্বঞ্চ যথা স্বপ্নসঙ্কল্পনগরাদিষু ॥ ৬৫ ॥
নাস্ত্যেব সত্যনুভবে তথা নাস্ত্যেব ব্রহ্মণি ।
কল্পনাব্যতিরিক্তাত্ম-তৎস্বভাবাদনাময়াৎ ॥ ৬৬ ॥
যথা নাস্ত্যম্বরে পাংসুঃ পরে নাস্তি তথা কলা ।
অকলাকলনং শান্তমিদমেকমজং ততম্ ॥ ৬৭ ॥
যদিদং ভাসতে কিঞ্চিৎ তত্ত্বস্যৈব নিরাময়ম্ ।
কচনং কাচকস্যেব কান্তস্যাতিমণেরিব ॥৬৮ ॥

লীলোবাচ ।

এতাবন্তং চিরং কালমেতে দেবি বয়ং বদ ।
ভ্রামিতাঃ কেন নামাপি দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনৈঃ ৬৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

অবিচারেণ তরলে ভ্রান্তাসি চিরমাকুলা।
অবিচারঃ স্বভাবোত্থঃ স বিচারাদ্বিনশ্যতি ॥ ৭০ ॥
অবিচারোবিচারেণ নিমেষাদেব নশ্যতি।
এষা সত্ত্বেব তেনান্তরবিদ্যৈষা ন বিদ্যতে ॥ ৭১ ॥
তস্মান্নৈবাবিচারোস্তি নাবিদ্যাস্তি ন বন্ধনম্।
ন মোক্ষোস্তি নিরাবাধং শুদ্ধবোধমিদং জগৎ ॥ ৭২ ॥
এতাবন্তং যদা কালং ত্বয়ৈতন্ন বিচারিতম্।
তদা ন সম্প্রবুদ্ধা ত্বং ভ্রান্তৈবাভব আকুলা ॥ ৭৩ ॥
অদ্য প্রভৃতি বুদ্ধাসি বিমুক্তাসি বিবেকিনী।
বাসনাতানবং বীজং পতিতং তব চেতসি ॥ ৭৪ ॥
আদাবেব হি নোৎপন্নং দৃশ্যং সংসারনামকম্।
যদা তদা কথং তেন বাস্যন্তে বাসনাপি কা ॥ ৭৫ ॥
অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদৃশাং মনঃ।
একধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্ব্বিকল্পসমাধিনি ॥ ৭৬ ॥
বাসনাক্ষয়বীজেস্মিন্ কিঞ্চিদঙ্কুরিতে হৃদি।
ক্রমান্নোদয়মেষ্যন্তি রাগদ্বেষাদিকা দৃশঃ ॥ ৭৭ ॥
সংসারসম্ভবশ্চায়ং নির্ম্মূলত্বমুপৈষ্যতি।
নির্ব্বিকল্পসমাধানং প্রতিষ্ঠামলমেষ্যতি ॥ ৭৮ ॥

বিগতকলনকালিমাকলঙ্কা
গগনকলান্তরনির্ম্মলাম্বনেন।
সকলকলনকার্য্যকারণান্তঃ
কতিপয়কালবশাদ্ভবিষ্যসীতি ॥ ৭৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিশ্রান্ত্যপদেশো নাম একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

—: :—

শ্রীদেব্যুবাচ।

যথা স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নদেহো ন বাস্তবঃ।
অনুভূতোপ্যয়ং তদ্বৎ বাসনাতানবাদসন্ ॥ ১ ॥
যথা স্বপ্নপরিজ্ঞানাৎ স্বপ্নদেহঃ প্রশাম্যতি।
বাসনাতানবাত্তদ্বৎ জাগ্রদ্দেহোপি শাম্যতি ॥ ২ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পদেহান্তে দেহোয়ং চেত্যতে যথা।
তথা জাগ্রদ্ভাবনান্তে উদেত্যেবাতিবাহিকঃ ॥ ৩ ॥
স্বপ্নে নির্ব্বাসনাবীজে যথোদেতি সুষুপ্ততা।
জাগ্রত্যবাসনাবীজে তথোদেতি বিমুক্ততা ॥ ৪ ॥
যেয়ন্তু জীবন্মুক্তানাং বাসনা সা ন বাসনা।
শুদ্ধসত্ত্বাভিধানং তৎ সত্তাসামান্যমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
যা সুপ্তবাসনা নিদ্রা সা সুষুপ্তিরিতি স্মৃতা।
যৎ সুপ্তবাসনং জাগ্রদ্ঘনোসৌ মোহ উচ্যতে ॥ ৬ ॥
প্রক্ষীণবাসনা নিদ্রা তুর্য্যশব্দেন কথ্যতে।
জাগ্রত্যপি ভবত্যেব বিদিতে পরমে পদে ॥ ৭ ॥

প্রক্ষীণবাসনা যেহ জীবতাং জীবনস্থিতিঃ।
অমুক্তৈরপরিজ্ঞাতা সা জীবন্মুক্ততোচ্যতে ॥ ৮ ॥
শুদ্ধসত্ত্বানুপতিতং চেতঃ প্রতনুবাসনম্।
আতিবাহিকতামেতি হিমং তাপাদিবাম্বুতাম্ ॥ ৯ ॥
আতিবাহিকতাং যাতং বুদ্ধং চিত্তান্তরৈর্ম্মনঃ।
সর্গজন্মান্তরগতৈঃ সিদ্ধৈর্ম্মিলতি নেতরৎ ॥ ১০ ॥
যদা তেয়মহম্ভাবঃ স্বভ্যাসাচ্ছান্তিমেষ্যতি।
তদোদেষ্যতি তে স্ফারা দৃশ্যান্তা বোধতা স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥
আতিবাহিকতাজ্ঞানং স্থিতিমেষ্যতি শাশ্বতীম্।
যদা তদা হৃসঙ্কল্পান্ লোকান্ দ্রক্ষ্যসি পাবনান্ ॥১২॥
বাসনাতানবে তস্মাৎ কুরু যত্নমনিন্দিতে।
তস্মিন্ প্রৌঢ়িমুপায়াতে জীবন্মুক্তা ভবিষ্যসি ॥ ১৩ ॥
যাবন্ন পূরিতস্ত্বেষ শীতলোবোধচন্দ্রমাঃ।
তাবদ্দেহমবস্থাপ্য লোকান্তরমবেক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
মাংসদেহোমাংসদেহেনৈব সংশ্লেষমেষ্যতি।
ন তু চিত্তশরীরেণ ব্যবহারেষু কর্ম্মসু ॥ ১৫ ॥
যথানুভবমেবৈতৎ যথাস্থিতমুদাহৃতম্।
আবালসিদ্ধসংসিদ্ধং ন নাম বরশাপবৎ ॥ ১৬ ॥
অবরোধঘনাভ্যাসাদ্দেহস্যাস্যৈব জায়তে।
সংসারবাসনাকার্শ্যে নূনং চিত্তশরীরতা ॥ ১৭ ॥

উদেষ্যন্তী চ সৈবাত্র কেনচিন্নোপলক্ষ্যতে।
কেবলন্তু জনৈর্দ্দেহো ম্রিয়মাণোবলোক্যতে॥ ১৮॥
দেহস্ত্বয়ং ন ম্রিয়তে ন চ জীবতি কিঞ্চ তে।
কে কিল স্বপ্নসঙ্কল্পভ্রান্তৌ মরণজীবিতে॥ ১৯॥
জীবিতং মরণঞ্চৈব সঙ্কল্পপুরুষে যথা।
অসত্যমেব ভাত্যেবং তস্মিন্ পুত্রি শরীরকে॥ ২০॥

লীলোবাচ

তদেতদুপদিষ্টং মে জ্ঞানং দেবি ত্বয়ামলম্।
যস্মিন্ শ্রুতিগতে শান্তিমেতি দৃশ্যবিষচিকা॥ ২১॥
অত্রোপকুরু মে ব্রূহি কোভ্যাসঃ কীদৃশোথ বা।
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ॥২২॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যেন ক্রিয়তে কিঞ্চিদ্যেন যেন যদা যদা।
বিনাভ্যাসেন তন্নেহ সিদ্ধিমেতি কদাচন॥ ২৩॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৪॥
যে বিরক্তা মহাত্মানো ভোগভাবনতানবম্।
ভাবয়ন্ত্যভবায়ান্তর্ভব্যা ভুবি জয়ন্তি তে॥ ২৫॥
উদিতৌদার্য্যবৈরাগ্যরসরঞ্জিতা।
আনন্দস্পন্দিনী যেষাং মতিস্তেভ্যাসিনঃ পরে॥২৬॥

অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে ব্রহ্মাভ্যাসিনঃ স্থিতাঃ ॥২৭॥
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৮ ॥
দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্ব্বলোদিতায়াসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ ॥ ২৯ ॥
দৃশ্যাসম্ভববোধেন বিনা দ্বেষাদিতানবম্।
তপ ইত্যুচ্যতে তস্মান্ন জ্ঞানং তচ্চ দুঃখতৎ ॥ ৩০ ॥
দৃশ্যাসম্ভববোধোহি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কথ্যতে।
তদভ্যাসেন নির্ব্বাণমিত্যভ্যাসোমহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ভববহুলনিশানিতান্তনিদ্রা-
সততবিবেকবিবোধবারিসেকৈঃ।
প্রগলতি হিমশীতলৈরশেষা-
শরদি মহামিহিকেব চেতসীতি ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনোজগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম—
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে বিজ্ঞানাভ্যাসবর্ণনং নাম দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

চতুর্থ দিনম্।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি সঙ্কথনং কৃত্বা তস্যাং নিশি বরাঙ্গনে।
সুপ্তে পরিজনেঽনূনমথান্তঃপুরমণ্ডপে ॥ ১ ॥
দৃঢ়াখিলার্গলদ্বারগবাক্ষে দক্ষচেতসি।
পুষ্পপ্রকরনিষ্ঠ্যূতমাংসলামোদমন্থরে ॥ ২ ॥
অম্লানমালাবসনশবপার্শ্বাসনস্থিতে।
সকলামলপূর্ণেন্দুবদনদ্যোতিতাস্পদে ॥ ৩ ॥
সমাধিস্থানকং গত্বা তস্থতুর্নিশ্চলাঙ্গিকে।
রত্নস্তম্ভাদিবোৎকীর্ণে চিত্রে ভিত্তাবিবার্পিতে ॥ ৪ ॥
সর্ব্বাস্তত্যজতুশ্চিন্তাঃ সঙ্কোচং সমুপাগতে।
দিবাসান্ত ইবাব্জীন্যৌ প্রসৃতামোদলেখিকে ॥ ৫ ॥
বভূবতুর্ভৃশং শান্তে শুদ্ধে স্পন্দবিবর্জ্জিতে।
গিরৌ শরদি নির্ব্বাত ইব ভ্রষ্টাভ্রমালিকে ॥ ৬ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধানাজ্জহতুর্ব্বাহ্যসম্বিদম্।
যথা কল্পলতে কান্তে পূর্ব্বমৃত্বন্তরে রসম্ ॥ ৭ ॥
অহং জগদিতি ভ্রান্তিদৃশ্যস্যাদাবনুদ্ভবঃ।
যদা তাভ্যামবগতস্তত্যন্তাভাবনাত্মকঃ ॥ ৮ ॥
তদা দৃশ্যপিশাচোয়মলমস্তং গতোদ্বয়োঃ।
অসত্ত্বাদেব চাস্মাকং শশশৃঙ্গমিবানঘ ॥ ৯ ॥

আদাবেব হি যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা।
ভাতং বা ভাতমেবাতো মৃগতৃষ্ণাম্বুবজ্জগৎ ॥ ১০ ॥
স্বভাবকেবলং শান্তং স্ত্রীদ্বয়ং তদ্বভূব হ।
চন্দ্রার্কাদিপদার্থৈর্দ্ঘৈর্দূরমুক্তমিবাম্বরম্ ॥ ১১ ॥
তেনৈব জ্ঞানদেহেন চচার জ্ঞপ্তিদেবতা।
মানুষী ত্বিতরেণাশু ধ্যানজ্ঞানানুরূপিণা ॥ ১২ ॥
গেহান্তরেব প্রাদেশমাত্রমারুহ্য সম্বিদা।
বভূবতুশ্চিদাকাশরূপিণ্যৌ ব্যোমগাকৃতী ॥ ১৩ ॥
অথ তে ললনে লীলালোলে ললিতলোচনে।
স্বাভাবাচ্চেত্যসম্বিত্তের্নভোদূরমিতোগতে ॥ ১৪ ॥
তত্রস্থে বাথ চিদ্বৃত্ত্যা পুপ্লুবাতে নভঃস্থলম্।
কোটিযোজনবিস্তীর্ণং দূরাদ্দূরতরান্তরম্ ॥ ১৫ ॥

দৃশ্যানুসন্ধাননিজস্বভাবা-
দাকাশদেহে অপি তে মিথোত্র।
পরস্পরাকারবিলোকনেন
বভূবতুঃ স্নেহপরে বয়স্যে ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে লীলাপ্রজ্ঞাদেব্যোর্জ্ঞান-দেহাকাশগমনং নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

দূরাদ্দূরমভিপ্লুত্য শনৈরুচ্চৈঃ পদং গতে।
হস্তং হস্তে সমালম্ব্য যান্ত্যৌ দদৃশতুর্নভঃ॥ ১॥
একার্ণবমিবোচ্ছূনং গম্ভীরং নির্ম্মলান্তরম্।
কোমলং কোমলমরু-দাসঙ্গসুখভোগদম্॥ ২॥
আহ্লাদকমলং সৌম্যং শূন্যতাম্ভোনিমজ্জনাৎ।
অত্যন্তশুদ্ধং গভীরং প্রসন্নমপি সজ্জনাৎ॥ ৩॥
শৃঙ্গস্থনির্ম্মলাম্ভোদপীনে দেবসুধালয়ে।
বিশশ্রমতুরাশাসু পূর্ণচন্দ্রোদরামলে॥ ৪॥
সিদ্ধগন্ধর্ব্বমন্দারমালালামোদমনোহরে।
চন্দ্রমণ্ডলনিষ্ক্রান্তে রেমাতে মধুরানিলে॥ ৫॥
সস্নতুর্ভূরিঘর্ম্মান্তে তড়িদ্রক্তাজসঙ্কুলে।
সরসীব জলাপূরমন্থরে মেঘমণ্ডলে॥ ৬॥
ভূতলৌঘমহাশৈলমৃণালাঙ্কুরকোটিষু।
দিক্ষু বভ্রমতুঃ স্বৈরং ভ্রমর্য্যৌ সরসীষ্বিব॥ ৭॥

ধারাগৃহধিয়া ধীরগঙ্গানির্ঝরধারিণি।
ভ্রেমতুর্ব্বাতবিক্ষুব্ধমেঘমণ্ডলমণ্ডপে ॥ ৮ ॥
ততোমধুরগামিন্যৌ বিশ্রাম্যন্ত্যৌ স্বশক্তিতঃ।
শূন্যে দদৃশতুর্ব্ব্যোম মহারম্ভাতিমন্থরম্ ॥ ৯ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বমন্যোন্যং সর্ব্বসঙ্কটকোটরম্।
অপূর্য্যমাণমাশূন্যং জগৎকোটিশতৈরপি ॥ ১০ ॥
উপর্য্যুপর্য্যুপর্য্যুচ্চৈরন্যৈরন্যৈর্ব্বৃতং পৃথক্।
বিচিত্রাভরণাকারৈর্ভূতলৈঃ সুবিমানকৈঃ ॥ ১১ ॥
পরিতঃ পূরিতব্যোম্নাং মের্ব্বাদিকুলভূভৃতাম্।
পদ্মরাগতটোদ্যোতৈঃ কল্পজ্বালোপলোদরম্ ॥ ১২ ॥
মুক্তাশিখরভাপূরৈর্হিমবৎসানুসুন্দরম্।
কাঞ্চনাদ্রিস্থলার্চ্চির্ভিঃ কাঞ্চনস্থলভাসুরম্ ॥ ১৩ ॥
মহামরকতাভাভিঃ শাদ্বলস্থলনীলিমম্।
দ্রষ্টৃদৃশ্যক্ষয়াসক্তজাতধ্বান্তোত্থকালিমম্ ॥ ১৪ ॥
পারিজাতলতালোলবিমানগণকেতনম্।
অতোমঞ্জরিকাকারমিব বৈদূর্য্যভূতলম্ ॥ ১৫ ॥
মনোবেগমহাসিদ্ধজিতবাতগমাগমম্।
বিমানগৃহদেবস্ত্রীগেয়বাদ্যসঘুঙ্ঘুমম্ ॥ ১৬ ॥
ত্রৈলোক্যবরভূতৌঘসঞ্চারাবিলান্তরম্।
অন্যোন্যাদৃষ্টসঞ্চারসুরাসুরকুলাকুলম্ ॥ ১৭ ॥

পর্য্যন্তস্থিতকূশ্মাণ্ড-রক্ষঃপৈশাচমণ্ডলম্ ।
বাতস্কন্ধমহাবেগবহদ্বৈমানিকব্রজম্ ॥ ১৮ ॥
বহদ্বিমানসীৎকারমুষ্টিগ্রাহ্যঘনধ্বনি ।
গ্রহর্ক্ষঘনসঞ্চারাৎ প্রচলদ্বাতযন্ত্রকম্ ॥ ১৯ ॥
নিকটাতপদগ্ধাল্পসিদ্ধসিদ্ধোজ্ঝিতাস্পদম্ ।
অর্কাশ্বমুখবাতাস্ত-দগ্ধমুগ্ধবিমানকম্ ॥ ২০ ॥
লোকপালাপ্সরোবৃন্দসঞ্চারাচারচঞ্চলম্ ।
দেব্যন্তঃপুরিকাদগ্ধ-ধূপধূমাম্বুদাম্বরম্ ॥ ২১ ॥
স্বস্বর্গাহূতদেবস্ত্রী-স্বাঙ্গবিভ্রষ্টভূষণম্ ।
সামান্যসিদ্ধসঙ্ঘোগ্র তেজঃপুঞ্জতমোবলম্ ॥ ২২ ॥
বলবৎসিদ্ধসঙ্ঘট্ট গমাগমবিঘট্টিতৈঃ ।
ঘনৈঃ সাংশুকপার্শ্বস্থ হিমবন্মেরুমন্দরম্ ॥ ২৩ ॥
কালোলূকৈর্গৃধ্রভাসৈরাশীভূতৈশ্চলৈর্ব্বৃতম্ ।
নৃত্যদ্ভির্ডাকিনীসঙ্ঘৈস্তরঙ্গৈরিব বারিধিম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবৃত্তৈর্য্যোগিনীসঙ্ঘৈঃ শ্বকাকোষ্ট্রখরাননৈঃ ।
নিরর্থং যোজনশতং গত্বা গচ্ছদ্ভিরাবৃতম্ ॥ ২৫ ॥
লোকপালপুরোধ্বান্ত ধূমধূম্রৈর্ভ্রমন্দিরে ।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বমিথুন প্রারব্ধসুরতোৎসবম্ ॥ ২৬ ॥
স্বর্গগীতস্তবোন্মত্ত মদনাক্রান্তমার্গগম্ ।
অনারতবহদ্ধিষ্ণ্যচক্রলক্ষিতপক্ষকম্ ॥ ২৭ ॥

বাতস্কন্ধনিখাতান্তর্ব্বহত্ত্রিপথগাজলম্ ।
আশ্চর্য্যালোকনব্যগ্র সঞ্চরত্ত্রিদশার্ভকম্ ॥ ২৮ ॥
সদেহসঞ্চরদ্বজ্র-চক্রশূলাসিশক্তিমৎ ।
ক্বচিন্নির্ভিত্তিভবনং গায়ন্নারদতুম্বুরু ॥ ২৯ ॥
মেঘমার্গমহামেঘমহারম্ভাকুলং ক্বচিৎ ।
চিত্রন্যস্তসমাকারমূককল্পান্তবারিদম্ ॥ ৩০ ॥
উৎপতৎকজ্জলাদ্রীন্দ্রসুন্দরাম্ভোধরং ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ কনকনিষ্পন্দকান্ততাপান্তবারিদম্ ॥ ৩১ ॥
ক্বচিদ্দিগ্দাহতাপাঢ্যম্মৃষ্যমূকাম্বুদাংশুকম্ ।
ক্বচিন্নিষ্পবনাম্ভোধিসংরম্ভং শূন্যতাজলম্ ॥ ৩২ ॥
ক্বচিদ্বাতনদীপ্রোঢ়বিমানতৃণপল্লবম্ ।
ক্বচিচ্ছলদলিব্রাতপৃষ্ঠত্বক্কান্তিনির্ম্মলম্ ॥ ৩৩ ॥
ক্বচিন্মেরুনদীকল্পবাতধূলিবিধূসরম্ ।
ক্বচিদ্বিমানগীর্ব্বাণপ্রভাচিত্রবলাঙ্গকম্ ॥ ৩৪ ॥
ক্বচিন্নিরম্বরোন্মৃত্তমাতৃমণ্ডলমালিতম্ ।
ক্বচিন্নিত্যং নবক্ষীবক্ষুব্ধযোগীশ্বরীগণম্ ॥ ৩৫ ॥
ক্বচিচ্ছান্তসমাধিস্থবিশ্রান্তমুনিমালিতম্ ।
সমং দূরান্তসংরম্ভসাধুচিত্তমনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্বসুরস্ত্রীমণ্ডলং ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ স্তব্ধপুরাপূর্ণং বহৎপুরবরং ক্বচিৎ ॥ ৩৭ ॥

ক্বচিদ্রুদ্রপুরাপূর্ণং ক্বচিদ্ব্রহ্মমহাপুরম্।
ক্বচিন্মায়াকৃতপুরং ক্বচিদাগামিপত্তনম্ ॥ ৩৮ ॥
ক্বচিদ্ভ্রমচ্চন্দ্রসরঃ ক্বচিৎস্তব্ধময়ং সরঃ।
ক্বচিৎ সরৎসিদ্ধগণং ক্বচিদিন্দুকৃতোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
ক্বচিৎ সূর্য্যোদয়ময়ং ক্বচিদ্রাত্রিতমোময়ম্।
ক্বচিৎ সন্ধ্যাংশুকপিলং ক্বচিন্নীহারধূসরম্ ॥ ৪০ ॥
ক্বচিদ্ধিমাভ্রধবলং ক্বচিদ্বর্ষৎপয়োধরম্।
ক্বচিৎস্থল ইবাকাশ এব বিশ্রান্তলোকপম্ ॥ ৪১ ॥
ঊর্দ্ধাধোগমনব্যগ্রসুরাসুরগণং ক্বচিৎ।
পূর্ব্বাপরোত্তরাযাম্যদিক্সঞ্চারাকুলং ক্বচিৎ ॥ ৪২ ॥
অপি যোজনলক্ষাণি ক্বচিদ্দুষ্প্রাপভূধরম্।
অবিনাশিতমঃপূর্ণং দৃষদ্গর্ভোপমং ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
অবিনাশিবৃহত্তেজঃ ক্বচিদর্কানলোপমম্।
হিমানীজঠরাশীতং ক্বচিচ্চন্দ্রাদিসদ্মসু ॥ ৪৪ ॥
ক্বচিদ্বহৎপুরোবৃত্তকল্পবৃক্ষলতাবনম্।
ক্বচিদ্দৈত্যহতোত্তুঙ্গপ্রপতদ্দেবপত্তনম্ ॥ ৪৫ ॥
বৈমানিকনিপাতেন বহ্নিলেখাঙ্কিতং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ কেতুশতোৎপাতমিথঃ সঙ্ঘট্টপট্টিতম্ ॥ ৪৬ ॥
ক্বচিচ্ছুভগ্রহগণপ্রগৃহীতাগ্র্যমণ্ডলম্।
ক্বচিদ্রাত্রিতমোব্যাপ্তং ক্বচিদ্দিবসভাস্বরম্ ॥ ৪৭ ॥

ক্বচিদুদ্গর্জ্জদম্ভোদং ক্বচিন্মূকামলাম্বুদম্।
বাতাবকীর্ণশুক্লাভ্র খণ্ডপুষ্পোত্তরং ক্বচিৎ ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিদত্যন্তনিঃশূন্যমবদাতমনন্তরম্।
আনন্দমৃদুশান্তাচ্ছং জ্ঞস্যেব হৃদয়ং ততম্ ॥ ৪৯ ॥
শুক্রবাহনভেকৌঘৈঃ ক্বচিদ্গলক্বতারবম্।
শূন্যতাবারিবলিতং ক্ষেত্রমাকাশবাসিনাম্ ॥ ৫০ ॥
ময়ূরহেমচূড়াদিপক্ষিভিঃ ক্বচিদাবৃতম্।
বিদ্যাধরীণাং দেবীনাং বাহনৈর্ব্বিহিতাস্পদৈঃ ৫১ ॥
ক্বচিদভ্রান্তরোন্নৃত্যদ্গুহমায়ূরমণ্ডলম্।
ক্বচিদগ্নিশুকৈঃ শ্যামং শাদ্বলানামিব স্থলম্ ॥ ৫২ ॥
ক্বচিৎ প্রেতেশমহিষমহিম্না বামনাম্বুদম্।
ক্বচিদশ্বৈস্তৃণগ্রামশঙ্কাগ্রস্তাসিতাম্বুদম্ ॥ ৫৩ ॥
ক্বচিরদ্দেবপুরব্যাপ্তং ক্বচিদ্দৈত্যপুরান্বিতম্।
অন্যোন্যাপ্রাপ্যনগরং নগরন্ধ্রকরানিলম্ ॥ ৫৪ ॥
ক্বচিৎ কুলাচলাকারনৃত্যদ্ভৈরবভাস্বরম্।
ক্বচিৎ সপক্ষশৈলেন্দ্রসমনৃত্যদ্বিনায়কম্ ॥ ৫৫ ॥
ক্বচিদ্ঘর্ঘরবাতৌঘপক্ষপ্রোড্ডীনপর্ব্বতম্।
ক্বচিদ্গান্ধর্ব্বনগরসুরস্ত্রীবৃন্দবন্ধুরম্ ॥ ৫৬ ॥
ক্বচিদ্বহদ্গিরিধ্বস্তবৃক্ষলক্ষোচ্ছ্রিতাম্বুদম্।
ক্বচিন্মায়াকৃতাকাশনলিনীজলশীতলম্ ॥ ৫৭ ॥

ক্বচিদিন্দুকরাক্বষ্টিশীতলাহ্লাদমারুতম্ ।
ক্বচিত্তপ্তানিলাদগ্ধদ্রুমপর্ব্বতবারিদম্ ॥ ৫৮ ॥
ক্বচিদত্যন্তসংশান্তবাতাদেকান্তনির্ধ্বনি ।
ক্বচিৎ পর্ব্বততুল্যাভ্রশিখাকূটশতোদয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
ক্বচিৎ প্রাবৃড্‌ভবোন্মত্তঘনাভ্ররবঘর্ঘরম্ ।
ক্বচিৎ সুরাসুরগণপ্রবৃত্তরণদুর্গমম্ ॥ ৬০ ॥
ক্বচিদ্ব্যোমাব্জিনীহংসী-স্বনাহূতাব্জবাহনম্ ।
ক্বচিৎ মন্দাকিনীতীরনলিনীলুণ্ঠকানিলম্ ॥ ৬১ ॥
স্বশরীরেণ গঙ্গাদি সরিতাং সন্নিধানতঃ ।
প্রোড্ডীনমৎস্যমকরকুলীরাম্বুজকূর্ম্মকম্ ॥ ৬২ ॥
পাতালগার্কজনিতভূচ্ছায়াকাকচোপনৈঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মণ্ডলেষু গ্রস্তচন্দ্রার্কমণ্ডলম্ ॥ ৬৩ ॥
ক্বচিৎ সর্গানিলাধূতমায়াকুসুমকাননম্ ।
পতৎপুষ্পহিমাসারত্রসদ্বৈমানিকাঙ্গনম্ ॥ ৬৪ ॥

উদুম্বরোদরমশকক্রমভ্রমৎ
জগত্ত্রয়ান্তরগতভূতসঞ্চয়ম্ ।
বিলংঘ্য তদ্বরললনে খমুচ্চকৈ-
র্ম্মহীতলং পুনরপি গন্তুমুদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে গগনবর্ণনং নাম
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ । ২০ ।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

নভঃস্থলাদ্গিরিগ্রামং গচ্ছন্তৌ কঞ্চিদেব তে।
জ্ঞপ্তিচিত্তস্থিতং ভূমিতলং দদৃশতুঃ স্ত্রিয়ৌ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডনরহৃৎপদ্মং দিগষ্টকদলং বৃহৎ।
গিরিকেসরসম্বাধং স্বামোদভরসুন্দরম্ ॥ ২ ॥
সরিৎকেসরিকানালমধ্যেবশ্যায়বিন্দুকম্।
শর্ব্বরীভ্রমরীভ্রান্তং ভূতৌঘমশকাকুলম্ ॥ ৩ ॥
অন্তর্গুণগণাকীর্ণং সুরবৃন্দৈঃ সুষিরৈর্ব্বৃতম্।
উহ্যমানপয়ঃপূরৈর্দ্দিবসালোককান্তিমৎ ॥ ৪ ॥
রসার্দ্র্ং খে ভ্রমদ্ধংসং রাত্রিসঙ্কোচভাজনম্।
পাতালপঙ্কনির্ম্মগ্ন নাগনার্থমৃণালকম্ ॥ ৫ ॥
কদাচিদাস্পদাম্ভোধি কম্পকম্পিতদিগ্দলম্।
অধোনালগতানন্তদৈত্যদানবকণ্টকম্ ॥ ৬ ॥
অসুরস্ত্রৈণবল্লর্য্যা সম্ভোগসুকুমারয়া।
প্রাপ্য ভূভৃন্মহাবীজহৃদয়ং ভূতবীজয়া ॥ ৭ ॥
জম্বূদ্বীপ ইতি খ্যাতাং বিপুলাং তত্র কর্ণিকাম্।
সরিৎকেসরিকানালাং নগরগ্রামকেসরাম্ ॥ ৮ ॥

কুলশৈলেশ্বরোত্তুঙ্গবীজসপ্তকসুন্দরীম্।
মধ্যস্থোচ্চমহামেরুবীজাক্রান্তনভস্থলীম্॥ ৯॥
সরঃপ্রালেয়কণিকাং বনজঙ্গলধূলিকাম্।
স্থলেন্দ্বামণ্ডলাং তস্থজনজালালিমণ্ডলাম্॥ ১০॥
তাং যোজনশতাকারৈঃ প্রতিরাকং প্রবোধিভিঃ।
সাগরৈর্ভ্রমরৈর্ব্ব্যাপ্তাং দিকৃচতুষ্টয়শালিভিঃ॥১১॥
দিগ্দলাষ্টকবিশ্রান্তসস্থরাম্ভোধিষট্পদাম্।
ভ্রাতৃভির্ম্ম বভির্ভূ পৈর্ন্ন বধাপরিকল্পিতাম্॥ ১২॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণামাকীর্ণাঞ্চ রজোলবৈঃ।
নানাজনপদব্যূহস্থিরাবশ্যায়সীকরাম্॥ ১৩॥
দ্বীপাত্তু দ্বিগুণং মানং লবণার্ণবলেখয়া।
দধত্যাবলিতাং বাহে প্রকোষ্ঠমিব কম্বুনা॥ ১৪॥
ততোপি দ্বিগুণং দেহং দধত্যা বলয়াকৃতিম্।
জগদ্ভুতলতাব্যাপ্তাং শাকাখ্যদ্বীপলেখয়া॥ ১৫॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যা চ বেষ্টিতাম্।
প্রত্যগ্রক্ষীরপূর্ণাব্ধিলেখয়া স্বাদুশীতয়া॥ ১৬॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যোপবেষ্টিতাম্।
নানাঙ্গনালঙ্কৃতয়া কুশাখ্যদ্বীপলেখয়া॥ ১৭॥
ততোপি দ্বিগুণাকারং ধারয়ন্ত্যা চ বেষ্টিতাম্।
দধ্যব্ধিলেখয়া নিত্যসন্তর্পিতসুরৌঘয়া॥ ১৮॥

ততঃ ক্রৌঞ্চাভিধদ্বীপলেখয়ৈবং প্রমাণয়া।
বেষ্টিতাং খাতরচয়া নবাং নৃপপুরীমিব ॥ ১৯ ॥
ততোপি চ ঘৃতাম্ভোধিলেখয়ৈবং প্রমাণয়া।
ততোপি শাল্মলীদ্বীপলেখয়া মলপূর্ণয়া ॥ ২০ ॥
ততঃ সুরামহাম্ভোধিলেখয়া পুষ্পশুভ্রয়া।
শেষস্য দেহলতয়া হরিমূর্ত্তিমিবাবৃতাম্ ॥ ২১ ॥
ততোগোমেদকদ্বীপলেখয়ৈবং প্রমাণয়া।
ইক্ষ্বব্ধিলেখয়াপ্যেবং হিমবৎসানুশুদ্ধয়া ॥ ২২ ।
ততোপি পুষ্করদ্বীপলেখয়া দ্বিগুণস্থয়া।
অন্তে স্বাদূদকাম্ভোধিলেখয়ৈবং প্রমাণয়া ॥ ২৩ ॥
ততোদশগুণেনাথ পাতালতলগামিনা।
নিখাতবলয়েনোচ্চৈঃ শ্বভ্রসম্ভাররূপিণা ॥ ২৪ ॥
পাতালগামিমার্গেণ বলিতাং ভয়দাত্মনা।
এতস্মাৎ খলু সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণোচ্চয়া ॥ ২৫ ॥
আ ব্যোমস্থ চতুর্দ্দিক্ষু শ্বভ্রসম্ভারভীষয়া।
অর্দ্ধোন্ম্লানতমোরূপলগ্ননীলোৎপলস্রজা ॥ ২৬ ॥
নানামাণিক্যশিখরকহ্লারকুমুদাব্জয়া।
লোকালোকাচলোত্তালবিপুলোদ্দামমালয়া ॥ ২৭ ॥
বলিতাং ত্রিজগল্লক্ষ্মীধর্ম্মিল্লবলনামিব।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা ॥ ২৮ ॥

অজ্ঞাতভূতসঞ্চারনাম্নারণ্যেন মালিতাম্।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা॥ ২৯॥
নভসেব চতুর্দ্দিক্কং ব্যাপ্তামতুলবারিণা।
এতস্মাদেব সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা॥ ৩০॥
মের্ব্বাদিদ্রাবণোৎকেন জ্বালাজালেন মালিতাম্।
এতস্মাদথ সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা॥ ৩১॥
মের্ব্বাদ্যচলসঙ্ঘাতং নয়তা তৃণপাংসুবৎ।
বহতাদ্রীং দ্রবিস্ফোটকারিণা জবহারিণা॥ ৩২॥
নিঃশূন্যত্বাদশব্দেন মরুতা পরিতোবৃতম্।
এতস্মাদথ সর্ব্বস্মাত্ততোদশগুণাত্মনা॥ ৩৩॥
পরিতোবলিতং ব্যোম্না নিঃশূন্যেনৈকরূপিণা।
অথ যোজনকোটীনাং শতেন ঘনরূপিণা।
ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডকুড্যেন হৈমেনাপি দ্বিপর্ব্বণা॥ ৩৪॥

ইতি জলধিমহাদ্রিলোকপাল-
ত্রিদশপুরাম্বরভূতলৈঃ পরীতম্।
জগদুদরমবেক্ষ্য মানুষী দ্রাগ্
ভুবি নিজমন্দিরকোটরং দদর্শ॥ ৩৫॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে ভূলোকবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

—(*)—

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি তে বরবর্ণিন্যৌ ততোব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাৎ।
নির্গত্যান্যদনুপ্রাপ্তে যত্র তদ্ব্রাহ্মণাস্পদম্॥ ১॥
ততোদদৃশতুঃ সদ্ম স্বমেবং সিদ্ধযোষিতৌ।
অদৃশ্যে এব লোকস্য মণ্ডপং ব্রাহ্মণাস্পদম্॥ ২॥
চিন্তাবিধুরদাসীকং বাস্পক্লিন্নাঙ্গনামুখম্।
বিধ্বস্তপ্রায়বদনং শীর্ণপর্ণাম্বুজোপমম্॥ ৩॥
নষ্টোৎসবপুরপ্রায়মগস্ত্যাত্তমিবার্ণবম্।
গ্রীষ্মদগ্ধমিবোদ্যানং বিদ্যুদ্দগ্ধমিব দ্রুমম্॥ ৪॥
বাতচ্ছিন্নমিবাম্ভোদং হিমদগ্ধমিবাম্বুজম্।
অল্পস্নেহদশং দীপমিবালোকনভেদনম্॥ ৫॥

অসন্নমৃত্যুকরুণাকুলবক্ত্রকান্তি-
সংশীর্ণজীর্ণতরুপর্ণবনোপমানম্।
বৃষ্টিব্যপায়পরিধূসরদেশরূক্ষং
জাতং গৃহেশ্বরবিয়োগহতং গৃহং তৎ॥ ৬॥॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ সা নির্ম্মলজ্ঞানচিরাভ্যাসেন সুন্দরী।
সম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা সত্যকামা চ দেববৎ॥ ৭॥

চিন্তয়ামাস নামেতে দেবীং চেমাং স্ববন্ধবঃ।
পশ্যন্তু তাবৎ সামান্যললনারূপধারণীম্ ॥ ৮ ॥
ততোগৃহজনস্তত্র স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ম্।
লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিতমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥
আপাদবিবিধাম্লানমালাবলনসুন্দরম্।
বসন্তলক্ষ্ম্যোর্যুগলমিবামোদিতকাননম্ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বৌষধিবনগ্রামং পূরয়ন্ত্যৌ রসায়নৈঃ।
শীতলাহ্লাদসুখদং চন্দ্রদ্বয়মিবোদিতম্ ॥ ১১ ॥
লম্বালকলতালোললোচনালিবিলোকনৈঃ।
কিরৎকুবলয়োন্মিশ্রমালতীকুসুমোৎকরান্ ॥ ১২ ॥
দ্রুতহেমরসাপূরসরিৎসরণহারিণা।
দেহপ্রভাপ্রবাহেণ কনকীকৃতকাননম্ ॥ ১৩ ॥
সহজায়া বপুর্লক্ষ্ম্যা লীলাদোলাবিলাসিনঃ।
তে এতে চ তরঙ্গাঢ্যা নিজলাবণ্যবারিধেঃ ॥ ১৪ ॥
বিলোলবাহুলতিকাযুগেনারুণপাণিনা।
কিরন্নবনবং হৈমং কল্পবৃক্ষলতাবনম্ ॥ ১৫ ॥
পাদৈরমৃদিতাম্লানপুষ্পকোমলপল্লবৈঃ।
স্থলাব্জদলমালাভৈরস্পৃশদ্ভূতলং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
তালীতমালখণ্ডানাং শুষ্কাণাং শুচিশোচিষাম্।
আলোকনামৃতাসেকৈর্জ্জনয়দ্বালপল্লবান্ ॥ ১৭ ॥

নমোস্তু বনদেবীভ্যামিত্যুক্ত্বা কুসুমাঞ্জলিম্।
তত্যাজ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাথ সার্দ্ধং গৃহজনেন সঃ ॥ ১৮ ॥
পপাত পাদয়োর্গেহে তয়োর্ব্বৈ কুসুমাঞ্জলিঃ।
প্রালেয়সীকরাসারঃ পদ্মিন্যা ইব পদ্ময়োঃ ॥ ১৯ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয় ঊচুঃ।

জয়তং বনদেব্যৌ নো দুঃখনাশার্থমাগতে।
প্রায়ঃ পরপরিত্রাণমেব কর্ম্ম নিজং সতাম্ ॥ ২০ ॥
ইতি তদ্বচনান্তে তে দেব্যাবূচতুরাদরাৎ।
আখ্যাত দুঃখং যেনায়ং লক্ষ্যতে দুঃখিতোজনঃ ॥২১॥
জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয়স্তে তে দেব্যৌ প্রতি যথাক্রমম্।
নিজং তদ্দুঃখমাচখ্যুর্দ্দম্পতিব্যসনাত্মকম্ ॥ ২২ ॥

জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদয় ঊচুঃ।

দেব্যাবভবতাং স্নিগ্ধাবিহ ব্রাহ্মণদম্পতী।
সর্ব্বাতিথিকুলকরৌ স্তম্ভভূতৌ দ্বিজস্থিতেঃ ॥ ২৩ ॥
তাবদ্য গৃহমুৎসৃজ্য সপুত্রপশুবান্ধবম্।
স্বর্গং গতৌ নঃ পিতরৌ তেন শূন্যং জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
পক্ষিণোগৃহমারুহ্য বিক্ষিপন্তঃ প্রতিক্ষণম্।
দেহং শূন্যে মৃতং ভক্ত্যা শোচন্তি মধুরৈঃ স্বরৈঃ ॥২৫॥
গুহাগুরুগুরারাবপ্রলাপলপনাকুলঃ।
সরিৎস্থুলাশ্রুধারাভিঃ পরিরোদিতি পর্ব্বতঃ ॥ ২৬ ॥

নির্জ্জরাক্রন্দকারিণ্যোমুক্তাম্বরপয়োধরাঃ।
তপ্তনিঃশ্বাসবিধ্বস্তাঃ পরং কার্শ্যমিতা দিশঃ ॥ ২৭ ॥
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ করুণাক্রন্দকর্কশঃ।
উপবাসরতোগ্রামো দীনোম্মৃতিপরঃ স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
দিবসং প্রতিবৃক্ষাণামবশ্যায়াশ্রুবিন্দবঃ।
গুচ্ছলোচনকোশেভ্যস্তাপোষ্ণানি পতন্ত্যধঃ ॥ ২৯ ॥
প্রশান্তজনসঞ্চারা রথ্যা ক্ষারবিধূসরা।
বিধবা বিগতানন্দা সংশূন্যহৃদয়া স্থিতা ॥ ৩০ ॥
কোকিলালিপ্রলাপিন্যো বৃষ্টিবাষ্পহতা লতাঃ।
উষ্ণোষ্ণশ্বসনাদেহং ঘ্নন্তি পল্লবপাণিভিঃ ॥ ৩১ ॥
আত্মানং শতধা কর্ত্তুং বৃহচ্ছ্ভ্রশিলাতলে।
নির্ঝরাঃ প্রপতন্ত্যেতে তাপতপ্তশরীরকাঃ ॥ ৩২ ॥
নিঃশঙ্কয়া গতশ্রীকা মূকা বিলুণ্ঠিতাশয়াঃ।
অন্ধেন তমসা পূর্ণা গৃহা গহনতাং গতাঃ ॥ ৩৩ ॥
উদ্যানপুষ্পখণ্ডেভ্যো রুদদ্ভ্যোভ্রমরারবৈঃ।
পূতিগন্ধোবিনির্যাতি স্বামোদাপরনামকঃ ॥ ৩৪ ॥
চৈত্রদ্রুমবিলাসিন্যো বিরসাঃ প্রতিবাসরম্।
লতাঃ কৃশা বিলীয়ন্তে সঙ্কুচদ্গুচ্ছলোচনাঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রক্ষেপ্তুমম্বুধৌ দেহং প্রবৃত্তা গন্তুমাকুলাঃ।
কুল্যাঃ কলকলালোলং দোলয়ন্ত্যস্তনুং ভুবি ॥ ৩৬ ॥

অশঙ্কমশকাপাতস্পন্দমপ্যতিচাপলম্ ।
কলয়ন্ত্যঃ স্থিতা বাপ্যো নিস্পন্দানন্দমাত্মনি ৩৭ ॥
গায়ৎকিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসুরাঙ্গনম্ ।
নূনমদ্য নভোজাতমস্মত্তাতাভ্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
তদ্দেব্যৌ ক্রিয়তাং তাবদস্মাকং শোকনাশনম্ ।
মহতাং দর্শনং নাম ন কদাচন নিষ্ফলম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্তবন্তং সা পুত্রং মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শ পাণিনা ।
পল্লবেনানতা নম্রং মূলগ্রন্থিমিবাব্জিনী ॥ ৪০ ॥
তস্যাঃ স্পর্শেন তেনাসৌ দুঃখদৌর্ভাগ্যসঙ্কটম্ ।
জহৌ প্রাবৃড্ঘনাসঙ্গাৎ গ্রীষ্মতাপমিবাচলঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বোগৃহজনঃ সোথ তয়োর্দ্দেব্যোর্ব্বিলোকনাৎ ।
লক্ষীবান্ দুঃখনির্ম্মুক্তো বভূবাম্বতপোযথা ॥ ৪২ ॥

রামউবাচ ।

তয়াস্য লীলয়া মাত্রা পুত্রস্য জ্যেষ্ঠশর্ম্মণঃ ।
কস্মান্ন দর্শনং দত্তং মোহং তাবন্নিরাকুরু ॥ ৪৩ ॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

বুদ্ধঃ পৃথ্ব্যাদিবোধেন যেন পৃথ্ব্যাদিসঞ্জকঃ ।
তস্য পিণ্ডাত্মতাং ধত্তে ব্যোমৈবান্যস্য কেবলম্ ॥৪৪॥
অসদেবাঙ্গ সদিব ভাতি পৃথ্ব্যাদিবেদনাৎ ।
যথা বালস্য বেতালো নাভাতি তদবেদনাৎ ॥ ৪৫ ॥

যথা পৃথ্ব্যাদিনা ভাতমপৃথ্ব্যাদি ভবেৎ ক্ষণাৎ।
স্বপ্নে স্বপ্নপরিজ্ঞানাত্তথা জাগ্রত্যপি স্ফুটম্॥ ৪৬॥
পৃথ্ব্যাদি খতয়া বুদ্ধং খমিত্যেবানুভূয়তে।
তথা হি ক্ষুব্ধধাতূনাং কুড্যেষু খ ইবোদ্যমঃ॥ ৪৭॥
স্বপ্নে নগরমুর্ব্বীং বা শূন্যং খাতঞ্চ বুধ্যতে।
স্বপ্নাঙ্গনা চ কুরুতে শূন্যাপ্যর্থক্রিয়াং নৃণাম্॥ ৪৮॥
খং পৃথ্ব্যাদিতয়া বুদ্ধং পৃথ্ব্যাদি ভবতি ক্ষণাৎ।
মূর্চ্ছায়াং পরলোকোপি প্রত্যক্ষমনুভূয়তে॥ ৪৯॥
বালোব্যোম্নৈব বেতালং ম্রিয়মাণোম্বরে বনম্।
কেশোণ্ড্রকং খমন্যস্তু খমন্যোবেত্তি মৌক্তিকম্॥৫০॥
ত্রস্তক্ষীবার্দ্ধনিদ্রাশ্চ নৌযানাশ্চ সদৈব খে।
বেতালবনবৃক্ষাদি পশ্যন্ত্যনুভবন্তি চ॥ ৫১॥
যথা ভাবিতমেতেষাং পদার্থানামতোবপুঃ।
অভ্যাসজনিতং ভাতি নাস্ত্যেকং পরমার্থতঃ॥ ৫২॥
লীলয়া তু যথা বস্তু বুদ্ধা পৃথ্ব্যাদিনাস্তিতা।
আকাশমেব সম্বিত্ত্যা ভাতি ভ্রান্তিতয়োদিতম্॥৫৩॥
ব্রহ্মাত্মৈকচিদাকাশমাত্রবোধবতোমুনেঃ।
পুত্রমিত্রকলত্রাণি কথং কানি কদা কুতঃ॥ ৫৪॥
দৃশ্যমাদাবনুৎপন্নং যচ্চ ভাত্যজমেব তৎ।
সম্যগ্জ্ঞানবতামেবং রাগদ্বেষদৃশৌ কুতঃ॥ ৫৫॥

হস্তঃ শিরসি যদ্দত্তো লীলয়া জ্যেষ্ঠশর্ম্মণঃ।
তৎপ্রভাবস্থিতারম্ভসম্বোধায়াশ্চিতেঃ ফলম্ ॥ ৫৬ ॥

বোধোহি চেততি যথৈব তথাশু ভাতি
সূক্ষ্মস্তু খাদপি তথাতিতরাং বিশুদ্ধঃ।
সর্ব্বত্র রাঘব স এব পদার্থজালং
স্বপ্নেষু কল্পিতপুরেষ্বনুভূতমেতৎ ॥ ৫৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সিদ্ধদর্শনহেতুকথনং নাম ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

তস্মিন্ গিরিতটে গ্রামে তস্য মণ্ডপকোটরে।
অন্তর্দ্ধিমাশ্বাযযতুস্তত্রস্থে এব তে স্ত্রিয়ৌ ॥ ১ ॥
অস্মাকং বনদেবীভ্যাং প্রসাদঃ কৃত ইত্যথ।
শান্তদুঃখে গৃহজনে স্বব্যাপারপরে স্থিতে ॥ ২ ॥
মণ্ডপাকাশসংলীনাং লীলামাহ সরস্বতী।
ব্যোমরূপা ব্যোমরূপাং স্ময়াৎ তূষ্ণীমিব স্থিতাম্ ॥৩॥
সঙ্কল্পস্বপ্নয়োর্যেষাং যত্র সঙ্কথনং মিথঃ।
যথেহার্থক্রিয়াং ধত্তে তয়োঃ সা সঙ্কথা তথা ॥ ৪ ॥
পৃথ্ব্যাদিনাড়ীপ্রাণাদি ঋতেপ্যভ্যুদিতা তয়োঃ।
সা সঙ্কথনসম্বিত্তিঃ স্বপ্নসঙ্কল্পয়োরিব ॥ ৫ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

জ্ঞেয়ং জ্ঞাতমশেষেণ দৃষ্টাদৃষ্টার্থসম্বিদঃ।
ঈদৃশীয়ং ব্রহ্মসত্তা কিমন্যদ্বদ পৃচ্ছসি ॥ ৬ ॥

লীলোবাচ।

মৃতস্য ভর্ত্তুর্জ্জীবোসৌ যত্র রাজ্যং করোতি মে।
তত্রাহং কিং ন তৈর্দ্দৃষ্টা দৃষ্টাস্মীহ সুতেন কিম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীসরস্বত্যুবাচ।

অভ্যাসেন বিনা বৎসে তদা তে দ্বৈতনিশ্চয়ঃ।
নূনমস্তঙ্গতোনাভূৎ নিঃশেষং বরবর্ণিনি ॥ ৮ ॥
অদ্বৈতং যো ন যাতোসৌ কথমদ্বৈতকর্ম্মভিঃ।
যুজ্যতে তাপসংস্থস্য চ্ছায়াঙ্গানুভবঃ কুতঃ ॥ ৯ ॥
লীলাস্মীতি বিনাভ্যাসং তব নাস্তঙ্গতোভবৎ।
যদা ভাবস্তদা সত্যসঙ্কল্পত্বমভূন্ন তে ॥ ১০ ॥
অত্যাসি সত্যসঙ্কল্পা সম্পন্না তেন মাং সুতঃ।
সম্পশ্যত্বিত্যভিমতং ফলিতং তব সুন্দরি ॥ ১১ ॥
ইদানীং তস্য ভর্ত্তুস্ত্বং সমীপং যদি গচ্ছসি।
তত্তেন ব্যবহারস্তে পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

লীলোবাচ।

ইহৈব মন্দিরাকাশে পতির্ব্বিপ্রো মমাভবৎ।
ইহৈব স মৃতো ভূত্বা সম্পন্নো বসুধাধিপঃ ॥ ১৩ ॥
ইহৈব তস্য সংসারে তস্মিন্ ভূমণ্ডলান্তরে।
রাজধানীপুরে তস্মিন্ পুরন্ধ্র্যস্মি ব্যবস্থিতা ॥ ১৪ ॥

ইহৈবান্তঃপুরে তস্মিন্ স মৃতোমম ভূপতিঃ।
ইহৈবান্তঃপুরাকাশে তস্মিন্নেব পুরে নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
সম্পন্নো বসুধাপীঠে নানাজনপদেশ্বরঃ।
সর্ব্বার্জ্জবজবীভাব ইহৈবৈবং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
অস্মিন্নেব গৃহাকাশে সর্ব্বা ব্রহ্মাণ্ডভূময়ঃ।
স্থিতাঃ সমুদ্গকে মন্যে যথান্তঃসর্ষপোৎকরাঃ ॥ ১৭ ॥
সদাহদূরমহং মন্যে তদ্ভর্ত্তুর্ম্মম মণ্ডলম্।
ক্বচিৎ পার্শ্বে স্থিতমিহ যথা পশ্যামি তৎ কুরু ॥ ১৮ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ভূতলারুন্ধতিসুতে ভর্ত্তারস্তব সম্প্রতি।
ত্রয়োনামাথ বাভূবন্ বহবঃ শতসম্মতাঃ ॥ ১৯ ॥
নেদীয়সাং ত্রয়াণান্তু দ্বিজস্তে ভস্মতাং গতঃ।
রাজা মাল্যান্তরগতঃ সংস্থিতোন্তঃপুরে শবঃ ॥ ২০ ॥
সংসারমণ্ডলে হ্যস্মিংস্তৃতীয়োবসুধাধিপঃ।
মহাসংসারজলধিপতিতোভ্রমমাগতঃ ॥ ২১ ॥
ভোগকল্লোলকলনাবিকলোমলচেতনঃ।
জাড্যজর্জ্জরচিদ্বৃত্তিঃ সংসারাম্ভোধিকচ্ছপঃ ॥ ২২ ॥
চিত্রাণি রাজকার্য্যাণি কুর্ব্বন্নপ্যাকুলান্যপি।
সুপ্তঃ স্থিতো জড়তয়া ন লাগর্ত্তি ভবভ্রমে ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী।
ইত্যনর্থমহারজ্জ্বাবলিতোবশতাং গতঃ ॥ ২৪ ॥
তৎ কস্য বদ ভর্ত্তুস্ত্বাং সমীপং বরবর্ণিনি।
বাত্যা বনান্তরং গন্ধলেখামিব বনান্বয়ে ॥ ২৫ ॥
অন্য এব হি সংসারঃ সোন্যো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ।
অন্যা এব ততা বৎসে ব্যবহারপরম্পরাঃ ॥ ২৬ ॥
সংসারমণ্ডলানীহ তানি পার্শ্বে স্থিতান্যপি।
দূরং যোজনকোটীনাং কোটয়স্তেষ্বিহান্তরম্ ॥ ২৭ ॥
আকাশমাত্রমেতেষামিদং পশ্য বপুঃ পুনঃ।
মেরুমন্দরকোটীনাং কোটয়স্তেষ্ববস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
পরমাণৌ পরমাণৌ সর্গবর্গা নিরর্গলম্।
মহাচিতেঃ স্ফুরন্ত্যর্করুচীব ত্রসরেণবঃ ॥ ২৯ ॥
মহারম্ভগুরূণ্যেবমপিব্রহ্মাণ্ডকানি হি।
তুলয়া ধানকামাত্রমপি তানি ভবন্তি নো ॥ ৩০ ॥
নানারত্নামলোদ্যোতো বনবদ্ভাতি খে যথা।
পৃথ্ব্যাদিভূতরহিতা জগচ্চিদ্ভাতি চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥
কচতি জ্ঞপ্তিদেবেদং জগদিত্যাদি নাত্মনি।
ন তু পৃথ্ব্যাদিসম্পন্নং সর্গাদাবেব কিঞ্চন ॥ ৩২ ॥
যথা তরঙ্গঃ সরসি ভূত্বা ভূত্বা পুনর্ভবেৎ।
বিচিত্রাকারকালাঙ্গদেশাজ্ঞপ্তাবলং তথা ॥ ৩৩ ॥

লীলোবাচ।

এবমেতজ্জগন্মাতর্ম্ময়া স্মৃতমিহাধুনা।
মমেদং রাজসং জন্ম ন তমো ন চ সাত্বিকম্॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মণস্ত্ববতীর্ণায়া অষ্টৌ জন্মশতানি মে।
নানাযোনীন্যতীতানি পশ্যামীবাধুনা পুনঃ॥ ৩৫ ॥
সংসারমণ্ডলে দেবি কস্মিংশ্চিদভবং পুরা।
লোকান্তরাব্জভ্রমরী বিদ্যাধরবরাঙ্গনা॥ ৩৬ ॥
দুর্ব্বাসনাকলূষিতা ততোহং মানুষী স্থিতা।
সংসারমণ্ডলেন্যস্মিন্ পন্নগেশ্বরকামিনী॥ ৩৭ ॥
কদম্বকুন্দজম্বীরকরঞ্জবনবাসিনী।
পত্রাম্বরধরা শ্যামা শবর্য্যহমথাভবম্॥ ৩৮ ॥
বনবাসনয়া মুগ্ধা সম্পন্নাহমথোদ্ধতা।
গুলুচ্ছনয়না পত্রহস্তা বনবিলাসিনী॥ ৩৯ ॥
পুণ্যাশ্রমলতা সাহং মুনিসঙ্গপবিত্রিতা।
বনাগ্নিদগ্ধা তস্যৈব কন্যাভূবং মহামুনেঃ॥ ৪০ ॥
অস্ত্রীত্বফলদাতৄণাং কর্ম্মণাং পরিণামতঃ।
রাজাহমভবং শ্রীমান্ সুরাষ্ট্রেষু সমাঃ শতম্॥ ৪১ ॥
তালীনাং তলকচ্ছেষু রাজদুষ্কৃতদোষতঃ।
নকুলী নব বর্ষাণি কুষ্ঠনষ্টাঙ্গিকাভবম্॥ ৪২ ॥

বর্ষাণ্যষ্টৌ সুরাষ্ট্রেষু দেবি গোত্বং কৃতং ময়া।
মোহাদ্দুর্জ্জনদুষ্টাজ্ঞবালগোপাললীলয়া ॥ ৪৩ ॥
বিহঙ্গ্যা বৈরবিন্যস্তা বাগুরা বিপিনাবনৌ।
ক্লেশেন মহতা চ্ছিন্না অধমা বাসনা ইব ॥ ৪৪ ॥
কর্ণিকাক্রোড়শয্যাসু বিশ্রান্তমলিনা সহ।
পদ্মকুড্মলকোশেষু ভুক্তকিঞ্জল্কয়া রহঃ ॥ ৪৫ ॥
ভ্রান্তমুত্তুঙ্গশৃঙ্গাসু হরিণ্যা হারিনেত্রয়া।
বনস্থলীষু রম্যাসু কিরাতাহতমর্ম্ময়া ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্টং নষ্টাসু দিক্ষ্বব্ধিকল্লোলৈরুহ্যমানয়া।
মৎস্যাম্বুকচ্ছপাচ্ছোড়ে মোঘমাননতাড়নম্ ॥ ৪৭ ॥
পীতং চর্ম্মণ্বতীতীরে গায়ন্ত্যা মধুরস্বরম্।
পুলিন্দ্যা সুরতান্তেষু নারিকেলরসাসবম্ ৪৮ ॥
সারসীসরসালিন্যা সীৎকারমধুরস্বরম্।
সারসঃ সুরতৈঃ স্বৈরং সামন্তশ্চারুরঞ্জিতঃ ॥ ৪৯ ॥
তালীতমালকুঞ্জেষু তরলাননেত্রয়া।
ক্ষীবপ্রেক্ষণবিক্ষোভৈঃ কৃতং কান্তাবলোকনম্ ॥ ৫০ ॥
কনকস্যন্দসন্দোহসুন্দরৈরঙ্গপঞ্জরৈঃ।
স্বর্গেপ্সরোম্বুজিন্যাশু তোষিতাঃ সুরষট্পদাঃ ॥ ৫১ ॥
মণিকাঞ্চনমাণিক্যমুক্তানিকরভূতলে।
কল্পদ্রুমবনে মেরৌ যূনা সহ রতং কৃতম্ ॥ ৫২ ॥

কল্লোলাকুলকচ্ছাসু লসদ্গুচ্ছলতাসু চ।
বেলাবনগুহাস্বব্ধেশ্চিরং কূর্ম্মতয়া স্থিতম্॥ ৫৩॥
তরত্তারতরঙ্গাসু দোলনং সরসালিনাম্।
চলচ্ছদপটালীষু রাজহংসত্বং ময়া কৃতম্॥ ৫৪॥
শাল্মলীদললোলানামান্দোলনদরিদ্রতাম্।
মশকস্য ময়ালোক্য দীনং মশকয়া স্থিতম্॥ ৫৫॥
তরত্তারতঙ্গাসু চঞ্চদ্বীচ্যগ্রচুম্বনৈঃ।
ভ্রান্তং শৈলস্রবন্তীষু জলবঞ্জুললীলয়া॥ ৫৬॥
গন্ধমাদনমন্দারমন্দিরে মদনাতুরাঃ।
পাতিতাঃ পাদয়োঃ পূর্ব্বং বিদ্যাধরকুমারকাঃ॥ ৫৭॥
কীর্ণকর্পূরপূরেষু তল্পেষু ব্যসনাতুরা।
চিরং বিলুলিতাস্মীন্দুষ্বিব শশিপ্রভা॥ ৫৮॥

যোনিষ্বনেকবিধদুঃখশতান্বিতাসু
ভ্রান্তং ময়োন্নমনসন্নমনাকুলাঙ্গ্যা।
সংসারদীর্ঘসরিতশ্চলয়া লহর্য্যা
দুর্ব্বারবাতহরিণীসরণক্রমেণ॥ ৫৯॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জন্মান্তরবর্ণনং নাম সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

—::—

রামউবাচ।

বজ্রাঙ্গসারাদ্ব্রহ্মাণ্ডকুড্যাগ্নিবিড়মণ্ডলাৎ।
কোটিযোজনসম্পূর্ণাৎ কথং তে নির্গতেবলে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ক্ব ব্রহ্মাণ্ডং ক্ব তদ্ভিত্তিঃ ক্বাত্রাসৌ বজ্রসারতা।
কিলাবশ্যং স্থিতে দেব্যাবন্তঃপুরবরাম্বরে ॥ ২ ॥
তস্মিন্নেব গিরিগ্রামে তস্মিন্নেবালয়াম্বরে।
ব্রাহ্মণঃ স বশিষ্ঠাখ্য আস্বাদয়তি রাজতাম্ ॥ ৩ ॥
তমেব মণ্ডপাকাশকোণকং শূন্যমাত্রকম্।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তং ভূতলং সোনুভূতবান্ ॥ ৪ ॥
আকাশাত্মনি ভূপীঠং তস্মিংস্তদ্রাজপত্তনম্।
রাজসদ্মানুভবতি স চ সা চাপ্যরুন্ধতী ॥ ৫ ॥
লীলাভিধানা সা জাতা তয়া চ জ্ঞাপ্তিরর্চ্চিতা।
জ্ঞপ্ত্যা সহ সমুল্লঙ্ঘ্য খমাশ্চর্য্যমনোহরম্ ॥ ৬ ॥
প্রাদেশমাত্রে নভসি সা তত্রৈব গৃহোদরে।
ব্রহ্মাণ্ডান্তরমাসাদ্য গিরিগ্রামকমন্দিরে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরিনির্গত্য স্বগৃহে স্থিতিমাযযৌ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং প্রাপ্য যথা তল্পগতঃ পুমান্॥ ৮॥
প্রতিভামাত্রমেবৈতৎ সর্ব্বমাকাশমাত্রকম্।
ন ব্রহ্মাণ্ডং ন সংসারো ন কুড্যাদি ন দূরতা॥ ৯॥
স্বচিত্তমেব কচতি তয়োস্তাদৃঙ্মনোহরম্।
বাসনামাত্রসোল্লেখং ক্ব ব্রহ্মাণ্ডং ক্ব সংস্থতিঃ॥ ১০॥
নিরাবরণমেবেদং জ্ঞপ্ত্যাকাশমনন্তকম্।
কিঞ্চিৎ স্বচিত্তেনোন্নীতং স্পন্দযুক্ত্যেব মারুতঃ॥১১॥
চিদাকাশমজং শান্তং সর্ব্বত্রৈব হি সর্ব্বদা।
চিত্ত্বাজ্জগদিবাভাতি স্বয়মেবাত্মনাত্মনি॥ ১২॥
যেন বুদ্ধন্তু তস্যৈতদাকাশাদপি শূন্যকম্।
ন বুদ্ধং যেন তস্যৈতদ্বজ্রসারাচলোপমম্॥ ১৩॥
গৃহ এব যথা স্বপ্নে নগরং ভাতি ভাস্থরম্।
তথৈতদসদেবান্তশ্চিদ্ধাতৌ ভাতি ভাস্বরম্॥ ১৪॥
যথা মরৌ জলং বুদ্ধং কটকত্বঞ্চ হেমনি।
অসৎ সদিব ভাতীদং তদা দৃশ্যত্বমাত্মনি॥ ১৫॥
এবমাকথয়ন্ত্যৌ তে ললনে ললিতাকৃতী।
গৃহান্নির্যযতুর্ব্বাহ্যং চারুচংক্রমণক্রমৈঃ॥ ১৬॥
অদৃশ্যে গ্রামলোকেন প্রেক্ষমাণে পুরোগিরিম্।
চুম্বিতাকাশকুহরং সংস্পৃষ্টাদিত্যমণ্ডলম্॥ ১৭॥

নানাবর্ণাখিলোৎফুল্লবিচিত্রবননির্ম্মলম্।
নদোনির্ঝরনির্হ্রাদকূজদ্বনবিহঙ্গমম্ ॥ ১৮ ॥
বিচিত্রমঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরাম্বুদমণ্ডলম্।
স্বভ্রমচ্ছগুলুচ্ছাগ্রবিশ্রান্তখগসারসম্ ॥ ১৯ ॥
সারবঞ্জুলবিস্তারগুপ্তাখিলসরিত্তটম্।
অসমাপ্তশিলাশ্বভ্রলতাবর্ত্তনমারুতম্ ॥ ২০ ॥
পুষ্পাগ্রপিহিতাকাশকোশকুড্যকবারিদম্।
পতদ্দীর্ঘসরিৎস্রোতঃ স্ফুরন্মুক্তাকলাপকম্ ॥ ২১ ॥
চলদ্বৃক্ষবনব্যূহবাতবেল্লিসরিত্তটম্।
নানাবনাকুলোপান্তচ্ছায়াসততশীতলম্ ॥ ২২ ॥
অথ তে ললনে তত্র তদা দদৃশতুঃ স্বয়ম্।
তং গিরিগ্রামকং ব্যোম্নঃ স্বর্গখণ্ডমিব চ্যুতম্ ॥ ২৩ ॥
রটৎপ্রণালীপটলং পূর্ণপুষ্করিণীগণম্।
দ্বিজৈঃ কুচকুচৈঃ কূজৎস্বলীলাশ্বভ্রকচ্ছকম্ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছদ্গোবৃন্দহুঙ্কার-করালাখিলকুঞ্জকম্।
কুঞ্জগুল্মকখণ্ডাঢ্যং সচ্ছায়ঘনশাদ্বলম্ ॥ ২৫ ॥
দুষ্প্রবেশার্ককিরণং দৃষন্নীহারধূসরম্।
উদগ্রমঞ্জরীপুঞ্জজটালম্বিশিখান্তরম্ ॥ ২৬ ॥
শিলাকুহরবাঃস্ফালপ্রোচ্চলন্মুক্তনির্ঝরৈঃ।
স্মারিতাচলনির্দ্ধূতক্ষীরোদকজলশ্রিয়ম্ ॥ ২৭ ॥

ফলমাল্যমহাভারভাস্বরৈরজিরদ্রুমৈঃ।
আনীয় পুষ্পসম্ভারং তিষ্ঠদ্ভিরিব সঙ্কুলম্‌ ॥ ২৮ ॥
তরত্তরঙ্গঝাঙ্কারকারিমারুতকম্পিতৈঃ।
কীর্ণপুষ্পসমাবৃষ্টং দ্রুমৈরপি রসাকুলৈঃ ॥ ২৯ ॥
অশঙ্কিতশিলাকূটস্রবদব্বিন্বটঙ্কৈতঃ।
কিঞ্চিৎ কৃতরবং গুপ্তৈরশঙ্কৈঃ শঙ্কিতৈঃ খগৈঃ ॥ ৩০ ॥
উৎফাললহরীশ্রান্তসীকরাস্বাদনাকুলৈঃ।
নত্যামুড়ুপরাবর্ত্তবৃত্তিভির্ব্বিহগৈর্ব্বৃতম্‌ ॥ ৩১ ॥
উত্তালতালবিশ্রান্তকাকালোকনশঙ্কিতৈঃ।
বালৈঃ প্রগোপিতামিক্ষা খণ্ডং জীর্ণস্বভুক্তকৈঃ ॥৩২॥
পুষ্পশেখরসম্ভারবসনগ্রামবালকম্‌।
খর্জ্জূরনিম্বজম্বীরগহনোপান্তশীতলম্‌ ॥ ৩৩ ॥
ক্ষৌমাগ্রহস্তাম্বরয়া মঞ্জরীপূর্ণকর্ণয়া।
ক্ষুৎক্ষীণয়া ক্রান্তরথ্যং গ্রামকীটককান্তয়া ॥ ৩৪ ॥
সরিত্তরঙ্গসংজ্ঘট্টসংরাবাশ্রুতসঙ্কথম্‌।
কর্ম্মজাড্যঘনত্রাসবাঞ্ছিতৈকান্তসংস্থিতম্‌ ॥ ৩৫ ॥
দধিলিপ্তাস্যহস্তাংসৈঃ স্নিগ্ধপুষ্পলতাধরৈঃ।
নগ্নৈর্গোময়পঙ্কাঙ্কৈর্ব্বালৈরাকুলচত্বরম্‌ ॥ ৩৬ ॥
তীরশাদ্বলবল্লীনাং দোলান্দোলনকারিভিঃ।
তরঙ্গৈর্ব্বাহ্যমানস্থ লেখিকাঙ্কিতসৈকতম্‌ ॥ ৩৭ ॥

দধিক্ষীরঘনামোদমত্তমন্থরমক্ষিকম্ ।
কামভুক্তার্থতোদ্বাষ্পজর্জ্জরাবলবালকম্ ॥ ৩৮ ॥
গোময়াসিক্তবলয়করনারীকৃতক্রুধম্ ।
ধর্ম্মিল্লবলনাব্যগ্রত্রস্তস্ত্রীবিহসজ্জনম্ ॥ ৩৯ ॥
দান্তপুষ্পচ্ছদোৎসন্নপতৎককুদবায়সম্ ।
গৃহরথ্যাগণদ্বারকীর্ণক্রূরকুরণ্টকম্ ॥ ৪০ ॥
গৃহপার্শ্বস্থিতশ্বভ্রকুঞ্জৈঃ কুসুমিতপ্রভৈঃ ।
প্রত্যহং প্রাতরাগুল্‌ফমাকীর্ণকুসুমাজিরম্ ॥ ৪১ ॥
চরচ্চমরসারঙ্গজালজঙ্গলখণ্ডকম্ ।
গুঞ্জানিকুঞ্জসঞ্জাতশষ্পসুপ্তমৃগার্ভকম্ ॥ ৪২ ॥
একান্তসুপ্তবৎসৈককর্ণস্পন্দাস্তমক্ষিকম্ ।
গোপোচ্ছিষ্টীকৃতদধিস্বস্থক্কিস্পন্দিমক্ষিকম্ ॥ ৪৩ ॥
সমস্তসদ্মসঙ্কীর্ণমক্ষিকাক্ষিপ্তমাক্ষিকম্ ।
ফুল্লাশোকদ্রুমোদ্যানকৃতলাক্ষিকমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥
সীকরাসারমরুতানিত্যার্দ্রবিকচদ্দ্রুমম্ ।
কদম্বমুকুলপ্রোতসমস্তচ্ছাদনতৃণম্ ॥ ৪৫ ॥
প্রতিকৃত্তলতাফুল্লকেতকোৎকরপাণ্ডুরম্ ।
বহৎপ্রণালপটলীরণদ্ঘাঁরুগুরারবম্ ॥ ৪৬ ॥
বাতায়নগুহানির্য্যৎসৌধবিশ্রান্তবারিদম্ ।
পূর্ণপুষ্করিণীপংক্তিপূর্ণরাজপৃথূত্তরম্ ॥ ৪৭ ॥

নীরন্ধ্রবিটপিচ্ছায়াশীতলামলশাদ্বলম্।
সর্ব্বশষ্পাগ্রবার্ব্বিন্দুপ্রতিবিম্বিততারকম্ ॥ ৪৮ ॥
অনারতপতৎফুল্লহিমবর্ষসিতালয়ম্।
বিচিত্রমঞ্জরীপুষ্পপত্রসৎফলপাদপম্ ॥ ৪৯ ॥
গৃহকক্ষান্তরালীনমেঘসুপ্তচিরন্টিকম্।
সৌধস্থমেঘবিদ্যুদ্ভিরনাদেয়প্রদীপকম্ ॥ ৫০ ॥
কন্দরানিলভাঙ্কারঘনঘুঙ্ঘুমমণ্ডপম্।
চরচ্চকোরহারিতহরিণীহারিমন্দিরম্ ॥ ৫১ ॥
উন্নিদ্রকন্দলোদ্বান্তমাংসলামোদমন্থরৈঃ।
মরুদ্ভির্ম্মন্দমায়াতুমারব্ধেলোলপল্লবম্ ॥ ৫২ ॥
লাবকালাপলীলায়া মালীনললনাগণম্।
কোককোকিলকাকোলকোলাহলসমাকুলম্ ॥ ৫৩ ॥
শালতালতমালাব্জনীলতৎফলমালিনম্।
বল্লীবলয়বিন্যাসবিলাসবলিতদ্রুমম্ ॥ ৫৪ ॥

আলোলপল্লবলতাবলিতায়নানা-
মুৎফুল্লকন্দলশিলীন্ধ্রসুগন্ধিতানাম্।
তালীতমালদলতাণ্ডবমণ্ডপানা-
মারামফুল্লকুসুমদ্রুমশীতলানাম্ ॥ ৫৫ ॥
সারাবরারিচলনাকুলগোকুলানা-
মানীলসস্যকুসুমস্থলশোভিতানাম্।

তীরদ্রুমপ্রকরগুপ্তসরিদ্রয়াণাং
নীরন্ধ্রপুষ্পিতলতাগ্রবিতানকানাম্ ॥ ৫৬ ॥
উদ্যানকুন্দমকরন্দসুগন্ধিতানাং
গন্ধান্ধষট্পদকুলান্তরিতাম্বুজানাম্ ।
সৌন্দর্য্যতর্জ্জিতপুরন্দরমন্দিরাণাং
রাজীবরাজিরজসারুণিতাম্বরাণাম্ ॥ ৫৭ ॥
রংহোবহদ্গিরিনদীরবঘর্ঘরাণাং
কুন্দাবদাতজলদদ্যুতিভাস্বরাণাম্ ।
সৌধস্থিতোল্লসিতফুল্ললতালয়ানাং
লীলাবলোলকলকণ্ঠবিহঙ্গমানাম্ ॥ ৫৮ ॥
উল্লাসিকৌসুমদলাস্তরণস্থয়ূনা-
মাপাদমাবলিতমাল্যবিলাসিনীনাম্ ।
সর্ব্বত্র সুন্দরনবাঙ্কুরদন্তুরাণাং
শোভোল্লসদ্বরলতাকুলমার্গণানাম্ ॥ ৫৯ ॥
সঞ্জাতকোমললতোৎপলসঙ্কুলানাং
তিষ্ঠৎপয়োদপটসম্বলিতালয়ানাম্ ।
নীহারহারহরিতস্থলবিশ্রুতানাং
সৌধস্থমেঘতড়িদাকুলিতাঙ্গনানাম্ ॥ ৬০ ॥
নীলোৎপলোল্লসিতসৌরভসুন্দরাণাং
হুঙ্কারহারিহরিতোন্মুখগোকুলানাম্ ।

বিস্রব্ধমুগ্ধমৃগসারগৃহাজিরাণা-
মুন্নৃত্যবর্হিঘনসীকরনির্ঝরাণাম্ ॥ ৬১ ॥
সৌগন্ধ্যমত্তপবনাহতবিক্লবানাং
বপ্রৌষধিজ্বলনবিস্মৃতদীপকানাম্।
কোলাহলাকুলকুলায়কুলাকুলানাং
কুল্যাকুলাকলকলাশ্রুতসঙ্কথানাম্ ॥ ৬২ ॥
মুক্তাফলপ্রকরসুন্দরবিন্দুপাত-
শীতাখিলদ্রুমলতাতৃণপল্লবানাম্।
লক্ষ্মীমনস্তমিতপুষ্পবিকাশভাজাং
শক্নোতি কঃ কলয়িতুং গিরিমন্দিরাণাম্ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে গিরিগ্রামবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

তত্র তে পেততুর্দ্দেব্যৌ গ্রামেন্তঃশীতলাত্মনি।
ভোগমোক্ষশ্রিয়ৌ শান্তে পুংসীব বিদিতাত্মনি ॥ ১ ॥
কালেনৈতাবতা লীলা তেনাভ্যাসেন সাভবৎ।
শুদ্ধজ্ঞানৈকদেহত্বাত্রিকালামলদর্শিনী ॥ ২ ॥
অথ সস্মার সর্ব্বাস্তা প্রাক্তনীঃ সংস্থতের্গতীঃ।
সা স্বয়ং স্বরসেনৈব প্রাগ্‌জন্মমরণাদিকাঃ ॥ ৩ ॥

লীলোবাচ।

দেবি দেশমিমং দৃষ্ট্বা ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরাম্যহম্।
ইহ তৎ প্রাক্তনং সর্ব্বং চেষ্টিতং চেষ্টিতান্তরম্ ॥ ৪ ॥
ইহাভূবমহং জীর্ণা শিরালাঙ্গী কৃশা সিতা।
ব্রাহ্মণী শুষ্কদর্ভাগ্রভেদরূক্ষকরোদরা ॥ ৫ ॥
ভর্ত্তুঃ কুলকরী ভার্য্যা দোহমন্থানশালিনী।
মাতা সকলপুত্রাণামতিথীনাং প্রিয়ঙ্করী ॥ ৬ ॥

দেবদ্বিজসতাং ভক্ত্যা সিক্তাঙ্গী ঘৃতগোরসৈঃ।
ভর্জ্জনীচরুকুম্ভাদিভাণ্ডোপস্করশোধিনী ॥ ৭ ॥
নিত্যমন্নলবাক্তৈককাচকম্বুপ্রকোষ্ঠকা।
জামাতৃদুহিতৃভ্রাতৃপিতৃমাতৃপ্রপূজনী ॥ ৮ ॥
আ দেহং সদ্মভৃত্যেব প্রক্ষীণদিনযামিনী।
বাচং চিরং চিরমিতি বাদিন্যনিশমাকুলা ॥ ৯ ॥
কাহং কইব সংসার ইতি স্বপ্নেপ্যসঙ্কথা।
জায়া শ্রোত্রিয়মূঢ়স্য তাদৃশস্যৈব দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ১০ ॥
একনিষ্ঠা সমিচ্ছাকগোময়েন্ধনসঞ্চয়ে।
ম্লানকম্বলসম্বীতশিরালকৃশগাত্রিকা ॥ ১১ ॥
তর্ণকীকর্ণজাহস্থকৃমিনিষ্কাসতৎপরা।
গৃহশাকায়নাসেকসত্বরাহূতকর্পরা ॥ ১২ ॥
নীলনীরতরঙ্গান্তভৃণতর্পিততর্ণিকা।
প্রতিক্ষণং গৃহদ্বারকৃতলেপনবর্ণকা ॥ ১৩ ॥
নীত্যর্থং গৃহভৃত্যানামাদীনকৃতবাচ্যতা।
মর্য্যাদানিয়মাদব্ধেৰ্ব্বেলেবানিশমচ্যুতা ॥ ১৪ ॥
জীর্ণপর্ণসবর্ণৈককর্ণদোলাধিরূঢ়য়া।
কাষ্ঠতাড্যজরাভীতজীববৃত্ত্যেব চিহ্নিতা ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা সঞ্চরন্তী সা শিখরিগ্রামকোটরে।
সঞ্চরন্ত্যাঃ সরস্বত্যা দর্শয়ামাস সস্ময়ম্ ॥ ১৬ ॥

ইয়ং মে পাটলাখণ্ডমণ্ডিতা পুষ্পবাটিকা।
ইয়ং মে পুষ্পিতোদ্যানমণ্ডপাশোকবাটিকা ॥ ১৭ ॥
ইয়ং পুষ্করিণীতীরদ্রুমা গ্রন্থিততর্ণকা।
ইয়ং সা কর্ণিকানাম্নী তর্ণিকামুক্তপর্ণিকা ॥ ১৮ ॥
ইয়ং সা মেলসা কীর্ণা বরাকী জলহারিকা।
অদ্যাষ্টমং দিনং বাষ্পক্লিন্নাক্ষী পরিরোদিতি ॥ ১৯ ॥
ইহ দেবি ময়া ভুক্তমিহোষিতমিহ স্থিতম্।
ইহ সুপ্তমিহাপীতমিহ দত্তমিহাহুতম্ ॥ ২০ ॥
এষা মে জ্যেষ্ঠশর্ম্মাখ্যঃ পুত্রোরোদিতি মন্দিরে।
এষা মে জঙ্গলে ধেনুর্দ্দগ্ধ্রী চরতি শাদ্বলম্ ॥ ২১ ॥
গৃহে বসন্তদাহায় রূক্ষক্ষারবিধূসরম্।
স্বদেহমিব পঞ্চাঙ্কং পশ্যেমং প্রঘণং মম ॥ ২২ ॥
তুম্বীলতাভীরুগ্রাভিঃ পুষ্টাভিরিব বেষ্টিতম্।
মহানসস্থানমিদং মম দেহমিবাপরম্ ॥ ২৩ ॥
এতে রোদনতাম্রাক্ষা বন্ধবোভুবি বন্ধনম্।
অঙ্গদার্পিতরুদ্রাক্ষা আহরন্ত্যনলেন্ধনম্ ॥ ২৪ ॥
অনারতং শিলাকচ্ছে গুচ্ছাচ্ছোটনকারিভিঃ।
তরঙ্গৈঃ স্থগিতাকারং স্পৃষ্টতীরলতাদলৈঃ ॥ ২৫ ॥
সীকরাকীর্ণপর্য্যন্তশাদ্বলস্থলসল্লতৈঃ।
শিলাফলহকাস্ফালফেনিলোৎপলসীকরৈঃ ॥ ২৬ ॥

তুষারীকৃতমধ্যাহ্নদিবাকরকরোৎকরৈঃ।
ফুল্লপুষ্পোৎকরাসারপ্রণাদোৎকতটদ্রুমৈঃ ॥ ২৭ ॥
বিদ্রুমৈরিব সংক্রান্তফুল্লকিংশুককান্তিভিঃ।
ব্যাপ্তয়া পুষ্পরাশীনাং সমুল্লাসনকারিভিঃ ॥ ২৮ ॥
উহ্যমানফলাপূরস্থব্যগ্রগ্রামবালয়া।
মহাকলকলাবর্ত্তমত্তয়া গ্রামকুল্যয়া ॥ ২৯ ॥
বেষ্টিতস্তরলাস্ফালজলধৌততলোপলঃ।
ঘনপত্রতরুচ্ছন্নচ্ছায়াসততশীতলঃ ॥ ৩০ ॥
অয়মালক্ষ্যতে ফুল্ললতাবলনসুন্দরঃ।
দলদ্গুলুচ্ছকাচ্ছন্নগবাক্ষোগৃহমণ্ডপঃ ॥ ৩১ ॥
অত্র মে সংস্থিতোভর্ত্তা জীবাকাশতয়াকৃতিঃ।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তমেখলায়া ভুবঃ পতিঃ ॥ ৩২ ॥
আস্মৃতং পূর্ব্বমেতেন কিলাসীদভিবাঞ্ছিতম্।
শীঘ্রং স্যামেব রাজেতি তীব্রসম্বেগধর্ম্মিণা ॥ ৩৩ ॥
দিনৈরষ্টভিরেবাসৌ তেন রাজ্যং সমৃদ্ধিমৎ।
চিরকালপ্রত্যয়দং প্রাপ্তবান্ পরমেশ্বরি ॥ ৩৪ ॥
অত্রাসৌ ভর্ত্তৃজীবোমে স্থিতো!ব্যোম্নি গৃহে নৃপঃ।
অদৃশ্যঃ খে যথা বায়ুরামোদো বানিলে যথা ॥ ৩৫ ॥
ইহৈবাঙ্গুষ্ঠমাত্রান্তে তদ্ব্যোম্নেব পদং স্থিতম্।
মদ্ভর্ত্তৃরাজ্যং সমব-গতং যোজনকোটিভাক্ ॥ ৩৬ ॥

আবাং খমেব খস্থঞ্চ ভর্ত্তৃরাজ্যং মমেশ্বরি।
পূর্ণং সহস্রৈঃ শৈলানাং মহামায়েয়মাততা ॥ ৩৭ ॥
তদ্দেবি ভর্ত্তৃনগরং পুনর্গন্তুং মমেপ্সিতম্।
তদেহি তত্র গচ্ছাবঃ কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ॥ ৩৮ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রণতা দেবীং সা প্রবিশ্যাশু মণ্ডপম্।
বিহঙ্গীব তয়া সাকং পুপ্লুবেসিনিভং নভঃ ॥ ৩৯ ॥
ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্যং সৌম্যৈকার্ণবসুন্দরম্।
নারায়ণাঙ্গসদৃশং ভৃঙ্গপৃষ্ঠামলচ্ছবি ॥ ৪০ ॥
মেঘমার্গমতিক্রম্য বাতস্কন্ধাবনিং তথা।
সৌরমার্গমথাক্রম্য চন্দ্রমার্গমতীত্য চ ॥ ৪১ ॥
ধ্রুবমার্গোত্তরং গত্বা সাধ্যানাং মার্গমেত্য চ।
সিদ্ধানাং সমতীত্যোর্ব্বীমুল্লঙ্ঘ্য স্বর্গমণ্ডলম্ ॥ ৪২ ॥
ব্রহ্মলোকোত্তরং গত্বা তুষিতানাঞ্চ মণ্ডলম্।
গোলোকং শিবলোকঞ্চ পিতৃলোকমতীত্য চ ॥৪৩॥
বিদেহানাং সদেহানাং লোকানুত্তীর্য্য দূরগম্।
দূরাদ্দূরমথোগত্বা কিঞ্চিদ্বুদ্ধা বভূব সা ॥ ৪৪ ॥
পশ্চাদালোকয়ামাস সমতীতং নভস্তলম্।
যাবন্ন কিঞ্চিচ্চন্দ্রার্কতারাদ্যা লক্ষ্যতে হ্যধঃ ॥ ৪৫ ॥

তমস্তিমিতগম্ভীরমাশাকুহরপূরকম্।
একার্ণবোদরপ্রখ্যং শিলোদরঘনং স্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥

লীলোবাচ।

তদ্দেবি ভাস্করাদীনাং ক্বাধস্তেজোগতং বদ।
শিলাজঠরনিষ্পন্দনং মুষ্টিগ্রাহ্যং তমঃ কুতঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

এতাবতীমিমাং ব্যোম্নঃ পদবীমাগতাসি ভোঃ।
অর্কাদীন্যপি তেজাংসি যতোদৃশ্যন্ত এব নো ॥ ৪৮ ॥
যথা মহান্ধকূপাধঃ খদ্যোতোনাবলোক্যতে।
পৃষ্ঠগেন তথেহাতো নাধঃ সূর্য্যোবলোক্যতে ॥ ৪৯ ॥

লীলোবাচ।

অহো নু পদবীং দূরমাবামেতামুপাগতে।
সূর্য্যোপ্যধোণুকণবন্ন মনাগপি লক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥
ইত উত্তরমন্যা স্যাৎ পদবী কা নু কীদৃশী।
কথঞ্চ মাতরেতব্যা কথ্যতামিতি দেবি মে ॥ ৫১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ইত উত্তরমগ্রে তে ব্রহ্মাণ্ডপুটকর্পরম্।
যস্য চন্দ্রাদয়োনাম ধূলিলেশাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

ইতি প্রকথয়ন্তৌ তে প্রাপ্তে ব্রহ্মাণ্ডকর্পরম্।
ভ্রমর্য্যাবিব শৈলস্থ কুড্যং নিবিড়মণ্ডপম্ ॥ ৫৩ ॥

অক্লেশেনৈব তে তস্মান্নির্গতে গগনাদিব।
নিশ্চয়স্থং হি যদ্বস্তু তদ্বজ্রগুরু নেতরৎ ॥ ৫৪ ॥

নিরাবরণবিজ্ঞানা সা দদর্শ ততস্ততম্।
জলাদ্যাবরণং পারে ব্রহ্মাণ্ডস্যাতিভাস্বরম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডাদ্দশগুণতস্তোয়ং তত্র ব্যবস্থিতম্।
আস্থিতং বেষ্টয়িত্বা তু ত্বগিবাক্ষোটপৃষ্ঠগা ॥ ৫৬ ॥

তস্মাদ্দশগুণোবহ্নিস্তস্মাদ্দশগুণোনিলঃ।
ততো দশগুণং ব্যোম ততঃ পরমমম্বরম্ ॥ ৫৭ ॥

তস্মিন্ পরমকে ব্যোম্নি মধ্যাদ্যন্তবিকল্পনাঃ।
ন কাশ্চন সমুদ্যন্তি বন্ধ্যাপুত্ত্রকথা ইব ॥ ৫৮ ॥

কেবলং বিততং শান্তং
তদনাদিগতভ্রমম্।
আদ্যন্তমধ্যরহিতং
মহত্যাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৫৯ ॥

আকল্পমুত্তমবলেন শিলা পতেচ্চেৎ
তস্মিন্ বলাৎ পতগরাড়পি চোৎপতেচ্চেৎ।
তদ্যোজনং ন লভতে বিমলেম্বরেন্ত-
র্ম্মাকল্পমেকজবগোপ্যথ মারুতোপি ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে পরমাকাশবর্ণনং নাম একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

পৃথিব্যপ্তেজসাং তত্র নভস্বন্নভসোরপি।
যথোত্তরং দশগুণানতীত্যাবরণান্ ক্ষণাৎ॥ ১॥
দদর্শ পরমাকাশং তৎ প্রমাণবিবর্জ্জিতম্।
তথা ততং জগদিদং যথা তত্রাণুমাত্রকম্॥ ২॥
তাদৃশাবরণান্ সর্গান্ ব্রহ্মাণ্ডেষু দদর্শ সা।
কোটিশঃ স্ফুরিতান্ ব্যোম্নি ত্রসরেণূনিবাতপে॥৩॥
মহাকাশমহাম্ভোধৌ মহাশূন্যত্ববারিণি।
মহাচিদ্দ্রবভাবোত্থান্ বুদ্বুদানর্ব্বুদপ্রভান্॥ ৪॥
কাংশ্চিদাপততোধস্তাৎ কাংশ্চিচ্চোপরি গচ্ছতঃ।
কাংশ্চিত্তির্য্যগ্গতীনন্যান্ স্থিতাংস্তব্ধান্ স্বসম্বিদা॥৫॥
যত্র যত্রোদিতা সম্বিত্তেষাং যেষাং যথা যথা।
তত্র তত্রোদিতং রূপং তেষাং তেষাং তথা তথা॥৬॥
নেহৈব তত্র নামোর্দ্ধং নাধোন চ গমাগমাঃ।
অন্যদেব পদং কিঞ্চিৎ তস্মাদ্দেহাগমং হি তৎ॥ ৭॥

উৎপদ্যোৎপদ্যতে তত্র স্বয়ং সম্বিৎস্বভাবতঃ।
স্বসঙ্কল্পৈঃ শমং যাতি বালসঙ্কল্পজালবৎ ॥ ৮ ॥

রামউবাচ।

কিমধঃ স্যাৎ কিমূর্দ্ধং স্যাৎ কিং তির্য্যক্ তত্র ভাস্বরে।
ইতি ব্রূহি মম ব্রহ্মন্ ইহৈব যদি ন স্থিতম্ ॥ ৯ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

সসর্ব্বাবরণা এতে মহত্যন্তবিবর্জ্জিতে।
ব্রহ্মাণ্ডা ভান্তি দুর্দ্দৃষ্টের্ব্যোম্নি কেশোণ্ড্রকো যথা ॥ ১০ ॥
অস্বাতন্ত্র্যাৎ প্রধাবন্তি পদার্থাঃ সর্ব্ব এব যৎ।
ব্রহ্মাণ্ডে পার্থিবোভাগস্তদধস্তূর্দ্ধমন্যথা ॥ ১১ ॥
পিপীলিকানাং মহতাং ব্যোম্নি বর্ত্তুললোষ্ট্রকে।
দশদিক্কমধঃপাদাঃ পৃষ্ঠমূর্দ্ধমুদাহৃতম্ ॥ ১২ ॥
বৃক্ষবল্মীকজালেন কেষাঞ্চিৎ হৃদি ভূতলম্।
সসুরানরদৈত্যেন বেষ্টিতং ব্যোমনির্ম্মলম্ ॥ ১৩ ॥
সম্ভূতং সহ ভূতেন সংগ্রামপুরপর্ব্বতম্।
ইদং কল্পনভূতেন পক্কাক্ষোটমিব ত্বচা ॥ ১৪ ॥
যথা বিন্ধ্যবনাভোগে প্রস্ফুরন্তি করেণবঃ।
তথা তস্মিন্ পরাভোগে ব্রহ্মাণ্ডত্রসরেণবঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্ সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
তচ্চ সর্ব্বময়োনিত্যং তথা তদণুকং প্রতি ॥ ১৬ ॥

শুদ্ধবোধময়ে তস্মিন্ পরমালোকবারিধৌ ।
অজস্রমেত্য গচ্ছন্তি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যাস্তরঙ্গকাঃ ॥ ১৭ ॥
অন্তঃশূন্যাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ সঙ্কল্পক্ষয়রাত্রয়ঃ ।
তরঙ্গা ইব তোয়েন্ধৌ প্রোহ্যন্তে শূন্যতার্ণবে ॥ ১৮ ॥
কেষাঞ্চিদন্তঃকল্পান্তঃ প্রবৃত্তোঘর্ঘরারবঃ ।
ন শ্রুতোঽন্যৈর্ন চ জ্ঞাতঃ স্বভাবেন রসাকুলৈঃ ॥ ১৯ ॥
অন্যেষাং প্রথমারম্ভে শুদ্ধভূষু বিজৃম্ভতে ।
সর্গঃ সংসিক্তবীজানাং কোশেঙ্কুরকলা যথা ॥ ২০ ॥
মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সূর্য্যার্চ্চির্ব্বিদ্যুতোদ্রয়ঃ ।
প্রবৃত্তা গলিতুং কেচিৎ তাপে হিমকণা ইব ॥ ২১ ॥
আকল্পং নিপতন্ত্যেব কেচিদপ্রাপ্তভূময়ঃ ।
যাবদ্বিশীর্য্য জায়ন্তে তথা সম্বিন্ময়াঃ কিল ॥ ২২ ॥
স্তব্ধা ইব স্থিতাঃ কেচিৎ কেশোণ্ড্রকমিবাম্বরে ।
বায়োঃ স্পন্দা ইবাভান্তি তথা প্রোদিতসম্বিদঃ ॥২৩॥
আচারাদ্বেদশাস্ত্রাণামাদ্য এবান্যথোদিতে ।
আরম্ভোপি তথান্যেষামনিত্যঃ সংস্থিতঃ ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
কেচিদ্ব্রহ্মাদিপুরুষাঃ কেচিদ্বিষ্ণ্বাদিসর্গপাঃ ।
কেচিচ্চান্যপ্রজানাথাঃ কেচিন্নির্নাথজন্তবঃ ॥ ২৫ ॥
কেচিদ্বিচিত্রসর্গেশাঃ কেচিত্তির্য্যঙ্ময়ান্তরাঃ ।
কেচিদেকার্ণবাপূর্ণা ইতরে জনিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কেচিচ্ছিলাঙ্গনিষ্পিণ্ডাঃ কেচিৎ কৃমিময়ান্তরাঃ।
কেচিদ্দেবময়া এব কেচিন্নরময়ান্তরাঃ ॥ ২৭ ॥
কেচিন্নিত্যান্ধকারাঢ্যাস্তথাশীলিতজন্তবঃ।
কেচিন্নিত্যপ্রকাশাঢ্যাস্তথাশীলিতজন্তবঃ ॥ ২৮ ॥
কেচিন্মশকসম্পূর্ণা উডুম্বরফলশ্রিয়ঃ।
নিত্যং শূন্যান্তরাঃ কেচিৎ শূন্যস্পন্দাত্মজন্তবঃ ॥২৯॥
সর্গেণ তাদৃশেনান্যে পূর্ণা যেন্তর্দ্ধিয়ামিহ।
কল্পনামপি নায়ান্তি ব্যোমপূর্ণাচলোযথা ॥ ৩০ ॥
তাদৃগম্বরমেতেষাং মহাকাশং ততং স্থিতম্।
আজীবিতং প্রগচ্ছদ্ভির্ব্বিষ্ণ্বাদ্যৈর্যন্ন মীয়তে ॥ ৩১ ॥
প্রত্যেকস্যাণ্ডগোলস্য স্থিতঃ কটকরত্নবৎ।
ভূতাকৃষ্টিকরোভাবঃ পার্থিবঃ স্বস্বভাবতঃ ॥ ৩২ ॥
যঃ সর্ব্ববিভবোস্মাকং ধিয়াং ন বিষয়ং ততঃ।
তজ্জগৎকথনে শক্তির্ন্ন মমাস্তি মহামতে ॥ ৩৩ ॥

ভীমান্ধকারগহনেষ্বু মহত্যরণ্যে
নৃত্যন্ত্যদর্শিতপরস্পরমেব মত্তাঃ।
যক্ষা যথা প্রবিততে পরমাম্বরেন্ত-
রেবং স্ফুরন্তি সুবহূনি মহাজগন্তি ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে বিচিত্রব্রহ্মাণ্ডকোটিবর্ণনং নাম ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

এবমাকলয়ন্ত্যৌ তে নির্গত্য জগতোনিজাৎ।
অন্তঃপুরঃ দদৃশতুর্ঝটিত্যেব বিনির্গতে ॥ ১ ॥
স্থিতপুষ্পভরাপূর্ণমহারাজমহাশবম্।
শবপার্শ্বোপবিষ্টান্তশ্চিত্তলীলাশরীরকম্ ॥ ২ ॥
ঘনরাত্রিতয়াল্লাল্পমহানিদ্রাজনাকুলম্।
ধূপচন্দনকর্পূরকুঙ্কুমামোদমন্থরম্ ॥ ৩ ॥
তমালোক্যাপরং ভর্ত্তুঃ সংসারং গন্তুমাদৃতা।
পপাত লীলা সঙ্কল্প-দেহেনাত্রৈব তন্নভঃ ॥ ৪ ॥
বিবেশ ভর্ত্তুঃ সঙ্কল্প-সংসারং কিঞ্চিদাততম্।
সংসারাবরণং ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডকর্পরম্ ॥ ৫ ॥
প্রাপ সার্দ্ধং তয়া দেব্যা পুনরাবরণান্বিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপং স্ফারং তং প্রবিশ্য তথা জবাৎ ॥ ৬ ॥
দদর্শ ভর্ত্তুঃ সঙ্কল্প-জগজ্জম্বালপল্বলম্।
সিংহীব শৈলকুহরং তমোজলদপঙ্কিলম্ ॥ ৭ ॥

দেব্যৌ বিবিশতুস্তত্তে ব্যোম ব্যোমাত্মিকে জগৎ।
ব্রহ্মাণ্ডেন্তর্যথা পঙ্কং মৃত্তুবিল্বং পিপীলিকে ॥ ৮ ॥
তত্র লোকান্তরাণ্যদ্রীনন্তরিক্ষমতীত্য তে।
প্রাপতুর্ভূতলং শৈলমণ্ডলাম্ভোধিসঙ্কুলম্ ॥ ৯ ॥
মেরুণালঙ্কৃতং জম্বূদ্বীপং নবদলোদরম্।
গত্বাথ ভারতে বর্ষে লীলানাথস্য মণ্ডলম্ ॥ ১০ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্মিন্ মণ্ডলে মণ্ডিতাবনৌ।
চক্রেবস্কন্দনং কশ্চিৎ সামন্তোদ্রিক্তভূমিপঃ ॥ ১১ ॥
তেন সংগ্রামসংরম্ভে প্রেক্ষার্থং সমুপাগতৈঃ।
ত্রৈলোক্যভূতৈস্তদ্ব্যোম বভূবাত্যন্তসঙ্কটম্ ॥ ১২ ॥
অশঙ্কিতা গতে তত্তে দেব্যৌ দদৃশতুর্নভঃ।
নভশ্চরগণাক্রান্তমম্বুদৈরিব মালিতম্ ॥ ১৩ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বগণবিদ্যাধরান্বিতম্।
শূরগ্রহণসংরব্ধস্বর্গলোকাপ্সরোবৃতম্ ॥ ১৪ ॥
রক্তমাংসোন্মুখোনৃত্ত-ভূতরক্ষঃপিশাচকম্।
পুষ্পবৃষ্টিভিরাপূর্ণহস্তবিদ্যাধরাঙ্গনম্ ॥ ১৫ ॥
বেতালযক্ষকুশ্মাণ্ডৈর্দ্বন্দ্বালোকনসাদরৈঃ।
আয়ুধাপাতরক্ষার্থং গৃহীতাদ্রিতটৈর্ব্বৃতম্ ॥ ১৬ ॥
অস্ত্রমার্গনভোভাগবিদ্রবদ্ভূতমণ্ডলম্।
আহোপুরুষিকাক্ষুব্ধপ্রেক্ষকামোদনোদ্ভটম্ ॥ ১৭ ॥

আসন্নভীমসংগ্রামকিম্বদন্তীপরম্পরম্ ।
লীলাহাসবিলাসোৎকসুন্দরীধৃতচামরম্ ॥ ১৮ ॥
ধর্ম্মাপ্রেক্ষ্যপ্রযুক্তাগ্র্যমুনিস্বস্ত্যয়নস্তবম্ ।
সম্পন্নানেকলোকেশবনিতাবসরস্তবম্ ॥ ১৯ ॥
স্বর্গার্হশূরানয়নব্যগ্রেন্দ্রভটভাসুরম্ ।
শূরার্থালঙ্কৃতোত্তুঙ্গলোকপালাখ্যবারণম্ ॥ ২০ ॥
আগচ্ছচ্ছূরসম্মানোন্মুখগন্ধর্ব্বচারণম্ ।
শূরোন্মুখামরস্ত্রৈণ-কটাক্ষেক্ষিতসদ্ভটম্ ॥ ২১ ॥
বীরদোর্দ্দণ্ডকাশ্লেষলম্পটস্ত্রীগণাকরম্ ।
শুক্লেন শূরযশসা চন্দ্রীকৃতদিবাকরম্ ॥ ২২ ॥

রামউবাচ ।

ভগবচ্ছূরশব্দেন কীদৃশঃ প্রোচ্যতে ভটঃ ।
স্বর্গালঙ্করণং কঃ স্যাৎ কোবা ডিম্ভাহবোভবেৎ ॥২৩॥

বশিষ্ঠউবাচ ।

শাস্ত্রোক্তাচারযুক্তস্য প্রভোরর্থেন যো রণে ।
মৃতোরাথ জয়ী বা স্যাৎ স শূরঃ শূরলোকভাক্ ॥২৪॥
অন্যথা প্রাণিকৃত্তাঙ্গোরণে যোমৃতিমাপ্নুয়াৎ ।
ডিম্ভাহবহতঃ প্রোক্তঃ স নরো নরকাস্পদম্ ॥ ২৫॥

অযথাশাস্ত্রসঞ্চারবৃত্তেরর্থেন যুধ্যতে।
যোনরস্তস্য সংগ্রামে মৃতস্য নিরয়োক্ষয়ঃ ॥ ২৬ ॥
যথাসম্ভবশাস্ত্রার্থলোকাচারানুবৃত্তিমান্।
যুধ্যতে তাদৃশশ্চৈব ভক্তঃ শূরঃ স উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
গোরর্থে ব্রাহ্মণস্যার্থে মিত্রস্যার্থে চ সন্মতে।
শরণাগতযত্নেন স মৃতঃ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২৮ ॥
পরিপাল্যস্বদেশৈকপালনে যঃ স্থিতঃ সদা।
রাজা মৃতাস্তদর্থং যে তে বীরা বীরলোকিনঃ ॥ ২৯ ॥
প্রজোপদ্রবনিষ্ঠস্য রাজ্ঞোঽরাজ্ঞোথ বা প্রভোঃ।
অর্থেন যে মৃতা যুদ্ধে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৩০ ॥
যে হি রাজ্ঞামরাজ্ঞাং বাপ্যযথাশাস্ত্রকারিণাম্।
রণে ম্রিয়ন্তে ছিন্নাঙ্গাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৩১ ॥
ধর্ম্ম্যং যথা তথা যুদ্ধং যদি স্যাৎ তর্হি সংস্থিতিঃ।
নাশয়েয়ুরলং মত্তাঃ পরলোকভয়োজ্ঝিতাঃ ॥ ৩২ ॥
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ স্বর্গ ইত্যবশোক্তয়ঃ।
ধর্ম্মে যোদ্ধা ভবেচ্ছূর ইত্যেবং শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
সদাচারবতামর্থে খড্গধারাং সহন্তি যে।
তে শূরা ইতি কথ্যন্তে শেষা ডিম্বাহবাহতাঃ ॥৩৪ ॥
তেষামর্থে রণে ব্যোম্নি তিষ্ঠন্ত্যুৎকণ্ঠিতাশয়াঃ।
শূরীভূতমহাসত্ত্বদয়িতোক্তিসুরাঙ্গনাঃ ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যাধরীমধুরমন্থরগীতিগর্ভং
মন্দারমাল্যবলনাকুলকামিনীকম্ ।
বিশ্রান্তসুরসিদ্ধবিমানপংক্তি
ব্যোমোৎসবোচ্চরিতশোভমিবোল্ললাস ॥৩৬॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে যুদ্ধপ্রেক্ষিকাস্থিতাম্বরবর্ণনং নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ বীরবরোৎকণ্ঠনৃত্যদপ্সরসি স্থিতা।
লীলাবলোকয়ামাস ব্যোম্নি বিদ্যান্বিতাবনৌ ॥ ১ ॥
স্বরাষ্ট্রমণ্ডলে ভর্ত্তৃপালিতে বলমালিতে।
কস্মিংশ্চিদ্বিততারণ্যে দ্বিতীয়াকাশভীষণে ॥ ২ ॥
সেনাদ্বিতয়মাক্ষুব্ধং সৌম্যাব্ধিদ্বিতয়োপমম্।
মহারম্ভঘনং মত্তং স্থিতং রাজদ্বয়ান্বিতম্ ॥ ৩ ॥
যুদ্ধসজ্জং সুসন্নদ্ধমিদ্ধমগ্নিমিবাদ্ভুতম্।
পূর্ব্বপ্রহারসম্পাতপ্রেক্ষাক্ষুব্ধাক্ষিলক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥
উদ্যতামলনিস্ত্রিংশধারাসারবহজ্জনম্।
কচৎপরশ্বধপ্রাসভিন্দিপালর্ষ্টিমুদ্গরম্ ॥ ৫ ॥
গরুত্মৎপক্ষবিক্ষুব্ধবনসম্পাতকম্পিতম্।
উদ্যদ্দিনকরালোকচঞ্চৎকনককঙ্কটম্ ॥ ৬ ॥
পরস্পরমুখালোককোপপ্রোদ্দামিতায়ুধম্।
অন্যোন্যবদ্ধদৃষ্টিত্বাচ্চিত্রং ভিত্তাবিবার্পিতম্ ॥ ৭ ॥

লেখামর্য্যাদয়া দীর্ঘবদ্ধয়া স্থাপিতস্থিতি।
অনিবার্য্যমহাসৈন্যঝাঙ্কারাশ্রুতসঙ্কথম্ ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বপ্রহারস্ময়তশ্চিরং সংশান্তদুন্দুভি।
নিবদ্ধযোধসংস্থাননিখিলানীকমন্থরম্ ॥ ৯ ॥
ধনুর্দ্বিতয়মাত্রাত্মশূন্যমধ্যৈকসেতুনা।
বিভক্তং কল্পবাতেন মত্তমেকার্ণবং যথা ॥ ১০ ॥
কায়ে সঙ্কটসংরম্ভচিন্তাপরবশেশ্বরম্।
বিরটদ্ভেককণ্ঠত্বগ্ ভঙ্গুরাতুরহৃদ্গৃহম্ ॥ ১১ ॥
প্রাণসর্ব্বস্বসন্ত্যাগসোদ্যোগাসংখ্যসৈনিকম্।
কর্ণাকৃষ্টশরৌঘৌঘত্যাগোন্মুখধনুর্ধরম্ ॥ ১২ ॥
প্রহারপাতসম্প্রেক্ষানিষ্পন্দাসঙ্খ্যসৈনিকম্।
অন্যোন্যোৎকণ্ঠকাঠিন্যভরভ্রুকুটিসঙ্কটম্ ॥ ১৩ ॥
পরস্পরসুসঙ্ঘট্টকটুটঙ্কারকঙ্কটম্।
বীরযোধমুখাদগ্ধভীরুপ্রেপ্সিতকোটরম্ ॥ ১৪ ॥
মিথঃ সংস্থানকালোকমাত্রাসন্দিগ্ধজীবিতম্।
সমস্তাঙ্গরুহাসক্তপ্রাংশুবৃদ্ধেভমানবম্ ॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বপ্রহারসম্প্রেক্ষাব্যগ্রপ্রাণতয়া তয়া।
সংশান্তকল্লোলরবং নিদ্রামুদ্রপুরোপমম্ ॥ ১৬ ॥
সংশান্তশঙ্খসঙ্ঘাততূর্য্যনির্হ্রাদদুন্দুভি।
ভূতলাকাশসংলীনসর্ব্বাপাংসুপয়োধরম্ ॥ ১৭ ॥

বিসারিমকরব্যূহমৎস্যসংখ্যাব্ধিভাস্বরম্ ॥ ১৮ ॥
পতাকামঞ্জরীপুঞ্জবিজিতাকাশতারকম্।
হাস্তিকোত্তম্ভিতকরকাননীকৃতখান্তরম্ ॥ ১৯ ॥
তরত্তরলভাপূরসপক্ষসকলায়ুধম্।
ধমদ্ধমিতিশব্দৈশ্চ শ্বাসোত্থৈর্ধ্মাতিখান্তরম্ ॥ ২০ ॥
চক্রব্যূহকরাক্রান্তদুর্ব্বৃত্তসুরভাস্বরম্।
গরুড়ব্যূহসংরম্ভবিদ্রবন্নাগসঞ্চয়ম্ ॥ ২১ ॥
শ্যেনব্যূহবিভিন্নাগ্রসন্নিবেশোত্তমধ্বনি।
অন্যোন্যাস্ফোটনিঃশেষপ্রপতদ্ভূরিবৃন্দকম্ ॥ ২২ ॥
বিবিধব্যূহবিন্যাসবান্তবীরবরারবম্।
করপ্রতোলনোল্লাসমত্তমুদ্গরমণ্ডলম্ ॥ ২৩ ॥
কৃষ্ণায়ুধাংশুজলদশ্যামীকৃতদিবাকরম্।
অনিলাধূতপল্যলসূৎকৃতাভশরধ্বনি ॥ ২৪ ॥
অনেককল্পকল্পাগ্রসবৃন্দমিব সংস্থিতম্।
প্রলয়ানিলসংক্ষুব্ধমেকার্ণবমিবোত্থিতম্ ॥ ২৫ ॥
সদ্যশ্ছিন্নং মহামেরোঃ পক্ষদ্বয়মিব স্ফুরৎ।
ক্ষুব্ধমারুতনির্দ্ধূতমিব কজ্জলপর্ব্বতম্ ॥ ২৬ ॥
পাতালকুহরাৎ ক্ষুব্ধমন্ধকারমিবোত্থিতম্।
লোকালোকমিবোন্মত্তনৃত্যলোললসত্তটম্।
মহানরকসঞ্জাতং ভিত্ত্বাবনিমিবোত্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

আলোলকুন্তমুসলাসিপরশ্বধাংশু
শ্যামায়মানদিবসাতপবারিপূরৈঃ।
একার্ণবং ভুবনকোষমিবাচিরেণ
কর্ত্তুং সমুদ্যতমগাধমনন্তপূরৈঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে আহবারম্ভণং নাম দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

———

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—: :—

রামউবাচ।

ভগবন্ যুদ্ধমেতন্মে সমাসেন মনাগ্বদ।
শ্রুতিরাহ্লাদ্যতে শ্রোতুর্যস্মাদেতাভিরুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ তত্রৈব তে দেব্যৌ সংগ্রামং তমবেক্ষিতুম্।
বিমানে কল্পিতে কান্তে রুদ্ধে রুরুহতুঃ স্থিরে ॥ ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র লীলেশঃ প্রতিপক্ষতঃ।
তমুৎসোঢ়ুমশক্তঃ সন্ মুখব্যতিকরে রণে ॥ ৩ ॥
প্রলয়ার্ণবকল্লোল ইবোৎপত্যোদ্ভয়ে ভটে।
জহৌ সানাবিব শিলাং ভটস্যোরসি মুদ্গরম্ ॥ ৪ ॥
অথ প্রবৃত্তঃ প্রসভং প্রলয়ার্ণবরংহসা।
সেনয়োঃ শস্ত্রসম্পাতঃ কিরন্ননলবিদ্যুতঃ ॥ ৫ ॥
তরত্তরলধারাগ্ররেখাঙ্কিতনভস্তলঃ।
ধ্বনৎকণকণাশব্দমধ্যলক্ষিতটাঙ্কৃতিঃ ॥ ৬ ॥

ধীরহুঙ্কারমিশ্রোগ্রঘর্ঘরারবঘস্মরঃ।
প্রবৃত্তশরধারাগ্রভাস্করার্চ্চির্ব্বিতানকঃ॥ ৭ ॥
নদৎকঙ্কটটঙ্কারপ্রোড্ডীনকণপাবকঃ।
পরস্পরাহতিচ্ছিন্নহেতিখণ্ডখগাম্বরঃ॥ ৮ ॥
বীরদোর্দ্রুমসঞ্চার-বহদ্বননভস্থলঃ।
কোদণ্ডচক্রক্রেঙ্কারদ্রবদ্বৈমানিকাঙ্গনঃ॥ ৯ ॥
মহাহলহলারাবভৃঙ্গীকৃতঘনধ্বনিঃ।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থ ইবৈকঘনতাবশাৎ॥ ১০ ॥
নারাচাসারধারাগ্রলূনশূরশিরস্করঃ।
পরস্পরাংসসঙ্ঘট্টরণৎকঙ্কটসঙ্কটঃ॥ ১১ ॥
হুঙ্কারহতহেত্যুগ্রসঙ্ঘট্টকটুটাঙ্কৃতঃ।
তরদ্ধারাতরঙ্গাভ্র-দন্তুরাশেষদিঙ্মুখঃ॥ ১২ ॥
হেতিসঙ্ঘট্টবিক্ষোভমুষ্টিগ্রাহ্যঝণজ্ঝণঃ।
চিরমাস্ফোটকাস্ফোটলুঠচ্চটচটারবঃ॥ ১৩ ॥
প্রবহৎখড্গসীৎকারজ্বলৎসণসণধ্বনিঃ।
সরচ্ছরভরাধ্বান্তশরৎখরখরারবঃ॥ ১৪ ॥
ধগদ্ধগিতি বিচ্ছিন্নকণ্ঠোত্থপ্রাণলোহিতঃ।
ছিন্নবাহুশিরঃখড্গখণ্ডনির্ব্বিবরাম্বরঃ॥ ১৫ ॥
কঙ্কণ্ঠোত্থস্ফুরদ্বহ্নিসটাস্পৃষ্টশিরোরুহঃ।
রণৎপতদসিব্রাতমত্তপীনঝণজ্ঝণঃ॥ ১৬ ॥

কুন্তকুণ্ঠিতমাতঙ্গতরঙ্গোত্তুঙ্গলোহিতঃ।
দন্তিদন্তবিনিষ্পেষ তারচীৎকারকর্কশঃ॥ ১৭॥
মহামুসলসম্পাতপিষ্টকষ্টোদ্ধুরস্বরঃ।
তরচ্ছূরশিরঃপদ্মপ্রকরাচ্ছাদিতাম্বরঃ॥ ১৮॥
ব্যোমন্যস্তভুজাহীন্দ্রঃ পূর্ণধূলিময়াম্বুদঃ।
ছিন্নহেতিনরারব্ধকেশাকেশিপ্রতিক্রিয়ঃ॥ ১৯॥
নখানখি নিকৃত্তাক্ষিকর্ণনাসোষ্ঠকন্ধরঃ।
ছিন্নায়ুধমহামল্লহেলোল্লালনলব্ধভূঃ॥ ২০॥
পতৎসমদমাতঙ্গকম্পিতোর্ব্বীলুঠদ্রয়ঃ।
রণদ্রথরয়োৎপন্নক্ষরদ্রক্তসরিৎপথঃ॥ ২১॥
রজোরচিতনীহারঃ কচৎপ্রবহদায়ুধঃ।
একীকৃতঘনক্ষোভসৈন্যসাগরগর্জ্জিতঃ॥ ২২॥
মত্তহাসবিলাসেন মৃত্যুনা পরিচর্ব্বিতঃ।
গর্ব্বিতাদ্রীন্দ্রনাগেন্দ্রখর্ব্বিতাম্ভোদগর্জ্জিতঃ॥ ২৩॥
বৃক্ষশ্বভ্রতটীচ্ছন্নচক্রশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরঃ।
শরোর্ণাতন্তুনীরন্ধ্রঘৃষ্টিযোধাদ্রিমেখলঃ॥ ২৪॥
মেঘবিশ্রান্তবিচ্ছিন্নপতাকাপটচামরঃ।
যন্ত্রপাষাণচক্রৌঘদূরবিদ্রুতখেচরঃ॥ ২৫॥
মরণব্যগ্রকৃত্তাঙ্গযোধাক্রন্দাতিঘর্ঘরঃ।
কুঠারঘাতসঞ্জাতবিদলন্মস্তকব্রজঃ॥ ২৬॥

দূরোড্ডীনকচৎখড্গখণ্ডতারকিতাম্বরঃ।
শক্তিনির্ম্মুক্তশক্ত্যোঘবিভিন্নেভাবৃতাবনিঃ ॥ ২৭ ॥
সৈন্যব্যাকুলবেতালললনোন্মুক্তমুদ্গরঃ।
গগনোত্তম্ভিতোত্তুঙ্গশূরতোমরতোরণঃ ॥ ২৮ ॥
ভুশুণ্ডীভগ্নখড়্গৌঘখণ্ডালীব্যোমকুন্তলঃ।
কুন্তবেণুবনন্যস্ততাপাম্বরকচচ্ছবিঃ ॥ ২৯ ॥
খড্গর্ষ্টিবৃষ্টিসম্পুষ্টরাজপূজিতসৈনিকঃ।
শূলোত্তম্ভিতসচ্ছূরগ্রহণোদ্যমিতাপ্সরাঃ ॥ ৩০ ॥
গদাতুষারবিগলৎস্ফুরিতাঙ্গদদিঙ্মুখঃ।
প্রাসপ্রসভসম্পিষ্টকষ্টচেষ্টতয়োৎকটঃ ॥ ৩১ ॥
চক্রক্রকচসঞ্চারচ্ছিন্নাশ্বনরবারণঃ।
পরশুব্রাতসন্তাপপতৎসমদবারণঃ ॥ ৩২ ॥
লকুটোল্লোড়নোড্ডীনপ্রোড্ডামরচটদ্ভটঃ।
যন্ত্রপাষাণসম্পাতপিষ্টকেতুরথদ্রুমঃ ॥ ৩৩ ॥
করবালবিলূনাগ্রচ্ছত্রপঙ্কজপাণ্ডুরঃ।
ক্ষেপণক্ষোভসঙ্ক্ষীণসৈন্যক্ষোভোপ্যলক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
কবন্ধবন্ধসন্নেতৃপাতসম্পিষ্টপার্শ্বগঃ।
সাঙ্কুশাঙ্কিতসখ্যস্থবীরবারিতবারণঃ ॥ ৩৫ ॥
পরশুব্রাতসম্পাতপতৎসমদবারণঃ।
পাশাপাশিবিশেষজ্ঞবীরাতিপরিদেবনঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্ষুরিকাকুক্ষিনির্ভেদগলৎপদ্মপতজ্জনঃ।
ত্রিশূলবলনোন্মত্তশূরসঙ্করনর্ত্তিতঃ॥ ৩৭॥

ধাবদ্ধানুষ্কসম্পূর্ণকুলকূজিতকাকলিঃ।
ভিন্দিপালসটাটোপহুঙ্কারারভটীনটঃ॥ ৩৮॥

বজ্রমুষ্টিবিনিষ্পিষ্টপিষ্টসদ্ভটসঙ্কটঃ।
শ্যেনবদ্ব্যোমপদবীম্প্রোৎপতৎপটুপট্টিশঃ॥ ৩৯॥

অঙ্কুশাকৃষ্টশূরেশরথেভহয়কেতনঃ।
হলাহলিহতালূনহেলাকুলকুলাচলঃ॥ ৪০॥

মুতালোত্তালকুদ্দালনিখাতবনভূতলঃ।
ধনুর্দ্বিগুণমাত্রাস্তলূনলোকশিলাবলিঃ॥ ৪১॥

ক্রকচোভয়পার্শ্বেভচ্ছিন্নমত্তমতঙ্গজঃ।
সংগ্রামোলূখলক্ষুন্নলোকতণ্ডুলমৌসলী॥ ৪২॥

অস্ত্রাভাশৃঙ্খলাজালবদ্ধসেনাবিহঙ্গমঃ।
লোলাসিবীরনিস্ত্রিংশনীতবাদিগৃহাঙ্গণঃ॥ ৪৩॥

গণশোনীয়মানাগ্র্যশ্বাপদারাবনির্ভরঃ।
নখাঙ্গুষ্ঠখনৎপুঙ্খপ্রেঙ্খারণরণারবৈঃ॥ ৪৪॥

মরিচৈর্ব্ব্যঞ্জনানীব রঞ্জয়ন্ সকলারবান্।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভাগ্নিমুতযোধেরিতায়ুধঃ॥ ৪৫॥

সৈন্যনিক্ষিপ্তকুন্তাগ্নিদগ্ধযোধোজ্‌ঝিতায়ুধঃ।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভস্থতপ্তাঙ্গারহতেক্ষণঃ।
সৈন্যনিক্ষিপ্তকুম্ভস্থবিষবারিদলঞ্জনঃ ॥ ৪৬ ॥

নারাচবর্ষবরবারিদবীরপূর-
মত্তাভ্রসম্ভ্রমসনৃত্তকবন্ধবর্হী।
কল্পান্তকাল ইব বেগবিবর্ত্তমান-
মাতঙ্গশৈলবলিতোরণসম্ভ্রমোভূৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে সেনয়োঃপ্রথমপাতবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—॰—

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ রাজ্ঞাং যুযুৎসূনাং ভটানাং মন্ত্রিণামপি।
নভসঃ প্রেক্ষকাণাঞ্চ তত্রেমাঃ প্রোদগুর্গিরঃ॥ ১॥
চলৎপদ্মং সর ইব বহুদ্বিহগমেব চ।
নভঃ শূরশিরঃকীর্ণং ভাতি তারকিতাকৃতি॥ ২॥
পশ্য রক্তপৃষৎপূরসিন্দূরারুণমারুতৈঃ।
সান্ধ্যা ইব বিভান্ত্যেতে মধ্যাহ্নেম্বুদভানবঃ॥ ৩॥
কিমিদং ভগবন্ ব্যোম পলালভরিতং স্থিতম্।
নেদং পলালং বীরাণামেতে শরভরাম্বুদাঃ॥ ৪॥
যাবন্তোভুবি সিচ্যন্তে রুধিরৈরণরেণবঃ।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি ভটানামাস্পদং দিবি॥ ৫॥
মাভৈষ্ট নৈতে নিস্ত্রিংশা নীলোৎপলদলত্বিষঃ।
অমী বীরাবলোকিন্যা লক্ষ্ম্যা নয়নবিভ্রমাঃ॥ ৬॥
বীরালিঙ্গনলোলানাং নিতম্বে সুরযোষিতাম্।
মেখলাঃ শিথিলীকর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ কুসুমায়ুধঃ॥ ৭॥

লসদ্ভুজলতালোলারক্তপল্লবপাণয়ঃ।
মঞ্জরীমত্তনয়না মধ্বামোদসুগন্ধয়ঃ॥ ৮॥
গায়ন্ত্যোমধুরালাপৈর্নন্দনোদ্যানদেবতাঃ।
তবাগমনমাশঙ্ক্য প্রবৃত্তাঃ পরিনর্ত্তিতুম্॥ ৯॥
প্রত্যনীকং ভিনত্ত্যন্তঃ কুঠারৈঃ কঠিনৈরিয়ম্।
সেনাগ্রাণ্যেব বনিতা দয়িতং দৃষ্টিচেষ্টিতৈঃ॥ ১০॥
হা পিতুর্ম্মম ভল্লেন শিরোজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
সূর্য্যস্থ নিকটং নীতং কালেনেবাষ্টমোগ্রহঃ॥ ১১॥
আপাদশৃঙ্খলাপ্রোতভ্রমৎস্থূলোপলদ্বয়ম্।
ভ্রময়ংশ্চিত্রদণ্ডাখ্যং চক্রমূর্দ্ধভূজোজবাৎ॥ ১২॥
যোধো যম ইবাভাতি যাম্যাদায়াতি দিকৃতটাৎ।
সর্ব্বতঃ সংহরন্ সেনামেহি যামোযথাগতম্॥ ১৩॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ শ্বভ্রমজ্জৎকঙ্ককুলাকুলাঃ।
কবন্ধাঃ পরিনৃত্যন্তি তালোত্তালা রণাঙ্গণে॥ ১৪॥
গীর্ব্বাণগণগোষ্ঠীষু প্রবৃত্তাঃ সঙ্কথা মিথঃ।
কদা লোকান্তরং বীরাঃ কথং যাস্যন্তি কে কুতঃ॥১৫॥
নিগিরত্যাগতাঃ সেনাঃ স্রবন্তীরিব সাগরঃ।
সমৎস্যমকরব্যূহা অহো নু বিষমো ভটঃ॥ ১৬॥
কটেষু করিণাং কীর্ণা ধারা নারাচরাজয়ঃ।
পতিতা ইব সম্পূর্ণাঃ শৃঙ্গসজ্ঘেষু বৃষ্টয়ঃ॥ ১৭॥

হা কুন্তেন শিরোনীতং মমেত্যেবং বিবক্ষতঃ।
শিরসাঽজীবমিত্যেবং খে খগেনেব বাশিতম্ ॥ ১৮ ॥
যন্ত্রপাষাণবর্ষেণ যৈষাস্মান্ পরিষিঞ্চতি।
সেনানুশৃঙ্খলাজালবলনা ক্রিয়তাং বলাৎ ॥ ১৯ ॥
বলীপলিতনির্ম্মুক্তং পূর্ব্বভার্য্যাপ্সরাঃ সতী।
অঙ্গীকরোতি ভর্ত্তারং পরিজ্ঞায় রণে হতম্ ॥ ২০ ॥
আ দিবং রচিতাকারাঃ কুন্তকাননকান্তয়ঃ।
বীরাণাং স্বর্গমারোঢুমিব সোপানপংক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
কান্তকাঞ্চনকান্তাঙ্গে ভটস্যোরসি কামিনী।
দৃষ্টা দেবপুরন্ধ্রীয়ং ভর্ত্তুরন্বেষণান্বিতা ॥ ২২ ॥
হা হতং সৈন্যমস্মাকং ভটৈরুদ্ধতমুষ্টিভিঃ।
মহাপ্রলয়কল্লোলৈঃ সুরশৈলস্থলং যথা ॥ ২৩ ॥
যুধ্যধ্বমগ্রতোমূঢ়া নয়তার্দ্ধমৃতান্ নরান্।
নিজান্ পাদপ্রহারেণ মৈতান্ দারয়তাধমাঃ ॥ ২৪ ॥
ধম্মিল্লবলনাব্যগ্রে ঘনোৎকণ্ঠৈঽপ্সরোগণে।
ভটোদিব্যশরীরেণ পার্শ্বপ্রাপ্তোনিরীক্ষ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
ফুল্লহেমারবিন্দাসু চ্ছায়াশীতজলানিলৈঃ।
স্বর্গনদ্যাস্তটীম্বেনং দূরায়াতং বিনোদয় ॥ ২৬ ॥
বিবিধায়ুধসঙ্ঘট্টখণ্ডিতোগ্রাস্থিকোটয়ঃ।
খে কবন্ধ্যঃ কণৎকারৈঃ প্রসৃতাস্তারকা ইব ॥ ২৭ ॥

ব্যোম্নি জীবনদীবাহে বহৎসায়কবারিণি।
চক্রাবর্ত্তিনি গচ্ছন্তি গিরয়োপ্যণুপঙ্কতাম্ ॥ ২৮ ॥
ভ্রমদ্ভির্গ্রহমার্গেষু শিরোভির্ব্বীরভূভৃতাম্।
আয়ুধাংশুলতানাললগ্নাসিদলকণ্টকৈঃ ॥ ২৯ ॥
কেতুপট্টমৃণালাঙ্গদলৈর্লব্ধশিলীমুখৈঃ।
বহদ্বাতচলৎপদ্মং নভঃ পদ্মসরঃ কৃতম্ ॥ ৩০ ॥
মৃতমাতঙ্গসঙ্ঘাতে গিরাবিব পিপীলিকাঃ।
ভীরবঃ পরিলীয়ন্তে স্ত্রিয়ঃ পুম্বক্ষসীব চ ॥ ৩১ ॥
অপূর্ব্বোত্তমসৌন্দর্য্যকান্তসঙ্গমশংসিনঃ।
বান্তি বিদ্যাধরস্ত্রীণামলকোল্লাসিনোনিলাঃ ॥ ৩২ ॥
ছত্রেষূড্ডীয়মানেষু স্থিতেষু ব্যোম্নি চন্দ্রতা।
ইন্দুনেব যশোমূর্ত্ত্যা কৃতা শুভ্রাতপত্রতা ॥ ৩৩ ॥
ভটোমরণমূর্চ্ছান্তে নিমেষেণামরং বপুঃ।
স্বকর্ম্মশিল্পিরচিতং প্রাপ্তঃ স্বপ্নপুরং যথা ॥ ৩৪ ॥
শলশক্ত্যৃষ্টিচক্রাণাং বৃষ্টয়োমুক্তভুষ্টয়ঃ।
ব্যোমাব্ধৌ মৎস্যমকরসঙ্কুলাবয়বাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
শরোৎকৃত্তসিতচ্ছত্রকলহংসৈর্নভঃস্থলম্।
ভাতি সঞ্চিতপূর্ণেন্দুবিম্বলক্ষৈরিবাবৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্রিয়ন্তে গগনোড্ডীনৈশ্চামরৈশ্চারুঘর্ঘরৈঃ।
বাতাবধূতসংরোধ-তরঙ্গনিকরদ্যুতিঃ ॥ ৩৭ ॥

দৃশ্যন্তে হেতিদলিতাশ্ছত্রচামরকেতবঃ।
আকাশক্ষেত্রবিক্ষিপ্তা যশঃ শালিলতা ইব ॥ ৩৮ ॥
বহদ্ভির্ব্ব্যোম্নি সঙ্কেম পশ্য নীতা ক্ষয়ং শরৈঃ।
শক্তিবৃষ্টিরূপায়ান্তী শস্যশ্রীঃ শলভৈরিব ॥ ৩৯ ॥
এষা প্রসৃতদোর্দ্দণ্ডভটখড্গচ্ছটাৎকৃতিঃ।
কঠিনাৎ কঙ্কটাজ্জাতা মৃত্যোরেবোগ্রহুঙ্কৃতিঃ ॥৪০॥
হেতিকল্পানিলক্ষুণ্ণা দন্তনির্ঝরবারয়ঃ।
জনতাক্ষয়কালেস্মিন্ ভগ্না নাগা নগা ইব ॥ ৪১ ॥
সচক্রনাথসূতাশ্বং ব্যূঢং রক্তমহাহ্রদে।
হাহাভিভূতগতিকং চেষ্টতে রথপত্তনম্ ॥ ৪২ ॥
করকঙ্কটকুট্যঙ্ক-খড্গসঙ্ঘট্টটাঙ্কৃতৈঃ।
কালরাত্র্যা প্রনৃত্যন্ত্যা রণবীণেব বাদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
নরেভখরবাজিভ্যো যে চ্যুতা রক্তনির্ঝরাঃ।
পশ্য তদ্বিন্দুসিক্তেন বায়ুনারুণিতা দিশঃ ॥ ৪৪ ॥
শস্ত্রাংশুজলদে ব্যোম্নি কালীচিকুরমেচকে।
শরকোরকভারস্রগ্মেঘে বিদ্যুদিবোদিতা ॥ ৪৫ ॥
অনন্তরক্তসংসক্ত-সন্নাবনিতলায়ুধৈঃ।
ভুবনং ভাত্যভিজ্বালমগ্নিলোক ইবাকুলম্ ॥ ৪৬ ॥
ভূশুণ্ডীশক্তিশূলাসি মুসলপ্রাসবৃষ্টয়ঃ।
অন্যোন্যচ্ছেদভেদাভ্যাং করপ্রকরতোপতন্ ॥ ৪৭ ॥

অক্ষোভৈকপ্রহরণাদযাতুধান্যন্যচেষ্টিতম্ ।
সংরম্ভাবেক্ষণপ্রজ্ঞং রণং স্বপ্নমিব স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
অনন্যশব্দাবিরতহতাহতিরণজ্ঝণৈঃ ।
গায়তীব ক্ষতক্ষোভমুদিতোরণভৈরবঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্যোন্যরণহেতু্যগ্রচূর্ণপূর্ণোরণার্ণবঃ ।
বালুকাময় এবাভূচ্ছিন্নচ্ছত্রতরঙ্গকঃ ॥ ৫০ ॥

সরভসরসর্বাদ্বসারিতূর্য্য
প্রতিরবপূরিতলোকপাললোকঃ ।
রণগিরিরয়মুগ্রপক্ষদক্ষ
প্রতিস্থিতিবৃত্ত ইবাম্বরে যুগান্তে ॥ ৫১ ॥
হাহাধিক্প্রবিকটকঙ্কটাননোত্থ
প্রোড্ডীনপ্রকটতড়িচ্ছটাপ্রতপ্তাঃ ।
ক্রেঙ্কারস্ফুরিতগুণেরিতারণন্তো
নারাচাঃ শিখরিশিলাগণং বহন্তি ॥ ৫২ ॥
ছিন্নেচ্ছাচ্ছমিতি ন যাবদঙ্গভঙ্গং
কুর্ব্বন্তোজ্বলদনলোজ্জ্বলাঃ পৃষৎকাঃ ।
তাবদ্দ্রাগদ্রুতমিত এহি মিত্র যামো
যামোয়ং প্রবহতি বাসরশ্চতুর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে রণপ্রেক্ষকজনোক্তিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

—: :—

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ প্রোড্ডয়নোদ্যুক্ততুরঙ্গমতরঙ্গকঃ।
উত্তাণ্ডব ইবোন্মত্তোবভূব স রণার্ণবঃ॥ ১॥
ছত্রডিণ্ডীরবিশ্রান্তসিতেষু শফরোৎকরঃ।
অশ্বসৈন্যোল্লসল্লোলকল্লোলাকুলকোটরঃ॥ ২॥
নানায়ুধনদীনীতসৈন্যাবর্ত্তবিবৃত্তিমান্।
মত্তহস্তিঘটাপীঠচলাচলকুলাচলঃ॥ ৩॥
কচচ্চক্রশতাবর্ত্তবৃত্তিভ্রান্তশিরস্তৃণঃ।
ধূলীজলধরাপীতভ্রমৎখড্গপ্রভাজলঃ॥ ৪॥
মকরব্যূহবিস্তারভগ্নাভগ্নভটৌঘনৌঃ।
মহাগুড়ুগুড়াবর্ত্তপ্রতিশ্রুদ্ধ্বনকন্দরঃ॥ ৫॥
মীনব্যূহবিনিষ্ক্রান্ত শরবীজৌঘসর্ষপঃ।
হেতিবীচীবরালূনপতাকাবীচিমণ্ডলঃ॥ ৬॥
শস্ত্রবারিকৃতাম্ভোদসদৃশাবর্ত্তকুণ্ডলঃ।
সংরম্ভঘনসঞ্চারসেনাতিমিতিমিঙ্গিলঃ॥ ৭॥

কৃষ্ণায়সপরীধানবলৎসেনাম্বুভীষণঃ।
কবন্ধাবর্ত্তলেখান্তর্ব্বদ্ধসৈন্যাদিভূষণঃ ॥ ৮ ॥
শরসীকরনীহারসান্ধকারককুব্‌গণঃ।
নির্ঘোষাশোষিতাশেষশব্দৈকঘনঘুঙ্ঘুমঃ ॥ ৯ ॥
পতনোৎপতনব্যগ্রশিরঃশকলসীকরঃ।
আবর্ত্তচক্রব্যূহেষু প্রভ্রমদ্ভটকাষ্ঠকঃ ॥ ১০ ॥
কষ্টটাঙ্কারকোদণ্ডকুণ্ডলোন্মথনোদ্ভটঃ।
অশঙ্কমেব পাতালাদিবোত্থৎসৈনিকোর্ম্মিমান্ ॥১১॥
গমাগমপরানন্তপতাকাচ্ছত্রফেনিলঃ।
বহদ্রক্তনদীরংহঃ প্রোহ্যমানরথদ্রুমঃ ॥ ১২ ॥
গজপ্রতিমসম্পন্নমহারুধিরবুদ্বুদঃ।
সৈন্যপ্রবাহবিচলদ্ধয়হস্তিজলেচরঃ ॥ ১৩ ॥
সসংগ্রামোম্বরগ্রাম ইবাশ্চর্য্যকরোনৃণাম্।
অভূৎ প্রলয়ভূকম্পকম্পিতাচলচঞ্চলঃ ॥ ১৪ ॥
তরত্তরঙ্গবিহগঃ পতৎকরিঘটাতটঃ।
ত্রস্তভীরুমৃগানীকস্ফূর্জ্জদ্ঘুরুঘুরারবঃ ॥ ১৫ ॥
সরচ্ছরালীশলভশতভঙ্গুরসৈনিকঃ।
তরত্তুরঙ্গশরভঃশরভারবনাবনিঃ ॥ ১৬ ॥
চলদ্দ্বিরেফনির্হ্রাদোরসত্তূর্য্যগুহাগুরুঃ।
চিরাৎ সসৈন্যজলদোলুঠদ্ভটমৃগাধিপঃ ॥ ১৭ ॥

প্রসরদ্ধূলিজলদোবিগলৎসৈন্যসানুমান্।
পতদ্রথবরাঢ্যাঙ্গঃ প্রতপৎখড্গমণ্ডলঃ ॥ ১৮ ॥
প্রোৎপতৎপদপুষ্পৌঘঃ পতাকাচ্ছত্রবারিদঃ।
বহদ্রক্তনদীপূরপতৎসারাববারণঃ ॥ ১৯ ॥
সোঽভূৎ সমরকল্পান্তোজগৎকবলনাকুলঃ।
পর্য্যস্তসধ্বজচ্ছত্রপতাকারথপত্তনঃ ॥ ২০ ॥
পতদ্বিমলহেত্যোঘভূরিভাস্বরভাস্করঃ।
কঠিনপ্রাণসন্তাপতাপিতাখিলমানসঃ ॥ ২১ ॥
কোদণ্ডপুষ্করাবর্ত্তশরধারানিরন্তরঃ।
বহৎখড্গশিলালেখাবিদ্যুদ্দলয়িতাম্বরঃ ॥ ২২ ॥
উচ্ছিন্নরক্তজলধিপতিতেভকুলাচলঃ।
নাভোবিকীর্ণনিপতদ্দ্যুত্তারকণতারকঃ ॥ ২৩ ॥
চক্রকুল্যাম্বুদাবর্ত্ত-পূর্ণব্যোমশিরাম্বুদঃ।
অস্ত্রকল্পাগ্নিনির্দ্দগ্ধসৈন্যলোকান্তরক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
হেতিবর্ষাশনিচ্ছন্নভূতলামলভূধরঃ।
গজরাজগিরিব্রাতপাতপিষ্টজনব্রজঃ ॥ ২৫ ॥
শরধারাঘনানীকমেঘচ্ছন্নমহীনভাঃ।
মহানীকার্ণবক্ষোভসঙ্ঘট্টঘটিতাদ্রবঃ ॥ ২৬ ॥
ব্যাপ্ত উগ্রানিলোদ্ধূতৈর্জ্জ্বলধ্যালৈরিবাচলঃ
অন্যোন্যদলনব্যগ্রৈঃ শস্ত্রোৎপাতইবোত্থিতৈঃ ॥ ২৭ ॥

শূলাসিচক্রশরশক্তিগদাভুশুণ্ডী-
প্রাসাদয়োবিদলনেন মিথোধ্বনন্তঃ।
দীপ্তা অধুর্দ্দশদিশঃ শতশোভ্রমন্তঃ
কল্পান্তবাতপরিবৃত্তপদার্থলীলাম্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে রণবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—::—

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ শৃঙ্গোপমানেষু স্থিতেষু শররাশিষু।
সর্ব্বভীরুষু ভগ্নেষু বিদ্রুতেষু দিশোদশ ॥ ১ ॥
মাতঙ্গশবশৈলেষু বিশ্রান্তম্বুদপংক্তিষু।
যক্ষরক্ষঃপিশাচেষু ক্রীড়ৎস্থ রুধিরার্ণবে ॥ ২ ॥
মহতাং ধর্ম্মনিষ্ঠানাং শীলৌজঃসত্ত্বশালিনাম্।
শুদ্ধানাং কুলপদ্মানাং বীরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩ ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধানি জাতানি মেঘানামিব গর্জ্জতাম্।
মিথোনিগরণোৎকানি মিলন্ত্যাপগপূরবৎ ॥ ৪ ॥
পঞ্জরঃ পঞ্জরেণেব গজৌঘেন গজোচ্চয়ঃ।
সবনঃ সবনেনাদ্রিরদ্রিণেবামিলদ্বলাৎ ॥ ৫ ॥
অশ্বৌঘোমিলদশ্বানাং বৃন্দেনারাবিরংহসা।
তরঙ্গৌঘেন ঘোষেণ তরঙ্গৌঘ ইবার্ণবে ॥ ৬ ॥
নরানীকং নরানীকঃ সমায়ূধমযোধয়ৎ।
বেণ্বোঘমিব বেণ্বোঘোমরুল্লোলোমরুদ্বলম্ ॥ ৭ ॥
রথৌঘশ্চ রথৌঘেন নিষ্পিপেষাখিলং বপুঃ।
নগরং নগরেণেব দৈবেনোড্ডীনমাস্থরম্ ॥ ৮ ॥
সরচ্ছরভরাসাররচিতাপূর্ব্ববারিদম্।
যুযুধে স্থগিতাকাশা ধনুর্দ্ধরপতাকিনী ॥ ৯ ॥

বিষমায়ুধযুদ্ধেষু যোদ্ধারঃ পেলবাশয়াঃ।
যদা যুক্ত্যা পলায়ন্তে রণকল্পানলে তদা ॥ ১০ ॥
মিলিতাশ্চক্রিণশ্চক্রৈর্দ্ধনুর্দ্ধারৈর্দ্ধনুর্ধরাঃ।
খড্গিভিঃ খড্গযোদ্ধারো ভুশুণ্ডীভির্ভুশুণ্ডয়ঃ ॥ ১১ ॥
মুসলৈর্ম্মুসলোদারাঃ কুন্তিনঃ কুন্তিধারিভিঃ।
ঋষ্ট্যায়ুধা ঋষ্টিধরৈঃ প্রাসিভিঃ প্রাসপাণয়ঃ ॥ ১২ ॥
সমুদ্গরা মুদ্গরিভিঃ সগদৈর্ব্বিলসদ্গদাঃ।
শাক্তীকৈঃ শক্তিযোদ্ধারঃ শূলৈঃ শূলবিশারদাঃ ॥ ১৩ ॥
প্রাসাসনবিদঃ প্রাসৈঃ পরশূক্তাঃ পরশ্বধৈঃ।
লকুটৌঘৈর্লকুটিনশ্চোপলৈরুপলায়ুধাঃ ॥ ১৪ ॥
পাশিভিঃ পাশধারিণ্যঃ শঙ্কুভিঃ শঙ্কুধারিণঃ।
ক্ষুরিকাভিস্তু ক্ষুরিকা ভিন্দিপালৈশ্চ তদ্গতাঃ ॥১৫॥
বজ্রমুষ্টিধরাবজ্রৈরঙ্কুশৈরঙ্কুশোদ্ধতাঃ।
হলৈর্হলনিকাষজ্ঞাস্ত্রিশূলৈশ্চ ত্রিশূলিনঃ ॥ ১৬ ॥
শৃঙ্খলাজালিনোজালৈঃ শৃঙ্খলৈরলিকোমলৈঃ।
ক্ষুভিত'কল্পবিক্ষুব্ধসাগরোর্ম্মিঘটা ইব ॥ ১৭ ॥
ক্ষুব্ধচক্রদলাবর্ত্তঃ শরসীকরমারুতঃ।
প্রভ্রমদ্ধেতিমকরো ব্যোমৈকার্ণব আবভৌ ॥ ১৮ ॥
উৎফুল্লায়ুধকল্লোলশিরাকুলজলেচরঃ।
মোদোরন্ধ্রসমুদ্রোসৌ বভূবামরদুস্তরঃ ॥ ১৯ ॥

দিব্যাষ্টকজনানীকং পক্ষদ্বয়তয়া তয়া।
অর্দ্ধেনার্দ্ধেন কুপিতং ভূপালাভ্যাং তথা স্থিতম্ ॥২০॥
মধ্যদেশাদিসঙ্খ্যানে প্রাগ্‌দিগ্‌ভ্যোভ্যাগতানিমান্।
লীলানাথস্য পদ্মস্য পক্ষে জনপদান্ শৃণু ॥ ২১ ॥
পূর্ব্বস্যাং কোসলাঃ কাশিমাগধা মিথিলোৎকলাঃ।
মেখলাঃ কর্করা মুদ্রাস্তথা সংগ্রামশৌণ্ডকাঃ ॥ ২২ ॥
মুখ্যাহিমা রুদ্রমুখ্যাস্তাম্রলিপ্তাস্তথৈব চ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষা বাজিমুখা অম্বষ্ঠাঃ পুরুষাদকাঃ ॥২৩॥
বর্ণকোষ্ঠাঃ সবিশ্বোত্রা আমমীনাশনাস্তথা।
ব্যাঘ্রবক্ত্রাঃ কিরাতাশ্চ সৌবীরা একপাদকাঃ ॥২৪॥
মাল্যবান্নাম শৈলোত্র শিবিরাঞ্জনএব চ।
বৃষলধ্বজপদ্মান্যাস্তথোদয়করোগিরিঃ ॥ ২৫ ॥
অথ প্রাগ্‌দক্ষিণায়ান্ত ইমে বিন্ধ্যাদিবাসিনঃ।
চেদয়োবৎসদাশার্ণা অঙ্গবঙ্গোপবঙ্গকাঃ ॥ ২৬ ॥
কলিঙ্গপুণ্ড্রজঠরা বিদর্ভা মেকলাস্তথা।
শবরাননবর্ণাশ্চ কর্ণা ত্রিপুরপূরকাঃ ॥ ২৭ ॥
কণ্টকস্থলনামানঃ পৃথগ্‌দীপককোমলাঃ।
কর্ণান্ধ্রাশ্চৌলিকাশ্চৈব তথা চার্ম্মণ্বতা অপি ॥২৮॥
কাককা হেমকুড্যাশ্চ তথা শ্মশ্রুধরা অপি।
বলিগ্রীবমহাগ্রীবাঃ কিষ্কিন্ধ্যা নালিকেরিণঃ ॥ ২৯ ॥

অথ লীলাপতেরস্য দক্ষিণস্যামিমে নৃপাঃ।
বিন্ধ্যোথ কুসুমাপীড়োমহেন্দ্রোদর্দ্দুরস্তথা॥ ৩০॥
মলয়ঃ সূর্য্যবাংশ্চৈব গণা রাজ্যসম্বন্ধকাঃ।
অবন্তীরিতি বিখ্যাতাস্তথা শাম্ববতীতি চ॥ ৩১॥
দশপূরকথাচক্রা রেষিকাতুরকচ্ছপাঃ।
বনবাসোপগিরয়স্তে ভদ্রগিরয়স্তথা॥ ৩২॥
নাগরা দণ্ডকাশ্চৈব গণরাষ্ট্রনূরাষ্ট্রকাঃ।
সাহাশ্চৈবর্য্যমূকাশ্চ কর্কোটা বনবিম্বিলাঃ॥ ৩৩॥
পম্পানিবাসিনশ্চৈব কৈরকাঃ কর্কবীরকাঃ।
স্বৈরিকা যাসিকাশ্চৈব ধর্ম্মপত্তনপাঞ্জিকাঃ॥ ৩৪॥
কাশিকাস্ত্বস্কুখল্লূলা যাদাস্তে তাম্রপর্ণকাঃ।
গোনর্দ্দাঃ কণকাশ্চৈব দীনপত্তননামকাঃ॥ ৩৫॥
তাম্রীকাদন্তুরা কীর্ণাঃ সহকারৈণকাস্তথা।
বৈতুণ্ডকাস্তুম্ববনা লাজিনদ্বীপকর্ণিকাঃ॥ ৩৬॥
কর্ণিকাভাশ্চ শিবয়ঃ কৌঙ্কণাশ্চিত্রকূটকাঃ।
কর্ণাটমণ্টবটকা মহাকটকিকাস্তথা॥ ৩৭॥
আন্ধ্রাশ্চ কোলগিরয়শ্চাবন্তিকবিচেরিকাঃ।
চণ্ডায়ত্তা দেবনকাঃ ক্রৌঞ্চা বাহাস্তথৈব চ॥ ৩৮॥
শিলাক্ষারোদভোনন্দমর্দ্দলা মলয়াভিধাঃ।
তে চিত্রকূটশিখরা লঙ্কারক্ষোগণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৯॥

অথ প্রত্যগ্‌দক্ষিণস্যাং মহারাজ্যসুরাষ্ট্রকাঃ।
সিন্ধুসৌবীরশূদ্রাখ্যা আভীরা দ্রবিড়াস্তথা ॥ ৪০ ॥
কীকটাঃ সিদ্ধখণ্ডাখ্যাস্তথাকালিরুহা অপি।
অত্র হেমগিরিঃ শৈলস্তথা রৈবতকোগিরিঃ ॥ ৪১ ॥
জয়কচ্ছোময়বরো যবনাস্তত্র জন্তবঃ।
বাহ্লীকা মার্গণাবন্তা ধূম্রাস্তন্বকনামকাঃ ॥ ৪২ ॥
তথা লাজগণাশ্চৈব তথাত্র গিরিবাসিনঃ।
ততোঙ্কিতোকনিয়ুতা এতে লীলাপতের্জ্জনাঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ তৎপ্রতিপক্ষস্থানিমান্ জনপদান্ শৃণু।
পশ্চিমায়ান্দিশি প্রোঢ়া ইমে তাবন্মহাদ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
মণিমান্নাম শৈলেন্দ্রঃ কুরার্পণগিরিস্তথা।
বনোর্কহোমেঘভবশ্চক্রবাড়স্তু পর্ব্বতঃ ॥ ৪৫ ॥
জনাঃ পঞ্চজনানাম কাশব্রহ্মচয়ান্তকাঃ।
তথৈব ভারক্ষতথাঃ পারকাঃ শান্তিকাস্তথা ॥ ৪৬ ॥
শৈব্যা রমরকা যাচ্ছা গুহুত্বা নিয়মাস্তথা।
হৈহয়াঃ স্থহ্যগায়াশ্চ তাজিকা হূণকাস্তথা ॥ ৪৭ ॥
পার্শ্বে কতকয়োঃ কর্কা গিরিপর্ণাবমাস্তথা।
সন্ত্যক্তধর্ম্মমর্য্যাদাস্তে বর্ণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
ততোজনপদা ভূমির্যোজনানাং শতদ্বয়ম্।
ততোমহেন্দ্রশিখরী মুক্তামণিময়াবনিঃ ॥ ৪৯ ॥

যুতোমহীধরশতৈরথাশ্বোনাম পর্ব্বতঃ।
ততোমহার্ণবোভীমঃ পারিযাত্রগিরিস্তটে ॥ ৫০ ॥
পশ্চিমোত্তরদিগ্ ভাগে দেশোগিরিমতি স্থিতঃ।
তথা বেণুপতিশ্চৈব ততোনরপতির্ম্মহী ॥ ৫১ ॥
তথা ফল্গুণকাশ্চৈব মাণ্ডব্যানেকনেত্রকাঃ।
পুরুকুন্দাশ্চ পারাশ্চ ভানুমণ্ডলভাবনাঃ ॥ ৫২ ॥
বম্মিলা নলিনা দীর্ঘা দীর্ঘকেশাঙ্গবাহবঃ।
রঙ্গাশ্চ স্তনিকাশ্চান্যা গুরুহাশ্চলুহাস্তথা ॥ ৫৩ ॥
ততঃ স্ত্রীরাষ্ট্রমতুলং গোবৃষাপত্যভোজনম্।
অথোত্তরস্যাং হিমবান্ ক্রৌঞ্চোথ মধুমান্ গিরিঃ ॥৫৪॥
কৈলাসোবসুমান্ মেরুস্তৎপাদেষু জনা উভে।
মদ্রবারেব যৌধেয়া মালবাঃ শূরসেনিকাঃ ॥ ৫৫ ॥
রাজন্যাশ্চ তথা জ্ঞেয়া অর্জ্জুনা তনয়স্তথা।
ত্রিগর্ত্ত একপাৎক্ষুদ্রা মবলা স্বস্তবাসিনঃ ॥ ৫৬ ॥
অবলাঃ প্রথলাঃ শাকাঃ ক্ষেমধূর্ত্তয় এব চ।
দশধানা গাবসন্যদণ্ডাহন্যসনাস্তথা ॥ ৫৭ ॥
ধানদাঃ সরকাশ্চৈব বাটধানাস্তথৈব চ।
অন্তরদ্বীপগান্ধারাস্তথাবন্তিসুরাস্তথা ॥ ৫৮ ॥
অথ তক্ষশিলা নাম তথোবীলবগোধনী।
পুষ্করার্ত্তদেশস্থ যশোবতি মহী ততঃ ॥ ৫৯ ॥

তেতোনাভিমতির্ভূমিস্তিক্ষাকালবরাস্তথা।
কাহকং নগরঞ্চৈব সুরভূতিপুরং তথা॥ ৬০॥
তথৈব রতিকাদর্শা অন্তরাদর্শ এব চ।
ততঃ পিঙ্গলপাণ্ডব্যং যামুনে যাতুধানকাঃ॥ ৬১॥
মানবানাঙ্গনাহেম-তালাঃ স্বস্বমুখাস্তথা।
হিমবান্ বসুমান্ ক্রৌঞ্চকৈলাসাবিত্যগাস্তথা॥ ৬২॥
ততোঽজনপদা ভূমিরশীতিশতযোজনা।
অথ প্রাগুত্তরস্থাস্তু ক্রমাজ্জনপদান্ শৃণু॥ ৬৩॥
কালুতা ব্রহ্মপুত্রাশ্চ কুণিদাঃ খদিনাস্তথা।
মালবা রন্ধ্ররাজ্যাশ্চ বনা রাষ্ট্রাস্তথৈব চ॥ ৬৪॥
কেডবস্তাঃ সিংহপুত্রাস্তথা বামনতাং গতাঃ।
সাবাকচ্ছা পলবহাঃ কামিরা দরদাস্তথা॥ ৬৫॥
অভিসাসদজার্ব্বাকাঃ পলোলকুবিকৌতুকাঃ।
কিরাতা যামুপাতাশ্চ দীনাঃ স্বর্ণমহী ততঃ॥ ৬৬॥

দেবস্থলোপবনভূস্তদনূদিতশ্রী-
র্ব্বিশ্বাবসোস্তদনু মন্দিরমুত্তমঞ্চ।
কৈলাসভূস্তদনুমঞ্জুবনশ্চ শৈলো
বিদ্যাধরামরবিমানসমানভূমিঃ॥ ৬৭॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানে জনপদবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

—:(:০:):—

উৎপত্তিপ্রকরণ।

—:০:—

প্রথম সর্গ

ব্রহ্মই মহাবাক্যের প্রভাবে ব্রহ্মবিৎ হন, এ কথার অর্থ এই যে, যিনি এক্ষণে জীব, তিনি চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য * শ্রবণজনিত অনন্তাদ্বয়ব্রহ্মাকারা মানসী বৃত্তির (জ্ঞানের) দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া জীবত্ব প্রাপক স্বাশ্রিত অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মভাবে প্রকাশিত হন। তাদৃশ স্বাত্মপ্রকাশের নাম ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বতত্ত্বসাক্ষাৎকার। যেমন স্বপ্নের আবির্ভাব, তেমনি, এই দেহেন্দ্রিয়াদি দৃশ্যপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। এ আবির্ভাব প্রত্যগাত্মরূপ † পরব্রহ্মে, অন্যত্র নহে। অতএব স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ "এই চরাচর সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা যিনি কথিত প্রকার স্বাত্মরহস্য অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিৎ১। যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দ্ব্যংশ। এক অংশের নাম অধ্যা-রোপ, অপর অংশের নাম অপবাদ। অধ্যারোপ পদ্ধতিরই একাংশে অর্থাৎ

---

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ৪ মহাবাক্য ৪ বেদে প্রসিদ্ধ।

† শরীরের মধ্যে যে সর্ব্বদ্রষ্টা চৈতন্য বিরাজিত, যাহা অবলম্বন করিয়া অহং বৃত্তি অর্থাৎ আমি-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রের প্রত্যগাত্মা।

অধ্যারোপ পদ্ধতিতে, ব্রহ্মরূপ আকাশে সৃষ্টি এবং অপবাদ পদ্ধতিতে তাহার ব্রহ্মাবশেষতা বুঝা যায়। * এই সৃষ্টি ব্রহ্মাবশেষ বা ব্রহ্মাকাশে পরিশেষিত (লুপ্ত) হইলেই তখন ইহা কি, কাহার সৃষ্টি, এবং ইহা কিসে আছে, এ সকল পূর্ব্বপক্ষের তিরস্কার হইয়া থাকে২। এই বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্তু, ক্রম ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্ত করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর৩। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা চিদাকাশবপু অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নিরাকার এবং তাহা কেবল চৈতন্য। তদ্ব্যতীত অন্য কোন আকার নাই। তিনি জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, পরন্তু তাহা স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। যেমন, বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার দর্শন হয়, তেমনি, জগৎ না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা হইতেছে। তুমি, আমি, ইত্যাদি ভেদ না থাকিলেও তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেইজন্য স্বপ্নের সহিত সংসারের তুলনা করা হয়৪।

আমি তোমার নিকট মুমুক্ষু ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে জগতের উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৫।

দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্যের বা দৃশ্য জ্ঞানের অভাব ঘটনা হইলে তখন আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর৬।

এই নশ্বর জগতে যে জন্মে, সে-ই বৃদ্ধি পায়, সে-ই মরে, সে-ই মুক্ত হয় এবং স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে৭। (ইহাই বদ্ধ জীবের গতি)। যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ না জানায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু আমি তোমার নিকট তোমার আত্মবোধার্থ সংসারে তোমার উৎপত্তি হওয়ার

---

* প্রায় আকাশের অনুরূপ, তাই শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মকে কখন কখন আকাশ নামে উল্লেখ করেন। অধ্যারোপ শব্দে কল্পিত সৃষ্টি এবং অপবাদ শব্দে সেই সেই কল্পনার লয়। কল্পনার লয় হইলে তখন সৃষ্টি থাকে না; কল্পনাধার ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মার কল্পনায় সৃষ্টি, ব্রহ্মার লয়ে প্রলয়। সেইজন্য এক এক সৃষ্টির নাম এক এক কল্প।

প্রকার বর্ণন করিব ৮। এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য—সংসারের উৎপত্তি। তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর, অনন্তর ইচ্ছানুসারে ইহার বিস্তৃতার্থ শ্রবণ করিও ৯।

স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎও মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে ১০। তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। সমস্তই লুপ্ত হয়। তখন না তেজ, না অন্ধকার, না নাম, না রূপ, কিছুই থাকে না। কেবল মাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন ১১। পণ্ডিতগণ বাগ্‌ব্যবহারার্থ সেই নামহীন পরমাত্মার ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন ১২। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টিকালে আপনিই আপনার মায়ায় বিভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ নাম সমন্বিত জীবভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ১৩। (তাঁহাকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ বলে)। অনন্তর সেই জীবভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার বিবিধরূপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, তদনন্তর মনন, ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদ পরিকল্পন করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি, নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন (হিরণ্যগর্ভের মন) প্রাদুর্ভূত হয় ১৪।১৫। সেই মন তখন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই এই জগদ্রূপ ইন্দ্রিয়জাল বিস্তৃত হইয়া থাকে ১৬। যেমন কাঞ্চনবলয় কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু কাঞ্চন কাঞ্চনবলয় হইতে ভিন্ন; তেমনি, পরমাত্মা এই জগৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও ইহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ ইহা পরমাত্মায় অবস্থিত। পরমাত্মা স্বসত্তায় অবস্থিত; জগৎ তাহার অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। জগতে যে সত্তা (অস্তিতা) আছে, তাহা ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত ১৭।১৮। যেমন মরুমরীচিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম, তেমনি, পরমাত্মাতেই এই ইন্দ্রজালময় জগতের

ভ্রম ১৯। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, সংস্থতি, বন্ধ, মোহ, তম, এই কয়েকটি নাম প্রদান করিয়া থাকেন ২০।

বৎস চন্দ্রানন রাম! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্ত্তন করি, পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব ২১। দর্শনকর্ত্তার দৃশ্য-পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। দ্রষ্টাই দৃশ্যের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত ২২। "তুমি, আমি" ইত্যাদিবিধ মিথ্যা বিজ্ঞানই জগৎ ও দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগৎ বা মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ মুক্তিলাভের আশা করা যায় না ২৩। কেবল মুখে প্রলাপবাক্যের ন্যায় "ইহা নাই, তাহা নাই, এ সকল মিথ্যা" ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপিণী ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায় ২৪। বিচারকগণ বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলে, তীর্থের সেবায় ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃশ্যদর্শন ব্যাধির শান্তি হয় না ২৫। এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে কদাচ ইহার অন্যথা (না থাকা) হইবে না। কারণ, অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা সর্ব্বথা অসম্ভব ২৬। চিন্ময় আত্মা অচেত্য অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পর্কবর্জ্জিত অসার তপস্যাদির অপরিজ্ঞেয়। ইহ শরীরে যিনি আত্মদর্শনে বঞ্চিত, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের বলে যেখানে যাইবেন, অবস্থিতি করিবেন, সেই স্থানেই তাঁহার দৃশ্য দর্শন হইবে। এমন কি পরমাণু মধ্যে প্রবেশ করিলেও এরূপ দৃশ্য দর্শন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক না ২৭।* সেই জন্যই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার দৃশ্যভাব পরিমার্জ্জন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়াছি।† যেমন "সুরা ভক্ষণে তৃপ্তি নাই" এতদ্রূপ

* দৃশ্য দর্শনের বীজ ভ্রান্তি, তাহা থাকিতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ভ্রান্তি পরমাণু মধ্যেও বৃহৎ পর্ব্বত দেখাইতে পারে।

† এই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা সত্য, এ ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়। নাই ও দেখা যাইতেছে না, যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত্মা অর্থাৎ আমি, এই

দৃঢ়সম্বোধ ব্যতীত সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না, তেমনি, "দৃশ্য জগৎ মিথ্যা" এতদ্রূপ দৃঢ় বোধ ব্যতীত কেবল তপস্যায়, কেবল দানে, কেবল ধ্যানে ও কেবল জপে জগৎ দর্শন মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইবে না ২৮। হে রামচন্দ্র! যাবৎ জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে, তাবৎ, পরমাণু মধ্যে বাস করিলেও ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সঙ্কীর্ণতম বুদ্ধিপ্রদেশে ইহার (জগতের) প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে ২৯। চিদ্-দর্পণ (জীব) যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি ও পর্ব্বত, পৃথিবী, নদ, নদী, জল প্রভৃতি, সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইবে ৩০। এবং তন্নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ ও স্থির অস্থির বিভাগ, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে ৩১। রাম! এমন মনে করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিলে দৃশ্য মার্জ্জন হইবে। কারণ এই যে, সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহা মার্জ্জন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এইরূপ বোধ বা বোধসংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য সমাধিভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের অক্ষয়বীজ এবং সেই বীজ পুনঃ পুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। যদিও নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে মানবগণ তুরীয় পদ পাইবে বলিয়া আশা করে, তথাপি, দৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত না হওয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধির সম্ভাবনা অতীব অল্প ৩২।৩৩। যেমন সুষুপ্তির অবসানে সমুদায় পূর্ব্বতন জ্ঞানের উদয় হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে ৩৪। রমচন্দ্র! পুনর্ব্বার অনর্থ ভোগে নিপতিত হইতে হয়, এরূপ ক্ষণিক সমসুখদায়ক সমাধিতে

ভাব অভ্যস্ত করিতে হয়। করিলে অল্পে অল্পে দৃশ্যমার্জ্জন হইবে, তখন আর ইহা থাকিলেও বন্ধনের কারণ হইবেক না।

ফল কি ৩৫। যদি এমন হয় যে, কস্মিন্ কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবে না, তাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রবাহে স্থিতি করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অনন্ত অনাদি সুষুপ্তি সম অমল ব্রহ্মপদ লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব৩৬। কারণ এই যে, মনোনামক মূল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতে যত্নবান্ যোগীরাও দৃশ্য মার্জ্জনে অশক্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চিত জানিবে, তাদৃশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে সেই সেই বিষয়েই জগদ্ভ্রম থাকিবেই থাকিবে৩৭। দ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপূর্ব্বক পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করিয়া পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ব্বার তাহার দৃশ্য দর্শন হইবেই হইবে৩৮। অপিচ, এ পর্য্যন্ত কোনও যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা অনুভবসিদ্ধ৩৯।

নির্ব্বিকল্প সমাধি নিত্যপাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ (চিরস্থৈর্য্য) লাভ করে না ইহা সর্ব্ববিদিত। করিলেও তাহা (অচেতনপাষাণভাবপ্রাপক সমাধি) সচ্চিদানন্দ অজ অক্ষয় মোক্ষ নামক পরম পদের প্রাপক নহে৪০। হে রামচন্দ্র! তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের বিনাশ, অদর্শন বা পরিহার সাধিত হয় না। দৃশ্য কি? দৃশ্য কেবল আত্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ (কল্পনা)। সুতরাং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত দৃশ্য বিনাশের সম্ভাবনা নাই৪১। যেমন পদ্মবীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদ্মের বীজ লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টাতে (চিদাত্মায়) দৃশ্যবুদ্ধি লুক্কায়িত, অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে৪২। পদার্থ বিশেষের আশ্রয়ে রস, তিলে তৈল ও কুসুমে প্রমোদ (সুগন্ধ যেরূপ), দর্শনকর্ত্তাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেই-রূপ জানিবে৪৩। কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানে থাকুক না কেন, সেই সেই স্থানে গন্ধ উদ্ভব করিবেই করিবে। সেইরূপ, জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যে অবস্থায় ও যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে৪৪।

হৃদয়-প্রদেশেই অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিতত্ত্ব মধ্যেই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পাদির ন্যায় দৃশ্যের অবির্ভাব হইয়া থাকে, স্বকীয় অনুভব তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত। যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালকগণকে বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃশ্যরূপিণী রূপিকা (পিশাচী) দ্রষ্টাকেই হনন করিয়া থাকে৪৫।৪৬। * যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্তে কাণ্ড-প্রকাণ্ড-যুক্ত (শাখা-প্রশাখান্বিত) বৃহৎ বৃক্ষ হয়; সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যজ্ঞানও দেশ, কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়৪৭। যেমন বীজাদির উদরে বৃক্ষশক্তি অথবা অপুর্ব্ব কার্য্যশক্তি (অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরে (জীব কি? জীব চিৎ ও অন্তঃকরণ উভয়ের একীভাব। অন্তঃকরণ মায়িক। এই মায়িক অন্তঃকরণে) মায়াময় অপ্রতর্ক্য জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে৪৮।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

---

* এক শ্রেণীর পিশাচী আছে তাহারা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পুরুষদিগকে মুগ্ধ করতঃ বিনাশ করে। এই শ্রেণীর পিশাচীরা রূপিকা নামে অভিহিতা হয়। বোধ হয়, ইহারাই চলিত ভাষায় "পেতনী"। দৃশ্যদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন তাহারই অনুরূপ বলিয়া রূপিকা বলা হইয়াছে। বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়া যায়, পরন্ত ভূত তাহারই অমার্জ্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন নিজ কল্পিত ভূত দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় কল্পিত দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হয় ও জন্মাদিযুক্ত সংসার নামক দুরবস্থাগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তোমার নিকট আকাশজ ব্রাহ্মণের শ্রুতি-সুখাবহ উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে উচ্যমান উৎপত্তিনামক প্রকরণ সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারিবে১।

পূর্ব্বে আকাশজ নামে * প্রজাহিতপরায়ণ ধ্যাননিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন২। মৃত্যু ইঁহারে চিরজীবী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, "আমি অবিনাশী। অপিচ, আমি একে একে সকল প্রাণীকেই উদর-সাৎ করি৩। কিন্তু কি জন্য এই আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না? যেমন শাণিত খড়্গের ধার প্রস্তরে কুণ্ঠিত বা ব্যর্থ হয়, তেমনি, এই ব্রাহ্মণে আমার সেই ভক্ষণশক্তি ব্যর্থ হইতেছে কেন? তাহা ভাল করিয়া দেখা যাউক৪।" মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের সংহারার্থ তদীয় পুরে গমন করিলেন। কোনও উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকার্য্যসাধনে উদ্যম ত্যাগ করেন না; সুতরাং মৃত্যুও স্বকার্য্য-সাধনের উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন না৫। বৎস রাম! মৃত্যু তদীয় পুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, প্রলয়াগ্নিসন্নিভ হুতাশন তাঁহারে দগ্ধ করিতে লাগিল৬। তথাপি তিনি সেই অগ্নি বিদারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

---

* মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্ম আকাশসদৃশ। আকাশে নীলিমা নাই, অথচ তাহা নীল বলিয়া ভ্রম জন্মে। আকাশ যেমন নীল ভ্রমের আশ্রয়, তেমনিও, ব্রহ্মও মায়াসঙ্গের আশ্রয়। তদনুসারে ব্রহ্ম আকাশ সদৃশ বলিয়া আকাশ নামের নামী। যিনি তাঁহা হইতে প্রথম উৎ-পন্ন হন তিনি আকাশ-সদৃশ হন। এই আকাশ সদৃশ আকাশজ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পুরাণ-বর্ণিত ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ।

অনন্তর ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রযত্ন-সহকারে তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করিলেন৭। মৃত্যু অতিশয় বলবান ছিলেন, তথাপি সবলে শত হস্ত বিস্তার করিয়াও সেই সঙ্কল্পপুরুষসদৃশ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না৮। তখন তিনি সকল সংশয়ের উচ্ছেদকর্ত্তা যমের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আমি কি জন্য আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না৯? যম কহিলেন, মৃত্যো! তুমি একাকী কাহাকেও সংহার করিতে সমর্থ নহ। মারণীয় ব্যক্তির মরণোপযোগী কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই মারণীয় ব্যক্তিকে সংহার করিতে সমর্থ নহে। কর্ম্মই প্রকৃত মারক, অন্যে প্রকৃত মারক নহে১০। তুমি এক কার্য্য কর। তুমি যত্নসহকারে ঐ মারণীয় বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় অন্বেষণ কর, পরে উহার মারক কর্ম্মের সাহায্যে উহাকে সংহার করিও ১১।

অনন্তর মৃত্যু আকাশজ দ্বিজের কর্ম্মান্বেষণে যত্নপরায়ণ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দিক্, দিগন্ত, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য, শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ, পুর, নগর, গ্রাম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন। উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু প্রোক্ত প্রকারে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কোনও স্থানে কোনও বিজ্ঞ বন্ধ্যাপুত্র দেখিতে পায় না, এক পুরুষ যেমন অন্য পুরুষের মনোরাজ্যস্থ পর্ব্বত দেখিতে পায় না, সেইরূপ১২।১৫। তখন তিনি দুঃখিত মনে ধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মরাজ সমীপে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। নিয়ম এই যে, প্রভুরাই অনুজীবীদিগের সংশয়চ্ছেদের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং মৃত্যু প্রভু-সকাশে আসিয়া বলিলেন, প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় কোথায়? নির্দ্দেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, মৃত্যো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম নাই। এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সে জন্য ইহার কোনও প্রকার কর্ম্ম নাই১৬।১৮। যে আকাশ হইতে জন্মে, সে-ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সেই জন্য ইহার কোনও রূপ

কর্ম্ম বা সহকারী লক্ষিত হইতেছে না১৯। প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।* ইহার কোনও প্রকার আকার উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তিও বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তির অনুরূপ২০। ইহার জন্মের প্রতি আকাশ ব্যতীত উপাদান না থাকায় ইহাকে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। ইনি কেবল আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন, সুতরাং ইনিও কেবল আকাশ। যেমন আকাশে মহাবৃক্ষ থাকে না, তেমনি, ইহাতে পুর্ব্বকৃত কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়২১। কর্ম্ম না থাকায় ইহার চিত্তও অবশীভূত নহে। কি শরীর, কি মানস সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অভাব থাকায় ইনি নির্ম্মল আকাশরূপী ও স্বকারণ আকাশে (ব্রহ্মে) অবস্থিত২২।২৪। আমরা ভ্রমবশতঃই ইহার প্রাণস্পন্দনাদি দর্শন করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ইহার কর্ম্মবুদ্ধি নাই২৫। কাষ্ঠপুত্তলিকাকে আপাত দৃষ্টি দ্বারা পুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইলেও তাহা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন, তেমনি, এই দ্বিজও চিদাকাশে উৎপন্ন ও অবস্থিত হওয়ায় ও থাকায় চিদাকাশ হইতে অভিন্ন। যেমন জলে তরলতা, আকাশে শূন্যতা ও বায়ুতে স্পন্দতা স্ববাবতঃই অবস্থিত, তেমনি, ইনিও স্বভাবতঃ পরম পদে অবস্থিত। ইহার পুর্ব্বতন ও অদ্যতন কোনও প্রকার কর্ম্ম না থাকায় ইনি সংসারের অন্তর্গত (সংসারের বশ্য) নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। যে সহকারী কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় না সে স্বকারণ হইতে অভিন্ন। কোন পৃথক্ কারণ বা সহকারী কারণ না থাকায় ইনি স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত। (স্বয়ম্ভূ=আপনিই হন) ২৬।৩০। ইহার পূর্ব্বের ও এক্ষণকার কোন প্রকার কর্ম্ম নাই। অতএব, তুমি কি প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিবে তাহা বল। যে ব্যক্তি আপ-

---

* মুক্ত হইলে পুর্ব্বের কর্ম্ম (পুণ্য পাপ) দগ্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে তাহার আশ্লেষ হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি, মুক্তাত্মাতে পুণ্য পাপ লিপ্ত হয় না। ব্রহ্মা মুক্তাত্মা।

নাকে স্বীয় কল্পনায় পৃথিব্যাদিভূতবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহী বলিয়া জানে, সেই পার্থিব ব্যক্তিকে তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থ৩১।৩২। এই ব্রাহ্মণ আপনাকে পৃথিব্যাদিময়দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে না। সে প্রকার কল্পনাও কখন করে না। সেই কারণে ইনি সাকার নহেন। সেই কারণে অর্থাৎ নিরাকারতা বিধায় তুমি ইহাকে মারিতে পার না। রজ্জু দৃঢ় হইলেও কোন্ ব্যক্তি আকাশকে বন্ধন করিতে পারে ?৩৩

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আকাশ ও শূন্য একই কথা। শূন্য হইতে কি প্রকারে জন্ম হইল এবং কি প্রকারে তাহার অস্তিতা সিদ্ধ হয়? পৃথিব্যাদি ভূত কাহার থাকে ও কাহার না থাকে তাহাও আমাকে বলুন৩৪। যম বলিলেন, মৃত্যো! এই দ্বিজ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং মরণগ্রস্তও হন না। (অর্থাৎ ইনি মুক্তাত্মা, জন্ম-মরণ-রহিত নিত্যসিদ্ধ অনাদি অনন্ত চিদ্বস্তু)। ইনি কেবল মাত্র বিজ্ঞানপ্রভা। সেই কারণে ইনি নিরাকাররূপে অবস্থিত৩৫। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তখন এই জন্মাদিরহিত সূক্ষ্ম নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তৎপরে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভ কালে তাঁহার পুরোভাগে অদ্রির (অদ্রি=পর্ব্বত) ন্যায় অনিবার্য্য তেজোময় বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। এই দ্বিজ সেই বিজ্ঞানময় বিরাট পুরুষ। সেই সময়ে যে ইহার যৎ কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি উদিত হয়, সেই স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য হওয়ায় আমরা মনে করি, ইনি আকারবান্। ফলতঃ আমাদের সে দর্শন বা সে জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ অসৎ; তাহা পরমার্থ সৎ নহে৩৬।৩৮। ইনি সেই ব্রাহ্মণ— যিনি সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাকাশের উদরে নির্ব্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন৩৯। ইহার দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা প্রাক্তন কর্ম্ম, বা বাসনা কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল ও জ্ঞানঘন৪০। যেমন তেজের প্রভা, তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের প্রভা। অর্থাৎ প্রকাশ৪১। সেইজন্য ইনি আকাশ। ইনি সকলেরই অধিগম্য; অথচ কেহই

ইহাকে দেখিতে পায় না। যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য, তাঁহাকে আবার কে কি দিয়া দেখিবে? যেমন চিদাকাশ, তেমনি ইনি, এবং ইহাকে যে আমরা জানি, আমাদের সে জানাও তদ্রূপ৪২। অতএব, কিরূপে ইহাতে পৃথিব্যাদির অবস্থান হইবে এবং কিরূপেই বা ইহার সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে? অতএব হে মৃত্যো! ইহার আক্রমণ বিষয়ে তুমি যত্ন পরিত্যাগ কর৪৩। কোন্ ব্যক্তি আকাশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? অনন্তর মৃত্যু ঐ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও নিজ ভবনে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হয়, আপনি সেই স্বয়ম্ভু, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানস্বরূপ প্রপিতামহ ব্রহ্মারই কথা বলিলেন৪৪।৪৫। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! হাঁ আমি তোমাকে সেই সনাতন ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছি। পুর্ব্বে মৃত্যু ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে যমের সহিত তাঁহার ঐরূপ কথোপকথন হইয়াছিল৪৬। মন্বন্তরকালে মৃত্যু যখন সর্ব্বভক্ষ হইয়া সমুদায় প্রজা বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময়ে বলপুর্ব্বক ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ৪৭। যে যাহা নিত্য করে, সে অভ্যাস বশতঃ অনুদিন তাহাই করিতে উদ্যত হয়। মৃত্যুও অভ্যাস বশতঃ অমৃত্যু ব্রহ্মার আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই ধর্ম্মরাজ মৃত্যুকে শাসনপুর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে৪৮ এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে তুমি কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি সঙ্কল্পপুরুষের ন্যায় অবস্থিত ও পৃথিব্যাদিরহিত, সুতরাং আকারবর্জ্জিত৪৯। যিনি কেবলমাত্র চিদাকাশ ও অনুভবরূপী, তিনি চিদাকাশ (ব্রহ্ম) ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার কারণ (জনক) নাই এবং তিনি কাহার কার্য্যও (উৎপন্ন) নহেন ৫০। যেমন এই ভৌতিক আকাশে পার্থিব আকার (যেন ইন্দ্রনীল নির্ম্মিত কটাহ উপুড় করা আছে বলিয়া) প্রকাশ পায়, যেমন মনোমধ্যে সঙ্কল্পরচিত মহাপুরুষ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তেমনি,

ইনিও আপনিই আপন চিদাকাশে পৃথিব্যাদিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য আকারে প্রকাশমান হন। সেই কারণে ইঁহাকে স্বয়ম্ভূ বলা হয় ৫১। এই স্বয়ম্ভূ নির্ম্মল আকাশে মুক্তাশ্রেণীর অনুরূপে অথবা স্বপ্নে ও মনোরাজ্যস্থ পুরুষের অনুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ৫২। ইনি পরমাত্মাই, সেই কারণে ইঁহাতে দৃশ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, এবং অন্য কিছু নাই; অথচ ইনি ভাসমান বা প্রকাশমান থাকেন। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্পশরীর; সেইজন্য ইঁহাকে মনোব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই পুরুষ সেই সঙ্কল্পাকাশরূপী; সেই কারণে ইঁহাতে পরভবিক (যাহারা পরে হয় তাহারা পরভবিক) পৃথ্ব্যাদি নাই ৫৩।৫৪।

যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হইতে থাকে, তেমনি, এই ব্রহ্মাও নির্ম্মল চিদাকাশে উদিত বা রাজমান হন ৫৫। আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে প্রকাশমান এই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্তের (বিষয়প্রকাশক সামর্থ্যের) দ্বারা সঙ্কল্পশরীর হইয়া আকাশীয় পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন সত্য; পরন্তু ইঁহার শরীর বন্ধ্যাসুতের ন্যায় মিথ্যা ৫৬।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি মন'কে, (এ মন মহত্তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে) শুদ্ধ অর্থাৎ পৃথ্ব্যাদিবর্জ্জিত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষে! যেমন তোমার, আমার এবং অন্যান্য ভূতগণের প্রাক্তনী স্মৃতি (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার) শরীরাদি উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনি, ব্রহ্মার উৎপত্তিতে প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ না হয় কেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ১।২। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বিত আদিশরীর (লিঙ্গদেহ) বিদ্যমান থাকে, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি সংসারস্থিতির কারণ হয় ৩। যখন ব্রহ্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাই, (সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে), তখন তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইনি আপনিই আপনার কারণ, ইহাতে অন্য কোন কারণের অবসর নাই ৪।৫। হে রামচন্দ্র! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আতিবাহিক নামে একই শরীর লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর ইহার নাই ৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সকল প্রাণীরই আতিবাহিক এবং আধিভৌতিক এই দুইটী শরীর আছে; কিন্তু ব্রহ্মার এক শরীর। ইহার কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন ৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমুদায় সকারণ (পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্নদেহাদিবিশিষ্ট) প্রাণীর আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর আছে; পরন্তু কারণাভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মার আধিভৌতিক শরীর নাই। তাঁহার একই শরীর ৮। ইনি সকল ভূতের কারণ; অথচ ইহার কোন কারণ নাই।

তাই ইনি একদেহী, দ্বিদেহী নহেন ৯। ইহার ভৌতিক দেহ নাই, ভৌতিক দেহ না থাকায় ইনি কেবল মাত্র আতিবাহিক শরীরে আকাশের সমানে ভাসমান আছেন ১০। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রশরীর (চিত্ত=সঙ্কল্প) প্রজাপতি যে সকল প্রজা সৃজন করিয়াছেন, ১১ সেই সমস্ত প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্যকারণসম্ভূত নহে। কারণ এই যে, যে যে-বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তুরই অনুরূপ হয় ১২। চিৎশরীর ও বোধস্বরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ সমুদায় সংসারী জীবের আদি প্রতিস্পন্দ; এবং তাহা হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে ১৩।১৪। যেমন সূক্ষ্ম অনিল হইতে স্থূলতর প্রতিস্পন্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি, সেই প্রাচীন বা প্রথম প্রতিস্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে এই সমস্ত প্রজা বিস্তৃত হইয়াছে ১৫। পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট ব্রহ্মা হইতে জন্ম লাভ করায় প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট সত্য; পরন্তু ইহা সত্য বলিয়া জীবের গোচরে অবস্থিত আছে। অথবা চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে জন্ম লাভ করায় চিদ্রূপী হইলেও ইহা জড়াকারে প্রকাশ পাইতেছে ১৬। অসদ্বস্তু যে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্নমৈথুন। যেমন স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাতেও ধাতুক্ষয় ঘটনা হয়, তেমনি, ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদার্থেও সত্যতুল্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব, স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন প্রতিভাসরূপী এই সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে ১৭। সমুদায় ভূতের ঈশ্বর ব্যোমশরীর স্বয়ম্ভূ দেহবিহীন হইয়াও সৃষ্টিবিস্তার দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন ১৮। ইনি সঙ্কল্পরূপতা ও স্বীয় স্বরূপের স্বায়ত্ততা প্রযুক্ত কখন অনুদিত ও কখন সমুদিত হন ১৯। ঈদৃশ স্বভাব পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রাকৃতি সঙ্কল্পপুরুষ ব্রহ্মাই ত্রিজগৎ

স্থিতির কারণ ২০। প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার সঙ্কল্প যখন যে আকারে বিকসিত হয় তখন তিনি সেই আকারেই প্রতিভাত হন। যেমন তোমার সঙ্কল্পে (মন যখন পর্ব্বত ভাবে তখন সে পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয়) তুমি প্রতিভাত হও, তেমনি, ২১ সংসারস্থ জনগণ দৃঢ় অন্তর্ব্বিস্মৃতির দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক দেহ (আপনার নিরাকারতা) ভুলিয়া গিয়া পিশাচাবিশিষ্টের ন্যায় বৃথা আধিভৌতিক দেহের বোধে বিমোহিত হইতেছে ২২। বিরিঞ্চির উক্তপ্রকার রূপ সেই বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যাত্মক পরব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ মায়ার সম্বলনে (সাহায্যে) প্রথম উদ্ভূত এবং তাহা সমুদায় স্থূলপ্রপঞ্চের মূল কারণ। অপিচ, এই বিরিঞ্চি মূর্ত্তিই পরব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্পপ্রধান আবির্ভাব, সেই কারণে ইনি অস্মদাদির ন্যায় আতি-বাহিক বিস্মৃত নহেন ২৩। প্রথমে আধিভৌতিক সমূহ উৎপন্ন হয় না। সেই কারণে আধিভৌতিক সমূহের দ্বারা তাঁহাতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা জড়তার আবেশ অসম্ভব ২৪। যেহেতু প্রজাবীজ ব্রহ্মা মনোমাত্র ও পৃথ্যাদিময় নহেন, সেই হেতু তদুৎপন্ন এই বিশ্বও বস্তুতঃ মনোময় ভিন্ন অন্য কিছু নহে ২৫। যেহেতু সেই বাস্তব জন্ম রহিতের কোনও কিছু সহকারী কারণ নাই, সেইহেতু তাঁহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগেরও সহকারী থাকার সম্ভাবনা নাই ২৬। যেহেতু কার্য্য-কারণের বাস্তব ভেদ নাই; যাহা কার্য্য তাহাই কারণ; সেই হেতু এই জগৎ কার্য্য বাস্তবপক্ষে কারণাতিরিক্ত নহে (কারণ=ব্রহ্ম)। অহে রামচন্দ্র! এই জগতে যখন কার্য্য ও কারণ পদার্থের সত্য পার্থক্য নাই, তখন অবশ্যই ইহা সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। যেমন জলের আন্দোলনে তরঙ্গ, তেমনি, ব্রহ্মার সঙ্কল্পে বিশ্ব। যেমন মনে নগরের সৃষ্টি ও গন্ধর্ব্বপুর প্রভৃতি অলীক বিষয় উদিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মার মনন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ২৭।৩০। প্রবুদ্ধমতি (অজ্ঞানমুক্ত) ব্রহ্মার আধিভৌতিক দেহের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাঁহার

আতিবাহিক দেহও নাই। ব্রহ্মা কেন? যাঁহারা প্রবুদ্ধ—তাঁহাদের কাহারও নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের অভাব, সেইরূপ, তাঁহাদের চিৎ-শক্তিতে দেহের (দেহাভিমানের) অভাব অবধারিত আছে ৩১।৩২। এই জগৎ বিরিঞ্চ্যাকারধারী মনোনামক আদি জীবের মনোরাজ্য বা মনের বিজৃম্ভণ হইলেও ইহা অজ্ঞদিগের দর্শনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ৩৩। যেহেতু মনঃই বিরিঞ্চি, সেইহেতু তিনি কেবল সঙ্কল্প। সঙ্কল্পবপুঃ বিরিঞ্চি সঙ্কল্প বিস্তার করিয়াই এ সকল সৃজন করিয়াছেন ৩৪। মনই ব্রহ্মার রূপ বা বপু; সেইজন্য তাঁহাতে পৃথ্ব্যাদি ভূতের অবস্থান নাই; পরন্তু তাঁহারই দ্বারা এই সকল পৃথিব্যাদি ভূত কল্পিত হইয়াছে ৩৫। যেমন পদ্মমধ্যে (বীজ) পদ্মান্তর, তেমনি, মনের মধ্যে দৃশ্য। মন ও দৃশ্যদ্রষ্টা একই বস্তু; বিভিন্ন বস্তু নহে ৩৬। যেমন তোমার মনোমধ্যে সঙ্কল্প ও চৈত্তরাজ্য অবস্থান করে, এবং তোমার হৃদয় দৃশ্যের আধার, তেমনি তাঁহারও মনোমধ্যে দৃশ্যের অবস্থিতি এবং ইহারই হৃদয় হইতে দৃশ্যের (জগতের) উৎপত্তি ৩৭। অতএব, যেমন বালকচিত্তকল্পনাসমুত্থ পিশাচ (ভূত) বালককে বিভীষিকা দেখায়, তেমনি, দ্রষ্টারই অন্তঃকল্পিত দৃশ্য দ্রষ্টাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। যেমন বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর দেশ-কালপ্রাপ্তে বৃহদাকার ধারণ করে; তেমনি, স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্যবোধই দেশ কাল প্রাপ্তে স্থূল হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায় ৩৮।৩৯।

হে রামচন্দ্র! দৃশ্য যদি সত্যসত্যই থাকে তাহা হইলে কদাচ দৃশ্যদুঃখের শান্তি হয় না। আবার দৃশ্য দুঃখের শান্তি না হইলেও দ্রষ্টা কেবল হন না। পণ্ডিতগণ বলেন, দৃশ্য দর্শন না হইলেই বোদ্ধবোধ্যভাববিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোদ্ধ বোধ্যভাব অভাবগ্রস্ত হইলে দ্রষ্টা তখন এক হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহার জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেন না দৃশ্যজ্ঞানের উপশম (বা অদৃশ্যের অদর্শন) হওয়াই মোক্ষ ৪০।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যখন এইরূপ জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট বচনপরম্পরা কহিতেছিলেন তখন তৎশ্রবণে উপস্থিত জনগণ তুষ্ণীভূত ও একতানমনা হইয়াছিলেন ১। স্পন্দহীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের কটিতটস্থিত কিঙ্কিণীজাল শব্দরহিত হইয়াছিল। অপিচ, পিঞ্জরস্থিত হারীত (একপ্রকার পক্ষী) ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়াবিরত হইয়াছিল ২। বিলাসপরায়ণ রমণীগণ বিলাস বিস্মৃত হইয়া এমন স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছিল যে, যেন তাঁহারা এক একটি চিত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা। অধিক কি বলিব, রাজসদ্মসহিত যাবতীয় প্রাণী ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অবস্থিত ছিল ৩। ক্রমে বেলা মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট রহিল দেখিয়া রবিকিরণ ও লৌকিক ব্যবহার অস্তভাব ধারণ করিল ৪। প্রফুল্ল-কমল-সুরভিবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণার্থ সমাগত হইয়া মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল ৫। সূর্য্যদেব যেন বশিষ্ঠবাক্যের অর্থাবধারণার্থ জগদ্ভ্রমণ পরিহারপূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশস্থ গিরিতটে গমন করিলেন ৬। সমভাব বা শান্তিদেবতা যেন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র সমশীতল করিলেন ৭। জনগণ মনোযোগের সহিত বশিষ্ঠবাক্য শুনিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হওয়ায় বোধ হইল, যেন লোকসকল সত্ত্বশূন্য হইয়াছে ৮। তৎকালে সকল বস্তুরই ছায়া দীর্ঘ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা উন্নতস্কন্ধ হইয়া বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিতেছে ৯।

এই সময়ে রাজপুরকর্ম্মচারী প্রধান ভৃত্য সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে মহারাজ দশরথকে কহিল, দেব! স্নান-পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; গাত্রোত্থান করুন ১০। এই সময়ে ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও প্রস্তাবিত বাক্য উপসংহার করতঃ "মহারাজ! আজ এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলেন, ১১ অবশিষ্ট কল্য প্রাতে বলিব।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন রাজা দশরথও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ "তাহাই হইবে" বলিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকামনায় পুষ্প, পাদ্য, অর্ঘ্য ও দক্ষিণা দান ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনাদির দ্বারা সমাদরপূর্ব্বক দেব, ঋষি, মুনি ও দ্বিজদিগকে পূজা করিলেন ১২।১৩। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সভাস্থ রাজন্যগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন দান করিতে লাগিলেন। সভ্যদিগের মুখমণ্ডল রাজাদিগের আভরণ রত্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইল। পরস্পরের অঙ্গসঙ্ঘট্টনে কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারের মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সকলেরই বক্ষঃ ও স্তনান্তরাল হারভারে ও স্বর্ণজড়িত বসনে সুষমান্বিত ১৪।১৫। বশিষ্ঠ বাক্যের অর্থাবধারণার্থ তত্রস্থ সমুদায় লোকের ইন্দ্রিয়নিচয় যেন প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং মধুপগণ তাঁহাদের শিরোপরি কুসুমদাম বিরাজিত কেশপাশপ্রসরে বিশ্রান্ত মনে উপবিষ্ট হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মৃদুমধুর গীতধ্বনি করিতেছে ১৬। আরও দেখা গেল, দিঙ্মণ্ডল যেন প্রদীপ্ত কনকাভরণ কিরণে সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে ১৭। দেখিতে দেখিতে বিমানচারিগণ আহ্নিক কৃত্য করণার্থ বিমানে ও ভূতলবাসিগণ ভূপৃষ্ঠস্থ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ১৮। যেমন মধ্যযৌবনা নারী জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে পতিমন্দিরে গিয়া দেখা দেয়, তেমনি, সভাস্থ জনগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে শ্যামবর্ণা রজনী জগন্মন্দিরে আগমন করতঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিলেন ১৯। দিবসনায়ক (সূর্য্য) এখন অন্য দেশে আলোক

প্রদান করিতে গিয়াছেন। সর্ব্বত্র আলোক প্রদান করা সৎপুরুষের ব্রত ২০।

ক্রমে তারানিকরধারিণী সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। কিংশুক প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে বনরাজি বসন্তসদৃশশোভা ধারণ করিল। যেমন চিত্তবৃত্তি সকল নিদ্রায় নিলীনা হয়, তেমনি, পক্ষিগণ এখন চুত ও কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রান্তরালে নিলীন হইল ২১।২২। মেঘখণ্ডে প্রভাকর-প্রভা নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তাহা যেন কুম্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আরও বোধ হইল, শ্রীমান্ পশ্চিম পর্ব্বত (অস্তগিরি) যেন সূর্য্যকিরণরূপ পীতবস্ত্র ও তারা-হার পরিধান করতঃ আকাশে প্রবেশ করিতেছেন ২৩। ক্রমে সমাগতা সন্ধ্যাদেবী যথাবিধি পূজাভাগ গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিগ্রহবান্ ভুতের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার আসিয়া দেখা দিলেন। নীহারকণাবাহী শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চার দ্বারা পল্লব ও কুসুম সমূহ সঞ্চালন করতঃ বহমান হইতে লাগিল। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দিগঙ্গনাগণ পতিবিয়োগবিধুরা দীর্ঘকৃষ্ণকেশী বিধবা রমণীর ন্যায় দিবাকরবিরহে কাতরা হইয়া নীহাররূপ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে (কাঁদিয়া কাঁদিয়া) অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না ২৪।২৬। দেখিতে দেখিতে ভুবন অমৃতময়াকার চন্দ্রের কিরণরূপ দুগ্ধ-প্রবাহে প্রপুরিত হইল। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞতারূপ তিমির-পটল কোথায় পলাইয়া গেল তাহার চিহ্নও থাকিল না ২৭।২৮। ঋষিগণ, দ্বিজগণ ও ভূমিপালকগণ স্ব স্ব স্থানে গমনপুর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ২৯। ক্রমে যমশরীরসমা শ্যামবর্ণা তিমিরমাংসলা বিভাবরী দেশান্তরে গমন ও নীহার-বিপুলা ঊষা আগমন করিলেন ৩০। নভোমণ্ডলস্থ তারকাগণ তখন অন্তর্হিত হইল ও নিপতিত কুসুমরাশি তখন প্রভাত-পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতে লাগিল ৩১। যেমন মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকবৃত্তি (বুদ্ধি) অভিনবরূপে উদিত হয়, তেমনি, সর্ব্বলোকলোচন প্রভাকর পুনর্ব্বার

অভিনবরূপে লোকপুঞ্জের নয়নগোচর হইলেন ৩২। উদয়াচল এখন পূর্ব্বোক্ত অন্তকালীন অস্তাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন ৩৩। এ দিকে পুনর্ব্বার সেই সকল নভশ্চর ও মহীচরগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বানুক্রমে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত ও পূর্ব্বের ন্যায় সন্নিবেশে উপবেশন করিলেন ৩৪। সভা পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিস্পন্দ হইল—বায়ুসঞ্চার-শূন্য সরোবরস্থ পদ্মিনীসমূহের ন্যায় সুদৃশ্য হইল ৩৫।

অনন্তর রামচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গ অবলম্বন করতঃ বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠদেবকে বিনয়নম্র মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ৩৬।৩৭। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রস্তাবিত মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল তাহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত একপ্রকার বিকল্প জ্ঞানও * হইয়া থাকে। যেমন আকাশ। আকাশের কোনও প্রকার রূপ ও আকার নাই। অথচ তাহার নাম আছে। উক্ত উভয়ই শূন্যাকার ও জড় ৩৮। প্রস্তাবিত মন কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও সদ্রূপে বিদ্যমান নহে। অথচ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে ৩৯। তাদৃশ মন হইতে মৃগতৃষ্ণিকা সলিলের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রান্ত। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানই তাহার আকাশ ৪০। † পূর্ব্বে নহে, পরেও নহে; মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, ইহা অবগত হও। অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায় তাহাই মন। এতদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই ৪১।৪২। অথবা

---

* বিকল্পজ্ঞান=বস্তু নাই অথচ নাম আছে, এরূপ শাব্দ জ্ঞান। শাব্দ শ্রবণের পর যে এক-প্রকার জ্ঞান হয় তাহা। যেমন রাহুর শির পৃথক্ নহে, শিরই রাহু, অথচ শব্দানুসারে বোধ হয়, যেন তাহা একটা পৃথক্ বস্তু।

† অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ না থাকিলেও ব্যবহারের উপযুক্ত কল্পিত রূপ আছে। কল্পিত রূপ পরশ্লোকে বলা হইবে।

সঙ্কল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ, মনও সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে ৪৩। যাহাতে সঙ্কল্প তাহাই মন, সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে ৪৪। সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনঃই লোকপিতামহ ৪৫। আতিবাহিক দেহরূপী (আতিবাহিক=কল্পনাময়) লোকপিতামহ ব্রহ্মা শাস্ত্রে মন নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি (স্থূল দেহের জ্ঞান) বিধান করেন ৪৬। * সেইজন্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছে ৪৭। হে রামচন্দ্র! এতদ্দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই। এবং দৃশ্যও বাস্তব পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার বলিতেছি, ৪৮ যেমন কমলবীজে কমলবল্লরী অবস্থিতি করে, সেইরূপ চিৎপরমাণুর মধ্যে দৃশ্য অবস্থিতি করে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুতে আলোক, বায়ুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা, সেইরূপ, দ্রষ্টাতে অর্থাৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য পরমাত্মায় দৃশ্যবুদ্ধির অবস্থান নৈসর্গিক বলিয়া জানিবে ৪৯।৫০। সুবর্ণে বলয়, মৃগনদীতে (রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে যে জলপ্রবাহের ভ্রম হয়, তাহাই মৃগনদী) জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি যদ্রূপ অলীক, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তদ্রূপ অলীক ৫১। অহে রামচন্দ্র! দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টায় উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে তাহা তুমি অচিরাৎ বোধগম্য করিতে পারিবে। শীঘ্রই আমি তোমার চিত্তদর্পণের উক্ত মালিন্য উন্মার্জ্জন করিব। (তোমার চিত্ত যে দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ দেখিতেছে তাহাই তোমার চিত্তের মালিন্য। তাহা পরিমার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন হইবে না এবং তখন

* আগে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ, তৎপরে স্থূলপ্রপঞ্চ। সূক্ষ্ম ভূত দীর্ঘকাল সহাবস্থান করায় ক্রমনিয়মে পঞ্চীকৃত হইয়া (পাঁচে পাঁচ মিশিয়া) এই স্থূল ভূত ও তদাকারা বুদ্ধি জন্মিয়াছে ও জন্মাইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক মনোনামক ব্রহ্মাই স্থূলপ্রপঞ্চের কর্ত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা।

তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে) ৫২। দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলে দ্রষ্টা যে (দ্রষ্টা=দর্শনকর্ত্তা) অদ্রষ্টা হয়, তাহাকেই তুমি কৈবল্য বলিয়া জানিবে। কৈবল্যকালে এ সমস্তই সদ্রূপ আত্মায় অবশেষিত হয় ৫৩। যেমন বায়ুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি নিষ্কম্প হয়, স্থির হয়, তেমনি, কেবল হইলে অর্থাৎ একাত্মনিমগ্নতা বশতঃ চিত্তস্পন্দন অপগত হইলে তখন চিত্তস্থ রাগদ্বেষাদি ও তদ্বাসনানিচয় অন্তর্হিত হইয়া থাকে ৫৪।

যে প্রকাশে (চৈতন্যময়জ্ঞানে) দিক্, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) প্রকাশ পাইতেছে, সে প্রকাশ প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মদুক্ত নির্ম্মল আত্মপ্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে ৫৫। যখন তুমি, আমি, ত্রিজগৎ, সমুদায় দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে তখনই জানিবে, দর্শক মলশূন্য ও কেবল হইয়াছেন ৫৬। যেমন দর্পণে শৈল প্রভৃতি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি, দ্রষ্টায় তুমি, আমি, জগৎ, এ ভাব উন্মার্জ্জিত হইলে বা এ দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য জন্মে ৫৭।৫৮।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাহা সৎ অর্থাৎ আছে, তাহা নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহারও ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। এই অশেষদোষপ্রদায়ী দৃশ্য যে অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহা আমি বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। * সেইজন্য আমার জিজ্ঞাসা— কি প্রকারে আমার ভ্রমকারিণী ও দুঃখসন্ততিদায়িনী দৃশ্যবিসূচিকার শান্তি হইবে?৫৯।৬০ বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দৃশ্যপিশাচ নিবারণের মন্ত্র বলি, শ্রবণ কর। শুনিলে সমুদায় দৃশ্য পিশাচ তিরো-

* ভাবার্থ এই যে, বিশ্ব অসৎ হইলে সৃষ্টি অসম্ভব এবং সৎ হইলে বাধ অসম্ভব। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব আছে, তখন কি প্রকারে ইহা উন্মার্জ্জিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা ইহাকে নাই বলিয়া ভাবিতে পারি?

হিত হইবে ৬১। রাঘব! যাহা আছে তাহা আত্যন্তিক বিনষ্ট হয় না সত্য, পরন্তু দৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিতা অসম্ভব। যাঁহারা বলেন, কোনও বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, পর পর অবস্থার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা আচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র, তাঁহাদের মতে অদর্শন প্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ (সংস্কার) বুদ্ধিতে (সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে) অবস্থিত থাকে ৬২। সেই বীজ (সেই সংস্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ব্বার লোক ও শৈল প্রভৃতি সহ পূর্ব্ববৎ দোষাকর দৃশ্য প্রকাশ করায় (দেখায়) ৬৩। সুতরাং তন্মতে মোক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ অনেক জীবন্মুক্ত দেবতা, ঋষি ও মুনিদিগের অবস্থান দৃষ্ট হয় ৬৪। অতএব, জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত তাহা হইলে কদাচ কাহার মোক্ষ হইতে পারিত না। দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; পরন্তু তাহা থাকাই নাশের কারণ। (অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন হওয়াই মোক্ষের প্রতিবন্ধক) ৬৫। অতএব হে রাঘব! আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার বিষয় সাবধানে শ্রবণ করিবে—যাহা আমি পশ্চাৎ বক্তব্য শ্লোক দ্বারা বলিব। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি? ৬৬ পুরোভাগে এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি ও অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় জগৎ; কিন্তু পরমার্থদশায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত, বাস্তবপক্ষে জগৎশব্দের বাচ্য বস্ত্বন্তর নাই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায়, সমস্তই অজর অমর অব্যয় ব্রহ্ম; অন্য কিছু নহে ৬৭।৬৮। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয়, সুতরাং ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান।* বস্তুতঃই দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই।

* পূর্ণ পদার্থের প্রবেশ ও নির্গম অসম্ভব। ব্রহ্মের বা আত্মার একীভাব বুঝিতে পারিলেই পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ (প্রবেশ) হইয়াছে বলা যায়। যতদিন ব্রহ্মতত্ত্ব অবুদ্ধ থাকে ততদিন তাঁহাতে রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় জগদ্দর্শন হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পের যদ্রূপ অবস্থিতি, ব্রহ্মে জগতের তদ্রূপে অবস্থিতি, এই অবস্থিতি জগৎ। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত, সুতরাং শান্তে শান্তের অবস্থান বলিবার যোগ্য। প্রথম শান্ত শব্দে ব্রহ্ম, দ্বিতীয় শান্ত শব্দে জগৎ। ঘটাদি

ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়; পরন্তু কেবল ও শান্তিময় (ব্রহ্মময়) ৬৯।৭০।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র শৈলপেষণ করিতেছে, শশশৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলা সকল ভুজবিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, সিকতাময় পর্ব্বত হইতে ধাতু নিস্রুত হইতেছে. উপলপুত্রিকা অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গভীর গর্জ্জন করিতেছে, এ সকল কথা যেরূপ, আপনি যাহা বলিতেছেন আমার বোধে তাহাও সেইরূপ ৭১।৭২। হে প্রভো! যদি এই জরমরণাদিদুঃখসমন্বিত শৈলাকাশাদিময় জগৎ না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যায় কি! এবং আপনিই বা আমাকে কাহার জন্য কি করিতে বলিতেছেন? ব্রহ্মন্! এই বিশ্বমণ্ডল নাই কেন? কেনইবা উৎপন্ন হয় নাই? তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আমি ভবদুক্ত রহস্য অনায়াসে বুঝিতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন ৭৩।৭৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। অলীক হইলেও ইহা যে কারণে প্রতিভাত হইতেছে বা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও বলি, শ্রবণ কর ৭৫। এই বিশ্ব কোনও কালে উৎপন্ন হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের মায়িক আবির্ভাব। ইহা স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ ৭৬। মনও বাস্তবপক্ষে অনুৎপন্ন ও অসদ্বপু। যাহা বলিলে এ রহস্য বুঝিবে, তাহাও বলি, প্রণিহিত হও ৭৭। নশ্বরতম মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তর বিস্তার করে (জন্মায়), তেমনি, স্বরূপশূন্য মনও স্বরূপশূন্য জগৎ বিস্তার করিয়াছে ৭৮। (মন স্বপ্নের

উপাধি নষ্ট হইলেই আকাশে আকাশের উদয় হইয়াছে বলা যায়। তেমনি জগৎ দর্শন লুপ্ত হইলে ব্রহ্মে ব্রহ্মের উদয় হইল বলা যায়। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান, এ কথার অর্থ—জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। রজ্জ সর্প যেমন রজ্জুর অতিরিক্ত নহে, তেমনি।

ন্যায় নিতান্ত অসৎ হইলেও জগৎকে সতের আকারে প্রকাশ করিয়া) থাকে। মন স্বকীয় ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, পরে তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল-শোভার ন্যায় জগৎ-শোভা বিস্তৃত করে ৭৯। একমাত্র চলৎশক্তিমান্ মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচগামী হইতেছে ও মোক্ষ লাভ করিতেছে। সমস্তই মনের ক্রীড়া। মনই বিশ্বসংসার, মন ছাড়া পৃথক্ বিশ্ব নাই। (মন মূলে মিথ্যা, সেইজন্য তদ্বিজৃম্ভণ বিশ্বও মিথ্যা) ৮০।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ ।

——()০()——

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! ভ্রম কল্পিত মনের মূল কি? ঐ ভ্রম কিসে হয়? মন কি প্রকারে ও কোথা হইতে হইল এবং উহার মায়াময়ত্বই বা কেন ও কিম্প্রকার? তাহা আমাকে বলুন। আগে সংক্ষেপে সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলুন; পরে অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বিশেষরূপে বলিবেন ১।২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয় হইলে সে সময়ে কোনও পদার্থ থাকে না। সকল পদার্থই লয় পায়। লয়ের পর ও ভাবী সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শান্ত (অগাধ অচল নিত্য নির্ব্বিকার ও নিত্য প্রতিষ্ঠ) ব্রহ্মই অবশেষিত থাকেন। (শান্ত=নির্ব্বিশেষ বা বিক্ষেপশূন্য) তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকৃৎ, পরমাত্মা ও মহেশ্বর ৩।৪। এই শান্ত-ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর (বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না) পরন্তু যোগগম্য এবং ইহারই আত্মা, ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নাম তাঁহার স্বাভাবিক নহে; কিন্তু কল্পিত ৫।

যিনি সাঙ্খ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, এবং যিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রকাশক, যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সত্য বা সৎস্বরূপ, যিনি নিত্য হইয়াও এই অনিত্য জগতে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিতি করেন, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় যাঁহা হইতে বিষ্ণ্বাদি দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দীপের ন্যায় আপনাকে ও বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন; সমুদ্রে বুদবুদ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় যাঁহা হইতে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে; প্রলয়কালে দৃশ্যবৃন্দ যাঁহাতে সমুদ্রে জলপ্রবাহ প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে, যিনি আকাশে, আমাদিগের শরীরে, প্রস্তরে, জলে, লতাসমূহে, ভস্মে,

পর্ব্বতে, সমীরণমধ্যে ও পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন ৬।১১। যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেছেন; মূক ব্যক্তিরা স্বীয় অসৌভাগ্য নিবন্ধন যৎকর্ত্তৃক মূক হইয়াছে; যিনি শিলাসকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন; যিনি দীপে ও সূর্য্যে আলোক প্রদান করিয়াছেন; ১২।১৩ যিনি অমৃতপূর্ণ (অমৃত=জল) বারিদমণ্ডল হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণের ন্যায় এই সংসারর প্রতি বিচিত্র অসার দৃষ্টি প্রবর্ষণ করিতেছেন; অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমিস্থিত মরীচিকার ন্যায় এই ত্রিভুবন যাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব; যিনি অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চরূপে নশ্বর; যিনি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; যিনি আপন চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল, চিৎস্বরূপ মূল, এবং আত্মারূপ বায়ু কর্ত্তৃক নর্ত্তনশীলা ইন্দ্রিয়-দলশালিনী প্রকৃতিরূপা লতা সৃজন করিয়াছেন; এবং যিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটক (পেটরা) মধ্যে চিৎস্বরূপ মণি স্থাপিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রশান্ত-চিদ্ঘনে অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ তড়িৎ আবির্ভূত ও প্রাণরূপ জলধারা নিপতিত হইয়া থাকে; যাঁহার আলোকে সমুদায় বস্তু চমৎকারজনক হইয়াছে, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই; সদ্বস্তু সকল যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়াছে; যাঁহার প্রসাদে এই জড়শরীর প্রচলিত ও দেশকালানুযায়ী চলন, স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে; যিনি শুদ্ধসম্বিন্মাত্রস্বভাব, অথচ ব্যোমচিন্তায় (আমি ব্যোম হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়া) আকাশ ও পদার্থ চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিয়াছেন; যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছুই করেন নাই এবং যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপ ও উদয়-প্রলয়-স্থিতি-গতি-রহিত, বিজ্ঞানাত্মা, অদ্বৈত ও এক; প্রলয়কালে কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না ১৪।২৪।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

—:(:০:):—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি অব্যবহিত পুর্ব্বে যাঁহার কথা বলিলাম, সেই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের অন্য উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎ-সাক্ষাৎকারাত্মিকা পরাসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করা যায় না ১। যেমন মরু-মরীচিকার জ্ঞান তত্রস্থ জলভ্রান্তির নিবারক, তেমনি, মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশ-সংসারভ্রান্তি নিবারণের জন্য একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উপযুক্ত; অন্য কোন অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে২। হে রাঘব! তিনি দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। সাধন-কৌশলে আপন আপন দেহেই সেই পুর্ণানন্দ পরমাত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে৩। তপস্যা, দান, ব্রত, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানের পুষ্কল (অসাধারণ) সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রাম লাভ ব্যতীত অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় নহে৪। সৎসঙ্গ ও সৎ-শাস্ত্রের আলোচনা এবং যাহার যাহার দ্বারা মোহজাল ছিন্ন হয় তাহা তাহাও তৎপ্রাপ্তির উপায়৫। "এই সেই পরাৎপর পরমাত্মা" এতদ্রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবামাত্র জীবগণ দুঃখ পরিহারপুর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে৬। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেব পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তখন হইতে আর মরণাদি দুঃখ হইবে না। এই স্থলে আমি জানিতে চাহি, কিসে ও কিম্বিধ বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেবকে শীঘ্র পাওয়া যায়। কত দূরে, কত ক্লেশে, কত দিনে ও কোন্ তপস্যায় তাঁহাকে জানা যায়৭।৮। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাঘব! বিবেকবিকাশী স্বীয় যত্নাধিক্যরূপ পৌরুষের

অর্থাৎ উৎকট বিবিদিষার (জানিবার বা পাইবার ইচ্ছার) দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই এই শরীররূপ উপাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছুতেই অর্থাৎ স্নান, দান ও তপঃ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না ৯। হে রাঘব! রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর১০। রাগ-দ্বেষাদির বশ্য হইয়া পরবঞ্চনাদির দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, সে ধনের দানে দাতা ফলভাগী হয় না। পরন্তু যিনি প্রকৃত ধনস্বামী তিনিই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন১১। অপিচ, যে সকল ব্রতাদি লোভ ও অভিমানাদি প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল ব্রতাদির অল্পমাত্রও ফল হয় না। তাহাতে কেবল মাত্র দম্ভ প্রকাশ হয়; অন্য কিছু হয় না১২। অতএব, পৌরুষ প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া সৎশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ, সংসার-ব্যাধির এই দুই মহৌষধ আহরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। লিখিত আছে যে, পৌরুষপ্রযত্ন ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখশান্তির অন্য উপায় নাই১৩।১৪। সে পৌরুষ কীদৃক তাহাও বলি, শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে পৌরুষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—যাহা অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষাদিরূপ বিসূচিকার (ব্যাধিবিশেষের) শান্তি হইবে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর১৫। লোক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী যথাসম্ভব বৃত্তিতে (জীবিকায়) সন্তুষ্ট থাকা, ভোগবাসনাপরিহার ও দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ করা, সম্ভবানুযায়ী উদ্যোগ সহকারে সাধুসঙ্গের ও সৎশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। এইগুলি জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রথম সোপান১৬।১৭। যিনি যথাসম্ভব অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয় উপেক্ষা করেন, তাঁহাকেই আমরা যথার্থ সাধুসঙ্গী ও সৎশাস্ত্রনিরত বলিয়া বর্ণন করি। এই সকল লোকেরাই শীঘ্র মুক্তিলাভের অধিকারী হয়১৮। যে মহামতি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শঙ্কর,ইহারাও অনুকম্পান্বিত থাকেন১৯।

সুজন লোকেরা যে প্রকার ব্যক্তিকে (বিশিষ্ট বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে) সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, প্রযত্ন সহকারে সেইরূপ সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য২০। রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা এবং সংশাস্ত্রই শাস্ত্র। সেইজন্য, মনোযোগের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও সংশাস্ত্রের আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। কেননা, ঋষিগণ বলিয়াছেন, সংশাস্ত্রের আলোচনায় ও অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে২১। যেমন কতক-সংযোগে (কতক = নির্ম্মলীফল। এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়) জলের মালিন্য ও যোগাভ্যাসে মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, সাধুসঙ্গমজনিত বিবেক দ্বারা সংসারবীজ অবিদ্যা * বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক দুঃখাতীত হওয়া যায় ২২।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

---

* সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ পরব্রহ্মের আশ্রিত। উক্ত তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলতাকে মায়া ও মলিনতাকে অবিদ্যা কহে। মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিদ্যা জীবের আশ্রয়। ফলিতার্থ—প্রতি ব্যক্তিতে অবস্থিত পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা।

সপ্তম সর্গ।

—:o:—

রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যাঁহার কথা বলিলেন ও যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সংসারমুক্ত হয়, সেই দেব কোথায় অবস্থিতি করেন? এবং আমিই বা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? তাহা বলুন ১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি যাঁহার কথা বলিলাম সেই দেব দূরে অবস্থিত নহেন। তিনি চৈতন্যরূপে সতত আমাদিগের শরীরমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন ২। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই তিনি, পরন্তু সেই সর্ব্বগ কোনও কালে বিশ্ব নহেন। ইনি অদ্বিতীয়; সেই কারণেই বিশ্ব নামক পৃথক দৃশ্য নাই ৩। যাঁহাকে চন্দ্রশেখর মহাদেব বলিয়া জান, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি গড়ুড়েশ্বর বিষ্ণু, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি ভুবনপ্রকাশক সূর্য্য, তিনিও সেই চিন্ময় দেব, এবং কমলোদ্ভব ব্রহ্মাও সেই চিন্ময় দেবতা ৪।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! জগৎ যদি চেতনমাত্র হইত, তাহা হইলে বালকেরাও তাঁহাকে জানিতে পারিত। যাহা আপনা-আপনি জানা যায় তাহার আবার উপদেশ কি?৫

মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি অল্পমাত্রও ভবনাশন উপায় জানিতে পার নাই। কেন? তাহা বলিতেছি ৬।*

---

* ভাবার্থ এই যে, জগতের জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষের উদয় হয় না। জগদ্জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ, এই বিশ্বাস ব্যতীত জগৎব্রহ্ম, এ বিশ্বাসে জগদ্জ্ঞান লুপ্ত হয় না।

এই যে জীবরূপ নামক চেতন, (অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চেতনাভাস), এই চেতনই সংসার। এই জীবচেতন বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহিরাগত হইয়া) বিষয় দর্শন করে এবং বিষয়কেই সার ভাবে। সেই কারণে তিনি পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অপিচ, এই জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভয় আবির্ভূত হয় ৭। এই জীব বস্তুতঃ অমূর্ত্ত; পরন্তু অজ্ঞতা বিধায় সে আপনার অমূর্ত্ততা পরিজ্ঞাত নহে। জীব আপনাকে জানে না বলিয়াই দুঃখভাজন হয়। জীব নিজ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে ৮। অতএব, পূর্ণস্বভাব ও নিত্যচেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হইলে, অথবা বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখী গতি (আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে, তখন যে তাঁহার পূর্ণাবস্থা প্রকটিত হয়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, সেই নিবৃত্তির নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকার, এবং তাদৃশ তত্ত্বসাক্ষাৎকার (তত্ত্বজ্ঞান) হইলে তখন আর তাহাকে শোক মোহ আক্রমণ করে না ৯। পরাবর পরমাত্মার দর্শন হইলে হৃদ্‌গ্রন্থি * ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সঞ্চিত কর্ম্মসকল পরিক্ষীণ হইয়া যায় ১০। ভাবিতে পার যে, চিত্তনিরোধ দ্বারা চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব। দৃশ্যসকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম, এ বোধ না হইলে অন্য উপায়ে কদাচ চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং দৃশ্য দর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব হয়। (যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলেও যোগভঙ্গের পর পুনর্ব্বার যথা পূর্ব্বং তথা পরে ঘটনা হয়) ১১। দৃশ্যমাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ ইন্দ্রজালতুল্য, মিথ্যা, এ বোধ ব্যতীত

* হৃদ্‌গ্রন্থি=বুদ্ধির গেরো বা গাঁইট্। বুদ্ধিতে যে আমিত্ব স্থাপন করা আছে, তাহার নাম হৃদ্‌গ্রন্থি। তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি তখন পৃথক্ হইয়া যায়। পৃথক্ হইয়া যায় কোথায়? প্রকৃতিতে মিশিয়া যায় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।

দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা কি? যোগের দ্বারা দৃশ্য দর্শন লুপ্ত করিলে কি হইবে? তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে না। তাহা না হইলেও মোক্ষ হইবে না ১২।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসার-যন্ত্রণার মোচন হইতেছে না, অর্থাৎ ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া ভ্রমে জীব বলিয়া অবগত হওয়ায় এতদ্বিধ সংসার সংঘটন হইয়াছে, এবং যে জীব ব্যোমরূপী (আকাশের ন্যায় কল্পিত রূপাদি বিশিষ্ট), সে জীব কিরূপ ও কোন্ আধারে অবস্থিত তাহা আমাকে বলুন ১৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই যে চেতন জীব, যিনি জন্মরূপ জঙ্গলে (নির্জ্জন ও নির্জ্জল অরণ্যে) পরিক্ষিপ্ত ও বিশীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ ১৪।১৫। কেননা, জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখপ্রবাহের কারণ। সুতরাং জীবকে জানায় কিছুমাত্র ফল নাই ১৬। যদি পরমাত্মাকে জানা যায়, অর্থাৎ তাঁহার জীবভাব বিদূরিত হইয়া পরমভাব প্রস্ফুরিত করা যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, দুঃখসন্তান (প্রবাহ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিষবেগ নিবৃত্ত হইলে তজ্জনিত বিসূচিকা উমশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, জীবত্ব বোধের অভাবে ও ব্রহ্মত্বের অববোধে সংসার-দুঃখ নিবৃত্ত হয় ১৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! যাঁহাকে জানিতে পারিলে, মন সমস্ত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই ব্রহ্মের রূপ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ১৮। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যে সম্বিদের (জ্ঞানের) বপু অর্থাৎ শরীর নিমেষমধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, সেই সম্বিদ্ই পরমাত্মার রূপ ১৯। * যে বোধরূপ মহাসমুদ্রে

* অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমারূঢ় হইয়া প্রকাশ পায় বা মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহাতে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চৈতন্য নামক বোধই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম।

এই অত্যন্তাভাবগ্রস্ত অর্থাৎ ত্রিকাল মিথ্যা জগৎ নামক সংসার ভাসমান আছে, সেই বোধ-সমুদ্রই পরমাত্মার রূপ ২০। যাহাতে দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এ সকল ক্রম থাকিয়াও নাই অর্থাৎ নিত্য অস্তমিত, যাহা আকাশ না হইয়াও বিপুলত্ব প্রযুক্ত আকাশের তুলনায় তুলিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ ২১। জগৎ শূন্যস্বভাব হইয়াও যদাধারে আপাত-দর্শনে অশূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, অথবা এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে অবভাসিত হইতেছে, কিম্বা সৃষ্টি যাহাতে প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইতেছে, অথবা এই সকল মিথ্যার বিজৃম্ভণ যদাধারে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ ২২। যিনি মহাচিন্ময়রূপী হইয়াও বৃহৎ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অর্থাৎ পাষাণাদি আকারে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ ২৩। যাহার দ্বারা বাহ্য (অধিভূত) ও আভ্যন্তরস্থ (অধিদৈব) বস্তুসকল "আছে" এই ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ ২৪। যেমন প্রকাশক পদার্থে আলোক এবং আকাশে শূন্যতা অবস্থিত, তেমনি, যাহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাত্মার রূপ ২৫।

রাম বলিলেন, ভগবন্! পরমাত্মা "সৎ—আছেন" এতন্মাত্ররূপী, ইহা কি প্রকারে বোধগম্য করা যাইতে পারে? এবং জগৎ-নামধেয় এই সকল দৃশ্যের অসম্ভব ভাবই (মিথ্যাত্বই) বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত সহকারে বলুন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিউন ২৬।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! রূপহীন আকাশে যেমন নীলপীতাদি রূপ দেখা যায়, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ দেখা যাইতেছে, ইত্যাকার নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় ২৭। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমদৃষ্ট, এ বোধ দৃঢ় ও অসন্দিগ্ধ না হইলে অন্য কিছুর দ্বারা ব্রহ্মের উক্তপ্রকার মহান্ রূপ জানা যায় না ২৮। তাঁহাকে জানিবার জন্য ভাবা উচিত যে, প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই

অবশিষ্ট থাকেন, ও ছিলেন, এ সকল কিছু থাকে না, ও ছিল না। সেই সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধস্বরূপ, পরে সেই বোধ হইতে এ সকল মায়িকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ২৯। রাঘব! এই রহস্য হৃদিস্থ করিয়া বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, যদি দৃশ্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (চৈতন্য) কিসে প্রতিবিম্বিত হইবেন? আবার ইহাও দেখা যায়, আদর্শ অল্প কিছু প্রতিবিম্ব গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতি করে না। (ভাবার্থ এই যে, দ্বৈতাক্রান্ত বুদ্ধিতে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না এবং বুদ্ধিও বিনা প্রতিবিম্বে থাকে না। অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়) সেইজন্য, এ পর্য্যন্ত কেহই জগৎ-নামক দৃশ্যের অসত্তাবধারণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই ৩০।৩১।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! এই মূর্ত্তিমান্ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড চক্ষুর উপর দীপ্যমান থাকিতে কিরূপে ইহার অসত্তাবধারণ হইতে পারে? অপিচ, এই অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ-নামক স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপ চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সর্ষপোদরে কি সুমেরুর সমাবেশ হয়৩২ ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যদি তুমি কিছু দিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধু-সঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি এক দিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্যভ্রান্তি প্রমার্জ্জিত করিতে পারিব। তখন বুঝিবে, সমুদায় দৃশ্যই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা। মরুভূমিনিপতিত সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি হয় বটে; পরন্তু সূর্য্য-কিরণের জ্ঞান হইলে তখন আর তাহাতে জল জ্ঞান থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগদাধার ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান হইলেও তদাধেয় দৃশ্যের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। যখন দৃশ্যজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইবে, তখন দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানও লুপ্ত হইবে। "দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি," এ বোধ পলায়ন করিলে তখন কেবল বোধ অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অন্য কিছু থাকিবে

না ৩৩।৩৪। "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিলেই "দেখিতেছি" এ বোধ থাকিবে। "দেখিতেছি" বোধ থাকিলেও "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। যেমন দুএর অন্তর্গত এক, তেমনি, এক দুএর অন্তর্গত না হইলেও দুএর অধীন হইতে দেখা যায়। এক আর এক যোগে দুই হয় বলিয়াই এক দুএর অন্তর্গত। অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্যজ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈতবোধ প্রলুপ্ত হইলে তৎসঙ্গে একত্ব বোধও প্রলুপ্ত হইয়া যায় ৩৫। আরও দেখ, যদি এক না থাকে, তাহা হইলে দুইও থাকে না। অতএব, যেমন একত্বযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা (অস্তি আছে, মাত্র এই ভাবটুকু) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভাব অন্তর্হিত হইলে তদ্দ্বয়ের আশ্রয়ীভূত কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা সুস্থিরা হয় ৩৬। বৎস! আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, শীঘ্রই আমি তোমাতে জগতের মিথ্যাত্ববোধ সঞ্চারিত করিয়া তোমার মনোমুকুর হইতে "অহং" হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় দৃশ্যমল উন্মার্জ্জিত করিতে সক্ষম হইব ৩৭। যাহা বস্তুতঃ অসৎ, অর্থাৎ যাহা কোনও কালে নাই তাহার অস্তিতাও নাই। যাহা সৎ, তাহারও অসত্তা অসম্ভাব্য। সুতরাং যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোনও কালে নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে পরিশ্রম কি ৩৮? এই যে বিস্তৃত জগৎ দেখিতেছ, এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই উপবৃংহিত অর্থাৎ কল্পিত। যখন জগৎ নামধেয় বস্তু নাই, কস্মিন্ কালে উৎপন্ন হয় নাই, তখন তাহার বিদ্যমানতাও নাই। নাই বলিয়াই তাহা দৃশ্যও হয় না। যাহা নাই ও প্রকৃত দৃশ্য নহে, তাহা পরিমার্জ্জন করিতে কি শ্রম ৩৯।৪০? বৎস রাম! যে ভাবে বলিলে তুমি সেই অবাধিত ব্রহ্মতত্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারিবে, আমি তোমাকে তাহা সেই ভাবে বহু যুক্তি-সংযোগে বলিব। অর্থাৎ বুঝাইয়া দিব ৪১। বৎস! জগৎ যখন পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার বিদ্যমানতা

কোথায়? কোথায় দেখিয়াছ—মরুভূমিতে জলাশয় এবং চন্দ্রে দ্বিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে৪২? যেমন বন্ধ্যাপুত্র নাই, মরুভূমিতে জলপ্রবাহ নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, ব্রহ্মেও সত্য জগৎ নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, জগদ্দর্শন ভ্রান্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৪৩। রাম! তুমি যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। এই বিষয়টি আমি তোমাকে পশ্চাৎ বলিব এবং বুঝাইয়া দিব। কেবল বাক্যে নহে, যুক্তির দ্বারাও তাহা বুঝাইব৪৪। হে উদারমতি রাম! তত্ত্বজ্ঞানীরা যুক্তি সহকারে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ অবহেলা করা উচিত নহে। যে মূঢ়চেতা যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক অযৌক্তিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়' নির্দ্দেশ করেন ৪৫।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ

—*—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! তাহা কোন্ যুক্তিতে জানা যায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিদিত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। তাঁহাকে যদি যুক্তি পথে পাওয়া যায়, অনুভূতিগোচর করা যায়, তাহা হইলে আমার জ্ঞানপিপাসা শেষ-হইবে, কিছুই অবশেষ থাকিবেক না ১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহার একটী নাম জগৎ এবং আর একটী নাম মিথ্যাজ্ঞান, সেই অবিচাররূপিণী বিসূচিকা (এক প্রকার রোগ) বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ তাহার শান্তি হইবে না ২। হে সাধো! হে রামচন্দ্র! আমি তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আখ্যায়িকা বলিব; যদি তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে তুমি মুক্তস্বভাব; বদ্ধস্বভাব নহ ৩। আর যদি তুমি উদ্বেগ বশতঃ তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে, তুমি সৎশাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে; কাজেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না ৪। যে যে-বিষয়ের প্রার্থনায় যত্নাতিশয় প্রকাশ করে, সে সেই প্রযত্নের সাহায্যে তাহার ফল পায়; তাহার অন্যথা হয় না। আর যে তাহাতে যত্ন প্রকাশ করিতে পরিশ্রান্ত হয়, সে কদাচ প্রার্থিত বস্তু লাভে সমর্থ হয় না ৫। রাম! যদি তুমি যথার্থতঃই সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিনে, না হয় এক মাসে, সেই পরম পদ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে ৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! আপনি শাস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি বলুন, আত্মজ্ঞান বিকাশের নিমিত্ত কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং যাহা

জানিলে শোকমুক্ত হওয়া যায় তাহা কি ৭। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামতে, আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সকলের মধ্যে এই মহারামায়ণই উত্তম। এই মহারামায়ণ কেবল অধ্যাত্ম শাস্ত্র নহে, ইহা ইতিহাসের মধ্যেও উত্তম ইতিহাস। কেননা ইহা শুনিলে জ্ঞানের বিকাশ হয় ৮।৯। যেহেতু এই বাক্যসন্দর্ভাত্মক (বাক্যময়) শ্রবণে অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেইহেতু ইহা পরম পবিত্র ১০। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার সত্যতা অপগত হয়, তেমনি, এতজ্জগৎ দর্শনপথে থাকিলেও এই শাস্ত্র অবলম্বনে বিচারের পর তাহার সত্যতা অস্তমিত হইয়া থাকে ১১। এই শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে এবং ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। পণ্ডিতগণ জানেন, এই শাস্ত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কোষস্বরূপ ১২। যে ব্যক্তি নিত্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করে, সেই উদারমতি পুরুষের গ্রন্থান্তরপাঠজনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ উৎপন্ন হয় ১৩। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহার এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে, তাহার উচিত—প্রথমতঃ অন্য কোন সৎশাস্ত্রের আলোচনা করা। তাহা হইলে তিনি যোগ্য কালে সুকৃতের উদয়ে এই শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবেন ১৪। রোগী যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়, সেইরূপ, যিনি এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্দেহ জীবন্মুক্তি অনুভব করিতে পারেন ১৫। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা জানিতে পারিবেন, আমাদিগের এই উক্তি বরের অথবা অভিশাপের ন্যায় অনিবার্য্য ফলজনক ১৬। হে রামচন্দ্র! আত্মবিচার ও তৎকথা ব্যতীত অন্য উপায়ে সংসারদুঃখ নিবারিত হয় না। ধনদান, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থান্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার যন্ত্রণা নিবারণের মুখ্য উপায় নহে ১৭।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহাদের চিত্ত পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট, প্রাণ পরমাত্মলাভের জন্য ব্যাকুল, যাহারা সতত পরমাত্মকথাতেই পরিতুষ্ট, এবং যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরমাত্মতত্ত্ব বুঝাইতে আনন্দিত, সেই সকল মহাপুরুষেরাই ব্রহ্মবিচারপরায়ণ, ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ। অপিচ, যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহমুক্তি বলিয়া গণ্য ১।২।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিদেহমুক্তের ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আমি তাহা শুনিয়া শাস্ত্র, যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা সেইরূপ হইতে যত্নবান্ হইব ৩।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে মহামতে! যে ব্যক্তি অনিষিদ্ধ ব্যবহারে অর্থাৎ সদ্ব্যবহারে থাকিয়া এই দৃশ্য বিশ্বকে আকাশের ন্যায় স্বরূপশূন্য বোধ করেন, অথবা যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত নগর প্রতীয়মান হইলেও তাহা অসত্য, সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে অসত্য বলিয়া জানেন, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত ৪। যিনি সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেবলমাত্র ব্যবহারসম্পাদক অথচ কর্ত্তৃত্ববোধশূন্য এবং যিনি জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বিকার, তিনিও জীবন্মুক্ত ৫। যাঁহার মুখপ্রভা সুখে ও দুঃখে সমান থাকে, সুখকালে প্রফুল্ল ও দুঃখকালে ম্লান না হয়, এবং যিনি যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত, তিনিও জীবন্মুক্ত ৬। যিনি নির্ব্বিকার আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়াও অবিদ্যারূপ নিদ্রার বিনাশ হেতু আত্মাতে জাগ্রৎ থাকেন এবং যাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ নাই অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকিয়া কোন কিছু করেন না ও দেখেন না, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। অপিচ, যাঁহার বোধ বাসনাপরিহীন; তিনিও জীবন্মুক্ত ৭। নট যেমন রাগদ্বেষাদির অভিনয় করে, সেইরূপ যিনি

বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগ-দ্বেষাদিবর্জ্জিত হন এবং নিতান্ত স্বচ্ছ ব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায় ৮। যাহার অহং নাই ও বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে প্রলিপ্ত না হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানেন ৯। যে চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধ নিমেষে যথাক্রমে লোকত্রয়ের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, সেই চিদাত্মাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত ১০। * যে মহাপুরুষ হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যে মহাপুরুষ লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন, এবং যিনি হর্ষক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, তিনিও জীবন্মুক্ত ১১। যাঁহার সংসারের প্রতি আস্থা নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকিলেও যিনি সে সকলের অনধীন, এবং চিত্ত থাকিলেও যিনি চিত্তরহিতের ন্যায়, তিনিও জীবন্মুক্ত ১২। যিনি বিষয়-ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগ, দ্বেষ এবং হর্ষাদিপরিশূন্য ও সুশীতল, যিনি সমুদায় পদার্থে আপনার পূর্ণতা (আপনার সর্ব্বময়তা) অনুভব করেন, তিনিও জীবন্মুক্ত ১৩। এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহপাতের পর জীবন্মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া স্থির গম্ভীর বিদেহমুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ পবন চাঞ্চল্য পরিহারের পর স্থিরভাব অবলম্বন করেন তদ্রূপ ১৪। বিদেহমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার উদিত হন না ও অস্তগতও হন না। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, দূরস্থও নহেন, নিকটস্থও নহেন। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। আরও লক্ষণ এই যে, তিনি অহং ও তদন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, উভয়বিধ ভেদবর্জ্জিত ১৫। তিনি

---

* অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গে চিদাত্মার উন্মেষ এবং আবরণের অর্দ্ধ অবস্থিতিতে তাঁহার অর্দ্ধ নিমেষ] অর্দ্ধ=অসম্পূর্ণ। ভাব এই যে, বিদেহমুক্তি কালে জ্ঞানের কিছুমাত্র আবরণ থাকে না। কারণ এই যে, সাক্ষিচৈতন্যের আবরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, জীবন্মুক্তিতে আবরণ দগ্ধ হইয়া যায় বটে; পরন্তু তাহার লেশ বা আভাস থাকে। যেমন বস্ত্র দগ্ধ হইলেও বস্ত্রের আভাস (বস্ত্রাকার ভস্ম) থাকে, সেইরূপ।

তখন সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু বলা যায়, তিনিই সূর্য্যস্বরূপে উত্তাপ প্রদান, বিষ্ণুস্বরূপে জগত্রয়ের রক্ষা, রুদ্ররূপে সকলের সংহার ও প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান করিতেছেন ১৬। এমন কি, তিনিই আকাশ হইয়া বায়ুস্কন্ধ (উপরি উপরি অবস্থিত ৪৯ সংখ্যক বায়বীয় স্তর) বিধারণ করিতেছেন, ঋষিত্ব, সুরত্ব ও অসুরত্ব বিধান করিতেছেন এবং কুলপর্ব্বত হিমালয়াদি ৮ (বর্ষপর্ব্বত) হইয়া লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন ১৭। তিনি ভূমি হইয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তৃণ, গুল্ম ও লতা হইয়া ফলাদি প্রদান দ্বারা প্রাণধারিগণের হিতসাধন করিতেছেন, জল ও অনলাকার ধারণ করিয়া দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বহন করিতেছেন, এবং চন্দ্রমা হইয়া অমৃত (জ্যোৎস্না) বর্ষণ করিতেছেন ১৮।১৯। হলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার, দিক্ হইয়া তেজঃপ্রকাশ ও তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করিতেছেন। ইনি শূন্যভাবে ব্যোম (ফাঁক) ও পর্ব্বতভাবে অবরোধ (নীরেট্) ২০। ইনিই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা জঙ্গমের ও অনভিব্যক্ত চৈতন্যের দ্বারা স্থাবরের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইনিই সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়াকৃতি ভূষণ হইয়াছেন ২১। ইনিই পরমার্কবপুঃ, অর্থাৎ অনাবৃত চিদাত্মরূপে এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করতঃ স্বয়ং শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্য মাত্রেই তিনি ২২।২৩।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্যের পক্ষে সমদৃষ্টি বা অদ্বয় জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ এবং তাহাদের চিত্তও নিতান্ত অস্থির। সেইজন্য আমার বোধ হয়, ঐরূপ মুক্তি মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য ২৪।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মকেই মুক্তি ও নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাহা যে প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়, সম্প্রতি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ২৫। হে রামচন্দ্র! তুমি আমি তাহা

ও ইহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট এই জগৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিতান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলে বর্ণিত প্রকারের মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় ২৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেছেন। আপনার ঐ উক্তিতে আমার মনে হইতেছে, তাঁহারাই এবম্প্রকার সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ২৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই ত্রিভুবন যদি বাস্তবতঃ থাকে, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরা ঐভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু ত্রৈলোক্যশব্দশব্দিত বা ত্রৈলোক্য নামে কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের সংসার-ভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? জগৎশব্দ কেবল কল্পনায় অবস্থিত। বস্তুতঃ এ সমুদায় সেই অদ্বিতীয় শান্ত ও প্রকাশমান সত্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য সত্যই নির্ম্মল আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মই জগৎ। রাম! আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সুবর্ণময় বলয়ের "বলয়" এই শব্দটি নামমাত্র অর্থাৎ কল্পিত সংজ্ঞামাত্র, বস্তুকল্পে তাহার স্বরূপ নির্ম্মল সুবর্ণ। অর্থাৎ বলয় সুবর্ণাতিরিক্ত নহে ২৮।৩১। যেমন জলতরঙ্গে জল ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না; যেমন স্পন্দন বায়ু হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেরূপ আকাশে শূন্যত্ব, মরুভূমিতে তাপ এবং আলোকে তেজঃ স্বভাবতঃই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, এই ত্রিজগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতেছে ৩২।৩৪।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! যে অত্যন্তাভাব জ্ঞানে (কোনও কালে জগৎ নাই, ইত্যাকার অবিচলিত জ্ঞানে) জগদ্‌দ্রষ্টৃত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, আমাকে যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানের উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! পরস্পর-সাপেক্ষ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং জগতের অত্যন্তাসম্ভবজ্ঞান দ্বারা যে স্বভাবাবস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়, এবং যে যুক্তির দ্বারা তাঁহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে

পারা যায়, এবং যাহা পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকিবেক না, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ৩৫।৩৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ রাম! "জগৎ" এই মিথ্যা জ্ঞানটী বহুকাল (অনাদি কাল) হইতে মানব-হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে বটে; পরন্তু বিচার দ্বারা তাহা নির্ম্মূল হইতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান এক প্রকার রোগ, বিচার তাহার শান্তিমন্ত্র ৩৯। যেমন পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা সুসাধ্য নহে; সেইরূপ, ঐ বদ্ধমূল অজ্ঞানকে সহসা সমুৎসাদন করা নিতান্ত সুকর নহে ৪০। অতএব অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উপপত্তির দ্বারা অথবা ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দ্বারা যে প্রকারে জগদ্ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ৪১। হে রামচন্দ্র! হে সাধো! তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত আমি যে আখ্যায়িকা বর্ণন করিব, তুমি যদি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্ত হইতে পারিবে ৪২। আপাততঃ আমি তোমার নিকট উৎপত্তি প্রকরণ (জগৎ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ক্রম) কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে অবশ্যই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ৪৩। ভ্রান্তিময় জগৎ জন্মবান্ না হইয়াও ও জন্মরহিত শূন্যের ন্যায় হইয়াও যে প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে, এই প্রকরণে আমি তোমার নিকট তাহাই বলিব। তাহা শ্রবণ করতঃ হৃদয়ে ধারণ করিবে। করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ৪৪।

সর্ব্বপ্রকার বস্তু সমন্বিত সুরাসুর কিন্নরাধিষ্ঠিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ—যাহা দৃষ্ট হইতেছে—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। সকলই বিনষ্ট হইবে। তখন না তেজঃ, না অন্ধকার, না কোন আখ্যা, কিছুই থাকিবে না। থাকিবে কি? থাকিবে—কেবলমাত্র এক অনির্দ্দেশ্য সৎ। অর্থাৎ যাহা অখণ্ডসত্তা তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে ৪৫।৪৭। তাহা শূন্য নহে, ভাব ও অভাব নহে। তবে তাহা কি? তাহা কেবল চিন্মাত্র, অজর,

অমর, আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন ও চিত্তরহিতচিৎ ৪৮।৫০। পরে তাদৃশ সৎ (ব্রহ্ম) পদার্থ হইতে জগতের প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে। মুক্তা ও মুক্তাভোজী হংস যেরূপ ; জগৎকারণ সৎ ও জগৎ ঠিক সেইরূপ। * সেই সৎ "ইহা বা তাহা" বলিবার অযোগ্য। সুতরাং তাহা সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক ৫১। সেই সদ্বস্তু চিরকালই কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও নেত্রাদি বিহীন অথচ শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও দর্শন করিয়া থাকেন ৫২। যে আলোকে আলোকনীয় আছে বা নাই বলিয়া জানা যায়, সেই চৈতন্য নামক আলোক তিনি। অপিচ, অজ্ঞান কালে যাঁহাতে বিচিত্র সৃষ্টি এবং অজ্ঞান নিবৃত্তিতে যিনি অনাদি নিধন চিৎপ্রকাশ, তিনিও ইনি ৫৩। যোগীরা অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণতারক (চক্ষুর কাল মণি) দ্বয় অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রের মধ্যগামী করিয়া যাঁহাকে দেখেন, সেই ব্যোমাত্মা ইঁহার অনতিরিক্ত ৫৪। যে বিভুর কারণ (জনক) শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক, এবং তরঙ্গভঙ্গ যদ্রূপ সমুদ্রের কার্য্য, এই জগৎ যাঁহার তদ্রূপ কার্য্য, এবং যিনি চিত্তস্থানে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে (চিত্তকে) নিরন্তর উজ্জ্বলিত করিতেছেন, যাঁহার চৈতন্যাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান, যাঁহার অভাবে এই সকল প্রকাশ পদার্থ অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তিমিরতুল্য হয়, এবং যাঁহা হইতে এই ত্রিজগৎরূপ মৃগতৃষ্ণিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ৫৫।৫৭, যিনি মনোভাবাপন্ন হইলে এই জগৎ সমুদিত হয় ও যাঁহার অস্পন্দে অর্থাৎ মনোভাব ত্যাগে এ সকল বিলীন হয়, জগতের নির্ম্মাণ ও বিলয় যাঁহার বিলাস ; যিনি সৰ্ব্বব্যাপক, স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী, যাঁহার স্বভাব

---

* হংসেরা মুক্তাভোজী অর্থাৎ মুক্তাকর শুক্তি ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বলিতে পারা যায়, হংসশরীর মুক্তারই পরিণাম। সে ভাবে আগে মুক্তা ও পরে হংস এবং মুক্তাই হংস, এরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা যেমন বলা যাইতে পারে, তেমনি আগে সৎ পরে জগৎ, সুতরাং সৎই জগৎ, এরূপ বলা যাইতে পারে।

নির্ম্মল ও অক্ষয় ৫৮।৫৯, যাঁহার সত্তা ব্যবহার দশায় স্পন্দাস্পন্দরূপী; পরন্তু বস্তু দর্শনে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপিনী ৬০, যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সর্ব্বদা সুষুপ্ত, যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন ৬১, যাঁহার অস্পন্দে শান্ত ও শিব (পরম মঙ্গল), যাঁহার প্রস্পন্দে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি এক ও পূর্ণ ৬২, যিনি পুষ্পস্থ সুগন্ধের সহিত উপমিত হন, নশ্বর পদার্থের নাশেও যাঁহার অবিনাশস্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে, যিনি শুক্ল পটের শুক্লত্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষ, যিনি মূকের তুল্য হইয়াও অমূক, যিনি নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্ষণ করেন ও ক্রিয়াতীত হইয়াও সকল কার্য্যের কর্ত্তা হন ৬৩।৬৪, যিনি অনঙ্গ হইয়াও সর্ব্বাঙ্গযুক্ত, করচরণাদি না থাকিলেও শাস্ত্রে যাঁহাকে সহস্রকর বলে, চক্ষুঃ না থাকিলেও যাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয়, কোন প্রকার সংস্থান অর্থাৎ গঠন নাই অথচ যাঁহার দ্বারা এই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত ৬৫, যিনি ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও অশেষেন্দ্রিয়ক্রিয়াকারী, যাঁহার মন নাই অথচ মানস কার্য্য (মানস কার্য্য=মায়িক সংকল্প) আছে, অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি মানস সৃষ্টির (মনোরাজ্যের) অনুরূপ ৬৬, যাঁহার অনবলোকনে এই সংসাররূপ উরগভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহার দর্শনে সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বভয় তিরোহিত হয় ৬৭, যেমন নটসকল দীপ থাকায় নাট্যক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তেমনি, যাঁহার বিদ্যমানতায় চিত্তের স্পন্দপূর্ব্বক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে ৬৮, যেমন বারিধি হইতে তরঙ্গরাশি, নানা আকারের কল্লোল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী উৎপন্ন হয়, তেমনি, যাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তু সমুৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে ৬৯, সেই একই চিদাত্মা অজ্ঞানোত্থ ভেদবৃত্তির প্রভাবে নানা জড় প্রপঞ্চে নানারূপ প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একই কাঞ্চন কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি, সেই একই চিদাত্মা সেই সেই ভ্রমময় শত শত ও সহস্র সহস্র পদার্থের আকারে সমুদিত হইতেছেন ৭০। হে রামচন্দ্র! অজ্ঞান

ত্যাগ হইলেই সেই বোধাত্মা তোমাতে, আমাতে ও অন্যত্র, সর্ব্বত্রই এক বলিয়া অবধৃত হইবে। যে আত্মাকে তুমি জানিতেছ, আমি ও এই সকল লোক সেই আত্মাকেই জানিতেছি ও জানিতেছে। চিদাত্মা এক বৈ দুই নহে। আর যাহারা অজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞানপরিছিন্ন জীব) তাহারা তুমি, আমি ও এই সকল, এবংক্রমে ভেদ দর্শন করে ৭১। সলিল হইতে তরঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে এই ভঙ্গুর ও দৃশ্য জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে সত্য বটে, এ সকল আপাততঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু তাহা বাস্তব নহে ৭২। তাঁহা হইতেই হেমন্ত, শিশির ও বসন্তাদি কালের উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারই দ্বারা দৃশ্য সকল দর্শনের গোচর হইতেছে, এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে ৭৩। রাঘব! তুমি যে ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চেতনাদি জানিতেছ, সে সমস্তই সেই দেব। এবং যাঁহার দ্বারা ঐ সমস্ত জানিতেছ, তিনিও সেই দেব ৭৪। হে সাধো! দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশরূপে অবস্থিত যে দর্শন—তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ—তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় ৭৫। সেই ব্রহ্ম অজ, অজর, অনাদি, শাশ্বত, অমল ও মঙ্গলময়, অথচ শূন্যপ্রায়। অর্থাৎ অমূর্ত্ত। তিনিই সকল কারণের কারণ, অনুভবরূপী, অথচ অবেদ্য। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না পরন্তু তিনি এই চরাচর বিশ্ব জানিতেছেন ৭৬।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা অবশেষ থাকে তাহা আকার ও নামাদি রহিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু তাহা যে শূন্য নহে, প্রকাশ নহে, তমঃ নহে, ভাস্য (প্রকাশার্হ) নহে, চৈতন্যরূপী নহে এবং জীবও নহে, এ সকল কথার অর্থ কি? এবং কি প্রকারেই বা ঐ সকল কথার অর্থ সঙ্গত হইতে পারে?১।২ অপিচ, তাহা কিজন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও মন নহে? ও কি নিমিত্তই বা তাঁহাতে তুমি আমি, এ সকল প্রভেদ নাই, আপনি একবার বলিলেন, তাহা কিছুই নহে, আবার বলিলেন, তাহাই সমস্ত। আপনার তদ্বিধ বাক্‌ভঙ্গী আমাকে যেন মুগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে যাহাতে আমার মোহভঙ্গ হয় তাহার উপায় বিধান করুন ৩।৪।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বিষম হইলেও, যেমন অংশুমালী (সূর্য্য) সমুদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ, আমি অনায়াসে তোমার ঐ সমস্ত সংশয় ছেদন করিব ৫। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা বলি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, সেই যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি যে নিমিত্ত শূন্য নহেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৬। যেরূপ অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে (খোদাই করা হয় নাই এমন প্রস্তরের অথবা কাষ্ঠের থামে) কাষ্ঠপুত্তলিকা অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই জগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করে, সেজন্য তাহা শূন্য নহে। (শূন্য নাম-রূপ-আখ্যা-রহিত, অভাব বা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং

তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান অসম্ভব)। এই জগৎ নামক মহাভোগ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে কি প্রকারে শূন্য বলিতে পারা যায়?৭।৮ যেমন অনুৎকীর্ণপুত্তলিক স্তম্ভ পুত্তলিকাশূন্য নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মও জগৎশূন্য নহেন। শিল্পীর শিল্পক্রিয়ায় স্তম্ভলুক্কায়িত পুত্তলিকা সকল স্তম্ভ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। তাহার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই মায়ার কৌশলে জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই কারণে বলিয়াছি, সে পদ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পদ শূন্য নহে৯। যেমন সুস্থির সলিলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়ই আছে, তেমনি, পরব্রহ্মে জগতের শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে১০। অন্যান্য উপকরণ থাকিলেও যেমন কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা না থাকিলেও পুত্তলিকার রচনা সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ সর্জ্জন হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করতঃ বিপরীতবুদ্ধি জনগণ স্তম্ভ-স্থিত পুত্তলিকার দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হন অর্থাৎ তাহা বুঝিতে অপারক হন১১। তাঁহারা ভাবেন, জগৎ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাঁহা হইতে পুনর্ব্বার তাহার আবির্ভাব করিবে? কে তাহার কর্ত্তা হইবে? কেহই-ত থাকে না? কিন্তু রাম! পরমার্থ পক্ষে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত একাংশে, সর্ব্বাংশে নহে। অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত কেবল আবির্ভাবাংশে, কর্ত্তাদি অংশে নহে১২।

বস্তুতঃই এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কোনও কালে সত্য সত্যই উদিত ও অস্তমিত হয় না। কেবল ও সৎস্বরূপ সেই পরব্রহ্মই বর্ণিত প্রকার স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন১৩। তাঁহাকে যে শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা অশূন্য অপেক্ষা। নচেৎ একমাত্র অশূন্য হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ের উৎপত্তি অসম্ভব হয়১৪। সেই ব্রহ্ম সূর্য্য, অনল, ইন্দু এবং তারাদি ভূত সকল দ্বারা প্রকাশিত হন না। বস্তুতঃ

সেই অব্যয় পরমাত্মায় সূর্য্যানলাদির প্রকাশ সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব। রাম! এই ভাবের ভাবুক হইয়া আমি বলিয়াছি, তিনি ভাস্য নহেন অর্থাৎ প্রকাশ্য নহেন১৫। কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে আমরা তমঃ বলি। কিন্তু তাঁহাতে (পরব্রহ্মে) পৃথ্যাদি প্রকাশক অগ্ন্যাদি ভূতের প্রকাশ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত সেই ব্যোমরূপী স্বপ্রকাশ পরমাত্মার নিকট ভৌতিক প্রকাশ অভিভূত হইয়া যায়। সেই কারণে বলিয়াছি, তাহা তমঃ নহে ১৬। তিনি যে স্বপ্রকাশ পদার্থ, পরপ্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে এক মাত্র অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থেরও অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতিরূপ; সেজন্য তাঁহারই দ্বারা অন্যান্য পদার্থ অনুভবগম্য হয়। অথচ তিনি নিজে অননুভবনীয়১৭। তিনি কথিতপ্রকারের তমঃ ও প্রকাশ, উভয়েরই অতীত। সেই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্মপদ অজর অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়। তিনিই এই জগৎস্থিতিরূপ ধনের আগার এবং তাঁহাকে তুমি আকাশের উদরের ন্যায় বাধারহিত, অসীম ও স্বচ্ছ বলিয়া জানিবে ১৮। রামচন্দ্র! যেমন বিল্বফলের সহিত তাহার অভ্যন্তরের বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই, (উপরেও স্থূল, ভিতরেও স্থূল), সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জগতের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ১৯। যেমন সলিলের অন্তর্গত বীচি (বীচি=ক্ষুদ্র লহরী), যেমন মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘট, তেমনি, এই জগৎ যাহার অন্তর্গত বা যাহাতে অবস্থিত, কিরূপে তাহাকে শূন্য (নাই অথবা মিথ্যাপদার্থ) বলিতে পারি?২০ যদি বল, জলান্তর্গত মৃত্তিকাকে জলীয়স্বভাব এবং ঘটান্তর্গত জলকে ঘটের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মান্তর্গত জগতেরও ব্রহ্মস্বভাবতা কিরূপে বা কি দিয়া বুঝা যাইবে? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য—ঐ দৃষ্টান্ত বিষম। অর্থাৎ অতুল্য বা সমান নহে। মৃত্তিকা ও জল সাকার পদার্থ, পরন্তু ব্রহ্ম নিরাকার বস্তু। সাকার পদার্থের

ব্যবস্থা অন্যরূপ, নিরাকার বস্তুর ব্যবস্থা অন্যবিধ। বিশদাকার ব্রহ্ম নিরাকার বিধায় তদন্তর্গত জগৎও নিরাকার ২১। আকাশ অপেক্ষা অধিক সুনির্ম্মল চিদাকাশ, যাহা তদন্তর্গত, তাহাও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চিদাকাশকে জগৎ বলিতে পার সত্য, পরন্তু তাহা বস্তুকল্পে জগৎ নহে ২২। যেমন মরীচির (সূর্য্যকিরণের) অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা ব্যতীত অনুভব-কর্ত্তা অন্য কিছু অনুভব করেন না, তেমনি, চিদাকাশেও (চৈতন্যরূপ আকাশেও) চেত্য অর্থাৎ চিতিগ্রাহ্যতা (চিতি=জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু থাকা লক্ষ্য হয় না। ভাবার্থ এই যে দর্শন বা জ্ঞান দৃশ্যের বা জ্ঞেয়ের অনতিরিক্ত ২৩। সেই কারণে বলা যায়, চিৎ অচিৎ উভয়রূপই প্রোক্ত পরমাত্মায় অবস্থিত। অর্থাৎ তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য। অথচ তাঁহাতে বাস্তব দৃশ্যতা নাই। যেমন বাস্তব দৃশ্যতা নাই তেমনি বাস্তব জগৎও নাই ২৪। রূপালোক অর্থাৎ বাহ্যিক দর্শন এবং মনস্কার অর্থাৎ অন্তঃস্থ বিজ্ঞান, সমস্তই তিনি। কিছুই তদতিরিক্ত নহে। বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক, অবশেষে হয় সুষুপ্ত না হয় তুরীয় ২৫। * অজ্ঞেরা ইহাকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন শান্তবুদ্ধি সুষুপ্তাত্মা যোগীরা ব্যবহারপরায়ণ হইলেও তাঁহারা ইহাকে ঠিক্ তদ্রূপ দেখেন না অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞদিগের ন্যায় ব্যবহারকারী নহেন। ব্যবহারনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞানের আধারস্বরূপ নিরাভাস পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ২৬। রামচন্দ্র! যেমন আকারবিশিষ্ট সুস্থির সলিলে আকার-বিশিষ্ট মহোর্ম্মিমালা অবস্থিতি করে, সেইরূপ, নিরাকার পরব্রহ্মে তৎসদৃশ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে ২৭। যাহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মে ঔপাধিক ভেদাবভাসে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ। এ রহস্য যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তির

* সুষুপ্তিতেও দৃশ্য জগৎ থাকে না, নির্ব্বাণেও থাকে না। সুষুপ্তিতেও ব্রহ্মে জগতের প্রলয় এবং মোক্ষেও জগতের প্রলয়। এ স্থলে প্রলয় শব্দের অর্থ অদর্শন।

দ্বারা বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ণ তাহা নিরাকার। ব্রহ্ম পূর্ণ; সেজন্য ব্রহ্ম নিরাকার সুতরাং তৎপ্রকাশিত জগৎও পূর্ণতা বিধায় নিরাকার। ইহার যে আকার, তাহা মিথ্যা। সুতরাং নিরাকার দিক্‌টাই সত্য২৮। হে রাঘব! পূর্ণ হইতে বিস্তৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে; তাহাও পূর্ণ। অতএব, এই বিশ্ব চিরকালই পৃথক্ ভাবে অনুৎপন্ন। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে ২৯। সেই পরম পদে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জগৎ নাই। যদি অনুভব-কর্ত্তা না থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, মরীচিমালার তীক্ষ্ণতা কোথায় থাকে?৩০ রাম! সেই পরব্রহ্ম কথিত প্রকারেই প্রতিভাত হইতেছেন, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রত্যয় আহরণ করিবে। এই সমস্ত জীব তাঁহারই প্রতিবিম্ব। তাঁহার প্রতিবিম্ব ভাব ব্যতীত কদাচ জীব ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রোক্তকারণে তাঁহাকে জীববান্ বলা যায়। তিনি পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র এবং আকাশ হইতেও বৃহৎ। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ ৩১।৩২। দিক্‌কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন বলিয়া তাঁহার স্বরূপ অতিবিস্তৃত। সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ ৩৩। যে স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব নাই সে স্থানে জীবতা, বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দ্রিয়ত্ব এবং অনিলবায়ুরূপিণী বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই (বাসনা কি? বাসনা এক প্রকার বায়ুপ্রভেদ অর্থাৎ বাতিক বিশেষ)৩৪। হে রাঘব! এই প্রকারে সেই পূর্ণ, অজর, শান্ত ও আকাশ অপেক্ষা অধিক নির্ম্মল পরমাত্মা আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে অবস্থিতি করিতেছেন ৩৫।৩৬।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সেই অনন্ত চিদাকৃতি পরমার্থের রূপ কিম্বিধ তাহা বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ৩৭। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই মূল কারণ ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহার স্বরূপ যাহাতে তোমার বোধগম্য হইতে

পারে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর ৩৮। সমাধির দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি বিলীন হইলে মন তখন ইন্ধনশূন্য অনলসদৃশ নিঃস্বরূপ ও আখ্যারহিত হইয়া যায়। তৎকালে যে সৎ অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই অবিনাশিনী কূটস্থ সত্তা সেই মূলকারণ সেই ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ ৩৯। "দৃশ্য কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে" এরূপ হইলে তৎকালে যে বোধ বিদ্যমান থাকে, সেই বোধই পরমাত্মার রূপ ৪০। চৈতন্যের জীবভাবরহিত হইয়া গেলে যে নির্ম্মল প্রশান্ত চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবই পরমাত্মার রূপ ৪১। জীবদ্দেহে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সংলগ্ন হইলে যদি চিত্তে স্পর্শজনিত বিকার (দুঃখাদি) না জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার চিত্তের যেরূপ রূপ অনুভূতিগোচর হয়, সেইরূপ রূপ পরমাত্মার ৪২। মন স্বপ্নার্জ্জিত জাড্যরহিত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ও চিরসুষুপ্ত হইলে তাহার স্বরূপ যেরূপে অনুভবনীয়, প্রলয়াবশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপে অনুবভনীয় ৪৩। আকাশের রহস্য, শিলার হৃদয় ও পবনের হৃদয় যেরূপ অচেত্য; চিৎস্বরূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ সেইরূপ ৪৪। * জীবের চেত্য (জ্ঞানগ্রাহ্য) বস্তু বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরমা শান্তি ও নির্ব্বিশেষ সত্তা বিদ্যমান থাকে, সেই শান্তিময়ী সত্তাই আদিবস্তুর রূপ ৪৫। যাহা চিৎপ্রকাশের অন্তরে (আনন্দময় কোষ), যাহা আকাশ প্রকাশের (মায়াকাশের) অন্তরে এবং যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তরে প্রস্ফুরিত হয়, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ ৪৬। যাহার দ্বারা বহিরবস্থিত দৃশ্য ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রভৃতি ও অন্তঃস্থ মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, যাহা জীবের ও জ্ঞানের সাক্ষী এবং যাহা বেদান্তাদি শাস্ত্রে চিৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সেই পরমাত্মার রূপ ৪৭। নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও যাহা হইতে জগৎ সমুদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভিন্ন হউক, আর অভিন্ন হউক, তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য

---

* আকাশের রহস্য শূন্যাকারত্ব। বায়ুর হৃদয় অর্থাৎ রহস্য অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতা। পাষাণের হৃদয় নিবিড়ত্ব।

কিছু নহে ৪৮। যিনি ব্যবহার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও আপনাকে পাষাণবৎ (নির্লিপ্ত ও অন্তরে বাহিরে একরূপ) বোধ করেন এবং যাহা ব্যোম না হইয়াও ব্যোম, তুমি অবগত হও যে তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৪৯। যাহাতে বেদ্য (ঘটাদি), বেদন (জ্ঞান) এবং বেত্তৃত্ব (জ্ঞাতার ধর্ম্ম), এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তাহা পরমাত্মার রূপ ৫০। মহান্ আদর্শে প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় যাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাই পরমতত্ত্বের রূপ ৫১। মন যদি স্বপ্নাদি ও ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত জাগ্রদবস্থা বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে মহাচৈতন্যের স্থিতি যেরূপে পর্য্যবসিত হয়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে মহাচৈতন্য প্রায় সেইরূপে অবস্থিতি করেন ৫২। যাহাকে তুমি স্থাবর বলিয়া জান, তাহা যদি বোধময় বা চিদ্ঘন বস্তু হয়, আর তাহাতে যদি মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থিরভাবে অবস্থিত চিদ্ঘন পদার্থের সহিত পরমাত্মার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে ৫৩।

হে রাঘব! ব্রহ্মা, অর্ক, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র ও সদাশিবাদি ঈশ্বরবৃন্দ শান্তি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রলয়গ্রস্ত হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরম শিব এবং তিনিই ঐ সকল সংহার পূর্ব্বক বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসংজ্ঞায় একাদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন ৫৪।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ

—০❀০—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, নর, অসুর এবং তির্য্যগাদি বিবিধ জীবপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে কোথায় যাইবে? এবং কিসেই বা অবস্থিতি করিবে? তাহা বর্ণন করুন ১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন কোথা হইতে আইসে? কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ? এই সকল অগ্রে আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব ২। রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন নাই। যাহা কোন পদার্থ নহে তাহার আবার দৃশ্যতা কি? নাস্তিতা কি? অস্তিতাই বা কি? ৩ বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ। যাহা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, যাহা কেবল মাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি? ৪।৫

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র ও নভোবৃক্ষ কল্পনাময়। পরন্তু জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইহা কিরূপে উপমিত হইতে পারে? বরং ঐ দৃষ্টান্তের বলে এমন প্রতীতি হইতেও পারে যে, বন্ধ্যাপুত্রাদি বৈকল্পিক ও অলীক হইলেও তাহাতে উৎপত্তিবিনাশাদি জগদ্ধর্ম্ম আছে ৬। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহার প্রকৃত উপমা বা তুলনা অন্যত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায়, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে তাহারই দ্বারা তুলিত করিয়া থাকেন। সেরূপ তুলনা অলঙ্কারশাস্ত্রে অনন্বয় নামে বিখ্যাত।* তাহার ন্যায় আমরাও বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগৎ-

---

* আলঙ্কারিকদিগের উদাহরণটি এই—"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইত্যাদি। এইরূপ তুলনায় সাগরের অনুপমত্বমাত্র ব্যক্ত করা হয়।

সত্তার তুলনা করিয়া থাকি। সে সকল তুলনার তাৎপর্য্য—বন্ধ্যাপুত্রাদির অস্তিত্ব যদ্রূপ, জগতের পৃথক্ সত্তাও তদ্রূপ ৭। যেমন সৌবর্ণ কটকে (কটক=বালা নামক হস্তাভরণ) সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং যেমন আকাশে শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভূত হয় না, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ নাই ও অনুভূতও হয় না ৮।৯। যেমন কজ্জলের সহিত শ্যামতার, শৈত্যের সহিত হিমের ও শিশিরের সহিত শীতলতার প্রভেদ নাই; সেইরূপ পরব্রহ্মের সহিতও জগতের প্রভেদ নাই ১০।১১। এই জগৎ আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট নদীতে জলের ও দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রমায় চন্দ্রত্বের অভাব পশ্চাৎ সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, সেই অমলাত্মা ব্রহ্মেও জগতের অভাব সেইরূপে অবধারিত হইয়া থাকে ১২। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার উৎপাদক কারণ কি? অপিচ, যাহা পূর্ব্ব হইতেই নাই, বুঝিতে হইবে তাহা এখনও নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবেক না, তাহার আবার বিনাশ কি? ১৩ জড়ই জড়পদার্থের কারণ (উৎপাদক), ইহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম জড় নহেন, সেজন্য তৎকার্য্য জগৎও জড় নহে। যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি, চিৎ ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। (ভাবার্থ এই যে, চেতন ব্রহ্মে অচেতন জগতের প্রকৃত সত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ) ১৪। ব্রহ্ম ব্যতীত কারণ না থাকায় ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্যও নহে। যে কারণ নিত্যাবস্থিত, সেই কারণই এই জগদ্ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এ সকল দৃশ্য ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে ১৫। অবিদ্যা কারণের কথা বলিবে, তাহাও সত্য জগৎ সৃজন করে না। তাহা সেই সৎচিৎব্রহ্মবস্তুকে আভাসিত অর্থাৎ জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র; অল্প মাত্রও বিকৃত করে না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যদ্রূপ, অই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎও তদ্রূপ ১৬। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয় অথচ তাহা নাই,

সেইরূপ, স্বাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকে পরমাত্মায় জগৎ না থাকিলেও জগদ্দর্শন হইয়া থাকে ১৭। এই যে-কিছু দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত। জগৎ কোনও কালে সত্য সত্য উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না ১৮। যেমন সলিল দ্রব ভাবে, বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ আভার আকারে পরিচিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও ত্রিজগৎ আকারে পরিচিত হইতেছেন ১৯। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তঃস্থ-বিজ্ঞান নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা জগদাকারে অবভাসিত হইতেছেন ২০।

রঘুবীর রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিষময় দৃশ্য (জগৎ) যদি সত্য সত্যই স্বপ্নানুভবের ন্যায় অলীক হয় তাহা হইলে ইহাতে মনুষ্যের কল্প কল্পান্ত পর্যন্ত স্থায়ী দৃঢ় প্রত্যয় (সত্য বলিয়া বিশ্বাস) নিবদ্ধ আছে কেন?২১ * আমার অন্য সংশয় এই যে, দৃশ্য থাকা সত্ত্বে দ্রষ্টার অপলাপ এবং দ্রষ্টা থাকায় দৃশ্যের অপলাপ নিতান্ত অসম্ভব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একতর থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়, পরন্তু একের সংক্ষয় হইলে উভয়ভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়২২। অতএব, যাবৎ না বুদ্ধিতে দৃশ্যজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তাবৎ দ্রষ্টা (আত্মা) দৃশ্য (জগৎ) দর্শন করিবেই করিবে। সুতরাং মোক্ষবুদ্ধি সমুদিত হইবে না ২৩। যদি দৃশ্য জ্ঞান উদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও অনর্থ নিবারণ হয় না। কারণ, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার সংসার-

---

* জগতের জ্ঞান সুঘন অর্থাৎ নিতান্ত দৃঢ়, কিন্তু স্বাপ্ন জ্ঞান অদৃঢ় অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎকাল-স্থায়ী। সুতরাং ইহার স্বপ্নতুল্যতা মনোমধ্যে ধারণা করা যায় না। অপিচ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক। কৃত্রিম বা কল্পিত নহে। সেই কারণে সে জ্ঞান অনিবার্য্য। প্রোক্ত কারণদ্বয়ে কথিত প্রকারের মুক্তি অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহাই রাম প্রশ্নের নিগূঢ় অর্থ।

ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং তাহাতেও বন্ধের অনিবৃত্তি ২৪। আদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই তাহাতে বস্তুপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে। তাহার ন্যায় চিদাদর্শ (চেতনরূপ আদর্শ, আয়না) যে কোন অবস্থায় থাকিবেক, থাকিলেই তাহাতে সংসারপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে২৫। দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, অথবা দৃশ্য যদি সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্যের অভাবস্বভাবতা হেতু দ্রষ্টা তাহা হইতে স্বভাবতঃ মুক্ত হইতে পারেন, পরন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ! প্রোক্ত কারণে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে আমার দৃশ্যজ্ঞানের অত্যন্তাসম্ভব বুদ্ধি জন্মেও ও ঐ সকল সংশয় অপনীত হয়, আপনি তাহা আমাকে যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন ২৬।২৭।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অসত্য হইলেও এই সাঙ্গোপাঙ্গ জগৎ যে প্রকারে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আমি দীর্ঘ উপাখ্যান দ্বারা তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর২৮। যাবৎ না আমি পুর্ব্বকালের ব্যবহারপ্রসিদ্ধ বহুবিধ দৃষ্টান্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করিব, তাবৎ, যেরূপ হ্রদ হইতে ধূলিকণা উড্ডীয়মান হয় না, সেইরূপ, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান কদাচ অপনীত হইবে না ২৯। রাম! এই জগৎ নিতান্ত অলীক ও ভ্রমময়, ইহা মনে রাখিয়া ব্যবহার রত হইবে ৩০। তাহা হইলে সায়ক যেমন পর্ব্বত ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, প্রয়োজন বোধে গ্রহণ, অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ এবং বিবিধ স্থূল সূক্ষ্মাদি বিষয়ে সত্যতা বোধ ও সত্য বলিয়া ব্যবহার, এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না ৩১। রাঘব! আত্মা দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অসঙ্গ ও ব্যাপক। তাদৃশ আত্মায় যেরূপে জগতের উৎপত্তি হয় তাহা তোমার নিকট এই মুহূর্ত্তেই কীর্ত্তন করিব। এই চরাচর বিশ্ব সেই একমাত্র পরমাত্মা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে

এবং সেই পরমাত্মাই বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাবলোকন প্রকারের আস্পদ-স্বরূপ (অর্থাৎ বাহ্য জগৎ) এই জগতের মননপ্রকারাস্পদ (অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ) হইয়া উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৩২।৩৩। *

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভাবার্থ এই যে, তিনিই ব্যষ্টি, তিনিই সমষ্টি, তিনিই স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনি বাহ্য-প্রপঞ্চ এবং তিনিই অন্তঃপ্রপঞ্চ। তিনি নিজে নিজ মায়ায় দৃশ্যভাবে উদিত ও অদৃশ্যভাবে অস্তমিত হইতেছেন বা ভ্রান্তি বশতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দেখিতেছেন।

দ্বাদশ সর্গ

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, সেই পরম পবিত্র শান্তপদ (তুরীয় ব্রহ্ম) হইতে যে প্রকারে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা উত্তম (নির্ম্মল) বুদ্ধি অবলম্বনে শ্রবণ করিবে ১। যেরূপ সুষুপ্ত্যবস্থা স্বপ্নবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেই-রূপ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মও সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে যে ক্রম বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর ২।

এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব সেই অনন্তপ্রকাশ অনন্তমহিম পরমাত্মরূপ চিৎনামক রত্নের বিচিত্রসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৩। তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এবং নির্ম্মল। তাদৃশ নির্ম্মল আত্মায় প্রথমে আপনা আপনি (নিজ মায়াশক্তির উদয়ে) যৎকিঞ্চিৎ চেত্যতার (জ্ঞেয় ভাবের) উদয় হয়। সে চেত্যতা অর্থাৎ বিজ্ঞেয় ভাব—অহম্। এই অহংএর গর্ভে সমুদায় সৃজ্যমান পদার্থের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসংস্কার অবস্থিত থাকে। তাহা অস্মদাদির সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের (স্মরণবৃত্তির) উদ্বোধের অনুরূপ ৪।৫। অনন্তর সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত পরম-সত্তা চিন্নামযোগ্যা অর্থাৎ পরমেশ্বর সংজ্ঞার উপযুক্তা হইয়া থাকে ৬। পশ্চাৎ তিনি যখন চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ সম্বেদন বশতঃ * জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মস্বভাব বিস্মৃত ও পরমপদ পরিত্যাগ করতঃ ভাবিপ্রাণধারণো-পাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হইতে থাকেন ৭। জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও

---

* ব্রহ্মসত্তা=ব্রহ্মতত্ত্ব। চিত্তে যেমন জ্ঞানসংস্কার থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াশক্তিতে প্রলয়প্রাপ্ত জগতের সংস্কার থাকে। পরে পুনঃ সৃষ্টির প্রথমে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন ব্রহ্মে সৃজনশক্তির উদয় হয়, তাহাতেই তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর প্রথমে আমি বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ঐরূপ সঙ্কল্পের নাম ঈক্ষণ—সম্বেদন।

তাঁহার ব্রহ্মভাবের অপচয় হয় না। কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ (এক প্রকার মায়িক ইচ্ছা) দ্বারা সংসরণোন্মুখী হয়, তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার স্বরূপ বিকৃতি হয় না ৮। ব্রহ্মস্বভাব অপরিচ্যুত থাকিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর প্রথমে তাঁহাতে খসত্তার (খ=আকাশ) আবির্ভাব হয়। সেই খসত্তা এক্ষণে আকাশ ও শূন্য নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র প্রকাশমান বলিয়া আকাশ নাম এবং অন্যান্য ভূতের স্থান দানার্থ শূন্যপ্রায় বলিয়া শূন্য নাম দেওয়া হয়। এই খসত্তা, শূন্য বা আকাশ, সূর্য্যাদি সৃষ্টির পর আকাশ নামে প্রথিত হয় এবং ইহাই শব্দাদি গুণের বীজ স্বরূপ ৯। অনন্তর তাহা হইতে কালসত্তার সহিত (কালসত্তা=কালের অস্তিত্ব। এই সময় হইতে কালের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে থাকে) অহংএর উদয় হয়। এই অহং ভাবি-সৃষ্টির ও তাহার স্থিতির মূল কারণ। (ইহা হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার বা মূলীভূত সমষ্টি অহঙ্কার)। হে রাঘব! এইরূপে সেই পরমসত্তায় (ব্রহ্মে) অসদ্রূপ জগজ্জাল সমুৎপন্ন হইয়া সতের আশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে ১০।১১। অপিচ, সেই অহং ও আকাশ উভয়ান্বিত সম্বিৎ (অর্থাৎ অহং তত্ত্ব ও আকাশ উভয় সম্বলিত ব্রহ্ম চৈতন্য) সঙ্কল্পরূপ কল্পবৃক্ষের (সঙ্কল্প আকাশেরই কার্য্য) বীজ। সেই যে অহঙ্কার, তাহারই এক দেশ হইতে স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে ১২। সেইজন্য সেই অহম্ভাববিশিষ্ট আকাশরূপ পরমসত্তা শাস্ত্রীয় ভাষায় শব্দতন্মাত্র। এই শব্দতন্মাত্রা হইতে স্থূল শব্দের বিবিধ উৎপত্তি হইয়াছে ১৩। অভিহিত শব্দতন্মাত্রা শব্দৌঘশাখীর (শব্দৌঘশাখী=শব্দময় বৃক্ষ, বেদ) পরম বীজ। সেই বীজ হইতে ভবিষ্যৎ নাম ও আকার এবং পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ, সমস্তই উদিত হইয়াছে ১৪। সেই বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা এই পরিণামপ্রসারী নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন ১৫। পূর্ব্বে যে বায়ু প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্যুক্ত চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য জীব-নামের অভিধেয় অর্থাৎ বোধ্য। (জীবে প্রাণ সংযোগ আছে বলিয়া তাহা বায়ুযুক্ত)। এই জীব নিখিল মূর্ত্ত্যাকারের

বীজ১৬। সেই প্রাণনামক মহাবায়ু হইতে তদ্ব্যাপ্ত চতুর্দ্দশ (সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ) ভুবন ও চতুর্ব্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) ও তৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইবে ১৭। সেই বায়্বভিমানপ্রাপ্ত চৈতন্যের প্রস্পন্দে যে বপুঃ (আকারবিশেষ) প্রস্ফুরিত হয়, তাহাকে স্পর্শতন্মাত্রা কহে। তাহারই বিস্তারে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং তাহা হইতেই সমুদায় স্পন্দনক্রিয়া প্রসৃত হয় ১৮।১৯। তাহাতে যে পরম চৈতন্যের প্রকাশাত্মক ভাবনা (সঙ্কল্প) বিস্তৃত আছে, তাহারই দ্বারা তেজস্তন্মাত্রার উৎপত্তি এবং সেই তেজস্তন্মাত্রা আলোক-শাখীর (আলোকরূপ মাহাবৃক্ষের) বীজ ২০। এই বীজ হইতে বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই রূপ ভেদে এতৎ সংসার বিস্তৃত হইয়াছে ২১। অনন্তর সেই তেজ (তেজঃস্কন্ধাভিমানী আত্মা) "আমি জলময় হইব" ইত্যাকার সঙ্কল্পের (ভাবনার) বলে জলশরীরী হন। তাহারই বিকাশ আস্বাদ। এই আস্বাদ রসতন্মাত্রা নামে ব্যপদিষ্ট ২২। এই রসতন্মাত্রা সমুদায় জলের (দ্রবপদার্থের) ও অম্ল মধুরাদি বিস্পষ্ট আস্বাদের বীজ এবং এ বীজও সংসার বিস্তারের কারণ ২৩। পূর্ব্বোক্ত জলভাবাপন্ন পরমাত্মা "আমি পৃথিবী হইব" এইরূপ ভাবনা করতঃ ভাবিরূপনামা হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পগুণ দ্বারা আপনাতে গন্ধ-তন্মাত্রতা দর্শন করেন ২৪। সেই গন্ধতন্মাত্রা ভাবিভূগোলকের (স্থূল পৃথিবীর) মূল। অপিচ, তদ্ধেতুক তাহা মনুষ্যাদি-আকৃতি-শাখীর বীজ ও সে সকলের আধার ২৫। তাপ ও বায়ু সংযোগে জল যেমন বুদ্বুদে পরিণত হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারযুক্ত চৈতন্যের বিভাবনায় (সঙ্কল্পের প্রতাপে) তন্মাত্রা (উৎপন্ন সূক্ষ্মভূত) সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডা-কারে পরিণত হইয়াছে ২৬। হে রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়, হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে। অর্থাৎ যাবৎ না সর্ব্ব-বিনাশাত্মক মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ এ সকল বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত

অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত (অব্যাকৃত= ঐশী শক্তি বা মায়া) আকাশে সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবরূপে অবস্থিত ছিল, সেই ঈশ্বর সঙ্কল্পস্থিত ভাবরূপী জগৎ এক্ষণে, যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে স্থূল বটবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তেমনি, স্থূলাকারে আবির্ভূত হইয়াছে ২৭।২৮। মায়িক সৃষ্টির দর্শন যদ্রূপ, তাহা যেমন পরমাণু মধ্যেও সম্ভবে, * জগৎসৃষ্টির দর্শন ঠিক্ তদ্রূপ। এ সৃষ্টি ক্ষণমধ্যে আবির্ভূত ও ক্ষণমধ্যে তিরোভূত হইয়া থাকে ২৯। এই যে স্থূলতা দেখিতেছ, ইহা বাস্তব নহে। এরূপ অবাস্তব স্থূলতায় বাস্তব সূক্ষ্মতার ক্ষতি হয় না। কারণ এই যে, সৃষ্টি বৈকারিক নহে; পরন্তু বৈবর্ত্তিক। (বিকার=সত্য সত্য অন্যথা হওয়া। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। বিবর্ত্ত=মিথ্যা অন্যথা হওয়া যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প)। অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ। ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ বলিয়াই পরমচৈতন্যরূপ আধারে ইহা কখন স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতেছে কখন বা সম্পিণ্ডিত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং কখন বা স্বীয় আধারে (চৈতন্যে) লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে ৩০।

হে রাঘব! দৃশ্য জগতের বীজ তন্মাত্রাপঞ্চক। সে সকলের বীজ পরমাত্মার পরা শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি শাস্ত্রান্তরের আদ্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই জগৎশ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, সেই এক পরমাত্মতত্ত্ব মায়াশক্তির প্রস্ফুরণে জগদ্বীজ এবং জগৎ তাহার (সেই বীজের) অঙ্কুরাদি শাখাপ্রশাখান্ত মহাবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই কারণে আমি বলিয়াছি, জগৎ অজ, অনন্ত ও চিন্মাত্র। চিন্মাত্র তাই ইহার রহস্য বা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি ৩১।৩২।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* মায়িক সৃষ্টিতে দেখা যায়, পরমাণুতুল্য একটি ক্ষুদ্র বীজে ক্ষণমধ্যে শত শত বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। মায়িক সৃষ্টি=ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। নভঃ, তেজঃ, তমঃ, সমস্তই অনুৎপন্ন ঐ সকলের সত্তার কারণ (আছে বলিয়া প্রতীত হইবার হেতু) চিদাত্মা অর্থাৎ বিকারকৃতবৈষম্যশূন্য পরব্রহ্ম। চিদাত্মা মায়াকাশে প্রস্ফুরিত হইলেই তাঁহাতে প্রথমে চেত্যবিষয়িনী কল্পনা উদিত হয়। পরে তৎসংযোগে জীবভাবের আবির্ভাব, তৎপরে অহংএর কল্পনা ১।৩। অনন্তর অহং হইতে বা অহম্ভাবের পরিণামে বুদ্ধির উদয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে মনন-ধর্ম্মী মন জন্মে। * মনের অন্তর্গর্ত্তে শব্দাদিবিষয়মাত্রার (তন্মাত্রার) পূর্ব্বসংস্কার অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া মন হন৪। এই মন তন্মাত্রাপঞ্চকের ভাবনায় অর্থাৎ মেলনে বা পঞ্চীকরণে আধ্যাত্মিক মহাভূতরূপে প্রবর্দ্ধিত বা উপচিত হওয়ায় এই জগৎ নামক মহাগুল্ম বিলোকিত হইতেছে। অর্থাৎ মনই কল্পনার দ্বারা আপনাকে স্থূলদেহস্থ মনে করিতেছে ও জগৎ দেখিতেছে৫। স্বপ্নদ্রষ্টা যদ্রূপ স্বপ্নে অকৃত বা অনুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি দর্শন করে, চিদাত্মাও তদ্রূপ মনের আবেশে জগৎ দর্শন করিতেছেন। সেইজন্য বলা যায়, ইহা স্বপ্নের ন্যায় চিৎনামক মহাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে৬। চিদাত্মাই জগৎরূপ করঞ্জকুঞ্জের অনুপ্ত বীজ। (করঞ্জ=এক প্রকার বৃক্ষ)। এ বীজ ক্ষিতি, বারি ও তেজঃ, কিছুরই অপেক্ষা করে না, অথচ অঙ্কুরিত হয়৭। যাহা কেবল চিৎ তাহাই স্বপ্নসৃষ্টির ন্যায় চিন্ময় পৃথ্ব্যাদি সৃজন করে। যাহা কেবল চিৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যেখানেই থাকুক, সর্ব্বত্রই

* বুদ্ধি শব্দের অর্থ এখানে মহত্তত্ত্ব এবং মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পকারী অন্তঃকরণ।

বাস্তব জগদঙ্কুর বর্জ্জিত। অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব। স্থূল জগতের বীজ পঞ্চ-তন্মাত্রা, পঞ্চতন্মাত্রার বীজ অক্ষয় অব্যয় চিৎ৮।৯। যাহা বীজ, তাহাই ফল; সে ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময়।

হে রামচন্দ্র! সৃষ্টির আদিতে চিৎ-ই কথিতপ্রকারে চেত্যবিস্তারকরণ সামর্থ্যের দ্বারা আপনাতে তন্মাত্রাপঞ্চক (শব্দতন্মাত্রা প্রভৃতি) কল্পনা করেন, সেজন্য তাহা বাস্তব নহে। সেই কল্পিত তন্মাত্রাপঞ্চক উচ্ছূন বা উপচিত (পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বা পরস্পর বিমিশ্রিত) হইয়া এই স্থূল জগৎ বিস্তার করিয়াছে১০।১১। সুতরাং যাহা কেবল ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্ন কল্পনার ন্যায় কল্পিত ভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমস্তই তৎস্বরূপ; তাহার অতিরিক্ত নহে১২। যাহা কেবলমাত্র কল্পনা, তাহার স্বরূপসত্যতা কোথায়? পঞ্চতন্মাত্রা যেমন ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তেমনি, তন্মাত্রা-প্রভব স্থূলভূত সমূহও ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত। সেই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মই ত্রিজগৎ১৩।১৪। এই স্থানে বলিতে পার যে, ব্রহ্মই কারণ ও ব্রহ্মই কার্য্য, ইহা কি প্রকারে সুসম্ভব হয়? একের কারণ ও কার্য্য উভয় ভাব লোক মধ্যে যুক্তিবহির্ভূত? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, আদি সৃষ্টিকালে যে প্রকারে তন্মাত্রা পঞ্চকের স্ফুরণ হয় সেই প্রকারে স্থূলভূতেরও স্ফুরণ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য; অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্বপ্ন সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য। তেমনি, ব্রহ্মও জগদ্বিবর্ত্তের কারণ ও কার্য্য। আরও বিশদ কথা এই যে, যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার কার্য্য কুম্ভ ব্যবহার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন, তেমনি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য্য জগৎও ব্যবহার দৃষ্টি ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন)। অতএব, জগৎ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই ও জন্মিতে দেখাও যায় নাই১৫। যেমন স্বপ্নসৃষ্ট ও সঙ্কল্পনির্ম্মিত নগর অসৎ হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও সতের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি, পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ নামক পরমা-

ন্যায় জীবাকাশের বাস্তব অভাব থাকিলেও অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব. কল্পিত হইয়া থাকে। কথিতপ্রকারে পরম নির্ম্মল পরমাত্মায় বাস্তব পৃথ্যাদির অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মে ভৌতিক সৃষ্টির উদয় যদ্রূপ, জীবের উদয়ও তদ্রূপ১৬।১৭।

হে রাঘব! সেই পরমাকাশ ব্রহ্মকাশে উক্ত জীবাকাশ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প পুরীর ন্যায় অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই নির্ম্মলাত্মা পৃথিব্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও তাঁহাতে যে আকাশোদরে গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় আকাশাত্মা স্বরূপে উদিত হয়, তাহাকেই আমরা জীব নামে অভিহিত করি। হে রামচন্দ্র! অভিহিত জীবাকাশ (জীব নামক আকাশ। জীবভাব আকাশের ন্যায় আকারহীন বলিয়া আকাশ) যে প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া জানিয়াছে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশ কল্পিত হয়। অনন্তর সেই সুবিস্তৃত সমষ্টি জীবাকাশে (জীবঘন বা জীবসঙ্ঘরূপ আকারহীন পদার্থে) বিচ্ছিন্নভাবে "আমি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অল্প" ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। তাদৃশ ভাবনার উদয়ে ব্যষ্টি জীবের জন্ম হয়; সুতরাং তাহা সমষ্টির অনতিরিক্ত। যেমন সঙ্কল্পিত (মনঃকল্পিত) চন্দ্র অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সতের ন্যায় বোধারূঢ় হয়, তেমনি, ঐ ভাব অসৎ হইলেও অর্থাৎ অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় ভাবিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাদৃশ ভাবনার প্রভাবে তিনি ক্রমেই দৃশ্যরূপী হন১৮।২০। অনন্তর সেই অণুতেজঃ কণভাব অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ পুর্ব্বক আপনাকে তারকার ন্যায় (ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন) অনু-ভব করেন, তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল হন। সেইরূপ স্থৌল্যই ভূতমাত্রাসম্বলিত লিঙ্গভাব এবং তাহাই শাস্ত্রান্তরের লিঙ্গদেহ২১। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্তকল্পনা বশতঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে। জ্ঞান ও শরীর উভয়ই চিত্তকল্পনার বশে প্রাদুর্ভূত হয়। জীব সেই

সেই কল্পনানুভবের বশে সেই সেই উপাধিতে সোঽহং ভাবে ভাবিত হয়। তাঁহার যে সেই তারকাকার লিঙ্গভাব, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ করচরণাদিমান্ স্থূল দেহের কারণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনার পথিকত্ব অনুভব করে, তেমনি, এই জীবও আপনাকে তারকাকার অর্থাৎ শরীরী ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে। চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করে, জীব তেমনি তেমনি সেই সেই উপাধির পক্ষানুসারী হয়। অর্থাৎ জীব বাস্তব পক্ষে সর্ব্বগামী হইলেও উক্তপ্রকারে অন্তঃস্থের ন্যায় ও পরিছিন্নের ন্যায় হইয়াছেন। পর্ব্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদির প্রভাবে তদন্তরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সর্ব্বত্র ব্যবহার অর্থাৎ গমনাগমনাদি করিতে সমর্থ এই দেহ যেমন কূপপতিত হইলে কূপ মাত্রে গতিবিধি করে, সর্ব্বগামী হয় না, অপিচ দূরপ্রচরণযোগ্য উচ্চৈঃস্বর যেমন আবরকের মধ্যে উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, বাহিরে আইসে না, তেমনি, সর্ব্বগামী আত্মাও তারকা কোঠরে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাদির অন্তরস্থ কল্পিতাকাশে অহং-অভিমান ধারণ করিয়া যেন তিনি তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন, মনে করেন২২।২৫। যদ্রূপ স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প দেহমধ্যেই সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, স্ফুলিঙ্গতুল্য উপাধিতে অহঙ্কারের আরোপে জীব তত্রস্থের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন২৬। প্রথমে বাসনাময় দেহাদির ব্যবহার করেন, অনন্তর তিনি ক্রমক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সঙ্কল্প বিকল্পরূপী মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু, এবং চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন। আমি দেখিব, এই ভাবের প্রভাবে দেখিবার জন্য ছিদ্রদ্বয় প্রসারিত হইয়াছে। সেই দুই ছিদ্রের নাম নেত্র, তাহারই দ্বারা দর্শন লালসা পুর্ণ হয়। আমি স্পর্শ করিব, এই ভাবের প্রভাবে স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রবণ করিব, এই ভাবের প্রভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণ লইব, এই ভাবের

প্রভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসারন্ধ্রস্থিত), এবং আস্বাদ গ্রহণ করিব, এই ভাবনায় রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা বিস্তৃত হইয়াছে২৭।৩০। যাহা স্পন্দন তাহা বায়ু। চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ তাহার কার্য্য। বাহ্যজ্ঞান ও অন্তর্ব্বিজ্ঞান উক্ত প্রকারে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং উক্ত সমস্তই বর্ণিতপ্রকারে ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অর্থাৎ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সেই মূল চৈতন্যের বিবর্ত্ত৩১। এইরূপে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিকদেহী*, পরে স্থূলাকৃতি, তৎপরে এই সকল স্থূল দর্শন অনুভব করেন। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে স্ফুলিঙ্গাকারাদি বাহ্য বিষয় পর্য্যন্ত কল্পনা করতঃ তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। এবং কথিতপ্রকারে আপনার সূক্ষ্ম আকারকে উচ্ছুন অর্থাৎ স্থূল করিয়াছেন৩২। এ সকল ব্যবহার সত্যের ন্যায় অথচ অসত্য। অতএব, ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন৩৩। স্ববুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্থ হইয়া স্ববুদ্ধিকল্পিত অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) অবলোকন করিতেছেন৩৪। কেহ জলগত, কেহ বা সম্রাট এবং কেহ বা ভাবিব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অনুভব করিতেছেন৩৫।৩৫। †

হে রামচন্দ্র! দেশকালাদিশব্দনির্ম্মাণকর্ত্তা আতিবাহিক দেহী জীব চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া দেশকালাদিভাবনা করতঃ সেই সেই শব্দের দ্বারাও বদ্ধ হইয়া আছেন। (শব্দের অর্থাৎ নামের) বস্তুতঃ ইহা (জগৎ) স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অসৎ। অসৎ বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অলীক। সেই কারণে বলা যায়, ইহা অনুৎপন্ন। বাস্তব অনুৎপন্ন হইলেও বিরাটরূপী আতিবাহিকদেহী আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভূ কথিতপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়৩৬।৩৮।

---

* আতিবাহিকদেহ=চিত্তদেহ অর্থাৎ ভাবময় দেহ। এ দেহের দৃশ্যতা নাই। কেবল ভাব আছে।

† ইহার দ্বারা একই ব্রহ্মের প্রকারদ্বৈবিধ্য বলা হইল। প্রথমে জলান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী, তৎপরে চতুর্ম্মুখব্রহ্মশরীরাভিমানী। মহর্ষি মনু যে বলিয়াছেন, "অপএব সসর্জ্জাদৌ" এ সেই কথা।

হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডাকার বিভ্রমে এমন কিছু নাই যাহাকে সম্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু (সিদ্ধ=যাহা সত্য সত্যই থাকে তাহা) বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই এবং দৃশ্যতাও নাই। অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ ব্রহ্মাকাশ কোশে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে হয়৩৯।৪০। ইহা সৎ (আছে) বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের ন্যায় নিতান্ত অসৎ, এবং ইহা কোন দ্রব্যের দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত ও প্রযত্ন সহকারে প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুত বা কৃত না হইলেও ইহা সেই সৎস্বরূপে বিরাজিত আছে। যেহেতু মহাকল্প কালে ব্রহ্মাদিরও লয় হয়, সেই হেতু ইহা পূর্ব্ব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতির ফল নহে।* যিনি ইহার স্রষ্টা তিনি যেরূপ, এই জগৎও সেইরূপ৪১।৪৩। পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে যে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মা কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই জগৎস্বপ্ন তিরোহিত হইলে তিনি কেবল হন অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। তখন এ সকল দৃশ্য থাকে না। স্বপ্নের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিব্যাদি, মাত্র স্মৃতির আকারে অনুভূয়মান হইতে থাকে, ব্যোমরূপী জগৎকারণ ঠিক্ তদ্রূপরূপী হন এবং জগৎও তদ্রূপরূপী হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জলের অনতিরিক্ত, তেমনি, সৃষ্টিও পরমাত্মার অনতিরিক্ত৪৪।৪৬। ইহা নিরাধার, নিরাধেয়, দ্বৈতরহিত সুতরাং একত্ববর্জ্জিত।‡ ইহা নির্ম্মল পরমাকাশে (ব্রহ্মে) জন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই৪৭।৪৮। সুতরাং বাস্তব

---

* এক এক মহাকল্প শেষ হয় আর সেই সেই কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হন। সুতরাং নূতন কল্প নূতন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়। তাহার সহিত পূর্ব্ব ব্রহ্মার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং এ জগৎ পূর্ব্ব ব্রহ্মার সংস্কার প্রভব নহে। সুতরাং স্বীকার করা উচিত যে, জগৎ নূতন ব্রহ্মারই অবিদ্যাসমভূত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে জীব পূর্ব্ব কল্পে উপাসনা বিশেষে সিদ্ধ হয় সেই জীব পরকল্পে ব্রহ্মা হয়।

‡ একত্ববর্জ্জিত কথার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিত্ব থাকিলেই একত্বজ্ঞান হয়, নচেৎ কোন বস্তু "এক" এ রূপে কল্পনা করা যায় না। তাদৃশ ভাবে একত্ববর্জ্জিত।

কল্পে সংসার নাই। ইহাতে দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই৪৯।৫০। স্থাবর বল, জঙ্গম বল, জগৎ বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ। যেমন সলিলে আবর্ত্তের আবির্ভাব, তেমনি, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মস্বভাবের আবর্ত্তে এবম্প্রকার জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসৎ (অলীক) হইলেও আধারের অনুবর্ত্তী; সেই কারণে ইহা সতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে৫১।৫২। যেমন স্বপ্ন তিরোহিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীয় মরণ অলীক বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎ সেইরূপ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। সুতরাং ইহার স্বরূপ সেই অনাময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে৫৩।

হে রাঘব! প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ সেই পরম আকাশে (পরমাত্মায়) উক্ত আকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তিনিও পরমাকাশস্বরূপ। এই জগৎ সেই মনোময় বা আতিবাহিক শরীবী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন সুতরাং ইহা সঙ্কল্পসদৃশ নিস্তত্ত্ব৫৪।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহং প্রভৃতি দৃশ্য কথিতপ্রকারেই কল্পিত হইয়াছে। কল্পিত হইয়াছে, জন্মে নাই। এ সকলের জন্ম নাই বলিয়া ইহার বিদ্যমানতাও নাই। তবে যে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে সে বিদ্যমানতা পরম পদের অর্থাৎ সর্ব্বময় ব্রহ্মের১। যেমন নিস্পন্দ সাগরগর্ত্তে জলস্পন্দের অর্থাৎ তরঙ্গমালার আবির্ভাব, তেমনি, সেই পরমাকাশে আকাশরূপ অপরিত্যাগে জীববৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে এক জীব; পরে তাহা হইতে অসংখ্য জীব। প্রথমাবির্ভূত জীব ব্রহ্মা। সেই বিরাটাত্মা প্রজাপতির পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময় যে দেহ, তাহা আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাহা অক্ষয় অথচ স্বপ্নশৈলের ন্যায় আভাসিত মাত্র। যদি স্বপ্নগর চিরস্থায়ী হয়, চিত্রকর যদি মনে মনে একাগ্র চিত্তে যুদ্ধোদ্যোগী সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই চিত্তস্থ সংস্কারময় সেনাদল সেই জীবঘন ব্রহ্মার সহিত উপমিত হইতে পারে২।৫। যদি কোন এক মহাস্তম্ভে অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (শালভঞ্জিকা=ছবি। খোদাই করা নহে, এরূপ ছবি) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই বিরাট্ পুরুষের তুলনা হইতে পারে। বিরাট্ পুরুষও ব্রহ্মস্বরূপ মহাস্তম্ভের অনুৎকীর্ণ ছবি৬। এই আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকার্য্যের অভাব হেতু কারণবিহীন৭ (অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ জীবের ন্যায় উৎপাদক কারণ নাই)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপ্রলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহগণ মুক্ত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম নাই৮। আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা দর্পণপ্রতিবিম্বিত কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় দৃশ্য হইলেও পৃথক সত্তা না থাকায় দর্শনের

অযোগ্য। বস্তুতঃই তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, স্রষ্টা, সৃষ্ট ও সৃজন, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদির কিছুই নহেন অথচ সকলই তিনি৯। ইনিই প্রত্যগাত্মা (দেহীর অন্তরাত্মা) এবং ইনিই সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সে সকলের বোধক শব্দ। যদ্রূপ দীপ হইতে দীপ সমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ. আদ্য প্রজাপতি হইতে নিখিল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে১০। যেরূপ সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ, বিরাডাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষ হইতে শাখা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ, বিরডাত্মা ব্রহ্মার প্রতিস্পন্দ হইতে জীববৃন্দ বিসৃত হইয়াছে। সহকারী কারণ না থাকায় তাহারা তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে১১। সহকারী কারণ না থাকিলেই কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে১২।১৩। যাঁহা হইতে পৃথ্যাদি অলীক বস্তু পরম্পরা সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশস্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাডাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে পরিচিত১৪।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! জীব কি পরিমিত? (পরিমিত=পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণবিশিষ্ট) না অপরিমিত? অসংখ্য? না নির্দ্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলপিণ্ডের ন্যায় পরম্পরাশ্লেষে এক?* আপনি বলিলেন যে, আদ্য প্রজাপতি হইতে জীববৃন্দ নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। মূল যদি সত্য সত্যই অবাস্তব হয় তাহা হইলে বারি হইতে বারিধারার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর বারিধি হইতে অম্বুকণার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর তপ্তলৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় হউক, জীবপুঞ্জ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণন করুন১৫।১৬। হে ভগবন্! আমি জীববৃন্দের তত্ত্ববিনির্ণয় যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারি, আপনি তাহাই আমার নিকট উপদেশ করুন১৭।

---

* ভাব এই যে, সমষ্টি মিথ্যা হয় হউক, ব্যষ্টি জীবের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষবাধিত। সকলেই 'আমি' ইত্যাকারে আপনাকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত আছে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলপাবন রাম! যখন এক জীবও নাই, তখন জীবরাশি কোথায়? কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? তোমার প্রশ্ন শশশৃঙ্গকে অতিক্রম করিতেছে১৮। রাঘব! জীবও নাই, জীব-রাশিও নাই এবং পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই১৯। জীব কি? জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ সর্ব্বগ অমল ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সেই হেতু তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকৌশল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন লোক সকল বিচিত্র ফুল্লিত লতা দর্শন করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মও সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারী চিন্মাত্রের আভাসে অনুপ্রবেশ দ্বারা আপনাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সন্দর্শন করেন২০।২২। যিনি চিন্ময় ব্রহ্ম তিনি আপনিই আপনাকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া বা প্রস্পন্দ, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব প্রভৃতি নানা প্রকারে অবগত হন। সেরূপ অবগতির কারণ অবিদ্যা। তিনি স্বাশ্রিত অবিদ্যার বা অবোধতার দ্বারা ঐরূপ হন। আবার সম্যক্ বোধোদয় হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা তিরোহিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়২৩।২৪। যখন আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয় তখনই সেই অবুদ্ধতা দূরীকৃত হয়। অন্ধকার যেমন দীপ দ্বারা দৃষ্ট হইবা মাত্র পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞানও আত্মজ্ঞানোদয়ে পলায়ন করে। অজ্ঞান যে কি? তাহার স্বরূপ বা তত্ত্ব কিম্বিধ? তাহা নির্ণীত হয় না২৫। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব। তিনি বিভাগরহিত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত, মহাচৈতন্য ও সম্পন্নরূপী২৬। সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার কোন ভেদ কল্পনা নাই, যে কিছু ভেদকল্পনা সে সমস্তই তাঁহার মায়িক-বিভূতি২৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! যদি একই মহাজীব এবং তাহা হইতেই যদি পৃথক পৃথক সংসারী জীব, তাহা হইলে তাহারা কেন মহাজীবতুল্য নহে? অর্থাৎ সংসারী জীবেরা কি জন্য অল্পজ্ঞানী ও ব্যর্থসঙ্কল্প হয়২৮? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, যিনি মহাজীবের আত্মা,

তিনি ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে “আমি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্যসঙ্কল্প” ইত্যাকার ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকেন। তখন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন হয়। বিভাগের পূর্ব্বে, ব্যষ্টি ভাব উদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। যেমন কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র ও চক্রভ্রমণাদি ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়, তেমনি, দ্বৈতবিভাগও ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল বিভাগ তাঁহার অংশ-স্বরূপ ও জীবরূপে কল্পিত (অংশ=ভাগ বা ঔপাধিক বিভাগ)২৯।৩১। মহর্ষিদিগের বিনা ক্রিয়াক্রমে কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সেই প্রধান পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা। “ইহার এই ইচ্ছা বা এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক” প্রধান পুরুষের এই অভিনিবেশের বলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে৩২। এই যে অল্প শক্তিমান্ জীব, ইহাও সেই মহাজীবের শক্তি। তিনি মহাশক্তি, জীবেরা তাঁহার অংশ শক্তি।* সুতরাং মহাশক্তির নিয়মন ব্যতীত কেবল ক্ষুদ্র শক্তিতে কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাশক্তির অনুগ্রহ থাকিলে ইচ্ছার ফল হয়, নচেৎ হয় না। রাম! কথিতপ্রকারে সেই অনাদ্যনন্তস্বরূপী মহাজীব ব্রহ্মই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রতিপ্রকাশিত হই-তেছে৩৩।৩৫। চিৎশক্তিই বিষয়ানুভব দ্বারা জীব হয় ও সংসার অনুভব করে। অপিচ, সেই চিৎশক্তি বিষয়ানুভব বর্জ্জিত হইলে সম-ব্রহ্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়৩৬। তাম্র যেমন পারদের অথবা ঔষধ বিশেষের দ্বারা পাক বিশেষে অথবা স্পর্শ বিশেষে সুবর্ণাকার ধারণ করে, তেমনি, কনিষ্ঠ জীবেরাও শ্রেষ্ঠ জীবের উপাসনায় মহাজীবত্ব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে৩৭। জীবভাব ও জগদ্ভাব বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক্

---

* যেমন এক বিস্তীর্ণ বহ্নিশক্তি মহাশক্তি; স্ফুলিঙ্গ তাহার অংশশক্তি, সেইরূপ।

বস্তু লব্ধ হয় না, কেবলমাত্র চেতনের অদ্ভুত লীলাই অবগত হওয়া যায়। রাম! শরীরাবৃত আত্মায় অর্থাৎ চৈতন্য নামক মহাকাশে এ সকল না থাকিলেও কথিতপ্রকারে সত্যবৎ উদিত হইতেছে৩৮।

রামচন্দ্র! চিত্তের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা (অদ্ভুত সৃষ্টি সামর্থ্য), তাহাই ভবিষ্যৎ নামের ও দেহাদির অবভাস। অপিচ, তাহাই অহ-ম্ভাবের উৎপাদক৩৯। চিত্ত চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে অনুরক্ত ও তন্ময়াত্মহেতু অনন্ত; অথচ তাহা চিৎ হইতে প্রস্ফুরিত। তাদৃশ চিত্তে এই ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত৪০।† সেই চিৎ যদিও অক্ষয় অব্যয় নিত্য নির্ব্বিকার ও একরূপ, তথাপি, তদীয় বিচিত্র শক্তির উদ্ভবে তিনি পরিণাম ও বিকার প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বিভিন্নের ন্যায় প্রতীতি গোচর হইতেছেন৪১। চিত্তের ও চিৎপ্রকাশ্য চেত্য নিবহের (বিষয় সমূহের) যে স্বাভাবিক অথবা স্বতঃসমুখ মিলিত প্রকাশ, (বিমিশ্র প্রকাশ) তাহাই এক্ষণে জগৎ৪২। চিত্তের যে শক্তি উক্তপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে সে শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। সেই দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব চিৎ-শক্তিই অহং দেখিতেছে৪৩। আত্মাতেই আত্মার দ্বারা বারিতে বারি-তরঙ্গের ন্যায় প্রস্ফুরিত এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষ পরম্পরা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সেই অহং দর্শনের সীমা অর্থাৎ সেই অহং ভ্রমই ঈদৃশ জগদ্ভ্রমের মূল৪৪। চমৎকারকারিণী চিৎশক্তির যে চিচ্চমৎকারিতা তাহাই জগৎ; তদ্ভিন্ন পৃথক্ জগৎ নাই৪৫। রাঘব! চিত্তের যে প্রথম চেত্য (প্রথম দৃশ্য বা প্রথম অবগাহ্য) তাহাই অহং এবং তাহা (অহংতা) কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহার বীজ কল্পিত অবশ্য তাহার ফলও কল্পিত। এ নিয়ম অনুসারেও এই জগৎ কল্পিত। অতএব, কল্পনায়

---

† জগৎ-সংস্কার-সংস্কৃত মায়ায় প্রতিফলিত আত্মচৈতন্যেই বিশ্বমণ্ডল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জগৎস্ফূর্ত্তি অনাদি প্রবাহে চলিতেছে।

দ্বিত্ব একত্ব অবস্থানের বিচার বিফল৪৬। জীবভাব অবস্থানের কারণ—পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার—যাহার অন্য নাম অদৃষ্ট ও বাসনা। তাহা ত্যাগ হইলে পর তুমি আমি ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। যতই কল্পনা আছে তৎসমুদায়ের মধ্যে "তুমি আমি" এই কল্পনা অত্যন্ত দুস্ত্যজ। তুমি আমি কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে স্থতরাং তখন সর্ব্ব কল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয় স্থতরাং তখন অপরিচ্ছিন্ন কেবল আত্মসত্তা অবশিষ্ট থাকে৪৭। জ্ঞানের প্রভাবে দৃশ্যসত্তা তিরোহিত হইলে দৃশ্য দর্শনের আধার যে চৈতন্য, তদীয় নির্ম্মল সত্তা তদবধি সতত উদিত থাকে, কদাচ অন্যথা হয় না। মেঘের তিরোধানে নির্ম্মল ব্যোম-সত্তা যদ্রূপ, দৃশ্যসত্তার তিরোধানে দৃক্‌সত্তাও তদ্রূপ। বস্তুতঃই নির্ম্মেঘ সমেঘ আকাশের ন্যায়ে চিত্ত ও চিৎ উভয়ের সত্তা অভিন্ন৪৮। মন চেষ্টাত্মক তাহা শূন্যাকার, জগৎ তদাত্মক স্থতরাং শূন্য (সূক্ষ্ম জগৎ বা অন্তর্জ্জগৎ শূন্য অর্থাৎ নিরাকার) এবং ইন্দ্রিয়রূপ প্রপঞ্চ দেবগণের আলয়স্বরূপ যে সাকার জগৎ (বিরাট ও বিশ্ব) তাহাও শূন্য। পরন্তু চিচ্চমৎকারিতা প্রযুক্ত ঐ সকল আকার বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ফল কথা, চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নিয়ম এই যে, যাহা যাহার বিলাস (লীলা), তাহা তদাত্মক। কদাচ তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ নিয়ম সাবয়ব পক্ষে দেদীপ্যামান, নিরবয়বের পক্ষে ত কথাই নাই৪৯।৫০। নামাদিরহিত সর্ব্বসাক্ষিণী চিতির যে রূপ, তাহাই এই জগতের তাত্ত্বিক রূপ। এ বিষয়ের বিশদ কথা এই যে, চিতির যে নামরূপাদি নিকৃষ্টভাব—তাহাই চেত্য এবং সেই চেত্য হইতে জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ হইতে এই স্ফুরণরূপী জগতের নাম রূপাদি কল্পিত ও প্রকা-শিত হইয়াছে)৫১। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ ভূত, তদ্বাচক বাক্য ও দিক্ প্রভৃতির রচনা সমস্তই চিতি হইতে হইয়াছে এবং চিৎই কথিত-

প্রকারে জগৎস্থিতির কারণ হইয়াছে৫২। চিতের চিত্বই জগৎ; অজগৎ চিত্ব (চিত্তের ধর্ম্ম বা সামর্থ্য বিশেষ) নাই। চিৎ ও চিত্ব উভয়ের কল্পনারূপ ভান (প্রতীতি) অনুসারেই ভেদ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু সে ভেদ বাস্তব নহে। ভাবিয়া দেখ, চিত্তের কল্পনা ব্যতিরেকে জগৎ কোথায়?৫৩ চিদ্ব্রহ্মের যে অর্থপ্রথন সামর্থ্য অর্থাৎ বিষয় দেখিবার শক্তি, সেই শক্তিই অর্থাৎ সেই অর্থপ্রথনসামর্থ্যই জীব ও জীবভোগ্য ভূত ও ভৌতিক আকারে অর্থাৎ জগদাকারে অবস্থান করিতেছে৫৪। চিৎ হইতে চিত্তের ও চিত্ত হইতে যে অহং ভাবের স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ স্পন্দনক্রিয় প্রাণের যোগে জীব শব্দের অভিধেয় হইয়াছে৫৫। চিৎ পদার্থ চিত্তনামক ধর্ম্মের উদ্রেক হওয়ায় তদ্বিকার অহম্ভাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছে সত্য, পরন্তু তাহা হইলেও সে সকল (উপাধি) মিথ্যা বা বৃথা অবভাস বলিয়া তদ্দ্বারা চিৎস্বভাবের অন্যথা ঘটনা হয় না৫৬। কোনও বস্তু আপনার ক্রিয়ায় আপনি ভিন্ন হয় না। যদি তাহা না হয় তবে অহঙ্কার-প্রধান চিৎ হইতে স্পন্দপ্রধান প্রাণ ভিন্ন হইবে কেন? যে চিৎ সে-ই প্রাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় স্থির হয় যে, স্পন্দশক্তিসম্বলিত চিৎই পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ জীব৫৭। অপিচ চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব জীব ভেদ সিদ্ধ হয় না। জীবের উপাধি মন, তাহা গোলক ভেদে (গোলক=স্থান) বিভিন্নপ্রায়; কিন্তু গোলকের অভাবে এক৫৮। কথিতপ্রকারে জীবের ও জগতের অবাস্তবত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, অতিতুচ্ছ কার্য্য-কারণাদি ভাবময় এই জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটা অর্থাৎ প্রান্তভাগস্থ অন্য এক প্রকার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ প্রকাশ তদাশ্রিত মায়ার বিলাস; তাহার (মায়ার) উপশমে তাহা (চিৎ) নির্ব্বিশেষে পরমাত্মা৫৯। ইহারই নাম পরমাত্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন। এ দর্শনের ফল অনর্থ নিবৃত্তি। অনর্থ নিবৃত্তি এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে—

আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচলের ন্যায় এক ও এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছি৬০। অজ্ঞ জীব এ তত্ত্ব জানে না, না জানিয়া বিবাদ করে। তাহারা নিজে ভ্রান্ত হইয়া অন্যকেও ভ্রমে নিপাতিত করে৬১। ইহা দৃশ্য, ইহা মূর্ত্তি, এ সকল ভাব অজ্ঞ দিগেরই জ্ঞানে রূঢ় থাকে। অজ্ঞ দৃষ্টিতেই পৃথক্ পৃথক্ বিকার দৃষ্ট হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নহে। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দ্বৈত, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অদ্বৈত৬২। চিৎ একটি তরু, তাহাতে বিষয়াশক্তিরূপ জলসিঞ্চন, তদ্দ্বারা বসন্তকান্তির অনুরূপ তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তির বিলাস, তদ্দ্বারা অতিবিশদ কাল প্রভৃতি সম্বলিত জগৎ নাম্নী মঞ্জরী বিস্তৃত হয়৬৩। চিৎ-ই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, চিৎ-ই অণ্ডজাত্মক বায়ু অর্থাৎ (সূত্রাত্মা), চিৎ-ই বারিরূপে প্রস্ফুরিত। সে বারি তড়াগাদি খনন দ্বারা সমুৎপন্ন নহে। অর্থাৎ তাহা প্রথমোৎপন্ন চতুর্থ ভূত। সেই চিৎ-পদার্থই বিচিত্র স্বর্ণরজতাদি ধাতুরূপী; তাহা হইতেই দেব, অসুর ও মনুষ্যাদির দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে৬৪।৬৫। তিনিই বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্না রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই চিৎ স্বয়ম্প্রকাশ। সমুদায় বাহ্য বস্তু অন্তগত হইলেও ইনি (চিৎ) স্বপ্রভাবে সমুদিত থাকেন। ইনিই জাড্যভাব দ্বারা স্থাবরাদি জড় বস্তুতে সুষুপ্তি-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন৬৬।৬৭।* ইনি যখন অবিচারপরায়ণ হন, অজ্ঞানাবিষ্ট হন, তখন স্বকল্পিত স্পন্দস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মভাব কল্পনা করতঃ সংসারী হন। যখন বিচারপরায়ণ হন, আপনার অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্বীয় স্বভাবে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই জগৎ চিত্তর অবস্থা অনুসারে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়রূপী। বিচারারূঢ় চিত্ত জগৎ নাই বলিয়া জানে এবং অবিচারাক্রান্ত চিত্ত

---

* প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু তাহা অব্যক্ত। আধার বিশেষে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। মন থাকিলে তাহাতেই চৈতন্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ পায়।

জগৎ আছে বলিয়া জানে৬৮। চিৎ-ই শূন্য, চিৎ-ই মহালোক, চিৎ-ই স্পন্দনশীল সমীরণ, চিৎ-ই অন্ধকার, চিৎ-ই সূর্য্যের আলোক; এইরূপ বিবেচনা করিলে চিতের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব গ্রাহ্য করিতে হয়, অন্যথা ঐ সকলের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে জগৎ নাই। জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ বিবেচনায় জগতের অনস্তিত্ব। যেমন তৈল দগ্ধ হইলে কজ্জল হয়, তেমনি, এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে চিন্মাত্রে অবশেষিত হয়। পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য চিৎই উক্তরূপে জগতের উৎপত্তিপরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছে৬৯।৭১। চিৎ-ই অগ্নির উষ্ণতা, চিৎ-ই জগতের চিহ্ন, চিৎ-ই জগৎ, চিৎ-ই শঙ্খের ধবলতা, চিৎ-ই শৈলের জঠর, চিৎ-ই জলের দ্রবত্ব, জগদ্রূপিনী চিৎ-ই ইক্ষুরসের মাধুর্য্য, ক্ষীরের মধুরতা, জলের স্নিগ্ধতা, হিমের শীতলতা, অনলের শিখা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের বীচি, মধুর দ্রব্যের মাধুর্য্য, কনকের অঙ্গদ এবং পুষ্পের সৌগন্ধ। এই জগৎ সেই চিদ্রূপিনী লতার ফল। চিৎসত্তাই জগতের সত্তা, পৃথক্ জগৎসত্তা নাই। জগতের যে অস্তিতা, তাহা চিতেরই বপুঃ অর্থাৎ শরীর৭২।৭৫। তুমি, আমি, অগ, নগ, নদ, নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও সে প্রতীতি অবস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন আকাশে নীলিমার প্রতীতি হয় অথচ তাহা আকাশে অনবস্থিত, তেমনি, ভুবনত্রয় প্রতীত হয় বটে; পরন্তু তাহা নাই। (পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আধারের অস্তিত্বে, আছে বলিয়া প্রতীত হয়। আধার চিদ্‌ব্রহ্ম)৭৬।

পরমাত্মা অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদ। সেইজন্য তাঁহার সত্তা ও অসত্তা উভয়ই তুল্য। যেমন অবয়ব অবয়বীর, শব্দের ও অর্থের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, চিতের ও জগতের প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। যেহেতু অলীক সেই হেতু সাগর ও পৃথিব্যাদি সমেত এতজ্জগৎ বস্তুকল্পে নাই৭৭।৭৮।

রাঘব! চিৎ এক ও একরস। সেজন্য তাহাতে অবয়বাদি বিন্যাসের প্রশক্তি বা সম্ভাবনা নাই। ইনি সর্ব্বকাল স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবে অবস্থিত। যেমন স্ফটিকশিলা নগরাদি প্রতিবিম্বের সন্নিবেশ ধারণ করে, তেমনি, নির্ম্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ করিতেছে। পল্লব যেমন তরু হইতে পৃথগ্‌ভাবে অনিরূঢ় ও অনন্যাত্মা এবং তাহা যেমন স্বীয় অভেদে শিরাদি ধারণ করে, চিৎ সেই রূপে এই জগৎকে ধারণ করিতেছে। এই চিৎ কারণ সমূহের পিতামহ৭৯-৮২। চেত্য (চিতের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্যের বিজ্ঞের বা প্রকাশ্য) নাই বলিলাম, এ কথায় যেন মনে করিও না যে, চিৎও নাই। চিৎ নাই, এ কথাটাও অযুক্ত। কারণ, চিৎ (চৈতন্য) স্বানুভবসিদ্ধ। যাহা কিছুতে থাকে, অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেই দৃশ্যতা উদয় প্রাপ্ত হয়। বীজে অঙ্কুর থাকে বলিয়াই বীজ হইতে অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়৮৩।৮৪। দৃশ্য নাই বলিয়াছি, যদি তাহা তুমি ধারণ করিতে না পার, (তাহাতে যদি বিশ্বাস আগমন না করে) এবং দৃশ্য থাকা পক্ষে যদি বিশেষ আগ্রহই থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা চিত্তনিরূঢ় ভেদজ্ঞান দূরীকৃত কর। করিয়া "এ সকল সেই পরমপদাত্মক ও চিন্ময় এবং চিৎ আছে বলিয়াই এ সকল আছে" এইরূপে ইহার অস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা স্বীকার কর ৮৫।

বাল্মীকি কহিলেন, মহর্ষে! (ভরদ্বাজ!) বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান ও সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সায়ন্তনকার্য্য সমাধানার্থ মুনিগণ এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ প্রস্থান করিলেন। পরে রজনী অতিক্রান্ত ও দিবাকর সমুদিত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন ৮৬।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

—:০:—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা জগৎ নহে; কিন্তু চিদাকাশ। চিদাকাশ ও আত্মা সমান কথা। যেমন নির্ম্মল গগন-মণ্ডলে মুক্তাশ্রেণীর ভ্রম হয়, (মেঘখণ্ডের ভঙ্গী বিশেষে) তেমনি, সেই নির্ম্মল আত্মায়, জগৎ ভ্রম হইতেছে ১। যেন চিদ্রূপ স্তম্ভে ত্রিজগদ্রূপ অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (কেহ খোদাই করে নাই এরূপ আকৃতি) বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা উৎকীর্ণ নহে এবং ইহার উৎকর্ত্তাও কেহ নাই ২। সমুদ্র যেমন স্বকীয় স্বভাবে প্রস্পন্দিত হয়, তরঙ্গের বেগ প্রসৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ প্রতীতি হইয়া থাকে ৩। মূঢ়েরা এই জগৎকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে সত্য; পরন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পর্ব্বত ও পরমাণুতে যেরূপ প্রভেদ, চৈতন্যে ও চৈতন্যে ভাসমান জগতে সেইরূপ প্রভেদ। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে গবাক্ষ ছিদ্রে নিঃসৃত প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণের সহায়তা ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না ৪। যেমন গবাক্ষ-ছিদ্রাগত প্রাতঃসূর্য্যকিরণে ভাসমান পরমাণু সকল তৎকিরণের অভাবে অনুভবগম্য হয় না, তেমনি, স্বচৈতন্যে ভাসমান জগৎ স্বচৈতন্যের ব্যতিরেকে অভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কথা-গুলির ভাবার্থ—স্বাত্মভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। বিস্পষ্ট স্বাত্মদর্শন হই-লেই জগদ্দর্শন তিরোহিত হয় ৫। এই পৃথ্বী প্রভৃতি জগৎ অনুভূত হইলেও স্বপ্নসঙ্কল্পাদির ন্যায় অলীক। (যেমন পর্ব্বত কোথায় তাহার স্থিরতা নাই অথচ মন স্বপ্নকালে ও কল্পনাকালে পর্ব্বত দেখে)। জগৎ বস্তুতঃ বিজ্ঞানাকাশরূপী। তাহাতে যে স্থূল পিণ্ডাকার জগৎ দেখা যায়

তাহা যদ্রূপ মরুভূমিতে সরিৎভ্রান্তির দর্শন তদ্রূপ। অর্থাৎ ভ্রান্তি ৬।৭। এই যে দৃশ্যতা, ইহা ভ্রান্তিবিশেষ। জগৎ মূর্ত্তও নহে, অমূর্ত্তও নহে, কিছুই নহে। অথচ ইহা মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় ও মনোরথময় নগরের ন্যায় কেবল মাত্র অন্তরেই দেখা দেয় ৮। যেরূপ স্বপ্নদ্রষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ, সারাসারবিবেচনাশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট এই জগতের দৃশ্যশ্রী অসৎস্বরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত ৯। অবিবেকী ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেকীরা ও তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। রাম! আমি তোমাকে সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুগামী হইও না। বস্তুতঃই জগৎ, ব্রহ্ম, আমি, এ সকল শব্দের অর্থে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই ১০। যেমন শূন্যাত্মক আকাশ ও সূর্য্যের আলোক, যেমন সূক্ষ্ম মেঘ ও মনঃকল্পিত মেঘ, তেমনি জগৎ ও তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর জগদ্দর্শন আর ব্রহ্মদর্শন তুল্য। তত্ত্বদর্শীরা দেখেন, এ সমস্তই সেই অচেত্য চিৎ (ব্রহ্ম) ১১। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও জাগ্রদ্দৃষ্ট নগর তুলনায় সমান, তেমনি, এই জগৎ ও সঙ্কল্পিত জগৎ তুলনায় সমান ১২। সুতরাং জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম। শূন্য, ব্যোম, জগৎ, এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মের নামভেদ ১৩। প্রোক্ত কারণে স্থির হয়, জগৎ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্য—তত্তাবতের কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রকৃত নামাদিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না ১৪। জগৎ কথিতপ্রকারে মায়ারূপ মহাকাশে অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং চিদাকাশ (ব্রহ্ম) তাহাতে বস্তুতঃ আবৃত হন নাই। এই কল্পিত জগৎ চিদাকাশের অণুমাত্রও আবৃত করিতে সমর্থ নহে ১৫। ইহা আকাশসম নির্ম্মল এবং ইহার কোন বাস্তব মূ নাই। যেমন ব্যোমে ব্যোমময় চিত্ত ও সঙ্কল্পনগর অবস্থান করে,

ইহা সেইরূপে অবস্থান করিতেছে ১৬। এই বিষয়ে আমি মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী আখ্যান তোমাকে বলিব। তাহা শুনিতে মধুর। বিশেষতঃ তাহা শুনিলে তোমার চিত্তে উপদিষ্ট কথা সকলের অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীত হইবে ১৭।

মণ্ডপোপাখ্যান।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি শীঘ্র আমার নিকট সংক্ষেপে বোধ বৃদ্ধির উপায়ীভূত সমুদায় মণ্ডপোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন—যাহা শ্রবণ করিলে আমার বোধ বিবৃদ্ধ হইবে ১৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। এই মহীমণ্ডলে কুলরূপ কমলের বিকাশক বিবেকশালী শ্রীমান্ ও বহুপুত্রবান্ পদ্মনামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি শত্রুরূপ তিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রমা, বিবুধবৃন্দের সুমেরু, সদ্গুণরূপ হংসরাজির সরোবর, দোষরূপ তৃণের হুতাশন, যশোরূপ চন্দ্রের অর্ণব, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনোমোহরূপ মাতঙ্গের কেশরী, বিদ্যারূপিণী প্রিয়ার প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার বিলাসরূপ পুষ্প সমূহের বসন্তকাল, সৌভাগ্যরূপ কুসুমের আয়ুধ, লীলারূপিণী লতার সমীরণ, এবং সৌজন্যরূপ কৈরবের চন্দ্রচন্দ্রিকা ১৯-২৪। এই গুণগণভূষণ ভূপতি পদ্ম ধরণ্যাদি উদ্ধার বিষয়ে কেশবের ন্যায় সাহসী ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুশ্চেষ্টাকে বিষবল্লীর ন্যায় দগ্ধ করিতে পারিতেন। ইহার লীলা নামে সৌভাগ্যশালিনী প্রিয়া ভার্য্যা ছিল ২৫। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ কমলা মানুষী বেশে অবনীতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই লীলা স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সেবায় সতত অনুরক্তা থাকিতেন। সানন্দ-মন্থর-গামিনী বদনাম্ভোজশালিনী সহাস্যবদনা লীলার অলঙ্কাররূপ অলিকুল দ্বারা মুখকমল সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। এই লীলা পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্ণা

ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটী গতিশীল পদ্ম। অনেকেই কল্পনা করিত, লীলা ভূতলস্থ কুসুমধন্বা কন্দর্পের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দ্বিতীয় রতিরূপে অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। লীলা স্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্তা ছিলেন যে, স্বামী উদ্বিগ্ন হইলে তিনিও সাতিশয় উদ্বিগ্না, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিতা, স্বামী ব্যাকুলিত হইলে অত্যন্ত ব্যাকুলিতা এবং স্বামী ক্রোধান্বিত হইলে সাতিশয় ভীতা হইয়া তাঁহার রোষাপনোদনে যত্নবতী হইতেন। অধিক কি বলিব, এই লীলা ছায়ার ন্যায় নিরন্তর স্বামীর অনুগতা থাকিতেন ২৬-৩১।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—নরপতি পদ্ম ভূতলবিহারিণী অপ্সরার অনুরূপা লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সার্দ্রচিত্ত হইয়া কখন উদ্যানে, কখন তমাল-বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাকুঞ্জে, কখন অন্তঃপুরস্থপুষ্প-শয্যায়, কখন ক্রীড়াপুষ্করিণীতে, কখন চন্দন, কখন কদম্ব ও পারিভদ্র প্রভৃতি বৃক্ষের তলদেশে, কখন কোকিলধ্বনিসমাকুল বসন্তবনরাজিতে, কখন বিবিধ তৃণরাজিপরিপূর্ণ বনস্থলীতে, কখন শীকরাসারবর্ষী নির্ঝর প্রদেশে, কখন মণিমাণিক্যাদিস্থশোভিত শৈলতটে, কখন দেবায়তনে, কখন বা মুনি ও মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন ১-৮। তাঁহারা রজনীতে প্রফুল্ল কুমুদ্বতী-সকাশে ও দিবাভাগে প্রফুল্ল নলিনী-সমীপে বিবিধ লৌকিক পরিহাস কথা ও পুরাণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ মনোহর আখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতেন। এবং পুষ্পমালায় পরি-বেষ্টিত হওয়া বিবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন। কখন মৃদুমন্দপাদ-সঞ্চারে, কখন জলযানে, কখন হস্তিপৃষ্ঠে এবং কখন বা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেন এবং ইচ্ছানুসারে জলকেলি, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন করিতেন ও বিহার করিতেন ৯-১৭।

একদা শুভসঙ্কল্পশালিনী লীলা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমার এই নরপতি স্বামী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অতএব, এই যৌবনোল্লাসশালী শ্রীমান্ রাজা কি প্রকারে অজর ও অমর হইতে পারেন এবং আমিই বা কি প্রকারে এই প্রিয় স্বামীর সহিত শতযুগ পর্য্যন্ত বিহার করিতে পারি?" পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন—"আমি সেই প্রকার যত্নে তপঃ

জপ নিয়ম ও দেবপূজাদি করিব—যাহা করিলে আমার চন্দ্রবদন প্রিয় স্বামী অজর ও অমর হইতে পারেন ১৮-২১। আমি এ বিষয়ের জন্য অগ্রে পূজনীয়, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই অবনীতে মানবগণ কি উপায়ে অমর হইতে পারে" ২২।

অনন্তর লীলা চিন্তার দ্বারা ঐ প্রকার স্থির করিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিগকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে ভূদেবগণ! এই পৃথিবীতে মানবগণ কি উপায়ে অমরত্ব লাভ করিতে পারে?"২৩

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, দেবি! তপঃ ও জপাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রায় সমুদায় কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব লাভ হইতে পারে না ২৪।

লীলা দ্বিজমুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ ভর্তৃবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলিতা হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রজ্ঞার দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন ২৫। "যদি দৈবাৎ শুভাদৃষ্টবশতঃ ভর্ত্তার অগ্রে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার কোন দুঃখই ভোগ করিতে হইবে না। প্রত্যুত পরম সুখে কাল যাপন করিয়া যাইব। কিন্তু আমার স্বামী যদি সহস্র বৎসর পরেও আমার সম্মুখে লোকান্তর যাত্রা করেন তাহা হইলে আমি এরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রিয়পতির বিয়োগজনিত দুঃখ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। আমার এই ভর্ত্তার জীব যদি আমার এই গৃহ হইতে অন্যত্র না যান তাহা হইলেও আমি এই অন্তঃপুরমণ্ডপে তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব ২৬-২৮। অতএব, আজ হইতেই আমি তদর্থে অর্থাৎ সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তপঃ, জপ, উপবাসাদি ও নিয়মাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীর অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হই ২৯।"

অনন্তর রাজমহিষী লীলা পতির অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রানুসারী উগ্রতর তপস্যাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্তা হইলেন। * নিয়মশালিনী রাজ্ঞী লীলা সর্ব্বাস্তিক্যজ্ঞান (সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা) সহকারে সদাচারপরায়ণা ও স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যান নিরতা থাকিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, পুনশ্চ ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, এতদ্বিধ নিয়ম অবলম্বন করতঃ তপশ্চর্য্যায় নিযুক্তা থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবায় এবং যোগ্য সময়ে উচিত উদ্যোগের সহিত শাস্ত্রানুসারে ভর্ত্তার সন্তোষ সাধনে নিযুক্তা রহিলেন ৩০-৩৩। ঐরূপে ত্রিশত নিশা অতিবাহিত হইল। ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী রাজমহিষীর উক্তবিধ পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিরন্তরিত তপস্যায় ও অকপট পরিচর্যায় প্রীতা হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ৩৪-৩৬।

রাজমহিষী লীলা সানন্দিত চিত্তে কহিলেন, দেবি! আপনি জন্ম ও জরারূপ দহনে দগ্ধকল্প জীবের দাহনিবারিণী চন্দ্রপ্রভা এবং হৃদয়ান্ধকার-নিবারিণী রবিপ্রভা। আপনার জয় হউক ৩৭। আপনিই এই ত্রিজগতের জননী। মাতঃ! আপনি এই দুঃখিনী কন্যাকে বরদ্বয় প্রদান করতঃ পরিত্রাণ করুন ৩৮। আমার এক বর—আমার স্বামী দেহবিহীন হইলে, তাঁহার জীবন যেন আমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। অপর বর—আমি ইচ্ছানুসারে আপনার দর্শন প্রর্থনা করিলে যেন তন্মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি ৩৯-৪০।

---

* যদিও শাস্ত্র আছে, স্ত্রী পতির বিনা অনুমতিতে উপবাসাদি করিবেক না। "যা স্ত্রী ভর্ত্রাহননুজ্ঞাতা উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তুর্ম্মৃতা নরকমৃচ্ছতি।" তথাপি "প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ত্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ।" এই শাস্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় যে নারীরা ভর্ত্তৃহিতকর ব্রতাদি ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকেও স্বাধীন ভাবে করিতে পারে।

জগন্মাতা সরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ভগবতী জ্ঞানদেবী সরস্বতী ঐরূপ বলিয়া সাগরে সাগর-সমুত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন ৪১। অনন্তর রাজমহিষী লীলা ইষ্টদেবতার সন্তোষ সাধন করতঃ বর লাভ করিয়া হরিণী যেমন গীত শ্রবণে আনন্দিতা হয় সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন ৪২। পরে পক্ষ, মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যভাগ, সেই কালচক্রের ক্রম-পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বামীর আয়ুঃশেষ হইল। মৃত্যু তদীয় সকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় দেহ হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। এদিকে রাজমহিষী লীলা ভর্ত্তৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন এবং শুষ্করস পত্রের ন্যায় ও সলিলবিহীন কমলিনীর ন্যায় ম্লানা হইয়া পড়িলেন ৪৪।৪৫। তাঁহার অধরপল্লব অত্যুষ্ণ নিশ্বাস-পবনে বিবর্ণীকৃত হইল, শরীর দিন দিন কৃশ ও ধূসরবর্ণ হইতে লাগিল, তিনি পতিবিয়োগশোকে চক্রবাকবিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় ও শল্যাহতা মৃগীর ন্যায় মৃতকল্পা হইলেন। কখন রোদন, কখন বা মৌনাবলম্বন, কখন মূর্চ্ছিতা, কখন অঙ্গতাড়ন, কখন বা উন্মত্তার ন্যায় বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন ৪৬-৪৯। অনন্ত যদ্রূপ শুষ্ক হ্রদস্থিত শফরীর প্রতি প্রথমা বৃষ্টি অনুকম্পান্বিতা হয়, তদ্রূপ, কৃপাময়ী অশরীরিণী (দৈববাণী) সেই অতিশয়িত শোকবিহ্বলা বালা লীলার প্রতি অনুকম্পান্বিতা হইলেন ৫০।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

লীলাকে সম্বোধন করতঃ আকাশরূপিণী সরস্বতী বলিলেন, বৎসে! তুমি তোমার এই ভর্ত্তার মৃত শরীর পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদন করতঃ রক্ষা কর, পুনর্ব্বার ইহাকে প্রাপ্ত হইবে১। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, একটীও পুষ্প ম্লান হইবে না এবং তোমার এই শবীভূত ভর্ত্তৃদেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু শীঘ্রই ইনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন২। অপিচ, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এতদীয় জীবাত্মা তোমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও গমন করিবেক না৩।

লীলা তদ্বিধ আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইলেন। এবং পুষ্পমণ্ডপ মধ্যে স্বামীর দেহ সংস্থাপিত করতঃ অন্তঃপুর মধ্যে পরিজনবর্গের সহিত ও দীনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন৪।৫। পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে যখন সকলে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে তখন, সেই দীনা বালা ধ্যানপরায়ণা হইয়া ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপা সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী সরস্বতী সমাধিযোগে আহূতা হইয়া লীলার পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তোমার শোকের কারণ কি? কেন তুমি শোক করিতেছ? সংসার ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বাস্তব নহে; মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা৬-৮। লীলা বলিলেন, দেবি! আমার ভর্ত্তা এক্ষণে কোন স্থানে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলুন। আমি একাকিনী জীবন ধারণে সমর্থ হইতেছি না৯।

দেবী বলিলেন, বরাননে! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন প্রকার আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ বাসনাময়। আর এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ, ইহা মহাকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই ভিন্ন যে আকাশ, তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশে চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, উভয়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

(চিদাকাশ=সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য। অপর নাম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। সেই আকাশেই সমুদায় সৃষ্টি, এবং সমুদায়ের অবস্থিতি ও লয়। ইহলোক পরলোক সমস্তই চিদাকাশে। চিদকাশ দেখ, অনুসন্ধান কর, ভর্ত্তা ও ভর্ত্তৃস্থান দেখিতে পাইবে)১০।* তোমার ভর্ত্তার অবস্থিতি স্থান সেই চিদাকাশ কোষে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং তন্মনা হইয়া চিদাকাশ ভাবিতে পারিলে শীঘ্রই সে স্থান দেখিতে পাইবে। অনন্তর ইচ্ছা করিলে সে স্থানে গমন করিয়া সাক্ষাৎকার করিতেও পারিবে১১। হে বরবর্ণিনী! নিমেষ পরিমিত সময়ের মধ্যে চিত্ত মহাকাশ অতিক্রম করতঃ দূর হইতেও দূর দেশে যায় এবং যতদূর যায় ততদূর চিদাকাশ তাহাকে (সেই চিত্তবৃত্তিকে) প্রকাশিত করে। সেই যে প্রকাশ, তাহার নাম সম্বিৎ ও জ্ঞান। মহাকাশ ও চিত্তাকাশ উভয়ের প্রকাশক ও উভয়ের আধার সেই সম্বিৎ নামক আকাশকেই তুমি চিদাকাশ বলিয়া অবগত হইবে১২। যদি তুমি চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পার, তাহা হইলে সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে১৩। তত্ত্ব লাভ দ্বারা দ্বৈত দর্শন নিবারিত করিতে না পারিলে অর্থাৎ প্রভেদবহুল কল্পিত জগৎকে আত্যন্তিকরূপে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন করিতে না পারিলে সে পদ পাওয়া যায় না। হে সুন্দরি! তাহা উৎকট শ্রমসাধ্য হইলেও আমার প্রসাদে তুমি তাহা সহজে লাভ করিতে পারিবে১৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! জ্ঞপ্তিরূপিণী সরস্বতী দেবী সেই রাজমহিলা লীলাকে ঐরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লীলাও সরস্বতীর আদেশানুসারে অবলীলাক্রমে সমাধিস্থা হইলেন১৫। অপিচ, পক্ষিণী যেমন স্বীয় বাসস্থান (নীড়) পরিত্যাগ করতঃ উড্ডীনা হয়, তেমনি, লীলাও নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিমেষ মধ্যে অন্তঃকরণরূপ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়স্থ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশস্থ হইলেন১৬। তখন তিনি

* অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্বমণ্ডল সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্যে কল্পিত, সুতরাং সমাধিযোগে আত্মচৈতন্য দর্শন করিতে পারিলে সমস্তই তাহাতে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ দেখা যায়।

স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভর্ত্তা রাজমণ্ডলমণ্ডিত রাজধানীস্থ পুরীমধ্যে সিংহাসনোপরি অবস্থান করিতেছেন১৭। তত্রস্থ গৃহ সকল পতাকামণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত এবং পুষ্প, কর্পূর ও ধূপাদির সুগন্ধে সতত আমোদিত রহিয়াছে। ভৃত্যেরা চতুর্দিক্ হইতে উপায়নাদি আহরণ করতঃ তাহা পরিপূর্ণ করিতেছে। শুভ্রবর্ণপর্ব্বতসদৃশ প্রাসাদের স্তম্ভ সকল স্বর্গস্পর্শী; তাহা স্বীয় প্রভায় প্রভাকরপ্রভাকেও পরাজিত করিয়াছে। সামন্তগণ ও স্থপতিগণ ব্যগ্রচিত্তে গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে অসংখ্য দেব ও মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ দ্বারে ভূপালগণ ও পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা অবস্থিতি করিতেছেন। উহার উত্তরদ্বারস্থিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদয় ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ গীতধ্বনিতে, বাদ্যধ্বনিতে, বন্দিগণের উল্লাসসূচক কোলাহলধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং সে সকলে বনকুঞ্জ ও গগনান্তরাল ধ্বনিত করিতেছে। লীলা রাজসভায় রাজগণমণ্ডিত সিংহাসনে বিরাজমান স্বীয় ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, বন্দিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক দণ্ডায়মান আছে, স্তব স্তুতি করিতেছে, অন্যান্য পরিচারকগণ তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যসকল পরম সমাদরে সম্পন্ন করিতেছে।

রাজমহিলা লীলা এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রাজসভায় এক জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া কহিল; মহারাজ! দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে ১৮-২১। আর এক দূত আগমন করতঃ কহিল, কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্বদেশে ব্যবহারমর্য্যাদা স্থাপন করতঃ তদ্দেশীয় দিগকে বশীভূত করিয়াছেন। অপর দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। অন্য সংবাদ সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইতে এক জন দূত আসিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণের বিষয় নিবেদন করিল২২।২৩। অনন্তর পূর্ব্বাব্ধিতট হইতে

এক জন সিদ্ধ (তপস্বী) পুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যে স্থানে ত্রিপথগা ভাগীরথী সহস্রমুখে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই সিদ্ধগণের আবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহান্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়েই উত্তরাব্ধিতটসমীপস্থ দেশ হইতে একজন দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! যে স্থানে কুবেরানুচর গুহ্যকেরা বাস করেন, সেই স্থানে মহান্ বিদ্রোহ হইতেছে; এবং পশ্চিমাব্ধি তট হইতে অপর এক জন দূত উপস্থিত হইয়া বলিল, নরনাথ! পশ্চিম দেশেও বিগ্রহ ঘটনা হইয়াছে। আরও দেখিলেন, চত্বরে অনেক শত যুদ্ধজিত ভূপাল, যাগ-গৃহে বেদধ্বনি ও বাদ্যনির্ঘোষ, পার্শ্ব দেশে বন্দিগণের সোল্লাসশব্দ ও গান বাদ্যের মধুর শব্দ সমুত্থিত হইয়া গগনতল ধ্বনিত করিতেছে। অশ্বের হ্রেষা, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘর শব্দ মেঘধ্বনির অনুকার করিতেছে ২৪-২৭। পুষ্পের, কর্পূরের ও ধূপের সৌগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত। মণ্ডলেশ্বর নৃপগণ শাসনভয়ে ভীত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন আনয়ন করিতেছে ২৮। সুধাধবলিত অত্যুচ্চ সৌধশ্রেণী (চুণকাজ করা অট্টালিকা), তৎসংলগ্ন গগনস্পর্শী স্তম্ভরাজি, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যগ্র, শিল্পীরা নগরনির্ম্মাণে তৎপর রহিয়াছে ২৯।৩০।

ব্যোমরূপিণী লীলা এই সমস্ত দর্শন করিয়া, পরে, যেরূপ অম্বর হইতে নীহারকণা আপতিত হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় সহসা অসংখ্য দলবদ্ধ ভূপালগণের উজ্জ্বলকান্তি-সুশোভিত সেই রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ জনগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। যেমন অন্যসঙ্কল্পরচিতা কামিনী ও নগরী অন্যে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সেই পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা ব্যোমরূপিণী লীলাকে কেহই দেখিতে পাইল না ৩১-৩৩। লীলা দেখিলেন, সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই সকল ভৃত্য, সেই অমাত্য, সমস্তই সেই। যেন তাঁহার ভর্ত্তা নগর হইতে নগরান্তরে আসিয়াছেন। লীলা

প্রত্যক্ষবৎ দেখিলেন—সেই দেশ, সেই আচার, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পন্ন সেই সমস্ত বালক, বালিকা, মন্ত্রী, ভূপাল, পণ্ডিত, রহস্যবেত্তা, ভৃত্য, স্বজনগণ ও অন্যান্য পণ্ডিত, সজ্জন, সুহৃদ্ ও পৌরজনগণ। সমস্তই সেই, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই ৩৪-৩৭। সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই দাবানল দগ্ধ দিক্, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ ও পবনধ্বনি। সেই মহীরুহ, নদী, শৈল, পুর, পত্তন, বিবিধ লতানিকুঞ্জ, গ্রাম ও অরণ্যসুশোভিত দেশ-প্রান্ত এবং সেই রমণীয় পুরী। কেবল রাজা প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষোড়শবর্ষীয় হইয়া রাজত্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। তথায় পূর্ব্বতন নগরবাসী দিগকেও দেখিলেন ৩৮-৪০। লীলা এই বর্ণিতপ্রকার বাসনানগরে পূর্ব্বসদৃশ নগরবাসীদিগকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন। এ-কি! পূর্ব্ব নগরবাসিগণ কি সকলেই মরিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার চিন্তায় সমাকুল হইলেন ৪১।

এই অবসরে দেবী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। দেখিলেন, তিনি ক্ষণকালমধ্যে পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব নগরে ও পূর্ব্ব বাসগৃহে আসিয়াছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। সখীগণ ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রায় অচেতন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এখানেও পূর্ব্ববর্ণিত সমুদায় লোক ও সমুদায় দ্রব্য যথাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তর তিনি সেই নিদ্রাক্রান্তা সখীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার সাতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া যাও। আমি স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যদি সেই সভ্যদিগকে দেখিতে পাই তাহা হইলে জীবিতা থাকিব, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিব৪২-৪৪। অনন্তর রাজপরিবারবর্গ রাজমহিষীর নির্দ্দেশক্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যত্নসহকারে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল৪৫। যষ্টিধারী ভৃত্যেরা পৌরজনগণকে ও সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল, পরিচারকগণ যত্নসহকারে আস্থান-

ভূমি অর্থাৎ সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল৪৬।৪৭। উজ্জ্বল দীপ সকল চত্বরভূমিতে প্রজ্বালিত হওয়ায় চত্বরভূমি পীতবর্ণ সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ যেন এই সকল আশ্চর্য্য দর্শনার্থ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইল৪৮। যেমন শুষ্ক সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি, অনতিবিলম্বে সেই অজিরভূমি জনতায় আকীর্ণ হইল৪৯। মন্ত্রিগণ ও সামন্তবর্গ আগমন করিলেন এবং আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। দেখিলে বোধ হয়, ত্রৈলোক্য যেন প্রলয়ান্তে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাই যেন দিক্‌পতিগণ আপন আপন দিক্‌পরিগ্রহ করিতেছেন৫০। কর্পূরসদৃশ শুভ্র নীহারকণা প্রচুর-পরিমাণে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ শোভাময় হইয়াছে। প্রফুল্লকুসুম-সুরভিবাহী সমীরণ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে৫১। যেমন সূর্য্যময়ূখপ্রতপ্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বত-বাসীদিগের শান্তি-বিধানার্থ মেঘমালা উদিত হয়, তেমনি যেন আজ দ্বারপালগণ শুভ্রবসন পরিধানপূর্ব্বক সেই আস্থানের পর্য্যন্ত দেশে দণ্ডায়মান হইল৫২। যেমন প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুর তাড়নায় তারকানিকর নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আজ লীলাপতির সভাভূমিতে কুসুমনিকর নিপতিত হইয়া তমোরাশি তিরোহিত করিল৫৩। যেমন প্রফুল্লকমলশোভিত সরোবর মরালমালায় শোভমান হয়, তেমনি, আজ লীলানাথের আস্থানভূমি মহীপালানুযায়ী জনগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ও শোভমান হইল৫৪। রতি যেমন কামহৃদয়ে অথবা শৃঙ্গার-রস-চেষ্টা যেমন কামাতুরের চিত্তে উপবেশন করে, তেমনি, লীলা ভর্ত্তৃসিংহাসনের পার্শ্বাবস্থিত হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন৫৫। দেখিলেন, পূর্ব্বে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আছে ও আসিয়াছে। লীলা সেই সকল ভূপাল, সেই সকল গুরুগণ, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদ্‌গণ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ দেখিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন, রাজা ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছে৫৬।৫৭।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! লীলা বর্ণিতপ্রকারে ভর্ত্তার সভাস্থান দেখিয়া আশ্বাসিতা হইলেন এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা সমাগত সভ্যদিগকে "আমি আশ্বাসিত হইয়াছি" এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া সভা স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন১। পরে অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যেস্থানে ভর্ত্তার শরীর পুষ্পকরণ্ডকে সুরক্ষিত হইতেছে সেই স্থানে গিয়া ভর্ত্তার পার্শ্বদেশে উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন২। "এ কি অদ্ভুত মায়া!" আমার এই পুরমানবগণ বাহিরে ও অন্তরে, সেখানে ও এখানে, উভয় স্থানেই সমান দেখিলাম!৩ মায়ার এ-কি অদ্ভূত বিলাস! তাল, তালী, তমাল. হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষমালায় পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুলিকেও সেখানে ও এখানে সমান দেখিলাম৪। কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বত যেমন বাহিরে ও আদর্শমধ্যে তুল্যাহুতুল্য রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি, সৃষ্টিকেও কি চিদ্রূপ আদর্শের অন্তরে ও বাহিরে সমান সমান দেখিলাম৫। যাহাই হউক, উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিকৃত এবং কোন্ সৃষ্টি সত্য তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যেহেতু পারিলাম না, সেই হেতু আমি বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এ বিষয় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিব, করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইব৬।

লীলা ঐ প্রকার স্থির করিয়া দেবী বাগ্বাণীর আরাধনা করিলেন। এবং কুমারীরূপধারিণী দেবীও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টিপথে উপনীতা হইলেন৭। দেবী লীলার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা ভূতলে অবস্থিতি করতঃ মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন৮। লীলা বলিলেন, পরমেশ্বরি! আপনিই সৃষ্টির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সাতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুকম্পান্বিতা হইয়া যদি আমার সন্দেহ নিরাস পুর্ব্বক উদ্বেগ বিদূরিত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ আছে তাহা সফল হয়৯।১০। বুঝিয়াছি, যাহা জগতের আদর্শ (দর্পণ), যাহাতে জগৎ দেখা যায়, তাহা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং তাহার নিকট কোটি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ দৃশ্য জগৎ অতি ক্ষুদ্র১১। * তাহাই বেদোক্ত মহাবাক্যোত্থ অখণ্ডার্থ বোধ বা প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ। ঘন অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিড় (সৈন্ধব ঘনের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সমান)। কাঠিন্য না থাকায় মৃদু, তাপ শান্তি করে বলিয়া শীতল, ভেদ বা আবরণ না থাকায় নির্ভিত্তি এবং অচেত্যচিৎ অর্থাৎ কোন কিছুর প্রকাশ্য নহে, অথচ সমুদায় বিষয়ের প্রকাশক। এই সূক্ষ্ম বস্তু সমুদায় ব্যবহারের অগ্রে অগ্রে স্ফুরিত হইয়া থাকে১২। দিক্, কাল ও তদন্তর্গত কার্য্যনিচয়ের উৎপত্তি, আকাশাদি পদার্থের স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ, নিয়ম ও পরিণামক্রম, এ সমস্ত তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি, ত্রিজগতের প্রতিবিম্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে। হে দেবি! উক্ত উভয় স্থানস্থ প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্‌টী কৃত্রিম ও কোন্‌টি অকৃত্রিম তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।১৩।১৪।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! সৃষ্টির কৃত্রিমত্বই বা কি? অকৃত্রিমত্বই বা কি? অগ্রে আমার নিকট বর্ণন কর, পরে আমি তোমার নিকট ঐ দুই প্রশ্নের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব১৫। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! এই যে আমি এবং আপনি, আমরা উভয়ে এখানে যে অবস্থিতি করিতেছি, আমার মনে হইতেছে, এই সৃষ্টিই অকৃত্রিম১৬। আর আমার ভর্ত্তা যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, আমার বিবেচনা হয়, সেই সৃষ্টি কৃত্রিম১৭।

* লীলা যাহা সমাধিযোগে দেখিয়াছেন তাহার সহিত ব্যুত্থানদৃষ্ট জগতের তুলনা করিবার জন্য প্রথমে ভূমিকা-কথা বলিতেছেন।

কারণ, শূন্যে দেশকালাদির সংস্থান, স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতাদির ন্যায় অলীক, বস্তুসৎ নহে। দেবী বলিলেন, লীলে! অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই কারণ এই যে, কোনও কালে কারণ হইতে তদ্বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না১৮। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! কারণ হইতে অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও তদুৎপন্ন ঘট সলিলধারণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে উৎপন্ন ঘট ও মৃৎপিণ্ড এক ও একরূপ নহে; সুতরাং উক্ত উভয়ের বৈসাদৃশ্যই স্বীকার্য্য১৯।

দেবী বলিলেন, লীলে! সহকারিকারণের যোগে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যে কারণের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে২০। বল দেখি, তোমার সেই ভর্ত্তার উৎপত্তিতে এমন কারণভেদ কি আছে—যাহা থাকাতে তিনি এখানে একরূপ ও সেখানে অন্যরূপ হইতে পারেন? এই সৃষ্টির পৃথ্যাদি ভূত কি তোমার সেই ভর্ত্তৃসৃষ্টির কারণ যে তদ্বলে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে? যদিও তোমার স্বামীর সৃষ্টি ভৌতিক হয়, তাহা হইলেও বৈষম্যের কারণ নাই। সেখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক, এখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক ২১। যদি বল, এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায়, তাহা বলিলেও বুঝিতে হইবে, এ ভূমণ্ডল কোথায়! এখানকার মৃত্তিকা ভূতাদি সেখানে যায় কি না। যাওয়াও অসম্ভব অথচ না গেলেও কি প্রকারে সেখানে তদনুরূপ সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব, তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্ সহকারী কারণ কিছুই দেখা যায় না ২২। সেইজন্যই বলিতেছি, অত্রত্য সহকারী কারণ না থাকায় ইহাই স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বসর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদিই তাহার কারণ। সেই কারণে সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ রহস্য বোধ হয় অল্প মনোনিবেশ করিলে সকলেই বোধগম্য অর্থাৎ অনুভব করিতে পারেন। ২৩

লীলা বলিলেন, দেবি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ স্মৃতি। স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সংস্কার সেখানে সেই প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে ২৪।

দেবী বলিলেন, অবলে! স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সেজন্য তদুৎপন্ন তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টিও আকাশরূপিণী। তাহা অনুভূত হইলেও ব্যোম-রূপী। লীলা বলিলেন, ভগবতি! এখন আমার বোধ হইতেছে, স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা আকাশস্বরূপ। যেমন আমার স্বামী। এই যে দৃশ্যমানা সৃষ্টি, বোধ হয় ইহাও সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাও শূন্যরূপী। এ সৃষ্টি যে শূন্যাত্মক তাহার নিদর্শন সেই সৃষ্টি ২৫।২৬।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ তাহাই সত্য। তোমার ভর্ত্তা যেমন আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান ভাস্বর সৃষ্টিও সেইরূপে প্রতিভাত হইতেছে ২৭।

লীলা বলিলেন, ভগবতি! মূর্ত্তিবর্জ্জিত এতৎ সৃষ্টি হইতে যে প্রকারে আমার ভর্ত্তার সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হইয়াছে, জগদ্ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ২৮।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! এ সৃষ্টিও পূর্ব্বসৃষ্টি-অনুভব-জনিত সংস্কার-সচিব (সচিব=সহায়) ভ্রান্তির বিলাস। স্বপ্নভ্রমসদৃশ এতৎ সৃষ্টি যে প্রকারে উদিত হইয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর ২৯।

চিদাকাশের কোন এক স্থানে (অজ্ঞানাবৃত অংশে) ও কোন এক অংশে (সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ প্রদেশে) আকাশরূপ কাচখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত সংসারমণ্ডপ অবস্থিত আছে। এই মণ্ডপের স্তম্ভ সুমেরু, চতুর্দ্দশ ভুবন অন্তর্গৃহ, ভানু দীপ; স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ভুবনত্রয়ের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, লোকপালেশগণ ঐ গৃহের প্রতিমা, প্রাণী সকল ঐ গৃহের কোণ-স্থিত বল্মীক এবং পর্ব্বতসকল লোষ্ট। এই মণ্ডপ বহুপুরীপরিব্যাপ্ত ও বহুপুত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা এই গৃহের ব্রাহ্মণ।

যে সমস্ত কীট কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনা আপনি বদ্ধ হয়, জীবগণ এই গৃহের সেই সমস্ত কীটের অনুরূপরূপী! ব্যোমার্দ্ধতল ও মেঘরাজি ঐ গৃহের কোণস্থিত ধূমকালিমা (ঝুল), নভোমণ্ডলবাসী সিদ্ধগণ উহার ঘুম্ ঘুম্ শব্দকারী মশক, এবং বাতমার্গ * সকল উহার শব্দায়মান মহাবংশ। এই গৃহের প্রাঙ্গণে সুরাসুরাদি বালক নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। লোকান্তর ও গ্রামাদি সকল ঐ মণ্ডপান্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর স্বরূপ ৩০।৩৫। উহা তরঙ্গসঙ্কুল অব্ধিরূপ সরোবর-জলে পরিষিক্ত। এই সংসারমণ্ডপের এক একটি কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্টের তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপ অসংখ্য গর্ত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে শুচিস্মিতে! এই নদী, শৈল ও বনসঙ্কুল দেশে এক সাগ্নিক সপুত্র, রোগবিহীন রাজভয়ানভিজ্ঞ, অক্ষুব্ধচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন ৩৬।৩৮।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ুচক্র—যাহা জ্যোতির্গণের বহনকারী বলিয়া জ্যোতিষে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল বিশেষ বিশেষ বায়ুস্থান অর্থাৎ বাতমার্গ। পৃথিবীতল হইতে উর্দ্ধে প্রত্যেক চতুর্যোজনান্তে ক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন বায়বীয় স্তর আছে। তাহার শেষ স্তরে স্থির বায়ু—সেই স্থির বায়ু কুটবৎ নির্ব্বিকার নিশ্চল ও মূলতত্ত্ব।

উনবিংশ সর্গ।

---*---

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই ব্রাহ্মণ বিত্ত, বেশ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরোহিত্য কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই করেন নাই১। তাঁহারও নাম বশিষ্ঠ এবং তাঁহারও সুধাংশুসমসৌন্দর্য্যশালিনী অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা ছিল। এ অরুন্ধতীও সর্ব্বপ্রকারে প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতীর সমান। বিশেষ এই যে, প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতী স্বর্গাকাশে অবস্থিতা, ইনি ভূম্যাকাশে অবস্থিতা২। প্রস্তাবিত অরুন্ধতী চিত্ত, বিভব, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, কার্য্য ও চেষ্টা, সর্ব্বাংশেই প্রসিদ্ধা অরুন্ধতীর সমান, কেবল চেতনসত্ত্বে অর্থাৎ জীবভাবে অসমান। * ব্রাহ্মণপত্নী অরুন্ধতী উক্ত ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেমের আস্পদ ও সংসারের সারস্বরূপ ছিলেন৩।৪।

সেই ব্রাহ্মণ একদা তত্রত্য শৈলসানুস্থিত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দেখিলেন, সেই অচলের অধোভাগে এক মহীপতি সমগ্র আত্মীয়স্বজন ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়াবিহারে গমন করিতেছেন। নরপতির সৈন্যগণের গভীর কোলাহল নির্ঘোষ যেন সুমেরুশৈলকেও বিদীর্ণ করিতেছে। ইহারা চামর দ্বারা লতানিকুঞ্জ, পতাকার দ্বারা চন্দ্রকিরণ, এবং রৌপ্যমণ্ডিত শ্বেত ছত্র দ্বারা নভোমণ্ডল

---

* অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা এবং প্রস্তাবিত অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা নহে।

আচ্ছাদিত করতঃ গমন করিতেছিলেন৫।৭। অশ্ব সমুদয়ের পাদত্রাণ দ্বারা মেদিনী উৎখাতিত হওয়াতে রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল৮। এবং সৈন্যগণের মহাকোলাহলে দিক্‌সমূহ প্রপূরিত হইতেছিল। অপিচ তন্মণ্ডলস্থ জনগণের সকলেই মণিমাণিক্যাদি-খচিত কাঞ্চনাভরণে শোভা পাইতেছিল৯।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই সৌভাগ্যশালী রাজাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! রাজপদ কি রমণীয়! ইহাই সর্ব্বসৌভাগ্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত১০। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কত দিনে এই-রূপ মহীপতি হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, পতাকা ও চামর দ্বারা দশ দিক্ প্রপূরিত করিব? কত দিনে কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধি-বাহী সমীরণ মৃদুমন্দসঞ্চারে বাহিত হইয়া আমার অন্তঃপুরস্থ সীমন্তিনীগণের সুরত-শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? এবং কতদিনেই বা আমি কর্পূর ও চন্দনাদি দ্বারা পুরন্ধ্রীবর্গের মুখমণ্ডল সুশোভিত ও নির্ম্মল যশোদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশিত করিব?১১।১৩।

লীলে! ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কেবল ঐ প্রকার চিন্তায় অর্থাৎ সঙ্কল্পে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।* অনন্তর যেমন হিমরূপ অশনি সলিলস্থিত অম্ভোজ-দিগকে জর্জ্জরীভূত করে, সেইরূপ, তিনি কালক্রমে জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন১৪।১৫। তখন তদীয় ভার্য্যা স্বামীর মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বসন্তকালীন লতা যেমন আসন্ন গ্রীষ্মের ভয়ে ম্লান ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ, দিন দিন ম্লানা হইতে লাগিলেন ১৬।

লীলে! সেই বরাঙ্গনা অমরত্ব সুদুর্লভ জানিয়া তোমার ন্যায় আমার আরাধনা করতঃ আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে

* অর্থাৎ তদবধি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐ কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

"দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলে, যেন তাঁহার জীব আমার এই মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়।" অনন্তর আমিও "তাহাই হইবে," বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম১৭।১৮। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় পূর্ব্ববাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং উৎকট পূর্ব্বসঙ্কল্পের প্রভাবে তিনি সেই আকাশেই দেবমানুষশক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনজয়ী রাজা হইলেন১৯।২০। তিনি স্বপ্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ, ও দয়ায় পাতালতল পালন করতঃ ত্রিলোকজয়ী হইলেন ২১! তিনি তখন শত্রুরূপ আধিব্যাধি বৃক্ষের কল্পাগ্নি, কামিনীগণের মকর-কেতন, বিষয়রূপ বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ সরোজের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ, অর্থিগণের কল্পপাদপ, ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও অমৃত-জ্যোতিঃ নিশাকরের পূর্ণিমাতিথিরূপে কালাতিপাত করিতে লাগি-লেন ২২।২৩। ব্রাহ্মণ মৃত হইয়া অর্থাৎ ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই গৃহাভ্যন্তরে আকাশে সেই দিনে আপনার পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে সুতরাং আকাশতুল্য শরীরে ঐরূপ রাজা হইলেন, ও ঐরূপ রাজত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, (কেবল বিবাহ বাকি রহিল)২৪। এ দিকে তাঁহার পত্নী পতিবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মাষশিম্বির ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল অর্থাৎ ফাড়িয়া গেল, সুতরাং তিনিও প্রায় ভর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় আধিভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আতিবাহিক দেহে * তাঁহার সেই আকাশরূপী ভর্ত্তার সন্নিহিতা হইলেন এবং সমুদায় শোক বিস্মৃতা হই-লেন২৫।২৬। নদী যেমন নিম্নবাহী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ, তিনিও অনুগমনের দ্বারা ভর্ত্তার সমীপস্থা হইলেন। এবং বাসন্তীলতিকার

---

* আতিবাহিক দেহ—জীব যে দেহে পরলোকে যায় সেই দেহ বা ভাবময় দেহ

ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা হইলেন২৭। আজ আট দিন গত হইল, সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে (সেই গিরিগ্রামে) তাঁহাদের সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ধনাদি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের জীবাত্মাও তাঁহাদের সেই গৃহমণ্ডপে রহিয়াছে ও তথায় তাঁহারা ঐরূপ রাজা ও রাণী হইয়াছেন২৮।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, অঙ্গনে! সেই ব্রাহ্মণ—যে ব্রাহ্মণ আজ আট দিন হইল, রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন—তিনিই তোমার স্বামী এবং তাঁহার যে অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা, সেই ভার্য্যা তুমি। তোমরাই ইতঃপূর্ব্বে চক্রবাক-মিথুনসদৃশ বিপ্রদম্পতী ছিলে, সম্প্রতি তোমরা পৃথিবীজাত হরপার্ব্বতীর ন্যায় এই রাজত্ব করিতেছ।

হে চারুহাসিনি লীলে! পূর্ব্বসৃষ্টি যে প্রকারে ভ্রমময়—তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। উভয় সৃষ্টিই স্বপ্নতুল্য ও প্রতিভাসিক। সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিত ১।৩। সেই ভ্রম হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বভ্রম হইতে এতদ্‌ভ্রম, আবার এতদ্‌ভ্রম হইতে ভবিষ্যদ্‌ভ্রম হইবে। সেই সকল ও এই সকল ভ্রম চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সকল আত্মদৃষ্টিতে অসত্য (মিথ্যা) হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য। (আশ্রয়=চেতন আত্মা)। তাহা সত্য, সুতরাং তদাশ্রিত এ সকল আমি, এই ভাবে সত্য)। যখন এ রহস্য বুঝিবে তখন আর এ সকল কিছুই দেখা যাইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, কেই বা ভ্রান্তিময় এবং কেই বা ভ্রান্তিবর্জ্জিত। অর্থাৎ সংসার, ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি ভ্রান্তি পরিত্যাগে পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহলোক পরলোক সমস্তই ভ্রমবিজৃম্ভিত ৪।৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লীলা সরস্বতীর ঐ প্রকার মৃদুমধুর শ্রবণ-মোহন বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা হইয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,৬ দেবি!

আপনার বাক্য মিথ্যা কি সত্য তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। যদি আমরাই সেই বিপ্রদম্পতী, তাহা হইলে, কি প্রকারে আপনার বাক্য সঙ্গত হইতে পারে? (সেই ব্রাহ্মণের জীবই বা কোথায় এবং আমরাই বা কোথায়? সেই বিপ্রজীব সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃহাকাশে) কিন্তু আমরা এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে। অতএব, তত্রস্থ বিপ্রদম্পতী যে আমরা এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা। আমি যে সমাধিযোগে ভর্তৃরাজ্য দেখিয়াছি, তাহাও যে এতদ্গৃহাভ্যন্তরে, সে কথাও অসম্ভব। আমার ভর্ত্তা এক্ষণে যে লোকে আছেন দেখিলাম, কি প্রকারে এতদ্‌গৃহ মধ্যে সেই লোকান্তর, সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশদিক্ সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? সর্ষপ মধ্যে মত্ত ঐরাবত বদ্ধ, অণুকোটরে মশকের সহিত মহাসিংহের তুমুল সংগ্রাম, ভৃঙ্গশাবক কর্ত্তৃক পদ্মচক্রমধ্যস্থিত সুমেরু শৈলের গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘের গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য যেরূপ অসম্ভব, গৃহকাশমধ্যে পৃথ্বীর ও শৈলাদির অবস্থিতি তদপেক্ষাও অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরি! আপনার প্রসাদে কাহারও কোন বিষয়ে উদ্বেগ থাকে না। অতএব, আপনি আমাকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে যোজনা করুন, সন্দেহ দূরীভূত করতঃ আমার উদ্বেগ অপগত করুন৭।১২।

সরস্বতী বলিলেন, সুন্দরি! যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কেন তাহা পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর। হে বরাঙ্গনে! "কেহ যেন অনৃত বাক্য না বলে" এ নিয়ম আমাদেরই সংস্থাপিত; সুতরাং আমরা তাহা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি? বরং অন্য কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে আমরা তাহার শাসন করিয়া থাকি। যদি আমাদিগের দ্বারা নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম ভেদ প্রাপ্ত হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর কে তাহার পালন করিবে?১৩।১৪।

হে লীলে! গিরিগ্রামবাসী সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশ-শরীরে

গৃহাকাশে অবস্থিতি করতঃ পূর্ব্বসংসার (পূর্ব্বজন্মাদি) বিস্মরণ পূর্ব্বক রাজবাসনাব্যাপ্ত অন্তঃকরণোপহিত চিদাত্মার তাদৃশ ব্যোমাকৃতি মহারাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন১৫। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হইয়া যায়, তেমনি, মৃত্যু হইলে জীবের আর পূর্ব্বসংসার অনুভূত হয় না। হে বরাননে! তোমরাও জীব, সে জন্য তোমাদিগেরও প্রাক্তনী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য প্রকার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে১৬। স্বপ্নে ও মনোরাজ্যে ত্রিভুবন দর্শন যেরূপ, এবং মরুভূমিতে তরঙ্গমালাসমাকুল স্রোতস্বিনী অবলোকন যেরূপ, গৃহাকাশে গৃহাকাশস্থিত ব্রাহ্মণের সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখাও সেইরূপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম বস্তু ও সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি বৃহৎ ত্রিজগৎ দর্শন যেমন মিথ্যা অর্থাৎ স্বচ্ছতার প্রতিফলন মাত্র, সেইরূপ, তত্রত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং উহার রহস্য এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মলব্যোমরূপী পরমাত্মার অন্তঃক্রোড়ে সমুদায় অসত্য সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয় এবং জগৎকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে; সে সত্যতা চিদাত্মার। পঞ্চকোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই তদারোপিত জগতে প্রতিফলিত হয়১৭।১৯। হে লীলে! যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণীর তরঙ্গ সৎ নহে, তদ্রূপ অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথ্ব্যাদিও সৎ নহে২০। এই যে তোমার গৃহ এবং এই যে গৃহাকাশ, এতন্মধ্যে যে তুমি আমি ও অন্য বস্তু, এখানে যাহা কিছু আছে বা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, স্ব স্ব অনুভবনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্তই সেই চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নহে২১। দৃশ্যমিথ্যাত্বের উদাহরণ—স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বপ্নাদিদৃষ্ট জগৎ ও জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎ তুল্যাতুল্যরূপে মিথ্যা। দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত বস্তু বোধের প্রতি মুখ্য প্রমাণ, তেমনি, উক্ত উদাহরণমূলক অনুমান জগন্মিথ্যাত্ব বোধের মুখ্য প্রমাণ২২। হে বরাঙ্গনে! ষট্পদ যেমন পদ্মৈক-

দেশে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণের জীব তদীয় গৃহাকাশে কোন এক প্রদেশে (যে প্রদেশে তাহার চিত্ত সেই প্রদেশে) সমুদ্র, বন ও পৃথ্ব্যাদির সহিত অবস্থিতি করিতেছে২৩। সেই আকাশের এক কোণে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম চিত্তাকাশে এই সাগরাম্বরা পৃথিব্যাদি কেশোণ্ড্রকের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে২৪। * হে তন্বি! সেই বিপ্রসদন, সেই তুমি, সেই আমি, এ সমস্তই এক চিদাকাশের অন্তর্গত চিত্তাকাশে কেশোণ্ড্রকের ন্যায় রহিয়াছে। যখন এক ত্র্যসরেণুর মধ্যে জগতের অবস্থান সম্ভব হয়, তখন গৃহাকাশ মধ্যে তাহার অবস্থান অসম্ভব হইবে কেন? †

লীলা বলিলেন, জননি! অদ্য অষ্টম দিবস হইল, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল অবস্থিতি অরিতেছি। সেই কারণে বলিতেছি, কি প্রকারে উহা সম্ভব হইতে পারে? দেবী কহিলেন, বৎসে! যেমন দেশের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই, তেমনি, কালেরও হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই। কেন নাই তাহা বলি, শ্রবণ কর২৫।২৮। যেমন জগৎ এক প্রকার প্রতিভাস মাত্র, অন্য কিছু নহে (জ্ঞানের প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে), তেমনি ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, এসকলও বোধপ্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র ভ্রান্তির দ্বারাই দেশ ও কাল ও তাহাদের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, ভ্রান্তিসময়ে অল্পকালও বহুকাল বলিয়া বোধ

---

* নির্ম্মল আকাশে কখন কখন ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশকলাপাকার পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নাম কেশোণ্ড্রক। এই কেশোণ্ড্রক মেঘের ছটা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্তর্নিরূঢ় বিশ্বচ্ছবি তাহারই অনুরূপ অর্থাৎ তাহার ন্যায় অলীক ও চিদ্ভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া।

† ত্র্যসরেণু শব্দের অর্থ এখানে মন। নৈয়ায়িকেরা মন'কে পরমাণু তুল্য বলেন। মনোমধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ জগৎ সহজেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যখন এত বড় পৃথিবী মনোমধ্যে দেখা যায় তখন ইহা অপেক্ষাও অনেক ও বড় পৃথিবী দেখা না যাইবে কেন?

হয়)। লীলে! ক্ষণাদি কল্পান্ত কাল, তদন্বিত ত্রিজগৎ, তন্মধ্যবর্ত্তী তুমি আমি প্রভৃতি, এ সমস্তই আত্মসমুদ্ভূত প্রতিভাস (ভ্রান্তিজ্ঞান)। যে ক্রমে ঐ সকল উৎপন্ন ও উপপন্ন হয় সে ক্রম আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর২৯।৩০। হে সুব্রতে! জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করতঃ প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য এক প্রকার ভাব (সংসার) অনুভব করে৩১। তখন সেই ব্যোমাকার কল্পিতাকৃতি জীব পূর্ব্ব কর্ম্মাদি সংস্কারের উদ্বোধ অনুসারে অনুভব করিতে থাকে, "এই দেহ আমার আধার; আমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট, এবং আমি এই দেহা-ধারের আধেয়, ইহাতে আমি অবস্থিতি করিতেছি, আমি এই পিতার পুত্র, আমার এই পরিমিত বয়স; এই আমার রমণীয় বান্ধবকুল, এই আমার মনোরম আস্পদ (গৃহ), আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এখন আমি যুবা হইয়াছি, আবার বৃদ্ধ হইব," ইত্যাদি৩২।৩৫।

হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাব হেতুক ঐ প্রকার বিভ্রম অর্থাৎ আপ-নাতেই ঐ ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয়। সেই জন্যই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই চিৎ। বস্তুতঃই এ সকল নির্ম্মল ব্যোম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই সর্ব্বগা অদ্বিতীয়া চিৎই স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে বিকসিত হন। তিনি যেমন স্বপ্নে সমুদিত হন, তেমনি পরলোকেও সমুদিত হন। পর-লোকে যেরূপ সমুদিত হন, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত থাকেন। যেমন জল, বীচি, তরঙ্গ, তিনের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, ইহলোক, পরলোক ও স্বপ্নলোক, ঐ তিনেরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদবোধ ভ্রান্তির মহিমা। যেহেতু জগদ্ভাব ভ্রান্তিবিশেষের ক্রীড়া, সেইহেতু তাহা নাই। নাই বলিয়াই বিশ্ব অজাত এবং অজাতহেতুক অনশ্বর। এ সমুদায় স্বরূপতঃ চিৎ। কিছুই চিতের অতিরিক্ত নহে। চিৎ সকল অবস্থাতেই ব্যোমস্বরূপ। সেই কারণে তাহার সহিত ব্যোমরূপ মনের অভেদ৩৬।৪১।

হে লীলে! দৃশ্য সকল দ্রষ্টায় আরোপিত রূপে অবস্থিত, বস্তুসৎ রূপে অবস্থিত নহে। শুক্তিরৌপ্য যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবে অবস্থিত। সেইজন্য আরোপিত দৃশ্যের দ্বারা চিদাকাশের বিকৃতি হয় না। যদ্রূপ তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রূপ, এই আরোপিত সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত৪২। যেমন জল হইতে পৃথক্, এরূপ তরঙ্গ নাই। এবং তরঙ্গ যেমন নিত্যমিথ্যা, তেমনি, চিদাকাশ হইতে পৃথক্ সৃষ্টি নাই এবং তাহা নিত্যমিথ্যা। একমাত্র চিদাকাশই স্বকীয় স্বভাবে (মায়িক আবরণে) জগদাকারে বিভাবিত হইতেছেন। সেইজন্যই বার বার বলিতেছি, দৃশ্য পরমার্থিকরূপে নাই। জীবের মরণমোহের পর নিমেষ মধ্যেই দেশ ও জগদ্রূপ দৃশ্যশ্রী দর্শন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারী। অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল, অবিকল তদনুযায়ী ক্রমে দৃশ্য দর্শন করে। সেই চিদ্বপুঃ জীব পূর্ব্বের ন্যায় "আমি জন্মিয়াছি" "এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, আমি বালক" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে তাহা তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বলে সমুদিত হয়৪৩।৪৭। যেমন হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং যেমন কান্তাবিরহিত ব্যক্তি এক দিবসকে এক বৎসর বোধ করে, তাহার ন্যায় নিমেষমাত্র কাল তাহার নিকট কল্প বলিয়া অনুভূত হয়! তখন তাহার অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এইরূপ এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হয়। হে লীলে। মরীচিকার অন্তর্গত তীক্ষ্ণতার ন্যায় ও স্তম্ভের অন্তর্গত অরচিত পুত্রিকার ন্যায় এই দৃশ্য সমূহ সেই অজে নিহিত রহিয়াছে বটে; পরন্তু তাহা পৃথক্ সত্তায় নাই। সমস্তই ব্রহ্মের স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিলাস৪৮।৫৪।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

—০—

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি, জীবের মরণমূর্চ্ছার পরেই পর-জগৎ (পরলোক) দর্শন হইয়া থাকে। দিক্‌, কাল, আকাশ ও ধর্ম্মকর্ম্মময় সৃষ্টি এবং কল্পান্তস্থায়ী বস্তু তাহার চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। (ধর্ম্মময় সৃষ্টি স্বর্গাদি, কর্ম্মময় সৃষ্টি গৃহাদি ও কল্পান্তস্থায়ী বস্তু পৃথিবী পর্ব্বতাদি)১। কস্মিন্‌ কালেও কেহ আত্মমরণ দেখে নাই। না দেখি-লেও স্বপ্নে যেমন আত্মমরণ দেখা যায়, সেইরূপ, জীবগণ মৃত্যুর পরে জগৎ (স্মৃতিময় বা বাসনাময়) দর্শন করে২। হে তন্বি! "এই জগৎ, এই সৃষ্টি" এ সকল মায়াকাশে কাল্পনিক নগরীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে ৩।৪। আছে, হইতেছে, যাইতেছে, এ সমস্তই বাসনাবিশেষের বিস্তার, অন্য কিছু নহে। দূর, নিকট, কল্প, যুগ, বৎসর, মাস, এ সমস্তই বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ ভ্রমের রূপ ৫। অনুভূত ও অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎস্বরূপে অবস্থিত ও চিৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত ৬। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাকেও "ইহা আমার অনুভূত" এরূপ ভ্রম হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্বাপ্ন ভ্রম তাহার দৃষ্টান্ত৭। এই বাসনা-পুঞ্জাত্মক সংসার প্রথমে প্রজাপতির জ্ঞানে বাসনার আকারে অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থূলতায় পরিণত হইয়া বিভক্তক্রমে প্রকাশ পাই-তেছে৮। এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্যজাত কাহার অনুভূত রূপে, কাহারও বা অননুভূতরূপে স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, এবং কাহার বা বিনা সংস্কারে

আকস্মিক রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। * হে বালে! এই বাসনাময় সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি তাহাই মোক্ষ। সেইজন্য ইহাতে (সংসারে) পারমার্থিক প্রার্থনীয় অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই ৯।১১। আমিত্ব ও জগৎ উভয়ের অবস্থিতি অবিদ্যামূলা। সুতরাং তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার (আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের) আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত নিত্যসিদ্ধা মুক্তির সম্ভাবনা কি?১২। সর্প শব্দ ও সর্পশব্দের অর্থ যাবৎ রজ্জুরূপে অবস্থান করিবে তাবৎ সর্পভয় অনিবারিত থাকিবেক ১৩। যোগাদির দ্বারা যে বিশ্বের শান্তি, (বিশ্বের বিস্মরণ), তাহাকে সম্পূর্ণ শান্তি বলা যায় না। যেমন মূঢ় ব্যক্তিরা এক পিশাচের পরিত্যাগে অন্য পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার সংসারান্তর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিবে ১৪। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন নিশ্চয় হয়, সংসার পরম পদের বিবর্ত্ত মাত্র; সুতরাং যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সমস্তই পরম পদ (ব্রহ্ম)। সংসারের উপাদান অজ্ঞান, তাহার বিনাশে ঐরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে ১৫।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমি আপনার প্রসাদে পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ উৎকণ্ঠা বিনাশ করুন। আপনি বলিলেন যে, সৃষ্টি বা জগৎ দর্শনের প্রতি পূর্ব্বসংস্কারই কারণ। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কৈ! আমিত পূর্ব্বে আর কখন ঐরূপ সৃষ্টি দেখি নাই? অনুভবও করি নাই?১৬। দেবী বলিলেন, লীলে! বাসনা সৃষ্টিকারণ বটে; পরন্ত তাহা সংস্কাররূপিণী নহে। অর্থাৎ কেবল

* অভিপ্রায় এই যে, অনুভূত পদার্থই স্মৃত্যাকারে প্রতিভাত হইবে, অননুভূত দেখা যাইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। প্রজাপতি আপনার প্রজাপতিত্ব পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই, অথচ তাহা সৃষ্টি সমকালে অনুভব করেন।

পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই যে সৃষ্টি দর্শনের কারণ তাহা নহে। মায়া নামক বাসনা বিশেষও সৃষ্টির কারণ, তাহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আদি পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সমূহের জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় সমুদায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি তদ্বাসনা-প্রভব, ইহা সুসম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহা তদীয় দেহাদি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় তাঁহার ঐ সংস্কার অভাবগ্রস্ত, সেজন্য তদীয় সংস্কারও এতৎকল্পীয় ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ নহে ১৭। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের দেহাদির বাসনা বা সংস্কার সংলগ্ন হইয়া ছিল, সেই মায়া এতৎকল্পে স্বোপহিত চৈতন্যকে অভিনব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকারে বিবর্ত্তিত করিয়াছে ১৮। এবংক্রমে ও কাকতালীয় ন্যায়ে পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে অন্য প্রজাপতি উৎপন্ন হয়। সে প্রজাপতিও প্রতিভাময় অর্থাৎ শুদ্ধ-চেতন। তদ্দৃষ্টিতে তাঁহার ও সৃষ্টির সত্যতা প্রতিভাত হয় না। তাঁহার এই মাত্র প্রতিভা স্ফুরিত হইতে থাকে যে, আমি প্রজাপতি হইয়াছিলাম ১৯। লীলে! সৃষ্টি সকল ঐরূপে অর্থাৎ মিথ্যাভাবে চৈতন্যাকাশে উদিত হয়, দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কোন কিছু হয় না বা জন্মে না২০। পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারজা স্মৃতির ও অনাদি অনির্ব্বাচ্য হিরণ্যগর্ভের অবিদ্যাশক্তি নাম্নী মূল বাসনার উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট মহাচৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম ২১। * ইহা কার্য্য, ইহা

---

* দেবী লীলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যাহা দিলেন, তাহার সার সঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারের প্রভাবে পূর্ব্ব সদৃশ দর্শন হয় এবং মূল মায়ার প্রভাবেও অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখা যায়। তুমি যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারমূলক নহে। তাহা তোমার আত্মাশ্রিত মূল অজ্ঞানের প্রভাব। মূলে আত্মভ্রান্তি থাকিলে যে কত শত অনির্ব্বাচ্য অননুভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

কারণ, এ ভাব বিশুদ্ধ ব্রহ্মে নহে; কিন্তু মায়ান্বিত ব্রহ্মে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মে সকল কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয়। অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই এক হইয়া যায়। তোমার স্বরূপ মহাচৈতন্য। তোমাতে যে স্মরণকারী অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে, সেই অন্তঃকরণ সৃষ্টি দর্শনের মুখ্য কারণ। পরন্তু তাহা নাম মাত্রে আছে, বস্তুগতিতে নাই ২২। সেইজন্যই বলিয়াছি ও বলিতেছি, এই জগদাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। আপনাতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যরূপ মহাকাশে চৈতন্যাকাশই অবস্থিত আছে, অন্য কিছু নাই ২৩।২৪। লীলা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি কৌতুক! হে দেবি! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিলেন। কিন্তু হে দেবি! যাবৎ আমার এই জ্ঞান দৃঢ় না হয় তাবৎ আপনি আমাকে নিঃশঙ্কা করুন। আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা সফল করুন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে স্বীয় পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া চলুন; আমি তাঁহাদিগের সেই সর্গ ও সেই গৃহ প্রাতঃকালে চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্যে জগদ্দর্শন করে, তেমনি আমিও দর্শন করিব। আমি আপনার সাহায্যে সেই গিরিগ্রাম দেখিব, দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইব ২৫।২৭।

দেবী বলিলেন, লীলে! যদি সমাধির দ্বারা এই ভৌতিক দেহ বিস্মৃত হইয়া সেই অচেত্যচিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অর্থাৎ প্রচুর চৈতন্য স্ফূর্ত্তি অবলম্বন পুর্ব্বক অমলা হইতে পার, তাহা হইলে চিদাকাশস্থিত সেই ব্যোমাত্মস্বরূপ সাত্ত্বিক সর্গ দর্শন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই ২৮।২৯। অপিচ, তুমি তাহা পারিলে, তুমি ও আমি, আমরা উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব! পরন্তু তোমার এই দেহ সেই সর্গ দর্শনের মহান্ প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ দেহ জ্ঞান থাকিলে তাহা পরলোক দর্শন দ্বারের অর্গল ৩০। লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা

কি নিমিত্ত অন্য জগৎ দর্শন করিতে পারা যায় না তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া যুক্তি সহকারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ৩১।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই সমুদয় জগৎ বস্তুতঃ অমূর্ত্ত। পরন্তু মোহের বশে তোমরা মূর্ত্ত বলিয়া বোধ কর। যেমন স্বুবর্ণ অঙ্গুরীয়-কাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ, প্রকৃত বোধের অভাবে আপনাতে এই জগৎ মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ৩২। স্বুবর্ণ অঙ্গুরীয়াকার ধারণ করিলেও যেমন তাহার অঙ্গুরীয়কত্ব নাই, তদ্রূপ, জগৎ প্রতিভাত হইলেও পরব্রহ্মে ইহার সত্তা নাই। ফলতঃ যাহা যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সমস্তই সেই ব্রহ্ম। তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নাই। মায়া যেমন সমুদ্রেরও কূল দর্শন করায়, তেমনি, অমূর্ত্ত ব্রহ্মেও মূর্ত্ত জগৎ দর্শন করায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ আমি মাত্র সত্য এ বিষয়ে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব প্রমাণ ৩৩।৩৫। ব্রহ্মই ব্রহ্ম দর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে, সে ব্রহ্ম দেখিতে পায় না। অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মত্বজ্ঞানই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্নত্ব জ্ঞান (আমি অন্য, ব্রহ্ম অন্য এ জ্ঞান) ব্রহ্মদর্শন নহে। ব্রহ্মের স্বভাব এই যে, তিনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত হন। অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-সত্তা মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায় ৩৬। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বাস্তব কার্য্যের ও কারণের উদয় (উৎপত্তি) হয় না। তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জগতেও বস্তুতঃ কার্য্যকারণভাব নাই। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের অনতিরিক্ত ৩৭। হে অঙ্গনে! অভ্যাসযোগ দ্বারা যাবৎ না তোমার ভেদবুদ্ধি শমতা প্রাপ্ত হইবে, তাবৎ তুমি ব্রহ্মরূপিণী হইতে পারিবে না। অপিচ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় পরব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হইবে না ৩৮। আমরা যদি অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্ম দর্শনে দৃঢ় বুৎপন্না হই, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া

ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারি৩৯। বৎসে! আমার এই শরীর সঙ্কল্প নগরের ন্যায় ও শুদ্ধচিত্তাকাশময়। সেইজন্য আমি এতদ্দেহের অন্তরে পরম পদ ব্রহ্ম দেখিতে পাই৪০। লীলে! অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি না থাকায় তোমার আকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অন্তঃকরণে চিদাভাস (জীবভাব) নিরূঢ় আছে। অর্থাৎ এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। সেই কারণে তুমি তাহা (ব্রহ্ম, পরলোকাবস্থিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাহাদের আবাস) দেখিতে সমর্থ নহ৪১।৪২। তুমি যখন নিজ দেহে নিজের সঙ্কল্পিত নগর দেখিতে পাও না, তখন কি প্রকারে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে সমর্থা হইবে?৪৩ হে লীলে! সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি এই দেহ (দেহের অভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হও। যদি তাহা পার, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সে সমুদায় দেখিতে পাইবে৪৪। অতএব, যাহাতে তুমি এতদ্দেহ (দেহে আত্মাভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হইতে পার, শীঘ্র তাহার জন্য যত্নবতী হও। সঙ্কল্পিত নগরের ব্যবহার ও উপভোগ বিষয়ে সঙ্কল্পই অর্থক্রিয়াকারী হয়, অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ মানস শরীরেই মানস নগর সন্দর্শন করা যায়, পার্থিব শরীরে নহে৪৫।

লীলা বলিলেন, দেবি! আপনি কহিয়াছেন যে, আমরা উভয়েই সেই দ্বিজদম্পতীর সংসারে গমন করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমি যেন এই দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পরলোকে গমন করিব; পরন্তু হে দেবি! আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন তাহা আমাকে বলুন৪৬।৪৮।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন তোমার অন্তঃস্থ সাঙ্কল্পিক বৃক্ষ থাকিলেও নাই, তেমনি, আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার দৃষ্টিতে নাই। যাহা কূড্যের ন্যায় মূর্ত্ত তাহাই মূর্ত্ত কূড্য ভেদ করে, অমূর্ত্ত অমূর্ত্ত প্রতিবন্ধী হয় না৪৯। আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণ

দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহা সেই চিৎস্বরূপের প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত ইহার অত্যল্প প্রভেদ। (যেমন সূত্রভস্ম সূত্রাকারে দৃষ্ট হইলেও তাহা সূত্র নহে, তেমনি, আমার এই দেহও দেহ নহে)। সেই কারণে আমার দেহ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমি এতদ্দেহেই অভিলষিত স্থানে যাইব। যেমন অনিল গন্ধের সহিত, সলিল সলিলের সহিত, অনল অনলের সহিত এবং বায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তেমনি, আমার এই মনোময় দেহও অন্য মনোময় দেহের সহিত মিলিত হইবে৫০।৫২। পার্থিবতাজ্ঞান কখন অপার্থিব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয় না। কোথায় দেখিয়াছ যে, কাল্পনিক শৈল ও প্রকৃত শৈল উভয়ে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে?৫৩ যদ্যপি দেহ মাত্রেই মূলে আতিবাহিক অর্থাৎ মনোময়, তথাপি, চিরকাল তাহাকে আধিভৌতিক জ্ঞানে ভাবিয়া আসিয়াছ এবং সেই ভাবনায় উহা পার্থিব অর্থাৎ ভৌতিকপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব-শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, * ভ্রম, মনোরাজ্য ও গন্ধর্ব্বনগর দর্শন৫৪।৫৫। অতএব হে বৎসে! যখন তোমার বাসনা সকল ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার এই স্থূল দেহ পুনর্ব্বার সমাধি অভ্যাসের দ্বারা আতিবাহিকে পরিণত হইবে৫৬।

লীলে বলিলেন, দেবি! আতিবাহিক-দেহত্ব-জ্ঞান সমাধি প্রভৃতির দ্বারা সুদৃঢ় হইলে তখন এ দেহ কি হয়? বিনষ্ট হইয়া যায়? কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়?৫৭ দেবী বলিলেন, হে পুত্রি! যাহা সত্য সত্যই

---

* ভাবশরীর=মনঃকল্পিত দেহ। মানুষেরাও স্বপ্নে মনের কল্পনায় আপনাকে ব্যাঘ্রশরীরী দেখে। দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেও মন তন্ময় হইয়া যায় তাহাতে সে আপনাকে তন্ময় দেখে। তেলাপোকা কাঁচপোকার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে ও ভয়ে মনোমধ্যে কেবল কাঁচপোকা দেখিতে থাকে। তৎক্রমে সে অল্প দিন পরে কাঁচপোকা হইয়া যায়।

আছে, তাহাতেই নাশ হওয়া না হওয়ার ব্যবস্থা। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার নাশ কি? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা তিরোহিত হইলে, "সর্প কোথায় গেল, মরিয়া গেল কি অন্যথা হইল" এ সকল কথা যেরূপ, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞানের স্থিরতায় আধিভৌতিক দেহ কি হয় কোথায় যায়, এ কথাও (প্রশ্নও) সেইরূপ৫৮।৫৯। প্রকৃত প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন সত্যবোধ সমুদিত (রজ্জুজ্ঞান) হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান থাকে না, তেমনি, আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে তখন আর ইহার আধিভৌতিকতা থাকে না৬০। তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, এ সকল যদি কাল্পনিক হয় তবে অবশ্যই উপদেশ দ্বারা কল্পনার তিরোধান সাধিত হইবে। যাহা বাস্তবরূপে নাই (ব্রহ্মে) তাহা অতীব তুচ্ছ৬১। ভদ্রে! আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেহাদি সমস্তই পরব্রহ্মে পরিপূর্ণ। সেই কারণে আমরা যাহা পরম সত্য তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু তোমার তদ্রূপ জ্ঞান নাই। তদ্রূপ জ্ঞান (পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান) না থাকাতেই তুমি পরম সত্য ব্রহ্ম দেখিতে পাও না৬২। যদি বল, চিৎ-তত্ত্ব অদৃশ্য, কিরূপে তাহা দৃশ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইল, তদুত্তরার্থ বলিতেছি, প্রথম সৃষ্টিতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি সমকালেই চিতের চিত্ত নামক ধর্ম্ম (চিতের পরিস্ফুরণের বিষয় বা আধার) প্রকটিত হইয়াছিল, তদবধি একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধ ভ্রান্ত হইয়া (যেমন একই চন্দ্র জলাশয়ের বহুত্ব অনুসারে বহুর ন্যায় হয় তেমনি কাল্পনিক বহু দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হওয়ার একাদ্বয় ব্রহ্মও দৃশ্য অনুসারে দৃশ্য হন) স্বাশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া বা প্রকটিত করিয়া আসিতেছে৬৩।

লীলা অসহায় একাদ্বয় পদার্থের বহুভাব হওয়া অসম্ভব শঙ্কা করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বিভাগের অবিষয়ীভূত শান্তস্বরূপ সেই এক মাত্র পরম তত্ত্ব বিদ্যমান, আর সব অবিদ্যমান। এমত স্থলে কল্পনার অবসর কোথায়? (যে কিছু বিকৃত হয় ও বহু হয়, সমস্তই

অন্যের সাহায্যে। একাদ্বয় পদার্থের সহায় কোথায়? সহায় থাকা স্বীকার করিলে একাদ্বয় বলা সঙ্গত হইবে না)৬৪।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন হেমে কটকতা, জলে তরঙ্গতা এবং স্বপ্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ, পরব্রহ্মেরও কল্পনা (সৃষ্টি) নাই। নাই বলিয়াই সত্যবোধ সমুদিত হইলে পরব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা তিরোহিত হয়। হে বালে! সেই কল্পনারহিত, শান্তস্বরূপ একমাত্র অজ পরমাত্মা সদা ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে৬৫।৬৬। যেমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি, পরব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার বা উৎপত্তি নাই। তাহা শান্ত শিব এক অজ ও অনুৎপত্তিস্বভাব৬৭। যে কিছু ভাসমান সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। প্রতিভাস ভাসকের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে৬৮।

লীলা কহিলেন, দেবি! আমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি? কে আমাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনায় ভ্রান্ত করিয়াছে? দেবী কহিলেন, তরলে! তুমি এতাবৎ কাল অবিচার রূপ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া ব্যাকুলা ছিলে। যে অবিচার তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই অবিচার সদ্বিচার দ্বারা নিমেষ মধ্যে বিনষ্ট হইতে পারে। পরন্তু সে অবিদ্যাও অনন্ত ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নহে। অবিচার, অবিদ্যা, বন্ধন এবং নিরাবাধ মোক্ষ, এ সমুদায়ের কিছুই নাই। আছে কেবল শুদ্ধবোধ এবং তদ্দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে৬৯।৭২। বৎসে! তুমি এ পর্য্যন্ত বিচারপরায়ণা হও নাই বলিয়াই ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতা ও সমাকুলা হইতেছিলে। এখন তোমার চিত্তে বাসনাক্ষয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে, এখন তুমি প্রকৃষ্ট বোধ লাভ করিয়াছ, বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ ও বিমুক্তবন্ধনা হইয়াছ অর্থাৎ তোমার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে৭৩।৭৪। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যখন বুঝিয়াছ, তখন আর এতদ্দ্বারা তোমার

দ্বৈতবাসনা উৎপন্ন হইবে না। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চিত্ত একমাত্র পরব্রহ্মে নিরূঢ় হইলে, দ্রষ্টৃ দৃশ্য ও দর্শন অভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন এই হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনাক্ষয়াত্মক বীজ থাকিলেও তাহা দগ্ধকল্প হয়, আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও তাহা তৎপরিপাক কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। বাসনাক্ষয় হইলেই রাগ-দ্বেষাদি তিরোহিত ও সংসারভাব নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং সংসারভাব তিরোহিত হইলেই অমল প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। হে লীলে! তুমি উপদিষ্ট প্রকারের সমাধি অভ্যস্ত করিতে পারিলে নিশ্চিত অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির মূল অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া নির্ম্মল হইতে পারিবে৭৫।৭৯।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন জাগ্রৎ জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্নদর্শন অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ, বাসনা ক্ষীণ হইলে এই স্থূল দেহ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে১। যেমন স্বপ্ন জ্ঞানের পর স্বাপ্নদেহ থাকে না, তেমনি, বাসনা-নাশের পর এই জাগ্রৎ দেহও থাকে না। (অর্থাৎ দেহাভিমান থাকে না)২। যেমন সঙ্কল্প ও স্বপ্নদর্শন শেষ হইলে এতদ্দেহের দর্শন হয়, তেমনি, জাগ্রদ্ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অহম্ভাব নিবৃত্ত হইলে তখন সেই আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে৩। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বাসনাবীজ বিলীন হইলে সুষুপ্তির উদয় হয়, তেমনি যদি, জাগ্রদবস্থায় বাসনাবীজ প্রক্ষীণ হয় তাহা হইলে বিমুক্ততার উদয় হইয়া থাকে৪। জীবন্মুক্তদিগের বাসনা বাসনা নহে; তাহা কেবল পরিশুদ্ধ সত্ত্ব অথবা সত্তাসামান্য মাত্র। (যেমন দগ্ধ বস্ত্রের অস্তিত্ব, তেমনি)। বাসনা সকল নিদ্রায় সুপ্ত হইলে তাহা সুষুপ্তি; আর জাগ্রৎ অবস্থায় সুপ্ত হইলে তাহা মোহ। নিদ্রায় বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয় এবং জাগ্রতে জ্ঞানবলে বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহাও তুরীয়। তুরীয় লাভের অন্য নাম ব্রহ্ম-লাভ। তুরীয় লাভই পরম অর্থাৎ যার পর নাই উৎকৃষ্ট৫।৭। যাহাদের বাসনা একেবারেই পরিক্ষীণ হইয়াছে তাদৃশ জীবের জীবনস্থিতি জীবন্মুক্ত পদের অভিধেয় এবং সেই জীবন্মুক্ত পদ অমুক্ত জীবের (যাহারা সংসারে বদ্ধ তাহাদের) অজ্ঞাত৮। হিমানী (বরফ) তাপ সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল হয়, চিত্তও বাসনা পরিত্যাগের পর সমাধিপটু

ও শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। (স্থূল-পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হয়)৯। জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত যে মন, সেই মনঃই জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় পদার্থ দেখিতে পায় এবং সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে১০। হে লীলে! তোমার অহন্তাব অর্থাৎ দেহাভিমান যখন অভ্যাস দ্বারা উপশান্ত হইবে, তখন তোমার এ দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাভাবিক চিৎস্বরূপতা আপনা আপনি উদিত হইবে১১। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে সমুদিত হইবে অর্থাৎ স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইয়া অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সেই সকল পবিত্র লোক দর্শন করিতে সমর্থা হইবে১২। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি বাসনা বিনাশের নিমিত্ত যত্নবতী হও, বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে১৩। অতি সুশীতল বোধচন্দ্রমা যাবৎ না পূর্ণ হয়, তাবৎ তুমি স্থূল দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন কর অর্থাৎ সমাধির দ্বারা স্থূল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্তমাত্র অবলম্বনে ও জ্ঞানচক্ষে সেই সেই পরলোক অবলোকন কর১৪। তুমি এমন আশা করিও না যে, আমার দেহে মিলিতা হইয়া তুমি সে লোকে গমন করিতে পারিবে। কারণ, মাংসময় দেহ অমাংস দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংসময় দেহ চিত্তময় দেহে মিলিত হইয়া কোনও ব্যাবহারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে এবং চিত্ত-দেহও ব্যাবহারিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে সমর্থ নহে১৫। আমি যাহা বলিলাম, ইহা অনভিজ্ঞ বালক হইতে সিদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের অনুভবসিদ্ধ। আমরা বর ও শাপ দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি; পরন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি না। (দেবীর অভিপ্রায় এই যে, উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলে কোনও ক্রমে আমি তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখাইতে পারিব না)১৬। নিবিড়তম (প্রগাঢ়) জ্ঞান অভ্যস্ত হইলে ও বাসনাজাল জীর্ণ হইলে এই দেহেই আতিবাহিক

ভাব বা ভাবময় শরীর জন্মিয়া থাকে।* বৎসে! আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। লোকে এই মাত্র দেখে, তাহার স্থূল শরীর আবির্ভূত রহিয়াছে১৭।১৮। পরন্তু মুক্ত পুরুষেরা দেখেন, দেহমাত্রই অবাস্তব। সেজন্য তাঁহাদের বাস্তব মরণ অথবা জীবন নাই। কোন্ ব্যক্তি স্বাপ্ন ও সঙ্কল্পভ্রান্তির দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?১৯ হে পুত্রি! সঙ্কল্পনির্ম্মিত পুরুষের জীবন মরণ যদ্রূপ অসত্য অথচ ভান হয়, দৃশ্য দেহের উৎপত্তি বিনাশও তদ্রূপ অসত্য অথচ তাহা তাহার ভান হইয়া থাকে২০।

লীলা বলিলেন, দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে দৃশ্যদর্শনরূপ রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—বাসনাক্ষয় বিষয়ে কিরূপ অভ্যাস উপকারী হয় এবং অভ্যাসই বা কি প্রকারে পরিপুষ্ট হয়—তাহা আমাকে বলুন। অভ্যাস পরিপুষ্ট হইলে যে যে ফলের উদয় হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন২১।২২।

দেবী বলিলেন, বরবর্ণিনি! যে যাহা কিছু করিবে তাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবে না। সেইজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন, অনুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রহ্মকথন, পরস্পর ব্রহ্ম বুঝান, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার নাম ব্রহ্মাভ্যাস এবং ঐরূপ ব্রহ্মাভ্যাস তত্ত্বাববোধের কারণ২৩।২৪। যাহারা বিষয়বিরক্ত ও মহাত্মা, তাঁহারাই প্রযত্ন সহকারে ভোগবাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। অপিচ, তাঁহারাই জন্ম মরণ জয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন২৫। যাঁহাদিগের অনন্দপ্রসবিনী মতি বৈরাগ্যরসে সুরঞ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগে লব্ধসৌন্দর্য্য—তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী২৬। যিনি যুক্তিসহকৃত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব (অনস্তিত্ব)

---

* জীব যখন মরে ও পরলোক গমন করে, তখন তাহারা আতিবাহিক শরীরে লোকান্তরগামী হয়। স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে। সেই আতিবাহিক শরীরকে পারলৌকিক শরীর বলে। সে শরীর অনাদি অনির্ব্বাচ্য স্বাজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত২৭। দৃশ্য কখনও বাস্তবরূপে উৎপন্ন হয় নাই, সেজন্য দৃশ্য অর্থাৎ এ সকল নাই। সুতরাং জগৎ নাই, তুমি নহ ও আমি নহি, ইত্যাকার জ্ঞানসন্ততি জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া গণ্য হয়২৮। দৃশ্য নাই ; সে বিধায় তাহার অস্তিত্ব অলীক ও অসম্ভব, এ বোধ যখন অবিচাল্য হয়, যখন রাগদ্বেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন মনের বল আত্মগামী হইয়া রমণ করিতে থাকে। ঐ প্রকার আত্মরতিও ব্রহ্মাভ্যাস নামে অভিহিত হয়। রাগদ্বেষাদির হ্রাস ও দৃশ্যাত্যন্তাভাবের বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সর্ব্বকাল মিথ্যা, এ বোধ) ব্যতীত যতই তপস্যা কর না সমস্তই অজ্ঞানকল্প ও দুঃখভোগ-প্রদ২৯।৩০। অপিচ, দৃশ্যের অসম্ভব বোধই বোধ ও সেইরূপ জ্ঞেয়ই জ্ঞেয় বলিয়া অবধারণ করিবে। অপিচ, তাহার অভ্যাসই অভ্যাস ও তাদৃশ অভ্যাসই নির্ব্বাণফলদায়ক৩১। হে লীলে! চিত্তে অভিহিত প্রকারের বিবেক-বোধাভ্যাসরূপ সুশীতল বারি সর্ব্বদা পরিষেক করিলে নিশ্চয়ই ভবরূপ নিশায় প্রবৃত্ত মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইবে৩২।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথাভাগ বলিলে দিবাকর অস্তাচলগত ও সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সমাধানার্থ গমন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন৩৩।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

প্রভাতে পুনঃ কথারম্ভ হইল। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই দুই বরাঙ্গনা অর্থাৎ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই রজনীতে ঐরূপ কথোপকথন করিয়া, পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষাদি সমস্তই বদ্ধ, অন্তঃপুরমণ্ডপ পুষ্পগন্ধে আমোদিত ও রাজার মৃতদেহ-ন্যস্ত পুষ্পমাল্যাদি অম্লান রহিয়াছে দেখিয়া সমাধিস্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় রত্নস্তম্ভাদিতে সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় (খোদাই করা মূর্ত্তি)। নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিস্থা হইলেন।* তখন তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত ও ইন্দ্রিয়সকল সঙ্কুচিত হইল। যেন সায়ংকাল আগতে দিবাপ্রস্ফুটিত দুইটী পদ্মিনী পরিমল (সুগন্ধ) উপসংহার করিতেছে। যেন বায়ুশূন্য শরৎকালে পর্ব্বতোপরি দুই খণ্ড সুশুভ্র মেঘ নিশ্চল নিস্পন্দ ও পতিত হইয়াছে।১৬। তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দুইটী কল্পলতিকা নববসন্তসমাগমে পূর্ব্ববসন্তসঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পত্রাদি হইয়াছে। তাঁহাদের স্থূল দেহ সমাধিযোগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভূমিনিপতিত হইয়াছে। সে দৃশ্যের তুলনা পদ্মিনীর বিশীর্ণতা, নিস্পন্দ শুভ্র মেঘ ও নিষ্পত্র বনলতিকা। তাঁহারা সমাধিবলে তন্মুহূর্ত্তে জানিলেন, অন্তঃস্থ অহম্ভাব হইতে বাহ্য জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায় দৃশ্য ভ্রান্তিসমুদ্ভব। তন্মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অন্তর হইতে সমুদায় দৃশ্যপিশাচ অদর্শন গত হইল। হে অনঘ রামচন্দ্র!

---

* সরস্বতী লীলার সাহায্যার্থে অর্থাৎ লীলাকে সমাধি শিখাইবার নিমিত্ত সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্য গুরুসাপেক্ষ। গুরু না শিখাইলে শিখা যায় না।

লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিয়াছিলেন, পরন্তু আমরা সর্ব্বদাই ইহার ত্রৈকালিক অসত্তা (মিথ্যাত্ব) অনুভব করিয়া আসিতেছি৭।৯। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদিগের নিকট শশ-শৃঙ্গের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীকরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা প্রতীত হউক বা না হউক, বর্ত্তমানেও তাহা নাই বলিয়া অবধারণ করা যায়১০। রাম! সেই ললনাদ্বয় তখন দৃশ্যদর্শন-বিমুক্ত হইয়া কেবল ও শান্ত হইলেন। আকাশ যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিহীন হয় তবেই সে শান্ত ভাবের উপমা হইতে পারে। যে সময়ে কেবল মাত্র আকাশ হইয়াছে বায়ু উৎপন্ন হয় নাই অথবা প্রলয় কাল আগতে বায়ু পর্য্যন্ত বিনাশ হইয়াছে, কেবল আকাশ অবশিষ্ট আছে, সে অবস্থাও উহার উপমা হইতে পারে১১। অনন্তর জ্ঞানদেবতা সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে এবং রাজমহিষী লীলা মানব দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান জ্ঞানের অনুরূপ দিব্য দেহ অবলম্বনে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন১২। তাঁহারা যে সত্যসত্যই দূরগামী হইলেন তাহা নহে। প্রাদেশ-পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে আরোহণ ও ব্যোম গমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন১৩। * অনন্তর ললিতলোচনা ললনাদ্বয় পূর্ব্বসঙ্কল্প সংস্কারের উদ্বোধে † ও জ্ঞানের বিষয়পক্ষ-

---

* এ বিষয়ে মতদ্বয় আছে। এক মত এই যে, যোগীরা সমাধির দ্বারা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সূক্ষ্ম দেহে বহিঃ সঞ্চরণ করেন। অন্য মত এই যে, তাঁহারা দেহবহির্গত হন। না, কেবল মাত্র তদ্দেহের অভিমান পরিত্যাগ ও হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রাদেশপরিমিত নাড়ী-স্থানে অবস্থান বা আরোহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানে তাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

† তাঁহারা সমাধি করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা পরলোক দেখিব ও সেখানে সঞ্চরণ করিব। পূর্ব্বের সেই সঙ্কল্প তাঁহাদের চিত্তে সংস্কারীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানাকারে পরিণত হইল। সাঙ্কল্পিক জ্ঞানের স্বভাব এই যে, তাহা সঙ্কল্পিতের অনুরূপ বিষয় কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাতে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানস্বভাব প্রভাবে ঐ ঘটনা সুখনিষ্পন্ন হইবার বাধা হয় না।

পাতিতা প্রযুক্ত অতি দূরতর আকাশে আপনাদের গমন দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্যসত্যই যে স্থানান্তরে গেলেন তাহা নহে। তাঁহারা চিদ্বৃত্তির দ্বারাই কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন১৪।১৫। * চিদাকাশ দেহেও চিত্তস্থ পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান অনুবৃত্ত থাকে। এই সময়ে তাহারা সঙ্কল্পসংস্কারপূর্ণ চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহারা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যে কারণ বর্ণনা করিলাম, সেই কারণে সেই সমস্বভাবা ললনাদ্বয় চিদাকাশদেহশালিনী হইয়াও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান ও পরস্পর পরস্পরের আকার বিলোকন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্নেহানুরক্ত হইলেন১৬।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* চিদ্বৃত্তি শব্দের অর্থ চৈতন্যসম্বলিত মনোবৃত্তি। লীলা ও সরস্বতী ইতিপূর্ব্বে মনে মনে "আমরা আকাশপথে যাইব" এইরূপ সঙ্কল্পবৃত্তি উত্থাপন করিয়া সমাধিগতা হইয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা এক্ষণে তদনুরূপ চিত্তদেহে আকাশে উৎপতিত হওয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

চতুর্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐরূপে তাঁহারা উর্দ্ধস্থানগত হইয়া পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে অদ্ভুত নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন১। তাঁহারা দেখিলেন, আকাশ প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর, নির্ম্মল, নিরাবাধ (বাধাশূন্য) স্নিগ্ধ, সুকোমল ও কোমলবায়ুসঙ্গী ও সুখভোগপ্রদ২। এই শূন্যসমুদ্রে অবগাহন করা বিলক্ষণ সুখাবহ ও আহ্লাদকর। তাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর ও সজ্জন মন অপেক্ষাও প্রসন্ন৩। ঈদৃশ আকাশসমুদ্র অবগাহন করিয়া তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থিত সৌধান্তর্গত মেঘমণ্ডলে, কখন দিক্ সমুদায়ে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন৪। কখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বদিগের পারিজাতমালাসুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বর্ষাকালীন সলিলপরিপূর্ণ কোকনদসুশোভিত সরোবরসদৃশ বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বায়ুবিতাড়িত বারিদমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেন দুইটি ভ্রমরী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে লীলা বিহার করিয়া বেড়াইতেছে৫।৭। মধুরগামিনী ললনাদ্বয় ঐরূপে পরিভ্রমণ ও স্থানে স্থনে বিশ্রাম করিয়া পরে আকাশগর্ত্তে (শূন্য মধ্যে) অপর এক মহারম্ভ সন্দর্শন করিলেন। মহারম্ভ অর্থাৎ ভুবন ও ভুবনবাসী লোকপুঞ্জ৮।৯। দেখিলেন, ব্যোমোদরে অসংখ্য ভুবনাদি অবস্থিতি করিতেছে। এ সকল ভুবন জ্ঞপ্তিদেবীর পূর্ব্বদৃষ্ট, কিন্তু লীলা এসকল আর কখন দেখেন নাই। কোটি কোটি জগৎ

ইহার অন্তর্গত থাকিলেও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ অন্তরাল-বিশিষ্ট। আরও অদ্ভুত এই যে, কোটি কোটি ভুবন ব্যোমের উদর পূর্ণ করিতে পারে নাই। সেই সকল বিচিত্রাকার ভুবনের ভূতল সকল পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগমণি বিরাজিত। আরও দেখিলেন কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জল মুক্তাময় শিখরপ্রভার দ্বারা হিমালয়সানুসদৃশ কাঞ্চনসমুদ্ভাসিত ও মহামকরত মণির প্রভার দ্বারা নীলিমাবিশিষ্ট এবং তাহাতে মেরু প্রভৃতি ভূধর সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানে সচঞ্চল পারিজাতলতা বৈদূর্য্যময়ী শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে মনের ন্যায় বেগশালী সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা পবনসঞ্চারবেগ পরাজিত হইতেছে। কোন স্থানে দেবপত্নী সকল বিমানগৃহে অবস্থিতি করতঃ মনোহর গীতবাদ্য করিতেছেন। কোন স্থানে সুরাসুরগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে গমনাগমন করিতেছেন। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, এবং পিশাচমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে মহামেঘের ন্যায় গভীর ধ্বনি করতঃ বিমানসমূহ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যসন্নিহিত কোন কোন স্থানে অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধকলেবর হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের সূর্য্যাতপদগ্ধ বিমান সকল অর্কদেবের অশ্বমুখনির্গত প্রবল সমীরণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন কোন স্থানে লোকপালগণ ও অপ্সরোবৃন্দ সঞ্চরণ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে দেবীগৃহ সমুত্থিত ধূমরাশি নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অপ্সরাগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাবিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে ভূষণসকল পরিভ্রষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে বারিদমণ্ডল মহাবল সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন সভয়ে হিমবান্, মেরু ও মন্দর ভূধরের আধিত্যকা আশ্রয় করায় ঐ সকল ভূধর

বস্ত্র পরিধানের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। কোন কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিবৃত। কোন কোন স্থানে ডাকিনী-গণ বারিধি-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছে ও যোগিনীগণ অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইয়াও কুক্কুর, কাক ও উষ্ট্র মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বৃথা বহু দূরে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছে। কোন স্থানে গগন-বিহারী জীব স্বর্গীয় গীতি বাদ্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আছে। কোন স্থানে যাহার নিরন্তর পরিভ্রমণ বশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের বিভাগ নিষ্পন্ন হয়, সেই নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিশ্চক্রের নিম্ন-দেশে ত্রিপথগা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন এবং দেববালকগণ স্থিরচিত্তে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৌতুকী হইতেছে। কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তিবিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ সঞ্চালন করিতেছেন। কোন স্থানে ভিত্তিশূন্য ভবন, কোন স্থানে বীণাযন্ত্র সহকারে দেবর্ষি নারদের সুমধুর গীত; কোন মেঘমার্গ প্রদেশের মহামেঘ, এই সকল মেঘ প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় অবিরল ধারা বর্ষণ করিতেছে ও কোন কোন মেঘ চিত্রন্যস্তের ন্যায় ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করি-তেছে। কোন স্থানে কজ্জলবর্ণ অদ্রিশ্রেষ্ঠ হইতে পরম সুন্দর অম্ভো-ধর উৎপতিত হইতেছে। কোন স্থানে বায়ুপ্রবাহ মধ্যে প্রৌঢ় বিমান সকল তৃণপল্লবের ন্যায় বিচলিত হইতেছে, কোন স্থানে অলিকুল প্রচলিত হইতেছে, কোন স্থানে বায়ুসহকারে সমুড্ডীন ধূলিপটল মেরু-নদীর ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, কোন স্থানে সুচিত্র বিমান, নর্ত্তনশীল মাতৃ-মণ্ডল, যোগেশ্বরী ও ক্রোধাদিবিহীন সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরপত্নীদিগের মনোহর গীত, কোন স্থান নিস্তব্ধ পুরবর দ্বারা সমাকীর্ণ, এবং কোন কোন স্থানে পুরবর সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে রুদ্রপুরী,

কোন স্থানে ব্রহ্মপুরী এবং কোন স্থানে মায়াকৃতপুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কোন স্থানে চন্দ্রচন্দ্রিকার লহরী, কোন স্থানে অমৃতপূর্ণ সরোবর মায়া সরোবর, এবং কোন স্থানে দৈবী শক্তির দ্বারা ঘনীভূত সলিলময় সরোবর দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রমা ও কোন স্থানে দিবাকর সমুদিত হইতেছেন। কোন স্থানে গাঢ় তমোময়ী রজনী, কোনস্থানে নীহার-পটলা ধূম্রবর্ণা সন্ধ্যা, কোন স্থানে বর্ষণকারী পয়োধর ও উর্দ্ধাধো গমনে সব্যগ্র সুরাসুরগণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে দিগ্বিহারিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর, এই চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ। কোন স্থান লক্ষযোজন পরিমিত ভূধর দ্বারা, কোন স্থানে পর্ব্বতগুহাসদৃশ অবিনাশী তমোরাশির দ্বারা, কোন স্থান সূর্য্যের ও অনলের তেজোরাশির দ্বারা ও কোন স্থান মহাহিমরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে অত্যুচ্চ দেবগৃহসকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া পতিত হইতেছে। কোন স্থান বিমান নিপতন দ্বারা বহ্নিরেখার ন্যায় অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে শত শত কেতু (ধূমকেতু) নিপতিত হওয়ার ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে শুভগ্রহগণের উৎকৃষ্ট মণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে। কোন স্থান অন্ধকারময়ী রজনীর ও কোন স্থান ভাস্বর দিবাভাগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল গভীর গর্জ্জন করিতেছে এবং কোন স্থানে বা নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহা শুভ্র পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় পক্ষীর দ্বারা এবং কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবীদিগের বাহন দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান অভ্রমণ্ডল মধ্যে কার্ত্তিকেয় দেবের ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান শুকপক্ষিগণের প্রতিচ্ছায়ায় হরিদ্বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল প্রেতরাজের মহিষ সদৃশের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণরাশি ভ্রমে মেঘমণ্ডল

কবলিত করিতেছে। কোন স্থানে দেবপুর ও দৈত্যপুর। কোন স্থানে পর্ব্বতভেদকারী প্রবল বায়ু নগরপরম্পরার অন্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় সে সকল তত্রস্থ অধিবাসীদিগের নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কোন স্থানে কুলপর্ব্বতাকার ভাস্বর ভৈরব, কোন স্থানে পক্ষবিশিষ্ট শৈলেন্দ্রের ন্যায় গরুড়পক্ষী, কোন স্থানে পক্ষশালী পর্ব্বত, তাহারা বায়ুর ন্যায় প্রোড্ডীয়মান এবং কোন স্থানে মায়াকৃত আকাশনলিনী ও তদাধার শীতল সলিল দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে সুরভিবাহী আনন্দদায়ক শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। আবার স্থানান্তরে তপ্তানিল দ্বারা দ্রুম, পর্ব্বত ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কোন স্থানে প্রশান্ত সমীরণ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় শত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট মেঘ সমুদিত হইতেছে, কোন স্থানে বর্ষাকালের উন্মত্ত জলধর গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থানে সুরাসুরগণ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন স্থানে ব্যোমকমলবিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অব্জবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে, কোন স্থানে মন্দাকিনীতীরস্থিত মৃদু অনিল স্বর্গীয় নলিনীর সৌরভ হরণ করিতেছে, কোন স্থানে গঙ্গা প্রভৃতি সরিৎ সন্নিধান হইতে মৎস্য, মকর, কুলীর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ দেবশরীর দ্বারা উড্ডীন হইতেছে, কোন স্থানে সূর্য্য পাতাল গামী হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ এবং কোন স্থানে বা অন্য প্রকারের সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * অপিচ, কোন স্থানে মায়াকুসুমকানন (দেবমায়া বিনির্ম্মিত পুষ্পোদ্যান) স্বর্গানিল দ্বারা কম্পিত হইতেছে।

---

* সূর্য্য পাতালগামী, এই কথাটীর জ্যোতিষ অনুসারী অর্থ সুগ্রাহ্য। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলেন, সূর্য্য ভূগোল বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তৎসঙ্গে ভূচ্ছায়াও ঘুরিতেছে। সূর্য্য যখন ভূচ্ছায়াচ্ছাদিত হন তখন তাঁহাকে পাতালগামী বলা যায়। অপিচ, চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে পাতাল শব্দের অর্থ—চন্দ্রের ব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগ। সূর্য্য তদ্গত হইলে চন্দ্রমণ্ডলে ভূপ্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, হইলে লোকে তাহাকে চন্দ্রগ্রাস নামে অভিধান করে।

রাঘব! যেমন মশকসকল পক্ক উড়ুম্বর মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তেমনি, রাজমহিষী লীলা ও সরস্বতী উভয়ে আকাশোদরে পরিভ্রমণ করতঃ আকাশচরদিগের বৈভব সন্দর্শন করিলেন। পরন্তু তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া মহীতলাভিমুখে আগমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন১০।৬৫।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! দেবী সরস্বতীর অভিপ্রায়—তিনি লীলাকে ভূমণ্ডল দেখাইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে নভস্তল হইতে গিরিগ্রামস্থিত মৃতবশিষ্ঠগৃহ দর্শনার্থ গমন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া প্রথমতঃ ভূমিতল দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ড যেন পুরুষ,—বিরাট্ পুরুষ। ভূমণ্ডল তাহার হৃদয় পদ্ম, অষ্টদিক তাহার দল, (পাব্ড়ি), গিরিরাজি তাহার কেশর, সরিৎ তাহার অন্তরশাখা, হিমকণা তাহার মধুবিন্দু, শর্ব্বরী তাহার ভ্রমরী ও অসংখ্য প্রাণিবৃন্দ তাহাতে মশক ১।৩! ভোগ্য বস্তু ও তদ্‌গুণ তাহার মৃণালান্তর্গত তন্তু, জলপূর্ণ পাতালাদি ছিদ্র তাহার রন্ধ্র, তাহা দিবসালোক দ্বারা কান্তিবিশিষ্ট ৪ শৃঙ্গারাদি রসে আর্দ্র। সূর্য্য ইহার হংস। এই পদ্ম যামিনীযোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পাতাল-পঙ্কে নিমগ্ন নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল ৫। অম্বুনিধি এই কমলের আস্পদ। ভূপদ্মের আস্পদ মহাসমুদ্র কম্পিত হইলে ভূপদ্মও দিগ্‌দলের সহিত প্রকম্পিত হইতে থাকে। দৈত্য ও দানবগণ এই পদ্মের মৃণাল-কণ্টক ৬। এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর, গ্রাম ও নদ নদ্যাদি কেশরিকা-নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপরূপ মহাকর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহা সুমেরু প্রভৃতির উৎপাদক, এবং যাহা জীবদেহের মহাবীজ, তাহাই এতৎপদ্মের নালমূলাবস্থিত অসুররমণীবৃন্দের সুখচ্ছেদ্য অসংখ্য মৃণালকলিকা (মৃণালের অঙ্কুর)। উত্তুঙ্গ কুলাচল সপ্তক এই কলিকার মহাবীজ। সেই সাতটী মহাবীজের মধ্যস্থলে মহামেরু প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহা নভঃ আক্রম-

কারী ৭।৯। হিমবিন্দু সকল অভ্রস্থ সরোবর, ধূলি সকল পরাগ, শৈল সকল কেশর ও কর্ণিকা, সে সকল জীবরূপ ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত ১০। এই মহাদ্বীপ শতযোজন পরিসর এবং প্রতি পূর্ণিমায় সমূচ্ছলিত সমুদ্র নামক ভ্রমরে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত ১১। আট দিক্‌পাল ও সমুদ্রগণ ইহার ষট্‌পদ। ইহার ভ্রাতৃস্বরূপ নবসংখ্যক রাজাধিরাজ ইহাকে নব ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে ১২। * এই মহাদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ, রজঃকণে আকীর্ণ ও নানা জনপদে পরিপূর্ণ ১৩। পরিসরে এই দ্বীপের দ্বিগুণিত পরিমাণ লবণসমুদ্র ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে ১৪। ইহার পরে দ্বিগুণ পরিমিত শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। অনন্তর এতদ্‌দ্বিগুণ কুশদ্বীপ এবং ঘৃতসমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্‌দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত দধিসমুদ্র তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৎপরে তদ্‌দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত সুরাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর তদ্‌দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ। এই প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ইক্ষুরস নামক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎ-পরে তদ্‌দ্বিগুণ পুষ্কর দ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণপরিমিত স্বাদুজল সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। সরোবরে যেমন সনাল পদ্মলতার পত্র পর পর সংস্থানে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়, তেমনি, কথিতপ্রকারে সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত ভূমণ্ডল জলোপরি ভাসমান রহিয়াছে ১৫।

---

* পূর্ণিমাতিথি জোয়ার আরম্ভের প্রথম কালকেন্দ্র। সমুদ্রকে ভ্রমর বলার অভিসন্ধি—পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্ত্তৃক চুম্বিত হয়, তেমনি এই জম্বুদ্বীপও সমুদ্র কর্ত্তৃক জোয়ার উচ্ছ্বাসে চুম্বিত হইতে থাকে। এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। যেমন ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ, ইত্যাদি। এই সকল বর্ষ পূর্ব্বকালের রাজাদিগের দ্বারা কৃত ও চিহ্নিত হইয়াছিল। ভরতের বর্ষ ভারতবর্ষ, ইত্যাদি। ঐ সকল রাজা এই দ্বীপের সহোদর সমান। তাঁহারা পৃথিবীর পুত্র। এই দ্বীপও পৃথিবীর পুত্র। এই ভাবের সহোদর।

অনন্তর ঐ সকল দ্বীপের দশগুণ পরিমিত নিম্নভূমি এবং তাহা গর্ত্তরূপী। (ঐ সকল নিম্নভূমি পাতাল নামে খ্যাত)। এই সমুদায়ের দশগুণ পরিমিত পাতালগামী পথে অবস্থিত সর্ব্বোচ্চ লোকালোক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশে দূর গভীর গর্ত্ত সমূহ থাকাতে ইহা ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকাতে অপর অর্দ্ধভাগ তমসাচ্ছন্নপ্রযুক্ত বলায়াকার নীলোৎপল-মালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নানাবিধ মাণিক্য ও কুমুদকহ্লার প্রভৃতি কুসুমনিকরে সুশোভিত থাকাতে, উহা বিবিধ কুসুমমালাবেষ্টিত ধম্মিল্লশালিনী ত্রিজগল্লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা-বিস্তার করিতেছে ১৬।২৬। ইহার পরে অন্য কিছু নাই, কেবল শূন্য। এই শূন্যের পরিমাণ বর্ণিত সমুদায় ভূমণ্ডলের দশগুণ। এই শূন্যে ভূতগণের সঞ্চারাদি নাই। ইহাও দশগুণ মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্দশগুণ পরিমিত মেরুপ্রভৃতি ভূধরের দ্রাবণকারী ও ব্রহ্মাণ্ড শোষণকারী প্রলয় মহাহুতাশন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তৎপরে তদ্দশগুণ মেরুপ্রভৃতি অঞ্চল সমূহের বহনকারী মহাবেগশালী প্রলয় মহামারুত বিস্তৃত রহিয়াছে। তৎপরে শতকোটিযোজন বিস্তৃত ঘনরূপী ব্যোম-মণ্ডল পরিব্যপ্ত রহিয়াছে। হে রাঘব! সেই মানবী লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর ও ভূতলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ * অবলোকন করিয়া অবশেষে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্র নিজ মন্দিরকোটর দর্শন করিলেন ২৭।৩৫।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

*ব্রহ্মাণ্ডকটাহ। কটাহ শব্দের ভাষা নাম 'কড়া'। দুইখানি লোহাড় কড়া মুখোমুখি রাখিলে যদ্রূপ গোল আকার সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব ও আবরণ তদ্রূপ। সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা সাবরণ জগত্রয়কে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বলেন।

ষড়বিংশ সর্গ।

—ঃ ঃ—

বশিষ্টদেব বলিলেন, রাঘব! সেই বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে সেই ব্রাহ্মণের আস্পদ (গৃহ), সেই স্থানে গমন করিলেন ১। অনন্তর সেই দুই সিদ্ধরমণী লোকের অদৃশ্যভাবে সেই বিপ্রের সদ্ম ও অন্তঃ-পুরমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন ২। দেখিলেন, তত্রস্থ চিন্তাবিধুর (কাতর) দাস দাসী ও অঙ্গনাগণের মুখমণ্ডলে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হওয়ায় শীর্ণপর্ণ অম্বুজেব ন্যায় বিবর্ণীকৃত হইয়াছে ৩। এই পুরী আজ নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, বাতবিছিন্ন মেঘের ন্যায়, তুষারম্লান অম্বুজের ন্যায় ও অল্পস্নেহ দীপের ন্যায় যার পর নাই প্রভাহীন হইয়াছে। আসন্নমৃত্যুকাতর মানবগণের মুখমণ্ডল যেরূপ কান্তিবিহীন হয়, তরু সকল জীর্ণ ও তাহাদিগের পত্র সমুদয় বিশীর্ণ হইলে যেমন অরণ্যের কোন শোভাই থাকে না, এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে যেমন দেশাদি ধূষরবর্ণ ও রুক্ষ হয়, তাহার ন্যায় এই গৃহ গৃহেশ্বরের বিয়োগে শোভাবিহীন হইয়াছে ৪।৬।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! কথিতপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলজ্ঞান-সম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা রাজমহিষী লীলা "এই সমস্ত বান্ধবগণ আমাকে এবং এই দেবী সরস্বতীকে সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক" মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিলে পর তত্রস্থ গৃহজন সকলেই সেই রমণীদ্বয়কে সমাগত লক্ষ্মীর ও গৌরীর ন্যায় দেখিতে পাইল। তাঁহারা দেখিলেন, যেন সেই রমণীদ্বয় চন্দ্রিকামৃত (চন্দ্রিকা=জ্যোৎস্না) দ্বারা সেই গৃহ, সেই গ্রাম, এবং গ্রামের নিকটস্থ বন, উপবন ও ওষধি সকল সমুদ্ভাসিতকরতঃ শীতলাহ্লাদ সুখদ চন্দ্রমার

ন্যায় সমুদিত হইয়াছেন। কানন যদ্রূপ যুগল বসন্তলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত ও আমোদিত হয়, সেই ললনাদ্বয়ের আপাদ লম্বমান বিবিধ অম্লানমালার দ্বারা সেই মন্দির তদ্রূপ সুচিত্রিতা ও সুশোভিতা হইয়াছে ৭।১১। তাঁহাদিগের নয়ন অন্দোলিত লম্বায়মান লতার সুষুমা তিরস্কৃত করিতেছে এবং চূর্ণকুন্তলের নিতান্ত সমীপে অবস্থিত থাকায় ভ্রমরশোভা ও নীলোন্মিশ্র ধবলছবি কটাক্ষ নিক্ষেপে কুবলয়োন্মিশ্র মালতীকুসুম বিকীরণের সুষুমা বিস্তার করিতেছে ১২। তাঁহাদিগের দেহের কান্তি এরূপ যে, যেন বিগলিত সুবর্ণনদীর লহরী ও তাহার প্রভারাশি যেন সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকায়িত করিতেছে ১৩। এই ললনাদ্বয়ের শরীর শোভা এরূপ যে, যেন লাবণ্য সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা বিলাসের দোলা ১৪। ইহাদের চঞ্চল বাহুলতিকার ও অরুণবর্ণ পাণি যুগলের বিন্যাস যেন ক্ষণে ক্ষণে সুবর্ণবর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন সৃজন করিতেছে ১৫। এবমাকারে সেই দেবীদ্বয় পুষ্পপল্লবকোমল স্থলাব্জদলমালার শোভাবিকাশকারী অম্লান কুসুমসদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন। তাঁহাদিগের অবলোকনরূপ অমৃতের পরিসেকে যেন পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক বনও বালপল্লবে পল্লবিত হইল ১৬।১৭।

হে রাঘব! এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহজনের সহিত "বনদেবীদিগকে নমস্কার" এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন ১৮! তাঁহাদিগের চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইলে বোধ হইল, যেন পদ্মবল্লীস্থ পদ্মোপরি তুষারসীকর বর্ষণ হইয়াছে ১৯। অনন্তর জ্যেষ্ঠ্যশর্ম্মাদি পুরবাসিগণ সকলেই বলিতে লাগিল, হে বনদেবীদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। বোধ হয় আপনারা আমাদিগের দুঃখবিনাশার্থ আগমন করিয়াছেন। কেননা, পরপরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাব ২০।

অনন্তর সেই দেবীদ্বয় জ্যেষ্ঠশর্ম্মার বাক্যাবসানে সস্নেহবাক্যে বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি যে দুঃখে দুঃখিত সে দুঃখ কি তাহা তোমরা বল ২১।

অনন্তর সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়ের নিকট দ্বিজদম্পতীর ব্যসনজনিত (ব্যসন=মৃত্যুরূপ বিপদ) দুঃখবর্ণন করিলেন ২২।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা বলিলেন, হে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবৎসল এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা দ্বিজগণের মর্য্যাদা রক্ষণের একমাত্র আধার ছিলেন এবং তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা। সম্প্রতি তাঁহারা পুত্র ও বান্ধব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা সকলেই এই জগৎ শূন্য দেখিতেছি ২৩।২৪। হে দেবীযুগল! ঐ দেখুন, পক্ষিগণ গৃহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ শূন্যে পক্ষবিক্ষেপ করতঃ করুণস্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে ২৫ পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতঃ সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে ২৬। দুঃখসন্তপ্ত দিগঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিশ্বাস পবন দ্বারা তাহাদিগের মেঘরূপ পয়োধর (স্তন) বস্ত্ররূপ অম্বর (আকাশ) বিহীন হইয়াছে ২৭। গ্রামবাসী জনগণ উপবাসনিরত, ধূল্যবলুণ্ঠিত ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে ২৮। প্রতিদিন বৃক্ষদিগের পত্রগুচ্ছরূপ লোচনকোশ হইতে নীহাররূপ উষ্ণ অশ্রু অধোভাগে নিপতিত হইতেছে ২৯। রথ্যা সকল আনন্দহীনা বিধবার ন্যায় ধূসর বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বিরলজনসঞ্চার হইয়া যেন শূন্যহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে ৩০। অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা লতা সকল যেন বৃষ্টিরূপ বাষ্পবিহীন হইয়া কোকিল কুজন ও অলিগুঞ্জন দ্বারা নিরন্তর বিলাপ করিতেছে এবং ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাপ পূর্ব্বক পল্লবরূপ পাণির দ্বারা অনবরত স্বীয় শরীর আঘাতিত করিতেছে ৩১। শোকসন্তপ্ত নির্ঝর সকল যেন আপনাকে শতধা করিবার মানসে প্রবলবেগে বৃহৎ শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে ৩২। ঐ দেখুন, গৃহ সকল হর্ষবার্ত্তাবিরহে মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের সমান রহিয়াছে ৩৩। ভ্রমরগুঞ্জন দ্বারা রোদনশীল উদ্যানখণ্ড হইতে সঞ্চারিত আমোদজনক সৌগন্ধ সকল যেন শোকার্ত্ততা বশতঃ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক পূতিগন্ধ সমানে অনুভূত হইতেছে ৩৪। চৈত্যক্রম-বিলাসিনী সুকোমলা লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করতঃ দিন দিন বিরস ও বিশীর্ণ হইতেছে ৩৫। কলধ্বনিকারিণী সরিৎ সকল সমুদ্রে স্বদেহ বিসর্জ্জন কারবার নিমিত্ত গমনে সমাকুলা হইয়া ভূতলে দোলায়মান হইতেছে ৩৬। সচঞ্চল সরোবর সমুদয় এক্ষণে নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে ৩৭। হে দেবী যুগল! যে নভঃ প্রদেশে (স্বর্গে) কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী এবং সুরাঙ্গনাগণ গান করেন, সম্প্রতি আমার মাতা ও পিতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন ৩৮। হে দেবীযুগল! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না, সেইজন্য আশা করি, আপনারা আমাদিগের শোক অপনোদন করিবেন ৩৯।

লীলা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ স্বকীয় শীতল করপল্লব দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। যেমন প্রাবৃট্ কালে মেঘসমাগমে বৃক্ষগণের গ্রীষ্ম বিদূরিত হয়, তেমনি, তদীয় করস্পর্শে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার শোক ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্য সঙ্কট তিরোহিত হইল এবং তদীয় পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে সন্দর্শন করতঃ দুঃখবিমুক্ত ও সর্ব্বসৌভাগ্যে বিভূষিত হইল৪০।৪২।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! লীলা কি নিমিত্ত মাতৃশরীর দ্বারা তদীয় পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে দর্শন দেন নাই তাহা আপনি বর্ণন করিয়া আমার মনোমোহ নিবারণ করুন৪৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পিশাচাদির জ্ঞান থাকাতেই বালকেরা তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যাহারা একবার পিশাচের মিথ্যাত্ব জানিয়াছে, তাহারা আর পিশাচ দেখে না ও পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। রাঘব! এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে সকল অজ্ঞ লোক মিথ্যাপৃথ্যাদিময় (ভৌতিক) শরীরকে ভ্রান্তিক্রমে সত্য বলিয়া অবগত আছে, সেই সকল ব্যক্তির চিদাত্মাই ভ্রান্তির প্রভাবে পিণ্ডাকার ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া

থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ যাহাদের ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা কেবলাদ্বয় চিদাকাশ স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। * বৎস বাস্তব পক্ষে পৃথ্ব্যাদিভূত না থাকিলেও ভাবনার বলে তাহার সত্তা দণ্ডায়মান হইয়া থাকে৪৪।৩৫। জ্ঞান হইলে তখন আর অজ্ঞান নির্ম্মিত পৃথ্ব্যাদি পৃথ্ব্যাদি আকারে প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অদর্শন ঘটনা হয়, তেমনি, জাগ্রৎ কালেও পৃথ্ব্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে অপৃথ্ব্যাদি ভাব সমুদিত হইয়া থাকে৪৬। পৃথ্ব্যাদি শূন্য অর্থাৎ নাই, ইত্যাকার জ্ঞান বা ভাবনা সুদৃঢ় হইলে পৃথ্ব্যাদি শূন্যরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কুড্যকে (কুড্য=গৃহভিত্তি) শূন্য দেখে অথবা ভিত্তিস্থ স্ফটিকাদির গর্ভে শূন্যতা (ফাঁক অথবা দ্বার) দর্শন করে, তেমনি, মনোভাব অনুসারে বাস্তব অশরীরকে শরীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। স্বপ্নে নগর, সমতলভূমি ও খাত দেখা যায় এবং অঙ্গনাদর্শনও হয়, অথচ সে সকল না থাকিলেও অর্থাৎ অলীক হইলেও মানবগণের অর্থক্রিয়াকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ, পরমাকাশকে পৃথ্বাদি জ্ঞানে জানিলে তাহাও পৃথ্ব্যাদি হইয়া থাকে। কেহ মূর্চ্ছাকালে কেহ বা মরণকালে পরলোক প্রত্যক্ষ করে৪৭।৪৯। বালকেরা শূন্যে বেতাল (ভূত) এবং ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্র ও অর্দ্ধজাগরূক লোকেরা ও নৌকারোহী পুরুষেরা সর্ব্বদাই শূন্যে কেশোণ্ড্রক, মুক্তাশ্রেণী, বেতাল, বন ও বৃক্ষাদি দেখে ও অনুভব করে৫০।৫১। ঐ সকলের বপু অর্থাৎ শরীর দর্শকের অভ্যাসজনিত ভাব অনুসারে প্রকাশ পায়, অথচ ঐ সকলের একটিও পরমার্থ সৎ অথবা নিয়ত সত্যরূপী নহে৫২। লীলার বস্তুজ্ঞান সমুদিত

* লীলা প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধগম্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার পুত্রস্নেহ ছিল না। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানে মূলাজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায় পূর্ব্বশরীর ধারণের উপায় ছিল না।

হইয়াছিল, তিনি বুঝিয়াছিলেন, পৃথ্ব্যাদি কিছুই নহে। একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তির দ্বারা নানা আকারধারী বা নানা আকার বিশিষ্ট হয়৫৩। একাদ্বয় ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারী মুক্ত ও মুনি ব্যক্তির আবার পুত্র মিত্র ও কলত্রাদি কি?৫৪ তাঁহাদের বিশ্বাস—কোনও দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। যাহা প্রতিভাত হয় তাহা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের জ্ঞানে পরমাত্মাতিরিক্ত দৃশ্য নাই। তাঁহাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সম্ভব হয় না৫৫। লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন তাহা পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত নহে। তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানদায়িকা চিতির ফল। *

হে রাঘব! বিশুদ্ধ বোধ সমুদিত হইলে, এই সকল পদার্থ স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপুরস্থিত কল্পিত পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতান্ত অলীক ও একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, প্রতীতি হইয়া থাকে৫৬।৫৭।

---

* ভাবার্থ এই যে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত ছিল, সেই সুকৃতের স্বভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের কাল উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বাধিষ্ঠান চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের সেই প্রকার বিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছিল।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই তুই সিদ্ধ রমণী সেই গিরি তটস্থিত গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণের সেই গৃহে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ তত্রস্থ জনগণের অদৃশ্য হইলেন১। গৃহজনেরা "তুই বনদেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন" মনে করিয়া সুখী হইল। শোকাদি বিদূরিত হওয়ায় তাহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল২। এই সময়ে আকাশলীনা ব্যোমরূপা সরস্বতী ব্যোমরূপিণী লীলাকে মৌনাবলম্বনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন৩। বালে! তুমি জ্ঞেয়তত্ত্ব নিরবশেষ অবগত হইয়াছ, সংসারভ্রমও প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলে, এ সমস্তই যে ব্রহ্মসত্তা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, তাহাও তুমি জানিয়াছ, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে তাহা বল৪।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সন্দিহান প্রায় অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাঘব! অদৃশ্যা রমণীদ্বয়ের কথোপকথনপ্রচার অসম্ভব মনে করিও না। লোকমধ্যেও দেখিতে পাইবে, যাহাদের দেবতানুগ্রহাদির দ্বারা উষানিরুদ্ধের ন্যায় পরস্পর কথোপকথনরূপ সম্বাদী (সত্যফল) স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্প হয়, তাহাদের সেই কথোপকথন পরে কার্য্যে পরিণত ও লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। সরস্বতী ও লীলার পরস্পর কথোপকথন সেইরূপ, ইহা স্থির জানিবে। তাঁহাদের পার্থিব শরীরাদি না থাকিলেও স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের অনুরূপে পরস্পরালাপরূপ চেতনা (জ্ঞান) উদিত হইয়াছিল৫। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, লীলে! আর কি বলিতে অথবা করিতে হইবে তাহা শীঘ্র বল।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমার মৃত ভর্ত্তার জীব যে স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সে স্থানে যখন গমন করিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহই

দেখিতে পায় নাই; কিন্তু এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল, ইহার মর্ম্ম কি তাহা বলুন৬।৭।

সরস্বতী বলিলেন, যখন তুমি স্বামিসমীপে গমন করিয়াছিলে তখন তোমার অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই সেইজন্য দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। যে অদ্বয় হইতে না পারে কি প্রকারে সে অদ্বৈত কর্ম্মে অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদিক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে? যে তাপ মধ্যে অবস্থান করে সে কি ছায়ার গুণ (শীতলতা) জানিতে পারে?৮।৯ তুমি যখন ভর্ত্তৃনকাশে গমন করিয়াছিলে তখন তুমি "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব ভুলিতে পার নাই। তাহা না পারায় সত্যকামা (যাহার কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা সফল সে সত্যকামা) হইতে পার নাই১০। সম্প্রতি তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ ও সত্যকামা হইয়াছ, সেই কারণে তোমার "পুত্রেরা আমাকে দর্শন করুক" এই কামনা সিদ্ধ হইয়াছে১১। এখন যদি তুমি ভর্ত্তৃসমীপে গমন কর, তাহা হইলে এখন তোমার কামনানুরূপ সমুদায় ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে১২।

লীলা বলিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর তিনি এই স্থানেই রাজা হন১৩। অপিচ, এই মণ্ডপকাশেই তাঁহার ভূমণ্ডলান্তর্গত রাজধানী ছিল এবং তৎপুরমধ্যে আমি পুরন্ধ্রী ছিলাম১৪। আমার সেই বসুধাধিপ স্বামী মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি ভূপতি হইয়া নানা জনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। জননি! আমার বোধ হইতেছে, যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ সমূহ অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূমি এই মণ্ডপাকাশেই অবস্থিত রহিয়াছে১৫।১৭। আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলও অদূরে অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে আমি তাহা পার্শ্বস্থ বস্তু দর্শনের অনুরূপে দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন১৮।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তা অনেক

পরন্তু সে সকলের দর্শন অসম্ভব। তবে সন্নিহিত স্বামিত্রয়ের মধ্যে যে স্বামীর মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আমি এই মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পদ্মনামক নরপতি হইয়াছিলেন, যাঁহার মৃত শরীর তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়াছিলে, সেই পদ্ম নামক নরপতি এক্ষণে জন্মগ্রহণ করতঃ বিদূরথ নামে তৃতীয় বসুধাধিপ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ভ্রান্ত ও সংসার-জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। তিনি ভোগতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের ভোগকল্লোলবিক্ষিপ্ত কচ্ছপ সমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ জাড্যজর্জ্জরচিদ্বৃত্তিশালী হইয়া রাজকার্য্যাদিতে সমাকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়ের ন্যায় সুপ্ত আছেন, জাগরিত হইতেছেন না ১৯।২৩। তিনি মনে করিতেছেন, আমি সকলের অধীশ্বর, আমি উৎকৃষ্টভোগশীল, আমি এই সংসারে অমিতবলশালী ও আমি মহাসুখী। তিনি ঐরূপ ভাবনায় ভাবিত ও অনর্থসংসারপাশে নিবদ্ধ রহিয়াছেন ২৪। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের কথা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে তুমি কোন্ ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল, সমীরণের সুরভি বহনের ন্যায় আমি শীঘ্র তোমায় তথায় বহন করিব ২৫।

বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃ সংসার দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তর্গত অন্য সংসার। তথায় অন্যপ্রকার ব্যবহারিক কার্য্য সকল বিস্তৃত হইয়া থাকে ২৬। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সকল সংসার পার্শ্বে অবস্থিত থাকিলেও সংসার দৃষ্টিতে সে সকল এই সংসার হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত ২৭। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঐ সকল সংসারের শরীর অর্থাৎ আধার চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অবলোকন কর, একমাত্র ব্যোমরূপ মহাসংসারে কোটি কোটি মেরুমন্দর অবস্থিত রহিয়াছে ২৮। যদ্রূপ সূর্য্য কিরণে অনন্ত পরমাণু ভাসমান হয় তদ্রূপ মহাচৈতন্যে অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশমান হইতেছে ২৯। ঐ সকল সৃষ্টি যতই মহারম্ভ মহাগুণশালী হউক

চিদ্দৃষ্টি তুলনায় বটবীজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ৩০। চিৎ নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না থাকিলেও চিন্তার প্রভাবে অর্থাৎ সুদৃঢ় আবিদ্যক (মিথ্যা জ্ঞানের) সংস্কারের অর্থাৎ ভ্রমবিশেষের প্রভাবে জগৎ দর্শন হয় ৩১। ভ্রান্তির দ্বারা জগদ্দর্শন আত্মাতেই হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা আত্মার জগৎ হওয়া হয় না। ভ্রান্তি দৃষ্ট সর্প কি কখন রজ্জুকে সর্প করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে নাই ৩২। যেমন সরোবরে তরঙ্গমালা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, সেইরূপ, বিচিত্রাকার কাল, কালের অঙ্গ দিবা রাত্রি পক্ষ মাস, বৎসর যুগ কল্প ও ভুবনাদি দেশ, সমস্তই জ্ঞানরূপ মহাচৈতন্যে পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয় ৩৩।

লীলা বলিলেন, জগন্মাতঃ! যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমার এতজ্জন্ম (লীলা জন্ম) রাজসিক। * ইহা তামসিক নহে ও সাত্ত্বিক নহে ৩৪। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া অবধি আমার অষ্টশত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং সে সকল জন্ম নানা যোনিতে হইয়াছিল। সে সমস্তই আপনার প্রসাদে আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। সেই সকল জন্মপরম্পরা আমি যেন আমার সম্মুখে প্রকাশিত দেখিতেছি ৩৫। দেবি! পূর্ব্বে আমি এক জন্মে এই সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধরলোকরূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপ বিদ্যাধরনারী হইয়াছিলাম ৩৬। পরে দুর্ব্বাসনার দ্বারা কলুষিত হওয়াতে মানুষ হই, তৎপরে অন্য সংসারমণ্ডলে অর্থাৎ অন্য জন্মে পন্নগরাজের পত্নী হই ৩৭) তাহার পর দুরদৃষ্টের আতিশয্যে কদম্ব-কুন্দ-জম্বীর-বনচরী পত্রাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম ৩৮। সে জন্মে বনবাসনিবন্ধন ধর্ম্মমর্য্যাদায় অনভিজ্ঞা ও অত্যন্ত মূঢ়া ছিলাম, সেই কারণে পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া এক

---

* শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, মর্ত্ত্যজন্ম রাজস, তির্য্যক্‌জন্ম তামস ও দেবতাজন্ম সাত্ত্বিক।

মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম ৩৯। সে বার সেই পুণ্যাশ্রমে মুনিসংসর্গে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার সেই লতা দেহ দাবানলে দগ্ধ হওয়ার পর সেই আশ্রমে সেই মুনির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলাম ৪০। তৎপরে আমার অন্য শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষজন্মদায়ক কর্ম্ম সকলের পরিণামে সুরাষ্ট্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ রাজা হইয়া একশত বৎসর ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিলাম ৪১। পরে পুনর্ব্বার আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইয়া উঠিলে আমি পরস্বাপহরণাদি দুষ্কৃত কার্য্য পরম্পরার দ্বারা কলুষিত হইয়া রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া তথায় নয় বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম ৪২। তৎপরে মোহবশতঃ অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রদেশের গো জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্জ্জন অজ্ঞ গোপালগণের তাড়না সহ্য করিয়াছিলাম ৪৩। দেবি! আমি যেমন এতজ্জন্মে অতিকষ্টে বাসনা রজ্জু ছিন্ন করিয়াছি, তেমনি, অন্য এক জন্মে পক্ষিণী জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিপিন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধগণের মহাপাশে নিপতিত হইয়া অতিকষ্টে তাহা ছেদন করিয়াছিলাম ৪৪। পরে ভ্রমরী হইয়া নির্জ্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম ও সুকোমল কমলকেশর ভক্ষণ করিয়াছিলাম ৪৫। অনন্তর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি হরিণী হইয়া তত্রত্য সুরম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম ৪৬। পরে তরঙ্গমালাসমাকুল অব্ধি জলে ভ্রান্তির মহিমায় মৎস্যজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তরঙ্গ দ্বারা উহ্যমান হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় মৎস্যবেধীরা যষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, পরন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অব্ধি জলে নিপতিত হওয়ায় তাহার সে তাড়না বিফল হইয়াছিল ৪৭। অনন্তর পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যবশতঃ চম্বণ্বতী নদীর তীরে চণ্ডালিনী হইয়া মধুর স্বরে গান ও সুরতান্তে নারিকেলরসাসব পান করিয়াছিলাম ৪৮। তাহার পর সারসী

হইয়া সীৎকাররূপ সুমধুর গানে সারসাধীশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম ৪৯। তৎপরে তালীতমালনিকুঞ্জমধ্যে মদিরাতরলায়িত (মদ্যপানজনিত চল) নেত্রের কটাক্ষে কান্তকে অবলোকন করিয়াছিলাম ৫০। অনন্তর নানালঙ্কার ভূষিতা সুন্দরকান্তিসম্পন্না অপ্সরা হইয়া বদনকমলনির্গত অমৃতকল্প বাক্যরূপ মধুর দ্বারা ষট্‌পদরূপ সুরগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলাম ৫১। অপিচ, কখন মণি মাণিক্য ও মুক্তা বিরাজিত ভূতলে, কখন কল্পদ্রুমবনে এবং কখনা বা সুমেরূপরি সেই সমস্ত সুরযুবক গণের সহিত বিহার করিয়াছিলাম ৫২। অনন্তর প্রবলতরঙ্গমালা-সমাকুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাজিত পর্ব্বতগুহামধ্যে, বহুদিবস কচ্ছপী হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম ৫৩। তৎপরে এক শাল্মলী বৃক্ষের পত্র প্রান্তোপরি কএকটি মশককে দুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা উদিত হওয়ায় তজ্জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম ৫৪।৫৫। অনন্তর আমি তরঙ্গসঙ্কুলগিরিনদীতীরে বেতস লতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তাহাতে আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। তাহার পর আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ মন্দারমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্মে তত্রস্থ কামাসক্ত বিদ্যাধরগণ আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিল ৫৬।৫৭। আমার সেই বিদ্যাধরজন্মও সুখের জন্ম নহে। কারণ, সে জন্মেও আমি নানা বিপদ ও দুঃখ অনুভব করিয়াছি ৫৮।

আমি কথিতপ্রকারে এই সংসাররূপ সুদীর্ঘ সরিতে দুর্ব্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় সমুদ্ভূত উন্নতাবনত লহরীর ন্যায় কখন অপ্সরা ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি উচ্চ যোনিতে কখন বা শত শত দুঃখবহ ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ বহুবিধ উৎপাতপরম্পরা দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাম ৫৯।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—: :—

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সেই অবলাদ্বয় কোটিযোজনবিস্তৃত বজ্রসার ও নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ১। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! কোথায় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল! কোথায় তাহার ভিত্তি! এবং তাহার বজ্রসারতাই বা কি! বস্তুতঃ সেই রমণীদ্বয় অন্তঃপুরাকাশেই অবস্থিত ছিলেন, কোথাও গমন করেন নাই ও কোন স্থান হইতে নির্গতাও হন নাই ২। সেই বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই বিদূরথ হইয়া রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্ম ভূপাল হইয়া সেই মণ্ডাপাকাশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্রচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন ৩।৪। তদীয় আকাশকল্প চিদাত্মায় ভূমণ্ডল; তদাধারে তাঁহার রাজ্য ও রাজপুরী, ব্রাহ্মণপত্নী, অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা, লীলা অর্চ্চনার দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন, অনন্তর তৎসহচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেন ৫।৬। তাঁহারা কোথাও যান নাই। তাঁহারা প্রাদেশ পরিমিত হৃদয়াকাশে সেই গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং সেই আকাশেই ব্রহ্মাণ্ড, গিরিগ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা শয্যায় থাকিয়া দেশ দেশন্তর ভ্রমণ ও দর্শন করে ও অদ্ভুত দেশ দেশান্তর অবলোকন করে, সেইরূপ ৭।৮। সমস্তই প্রতিভা, অর্থাৎ ভ্রমের বিবর্ত্তন ও সমস্তই আকাশ। সেইজন্যই

বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সংসার নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, তাহার দূরত্বও নাই ৯। কেবল মাত্র বাসনার দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত সমস্ত ব্যবহার-পরম্পরার সহিত সেই সেই মনোহর দিব্যগুলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ১০। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ এবং সেই চিদাকাশই তাঁহাদের চিত্তপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল ১১।১২। জন্মাদিবর্জ্জিত ও শান্তরূপী মহান্ চিদাকাশ চিত্তের কল্পনায় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, এ রহস্য যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে পারেন, সে ব্যক্তির নিকট এ সমুদায় শূন্য অপেক্ষাও শূন্য। পরন্তু যে ব্যক্তি ঐ রহস্যে অবুদ্ধ, তাহার নিকট এ সমুদায় বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য১৩। যেমন গৃহস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে চিদাকাশেই এই সমস্ত মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় অবলোকন করে, যেমন মরুভূমিস্থিত মরীচি মালায় জলপ্রবাহ প্রতীতি হয় অথবা সুবর্ণে কটকের (অলঙ্কারের) জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চও চিদাত্মায় সতের ন্যায় প্রতিভাত হয়১৪।১৫।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপে রামপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। লীলা বর্ণিতপ্রকারে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ দেবীসকাশে বর্ণন করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে তথা হইতে নির্গতা হইলেন। গ্রামস্থ জনগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর গ্রামস্থ জনগণের অদৃশ্যভাবে সেই গৃহ হইতেও নির্গতা হইলেন।

অনন্তর সেই লোকললামভূতা ললনাদ্বয় তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুরোভাগস্থিত গিরি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভীষণ ভূধরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল যেন গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে১৬।১৭। ঐ ভূধরের স্থানে স্থানে নানা রঙের ফুল ও নানাবিধ বৃক্ষের বন বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও নির্ম্মল নির্ঝর সকল ঝর্ঝর শব্দে নিপতিত হইতেছে। কোন কোন প্রদেশে বনবিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান

করিতেছে১৮। কোন কোন স্থানে অভ্রভেদী উচ্চ পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বিচিত্র সারস পক্ষী বিশ্রাম করিতেছে১৯। কোন স্থানে প্রবাহিত পার্ব্বত্য নদীর তীরভূমি বেতস বনে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুত্থিত, কোন স্থানে নদীতট বনবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত, কোন কোন স্থানে বহুল পুষ্পবিরাজিতশিখর দ্রুম সকল আকাশকোশস্থিত বারিদমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বনবিরাজিত সরিৎ সকলের অবস্থান প্রযুক্ত সেই সেই স্থানের ছায়া সততই শান্ত ও সুশীতল বলিয়া অনুভূত হইতেছে২০।২২।

রাঘব! অনন্তর সেই রমণীদ্বয় সেই পর্ব্বতের অন্যতম প্রদেশে আকাশ হইতে অবতরিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় গিরিগ্রাম দেখিতে পাইলেন২৩। এই গ্রাম নানা প্রকার জলপ্রণালী ও সলিলপূর্ণ সরোবর দ্বারা শোভমান রহিয়াছে, বিহঙ্গমগণ কুচকুচ ধ্বনি করতঃ লীলার্থে সেই সকল সরোবরের তীরে গমন করিতেছে,২৪ কোন কোন স্থানে গোসমূহ হুঙ্কারধ্বনি করিয়া ছায়াবিশিষ্ট ও গুল্মসমাচ্ছন্ন বনকুঞ্জাভিমুখে গমন করিতেছে২৫। এই সকল বন সূর্য্যরশ্মির অপ্রবেশ হেতু সততই নীহারধূসরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, এতন্মধ্যে কোন কোন বৃক্ষের মঞ্জরীপুঞ্জবিশিষ্ট জটাবলম্বী ঊর্দ্ধগামিনী শেখর (অগ্রভাগ) ভারাক্রান্ত হওয়াতে অবনত হইয়া রহিয়াছে২৬। এই গিরিগ্রামের অন্য এক স্থানে শিলাকুহর হইতে নিপতিত নির্ঝরধারা শত শত বিম্ব উৎপন্ন করিতেছে, সে সকল দেখিতে মুক্তমালার অনুকারী এবং তাহা দেখিলে দেবাসুরের ক্ষীরোদমন্থনের শ্রীসৌষ্ঠব স্মৃতি পথাগত হয়২৭। এই গ্রামের অনেক স্থানেই দেখা যায়, অজিরস্থিত বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পসম্ভারধারী মানবের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে২৮। কোন কোন স্থানে পুষ্পিত বৃক্ষাগ্র হইতে অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে, কোন কোন স্থানে পক্ষিগণ শিলোপরি নির্ঝরজলপতনের কঠোর শব্দ শুনিয়া ধনুষ্টঙ্কারশব্দ ভ্রমে বৃক্ষপত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, কোন কোন স্থানে রাজহংসগণ নদীলহরীর আস্ফালনে এক দিক্

হইতে অপর দিকে নীত হইয়া নক্ষত্রপঙ্‌ক্তির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে২৯।৩১। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বালকেরা কাকের ও বিড়ালের ভয়ে ক্ষীর শর ছানা মাখম প্রভৃতি খাদ্য সকল লুকাইয়া রাখিতেছে, আবার অন্য স্থানে দেখা যায়, গ্রামবালকেরা ফুলের বসন ও ফুলের ভূষণ পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কোন বালক খর্জ্জুর বনের, কোন বালক জম্বীর বনের ছায়ায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে৩২।৩৩। দরিদ্র নীচ, অলস, এই সকল মনুষ্যের রমণীরা ক্ষুধাক্লেশে ক্ষীণাঙ্গিনী হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, গ্রাম্য জনগণ তাহাদিগকে কীট অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেছে, ভিল্ রমণীরা পত্রের ও অতসী তৃণের বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী স্থাপন করতঃ ভ্রমণ করিতেছে,৩৪ অন্য এক স্থানে ঝঙ্কারকারী মারুতের হিল্লোলে সরিত্তরঙ্গ কম্পিত হইতেছে ও তাহার কল্লোলের কলকল ধ্বনিতে তত্রস্থ জনগণের পরস্পরালাপ শুনা যাইতেছে না। এই গ্রামের অপর এক স্থানে ভীরুস্বভাব অনেকগুলি অলস ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, অপর এক স্থানে উলঙ্গ বালকগণ হস্তে, বদনে ও স্কন্ধে দধি ম্রক্ষণ করতঃ হস্তে লতা ও পুষ্প ধারণ করিয়া এবং কোন কোন বালক অঙ্গে গোময়ের ও পঙ্কের রেখাঙ্ক ধারণ করিয়া নৃত্যের ও ক্রীড়ার দ্বারা চত্বরভূমি সমাকুল করিতেছে৩৫।৩৬। কোন কোন স্থানে তরঙ্গসঙ্কুল নদীর শ্রোতঃপ্রবাহে তীরস্থিত তৃণসকল কম্পিত হইয়া বালুকাময় তীরে রেখাসমূহ উৎপাদন করিতেছে৩৭। কোন কোন স্থানে দধিক্ষীরাদির নিবিড় গন্ধে মন্থর হইয়া মক্ষিকা সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভণ্ ভণ্ শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে কৃশ-দুর্ব্বল বালকগণ অভিলষিত বস্তুর নিমিত্ত নয়নবিগলিত বাস্পবারির দ্বারা ষিক্তাঙ্গ হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছে৩৮। কোন স্থানে ইতর রমণীরা গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়পঙ্কলিপ্ত হস্তে ঝগড়া বাঁধাইয়া ক্রোধে অধীরা হইয়া এলোথেলো বেশে উচ্চ গলধ্বনি করিতেছে, এবং তাহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসী সভ্য বালকেরা হাস্য করিতেছে৩৯। অপর এক স্থানে শান্ত স্বভাব মুনিরা প্রাণিগণের উদ্দেশে ভক্ষ্য বিকীরণ করিয়াছেন

(ছড়াইয়া দিয়াছেন) ও কাকাদি পক্ষী অবিশঙ্কিত চিত্তে আগমন করতঃ সে সকল ভক্ষণ করিতেছে৪০। কোন কোন প্রদেশে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্পকাননে প্রাতঃসমীরণের আন্দোলনে রাশি রাশি পুষ্প নিপতিত হইতেছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ গিরিশিখর হইতে আপতিত যজ্ঞস্থানস্থিত বলিভোজী বায়সগণকে পুষ্পপত্রাদির দ্বারা ইতস্ততঃ উৎসারিত করিতেছেন। কোন কোন স্থানে গৃহদ্বার ও পন্থাসকল কণ্টকযুক্ত কুরণ্টক (গুল্মবিশেষ) দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে জঙ্গলবিহারী তৃণভোজী মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিচরণ করিতেছে। কোন কোন স্থানে মৃগশিশু নিঃশঙ্কচিত্তে নিকুঞ্জজাত নবতৃণোপরি নিদ্রিত রহিয়াছে৪১।৪২। কোন কোন স্থানে গোবৎসগণ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া কর্ণস্পন্দন দ্বার অঙ্গস্থ মক্ষিকাগণকে উৎসারিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে মক্ষিকাপুঞ্জ গোপদিগের ভক্ষণাবশিষ্ট দধির নিমিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে৪৩। কোন কোন স্থানে দেখিলেন, মধুমক্ষিকাগণ গৃহে গৃহে মধুচক্র রচনা করিতেছে। কোন কোন স্থানে অশোকপাদপোদ্যানে লাক্ষারঞ্জিত কাষ্ঠের ক্রীড়ামন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে৪৪। কোথাও বা জলকণবাহী মারুত কর্ত্তৃক প্রত্যহ আর্দ্র হওয়াতে কদম্বদ্রুম সকল, নিত্য মুকুলিত, তৃণরাজি অঙ্কুরিত লতানিকর বিকসিত, শুভ্রবর্ণ কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত ও সমুদয় বৃক্ষ প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামের কোন কোন প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দিয়া পয়োরাশি গুর্ গুর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে৪৫।৪৬।

অনন্তর সেই রমণীদ্বয় ঐ গিরিগ্রাম মধ্যে অত্যুচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী ও প্রফুল্লকমলদলশোভিত পুষ্করিণীবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবিকাসী শুভ্রবর্ণ মনোহর গিরিমন্দির অবলোকন করিলেন। এই গিরিমন্দির সমূহ সৌন্দর্য্যগুণে পুরন্দরমন্দিরকেও পরাভব করিয়াছে। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, নির্ম্মল শাদ্বল ভূমি, তত্রস্থ প্রতিতৃণের অগ্রভাগে তারকাকার নীহার-বিন্দু পরম শোভা বিস্তার করিতেছে৪৭।৪৮। অনবরত নীহারপাতে ও পুষ্পনিপতনে তত্রস্থ মন্দির সকল কুন্দকুসুমসদৃশ শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে।

স্থানে স্থানে মঞ্জরীপুষ্পের পাদপ, পত্রপাদপ ও ফলবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। মেঘ সকল গৃহ কক্ষার অন্তরালে নিবিষ্ট থাকিয়া সেই সেই স্থানে তড়িতের দ্বারা আলোকিত হইতেছে৪৯।৫০। স্থানে স্থানে হারীত ও চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণ অবিরত কাকলী শব্দে গান করিতেছে, এবং শুক, শারিকা ও দ্রোণকাক প্রভৃতি বিহঙ্গম নিচয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল মন্দির কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ দ্বারা সাতিশয় আমোদিত ও স্থানে স্থানে পথ সকল আলোলপল্লব লতাবলয় দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন স্থানে শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ শ্রেণীকৃত, কোন কোন স্থানে লতাবিতানের শোভা, স্থানে স্থানে লতাবলয়িত বৃক্ষশ্রেণী এবং তদ্দ্বারা যেন পথ সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে৫১।৫৫। কোন কোন স্থানে অন্তঃপ্রবাহশালিনী শব্দায়মানা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গোকুল ও গোপ সকল ব্যাকুল হইতেছে। এই সকল মন্দির উদ্যানজাত কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধির দ্বারা সততই আমোদিত রহিয়াছে; ষট্পদগণ মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া কমলদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থানে যে সকল ফুল্ল পদ্ম বিরাজ করিতেছে, সেই সকল পদ্মের পরাগরাশি বায়ু প্রবহনে উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল অরুণিত করিতেছে৫৬।৫৭। উহার স্থানে স্থানে বেগবতী গিরিনদী ঝর ঝর শব্দ করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন সৌধের (সৌধ=শ্বেত প্রাসাদ) অলিন্দ দেশে ফুল্লকুসুমশোভিত লতানিকুঞ্জ সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোন স্থানে লীলাবিলাসী চঞ্চল বিহঙ্গমগণ অবিরত কলকল ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ৫৮। কোন স্থানে যুবকগণ সোল্লাস চিত্তে কুসুমাস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিলাসিনীগণ পাদতল পর্য্যন্ত লম্বমান মাল্যে শোভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এবং সর্ব্বত্রই নবাঙ্কুরসম্পন্ন শরস্তম্ব সকল লতাবিজড়িত থাকায় অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে ৫৯। কোন

কোন স্থানে সুকোমল উৎপল-লতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কোন স্থানে তাহা কুসুমিত হইয়াছে। তত্রস্থ কোন কোন গৃহে পয়োদ (মেঘ) মালা সংলগ্ন রহিয়াছে। এবং কোন কোন স্থান হরিদ্বর্ণক্ষেত্রে নীহারবিন্দুসমূহ নিপতিত হইয়া হারাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার অন্য এক স্থানে অঙ্গনাগণ সৌধস্থ মেঘতড়িত দ্বারা সমাকুলিত হইতেছে। এবং আর এক স্থানে জনগণ নীলোৎপল সৌরভ দ্বারা উল্লাসিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে গো সমুদয় তৃণপুরিতমুখে হুঙ্কার রব করিতেছে এবং অন্য এক স্থানে অজির ভূমিতে মৃগ সকল বিশ্বস্তভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই গিরিগ্রামের অন্য এক প্রদেশে নির্ঝর-শীকর নিপতন স্থলে শিখীকূল নৃত্য করিতেছে এবং সমুদায় গিরিমন্দির সুগন্ধবাহী সমীরণ দ্বারা বীজিত হওয়ায় জনগণের ইন্দ্রিয়-বৈকুল্য তিরোহিত করিতেছে। বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তির দ্বারা তত্রস্থ জনগণ দীপালোক বিস্মৃত হইয়াছেন। নীড়স্থিত পক্ষিকুলের কলরবে গিরিমন্দির সকল আকুলিত হইতেছে এবং গিরিনির্ঝরের কলকল ধ্বনিতে তত্রত্য মানবগণের সংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এই গিরি-মন্দিরের নিখিল দ্রুম, লতা, তৃণ, এবং পল্লব হইতে মুক্তাফলের ন্যায় পরম সুন্দর শিশিরবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে। এবং বিকসিত কুসুমশোভা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে যে, যেন লক্ষ্মী এই গিরিগ্রামে নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন।৬০।৬৩।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

উনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষ উভয় শ্রী প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই শান্ত্যাদি সাধন সম্পন্না দেবীদ্বয় সেই অন্তঃশীতল সুরম্য গিরিগ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ সকল দর্শন করিলেন। লীলা এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই অভ্যাসের প্রভাবে এক্ষণে বিশুদ্ধজ্ঞানদেহিনী ও ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছেন ১।২। সেই নিমিত্ত এখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংসারের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। তাই এখন গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পূর্ব্বতন জন্ম মরণ প্রভৃতি সমুদায় ভাব সহজে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল।

লীলা বলিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া আমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা ও সেই সেই জন্মের কার্য্যচেষ্টাদি সমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে ৪। পূর্ব্বে আমি শিরাব্যাপ্ত শরীরা কৃষ্ণবর্ণা ব্রাহ্মণীরূপে এই স্থানে বৃদ্ধা ও অতিশয় কৃশাঙ্গিণী হইয়াছিলাম। এই সকল শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা আমার পদতল ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল ৫। এই স্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থনদণ্ড ধারিণী হইয়া ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা হইয়াছিলাম এবং পুত্রগণের ও অতিথিদিগের প্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্তা ছিলাম ৬। দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতিও অনুরক্তা ছিলাম এবং সতত ঘৃতের ও দুগ্ধের দ্বারা সিক্তাঙ্গী থাকিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জনপাত্র ও চরুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন করিতাম এবং একটীমাত্র কাচবলয় (কাচের বালা বা চুড়ি) প্রকোষ্ঠে ধারণ করতঃ

জামাতা, দুহিতা, পিতা, মাতা ও ভ্রাতাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। অপিচ, কার্য্যের ত্বরানিবন্ধন নিরন্তর তাঁহাদিগকে "সত্বর স্ব স্ব কার্য্য সাধন কর, বিলম্ব করিতেছে কেন?" এই বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। যত দিন না আমার দেহপাত হইয়াছিল, তত দিন আমি ঐ প্রকারে সংসারের দাসীত্ব করিয়াছিলাম ৭।৯। হে দেবি! আমার ন্যায় আমার সেই শ্রোত্রিয় পতিও গৃহাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি? কিংস্বরূপ? এ সকল এক দিনের জন্যও এবং স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার সেই শ্রোত্রিয় পতির ন্যায় আমিও অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি ছিলাম ১০। আমি কেবল সমিৎ, শাক, গোময় এবং ইন্ধন সঞ্চয়ে সতত যত্নপরায়ণা থাকিতাম। একমাত্র মলিন কম্বল আমার ব্যবহারোপযোগী ছিল এবং সতত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাসক্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল ১১। আমি বৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাসনে তৎপরা থাকিতাম। এই স্থানে আমি পরিচারিকার ন্যায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে জলসেক ও তরঙ্গসঙ্কুল নদীতীরস্থিত তৃণ আহরণ পূর্ব্বক বালবৎস গণের তৃপ্তি সাধন ও প্রত্যহ বর্ণক দ্বারা গৃহ দ্বার রঞ্জিত করিতাম ১২।১৩। যাহারা আমাকে জানিত না তাহারা আমাকে আক্ষেপ বাক্যে নিন্দা করিত। বলিত, এমন লোকের বাড়ী এমন অবিনীতা পরিচারিণী কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে?" সমুদ্র যেমন বেলা অর্থাৎ তীর ভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ, আমিও তাঁহাদিগের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতাম না ১৪। ঐরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমি জরা কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়াছিলাম। তখন আমার দেহ জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইয়াছিল ও শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণ কর্ণ নিরন্তর দোলায়মান হইত। ক্রমে আমি বধির হইয়াছিলাম। কোন বলবান লোক দুর্ব্বলকায় লোকের বধার্থ যষ্টি উদ্যম করিলে সে যেরূপ ভীত হয়, আমি জরার আগমনে সেইরূপ ভীতা হইয়াছিলাম ১৫।

বশিষ্ঠমুনি বলিলেন, রাঘব! লীলা এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন এবং গিরিগ্রাম কোটরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেন তিনি আপনাকে ও দেবীকে বিস্মাপিত করতঃ বলিতে লাগিলেন ১৬।

দেবি! দেখুন, এই আমার গুল্মপরম্পরামণ্ডিত পুষ্পবাটিকা। এই আমার পুষ্পোদ্যানস্থিত অশোকবাটিকা ১৭। পুষ্করিণী তীরে দ্রুমতলে ঐযে বৎসটী অল্প রজ্জু গ্রন্থির দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ওটী আমারই সেই কর্ণিকা-নামক বৎস ১৮। আহা! এই ধূলিধূসরিত শান্তপ্রকৃতি অবোধ বৎসটী আমার বিয়োগদুঃখ নিবন্ধন এক্ষণে সাতিশয় কৃশ ও বলহীন হইয়াছে এবং অদ্য আট দিন বাষ্পক্লিন্নাক্ষ হইয়া রোদন করিতেছে ১৯।

হে দেবী! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে উপবেশন, এই স্থানে পান, এই স্থানে দান ও এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করিতাম ২০। ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মানামক পুত্র গৃহমধ্যে রোদন করিতেছে। ঐ আমার দুগ্ধবতী ধেনু তৃণপুরিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে ২১। ঐ আমার প্রিয়জনেরা গৃহবহির্দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ধূলি বিধূসরাঙ্গ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে ২২। ঐ আমার স্বহস্তারোপিত তুম্বী লতা, যথোচিত পরিপালিতা না হইলেও পরিপুষ্টা হইয়া বহু প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ আমার পাকশালা। ঐ পাকশালা আমার শরীর অপেক্ষা যত্নের ও আদরের ছিল ২৩। ঐ আমার সংসারের সাক্ষাৎবন্ধনস্বরূপ বন্ধুগণ হস্তে রুদ্রাক্ষ বলয় অর্পণ করিয়া অনলেন্ধন (অগ্নি ও কাষ্ঠ) আহরণ করিতেছে। নিরন্তর রোদন দ্বারা উহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়াছে ২৪। ঐ আমার প্রফুল্ললতাপরিবেষ্টিত গুলুচ্ছদলসমাচ্ছন্ন গবাক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গৃহমণ্ডপ লক্ষিত হইতেছে ২৫। ঐ মণ্ডপ কুল্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভমানা। ঐ সমস্ত কুল্যার জলতরঙ্গ অনবরত শিলারাশিতে আঘাত করাতে তরঙ্গভঙ্গশীকর সমুত্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের কিরণজাল ও তীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমাচ্ছন্ন

করিতেছে ২৬।২৭। ঐ দেখুন, তরঙ্গান্দোলিত লতা সমুদয়ের আস্ফালনে উৎপল সকল ফেনিল ও কম্পিত হইতেছে। উহার তটস্থিত প্রফুল্লকুসুমপূর্ণ বৃক্ষে ভ্রমর সকল নিনাদ করিতেছে। ঐ কুল্যার তরঙ্গমালা ভীষণ শব্দে আবর্ত্তিত হইতেছে। উহার তরঙ্গাস্ফালনে তটসন্নিহিত উৎপল সকল ধৌত হইতেছে, এবং ঐ মণ্ডপ ঘনপত্রসম্পন্ন তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় উহার ছায়া সততই সুশীতল অনুভূত হইয়া থাকে ২৮।৩১। হে দেবি! এই স্থানে আমার ভর্ত্তা জীবাকাশ (জীব প্রকৃতপক্ষে আকা-শের ন্যায় নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়) হেতু নিষ্ক্রিয় হইলেও আসমুদ্র মেদিনীর অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ৩২। আমার স্মরণ হইতেছে, ইনি শীঘ্র রাজা হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ৩৩। ইনি আট দিনের মধ্যেই চিরাভিলষিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বায়ু যেমন আকাশে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় আমার সেই ভর্তৃ-জীব এই গৃহাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই আমার সেই ভর্তৃজীব যোজনকোটিবিস্তৃত মহারাজ্য অনুভব করি-তেছেন ৩৪। পরমেশ্বরি! আমার এই সকল সংসার, আমার ঐ ভর্ত্তার ও ভর্তৃরাজ্য, সমস্তই চিদাকাশ। কিন্তু এমনি মায়ার কাণ্ড যে, আমার ভর্তৃরাজ্য তদ্রূপ হইলেও যেন উহা সহস্র সহস্র শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ৩৫।৩৭। হে দেবি! প্রোক্ত কারণে আমি পুনর্ব্বার ভর্তৃনগরে গমন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আগমন করুন, আমরা পুনর্ব্বার তথায় গমন করিব। ব্যবসায়ীদিগের আবার দূর নিকট কি? (ব্যবসায়ী = দৃঢ়সঙ্কল্পধারী) ৩৮

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! লীলা ঐ প্রকার কহিলে পর দেবী সরস্বতী ও লীলা উভয়ে সেই কুসুমপ্রভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক তদন্তর্গত মহাকাশে পক্ষিণীর ন্যায় উড্ডীনা হইলেন ৩৯। এই আকাশ তরলায়িত কজ্জলতুল্য গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ অথচ মনোজ্ঞ। দেখিতে নিশ্চল ও অক্ষোভ্য একার্ণব সদৃশ।

নারায়ণের অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রভাবশালী ও ভৃঙ্গপৃষ্ঠের ন্যায় সুচিক্কণ৪০। তাঁহারা প্রোক্ত আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম করিয়া বায়ুপূর্ণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক অতিক্রম করিলেন৪১। সূর্য্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া ধ্রুবলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে সাধ্যলোকে, তথা হইতে সিদ্ধলোকে গমন করিলেন। ঐ সকল স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তুষিত (নিত্যতৃপ্ত) দিগের বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। অনন্তর গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক ও দূরস্থিত বিদেহ ও সদেহদিগের লোকসকল সমুত্তীর্ণ হইলেন। লীলা একবার মাত্র উক্তরূপে দূর হইতে দূরে গমন করিয়া চকিতের ন্যায় আপনার অপরিচ্ছন্নতা বিস্মৃত হইলেন। যেমন বিস্মৃত হইলেন, তেমনি পশ্চাৎ ভাগ অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, অধোভাগ অন্ধকারময়। তথায় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারাদি কিছুই লক্ষিত হয় না। দিক্ সকল একার্ণবোদরের ন্যায় ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে৪২।৪৬। তাহা দেখিয়া লীলা সরস্বতী দেবীকে বলিলেন, দেবি! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারকাদির তেজ (আলোক) কোথায় গেল? কোন্ অধস্তলে গেল? কেনই বা এখানে শিলাজঠরের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ঘোর অন্ধকার? এত ঘন অন্ধকার কোথা হইতে আসিল তাহা আমাকে বলুন৪৭।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! তুমি আকাশপথের এত দূরে আগমন করিয়াছ যে, এখান হইতে অর্কাদি তেজঃপদার্থ কিছুই দৃশ্য হয় না। যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের অধোভাগস্থিত খদ্যোত দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, এখান হইতে দূরোর্দ্ধগামী কর্ত্তৃক অধোভাগস্থিত সূর্য্যাদি দৃশ্য হয় না৪৮।৪৯।

লীলা বলিলেন মাতঃ! ইহার উত্তরে কোন্ পথ? তাহা কি প্রকার? এবং এ পথে কোথায় ও কি প্রকারে গমন করা যায়? এই সকল আমাকে বলুন৫০। দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার উত্তরে ও অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পুটের ঊর্দ্ধ্ব কর্পর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ঐ ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের কণিকামাত্র৫১।৫২।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র ! সেই দুই ললনা ঐরূপ কথোপকথন করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড কর্পর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভ্রমরীদ্বয়ের নিশ্ছিদ্র পর্ব্বত গর্ত্তে ও কুড্যে প্রবেশ করার সহিত তুলিত হইতে পারে। গগন হইতে ব্রহ্মাণ্ড কর্পর প্রবেশ করিতে তাঁহাদের অল্পমাত্রও ক্লেশ হইল না। যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় থাকে তাহাই বজ্রসদৃশ দুর্ভেদ্যে পর্য্যবসিত হয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত থাকে তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কঠিন নহে৫৩।৫৪। অনন্তর সেই অনাবৃতপ্রজ্ঞা ললনাদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের পারে অবস্থিত বৃতির (বৃতি=বেষ্টন, প্রাচীর) স্বরূপ জলাদি আবরণ অবলোকন করিলেন। প্রথম আবরণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দশগুণ ভাস্বর জলরাশি। দ্বিতীয় আবরণ তাহার দশগুণ হুতাশন। তৃতীয় আবরণ সেই বহ্নির দশগুণ মারুত। চতুর্থ আবরণ তদ্দশগুণ ব্যোম। এই ব্যোম অসীম অম্বরে (অবিদ্যাসম্বলিত চিদাকাশে) পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। হে রাঘব ! এই নির্ম্মল শান্তস্বরূপ অনন্ত চিদাকাশের আদি, অন্ত বা মধ্য, কিছুই নাই। যদি উহার কোন স্থান হইতে শিলাখণ্ড তীব্রবেগে আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতে থাকে, পতগ-রাজ গরুড় যদি প্রবলবেগে আকল্প পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতে থাকেন, অথবা মারুত (বায়ু) যদি উহার অন্তরালে আকল্প পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হন, তাহা হইলে, উহাদের কেহই অনাদি অনন্ত চিদাকাশের সীমা প্রাপ্ত হইবে না। এই আদি, অন্ত ও মধ্য বিরহিত শুদ্ধ বোধময় অনন্ত পরমাকাশ কেবল স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ৫৫।৬০।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

—(:*:)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারা নিমেষ মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডকর্পরে পর পর দশগুণ অধিক পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতিক্রম করতঃ অসীম পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, প্রাগ্বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ জগৎ ও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে।১।২। যেমন গবাক্ষরন্ধ্রে নিপতিত সূর্য্যকিরণে লক্ষ লক্ষ ত্রসরেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার ন্যায় জলাদি-আবরণ-বিশিষ্ট কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে ভাসমান রহিয়াছে৩। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশরূপ মহাসমুদ্রের মহাশূন্য অবিদ্যারূপ বারির ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্৪। আরও দেখিলেন, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের কতক অধোভাগে, কতক ঊর্দ্ধ্বভাগে এবং কতক তির্য্যগ্‌ভাবে গমনাগমন করিতেছে এবং কতক নিস্তব্ধভাবে রহিয়াছে৫। * বৎস রাম! ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের সম্বিদনুসারেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। (সম্বিৎ=ধ্যানাদিজনিত সংস্কারে সমুজ্জলিত জ্ঞান)। যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, ধ্যান বা উপাসনা করিয়াছিল, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট সেইরূপেই অবস্থিত ও প্রতিভাত হইতেছে৬। যাঁহারা বস্তুদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা দৃষ্টিগোচর করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিদাকাশ। সুতরাং ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছু বাস্তব আকার নাই। ঐ সকল শূন্যপদ ব্যতিরেকে অন্য

---

* জ্যোতির্ব্বিদেরাও বলিয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

কিছু নহে। সম্বিদের স্বভাব এই যে, সে, সঙ্কল্পের দ্বারা বালকের সঙ্কল্প জালের ন্যায় চিদাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কাল্পনিক সৃষ্টি স্থিতি লয় নির্ব্বাহ করে৭।৮।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মাণ্ডাধারে অধঃ উর্দ্ধ তির্য্যকত্ব না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে তৎপরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে অধঃ উর্দ্ধাদির দর্শন সঙ্গত হইতে পারে?৯ বশিষ্ঠ বলিলেন বৎস! যেমন নির্ম্মল আকাশে দূষিতদৃষ্টি নরেরা কেশোণ্ড্রক দর্শন করে, তেমনি, আদ্যান্তাদিরহিত নির্ম্মল চিদাকাশে স্বাশ্রিত অবিদ্যাদোষে ঐ সকল সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে১০। ফলতঃ সমুদায় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরকল্পিত সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই উর্দ্ধ। কল্পিত উর্দ্ধাধঃ ব্যতীত বাস্তব উর্দ্ধাধঃ নাই। সেইজন্যই শাস্ত্রাদিতে উদাহৃত হইয়াছে যে, আকাশমধ্যগত বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থিত পিপীলিকার পাদসংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তাহার বিপরীত ভাগই উর্দ্ধ১১।১২। বৎস! ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়প্রদেশে অর্থাৎ মধ্যভাগে ভূতল; তাহা কেবল বৃক্ষবল্মীকাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ তাহাতে মনুষ্যের বাস নাই। কিন্তু তাহার ব্যোম ভাগ সুর অসুর ও কিম্পুরুষ (কিম্পরুষ= দেবযোনি বিশেষ) লোকে পরিব্যাপ্ত১৩। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীববর্গের সহিত, গ্রাম নগরাদির সহিত ও বৃক্ষপর্ব্বতাদির সহিত উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে১৪। যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন কোন অরণ্যবিভাগে হস্তী জন্মে, সর্ব্বত্র নহে, তেমনি, চিদাকাশের মায়া সমন্বিত প্রদেশেই ত্রসরেণু তুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে সর্ব্বাংশে নহে১৫। সমুদায় পদার্থ উৎপত্তিকালে উক্ত চিদাকাশেই উৎপন্ন হয় স্থিতিকালেও তাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে আবার তাহাতেই বিলীন হয়। সুতরাং তাহাই সর্ব্বময়১৬। সেই শুদ্ধবোধময় পরমালোক চিদাকাশ-বারিধি হইতে অজস্র ব্রহ্মাণ্ডনামক তরঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে১৭। সেই চিদাকাশরূপ মহার্ণবের মধ্যে অনেক

তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) অব্যাকৃত আছে, (এখনও উৎপন্ন হয় নাই) সে সকল তরঙ্গ পরে উঠিবে, এবং কোন কোন তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) সুষুপ্ত প্রায় রহিয়াছে। সে সকল তরঙ্গ তর্কণার (অনুমানের) দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে১৮। আবার এমন সকল তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) আছে, যাহার কল্পান্ত প্রবৃত্ত ঘর্ঘর শব্দ অদ্যাপি কেহ জানে নাই ও শুনে নাই। * অপিচ, কোথাও বা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র স্বষ্ট্যারম্ভ হইয়াছে। সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন সিক্ত বীজের কোষ হইতে প্রথমে শুভ্রবর্ণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তেমনি, তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূভাগ হইতে শুদ্ধস্বভাব জীবই উৎপন্ন হইয়া থাকে১৯।২০। যেমন তাপসংযোগে ঘনীভূত হিম গলিতে থাকে, তেমনি আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অদ্রি প্রভৃতি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে২১। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আধার প্রাপ্ত না হইয়া আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতেছে এবং কতকগুলি শুদ্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলতঃ এমন মনে করিও না যে, সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের পতনাদি অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্তই সুসম্ভব। যখন সমস্তই বাসনাময় সম্বিদ্, তখন, যে কোন কল্পনা, সমস্তই সুসম্ভব। যেমন বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোণ্ড্রক দর্শন, উক্তপ্রকার সম্বিদ্বের উদয়ও সেইরূপ২২।২৩। যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বেদশাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞান কর্ম্মাদির অর্জ্জন দ্বারা কল্পারম্ভ কালে এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিধাতা হন তাঁহার এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ডনাথের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য আছে। বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ। * সুতরাং সৃষ্টির ক্রম অনিয়ত২৪। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু, এবং কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতি। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অনন্যপ্রজানাথ কর্ত্তৃক

---

* অভিপ্রায় এই যে, প্রতিক্ষণেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ হইতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে। অজ্ঞ জীব তাহা জানিতেছে না।

* অর্থাৎ এক ব্রহ্মার সৃষ্টি একরূপ ও অন্য ব্রহ্মার সৃষ্টি অন্যরূপ।

পরিপালিত এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডস্থ মৃগপক্ষ্যাদি জন্তুগণ নাথশূন্য। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বিচিত্র। (অর্থাৎ সে ব্রহ্মাণ্ডে দুই তিন ও ততোধিক পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরত্ব নির্ব্বাহ করেন)। কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তির্য্যক্, কোন ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব প্রায় এবং কোন ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যবর্জ্জিত২৫।২৬। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড শিলাবৎ নিবিড়, কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কৃমিদ্বারা, কতকগুলি দেবগণদ্বারা, কতকগুলি নরগণদ্বারা, এবং কতকগুলি নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও অন্ধকারে বস্তুদর্শী পেচকাদি জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য প্রকাশে ও প্রকাশে বস্তুদর্শী জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে২৭।২৮।† কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড উড়ুম্বর ফলের ন্যায় মশক পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃশূন্য নিস্পন্দ জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে২৯। তাদৃশ ও অন্যাদৃশ সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এত আছে সে সকল ব্রহ্মাণ্ড যোগীদিগের কল্পনা পথেও উদিত হয় না৩০। যতই বলি না কেন, সমস্তই একমাত্র মহাকাশ। স্বয়ং মহাকাশই সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। যদি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আজীবন উক্ত অসীম মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ পরমাকাশস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই পরস্পর স্বাভাবিক ভুতাকর্ষণ শক্তিতে বিধৃত রহিয়াছে, জানিবে৩১।৩২।

হে মহামতে! আমি তোমার নিকট জগতের মাত্র এইটুকু বৈভব ও বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। পরন্তু সম্পূর্ণরূপে জগদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আমাদিগেরও শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারে গাঢ় অরণ্য মধ্যে যক্ষগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে, তেমনি, অনন্ত পরমাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অদৃশ্যভাবে প্রস্ফুরিত হইতেছে৩৩।৩৪।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

† প্রকাশে বস্তুদর্শী অর্থাৎ যাহারা আলোকের দ্বারা পদার্থ দর্শন করে।

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সরস্বতীর অভিপ্রায়—লীলা আপনার পূর্ব্বজন্ম-সংক্রান্ত জগৎ হইতে নির্গত হউক। লীলা তদনুসারে সরস্বতীর সহিত বর্ণিতপ্রকারের অসঙ্খ্য জগদ্বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তদন্তর্গত এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলস্থিত বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন অন্তপুরমণ্ডপ দর্শন করিলেন। ইহা সেই পদ্মভূপতির অন্তঃপুরমণ্ডপ। এখানে তাঁহারা অধিকক্ষণ থাকিলেন না, শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ১। তাঁহারা দেখিলেন, অন্তঃপুরমধ্যে নরপতি পদ্মের মহাশব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও সংস্থাপিত রহিয়াছে। রাজমহিষী লীলা সেই প্রকার সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ভর্ত্তৃশবপার্শ্বে উপবিষ্ঠ রহিয়াছেন। সেই সমস্ত শোকাকুল পরিজনবর্গ রাত্র অধিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন এবং সেই অন্তঃপুর-মণ্ডপ ধূপ, কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সৌরভ্যে আমোদিত রহিরাছে ২।৩।

অতঃপর লীলা তাঁহার অন্য ভর্ত্তার সংসার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুকা হইলেন। তদনন্তর সেই আতিবাহিকদেহা লীলা সেই অন্তঃপুর-মণ্ডপের আকাশে উৎপতিতা হইলেন, হইয়া তাঁহার সেই অন্য ভর্ত্তার সঙ্কল্পরচিত সংসারে প্রবেশ করিলে। এ বারও তাঁহারা সংসারের আবরণ ভেদ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকর্পরও ভেদ করিলেন, করিয়া বর্ণিত প্রকারের আবরণে বেষ্টিত অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত হইলেন। সবেগে অথবা শীঘ্র এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া লীলাপতি বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগৎ দেখিতে পাইলেন। যেমন সমবয়স্কা ও সমশীলা দুইটী পিপীলিকা অক্লেশে কোমল বিল্বমধ্যে অথবা যেমন দুই সিংহী মেঘ পরিপূর্ণ শৈলকুহরমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, সেইরূপ, সেই দুই

ব্যোমদেহা দেবী লীলানাথ বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগতে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শত শত লোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ অতিক্রম করতঃ স্থমেরুপর্ব্বতালঙ্কৃত নববর্ষবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপমধ্যস্থিত ভারত-বর্ষে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিদূরথের মণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন ৪।১০। বিদূ-রথের মণ্ডলে গমন করিয়া দেখিলেন, ভূপতি সিন্ধুরাজ স্বীয় সৈন্যসামন্তের সহিত ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সমুপস্থিত অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনার্থ ত্রৈলোক্যস্থ সমুদয় প্রাণী তথায় সমবেত হইয়াছেন। গগনবিহারিগণ তত্রত্য ব্যোমমণ্ডলে সমাগত হওয়াতে ব্যোমমণ্ডলও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে ১১।১২।

অনন্তর সেই সঙ্কল্পদেহধারিণী কামিনীদ্বয় নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দুর্ভেদ্য নভোমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, অম্বুদমালা যেমন গগনতল সমা-চ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় তত্রত্য গগন নভশ্চরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে ১৩। তন্মধ্যে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর গণ অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে স্বর্গলোকস্থিত অপ্সরোগণ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন ১৪। কোন স্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ গণ নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন ১৫। কোন স্থানে সমরদর্শনাভিলাষী বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ডগণ আয়ুধপাত আশঙ্কায় স্ব স্ব রক্ষণার্থ অদ্রিতটের আশ্রয় লইতেছে ১৬। কোন স্থানে ভূতমণ্ডল সকল অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। কোন কোন স্থানে পৌরুষাভিমানী অক্ষুব্ধচেতা বীরবৃন্দ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন ১৭। কোন স্থানে ভূতগণ পরস্পর উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসপরায়ণা চামরধারিণী সুন্দরী সকল উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে অপ্সরোগণ লোকপাল দিগের স্তুতি করিতেছেন। কোন স্থানে মুনি ঋষি গণ স্বস্ত্যয়ন ও দেবার্চ্চনা করিতেছেন। কোন স্থানে

ইন্দ্রসেনাগণ স্বর্গার্হ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া অত্যুচ্চ ঐরাবতাদি বাহন বৃন্দকে অলঙ্কৃত করিতেছেন ১৮।২০। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ যুদ্ধ-মৃত্যুর পর স্বর্গাগমনকারী শূরগণের মান বর্দ্ধনের উপকরণ আয়োজন করিতেছেন। কোন স্থানে অমরস্ত্রীগণ অপাঙ্গ ভঙ্গ কটাক্ষে সত্তটদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ২১। কোন স্থানে বীরগণের বাহুলতালিঙ্গন প্রার্থিনী নারীগণে সমাকীর্ণ এবং কোন স্থান শূরগণের শীতল শুভ্র যশের দ্বারা দিবাকরও চন্দ্রীকৃত হইতেছেন ২২।

এই অবসরে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কীদৃশ যোদ্ধাকে শূর বলা যায়, কাহারাই বা স্বর্গার্হ এবং কাহারাই বা স্বর্গ-লোকের অনুপযুক্ত, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট বর্ণন করুন ২৩।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! যে সকল সত্তটগণ শাস্ত্রসম্মত আচারশীল প্রভুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ বা জয়ী হয়, তাহারাই শূর ও সুরপ্রাপ্য স্বর্গ লোকের উপযুক্ত ২৪। যাহারা শাস্ত্র-বিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করে ও রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের একান্ত অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নিরয় গমনের উপযুক্ত ২৫।২৬। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাঁহাদিগকে ভক্তশূর বলা যায়। যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগত-গণের রক্ষণার্থ যত্নসহকারে যুদ্ধ করেন, করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গের ভূষণ ২৭।২৮। যাঁহারা স্বদেশ পরিপালনে রত থাকেন, এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, সেই সকল বীরেরাই বীরলোকের উপযুক্ত ২৯। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভুর বা রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয় ৩০। ফলতঃ যোধগণ ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগী হইলে তাদৃশ যোধগণের পরলোক অতীব ভয়াবহ হইয়া থাকে ৩১।৩২। "যোধগণ সংগ্রাম স্থলে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন,"

এ কথা প্রবাদমাত্র; বস্তুতঃ যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত হন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণ ও শূর শব্দে অভিহিত হন। ইহাই শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম ৩৩। বৎস! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষণার্থ খড়্গধার সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর ও তাঁহারাই স্বর্গবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর সব ডিম্বাহবহত অর্থাৎ বৃথা প্রাণ পরিত্যাগী। আমরা দেখিয়াছি সমর সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধকারী শূর দিগকে লক্ষ্য করিয়া সুরাঙ্গনাগণ "আমি এই মহাবল শূরপ্রধানের দয়িতা হইব" এই প্রকার আশয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত বিদ্যাধরীগণ মধুর-মন্থর সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত সুরকামিনীগণ সোৎসাহে ও ব্যগ্রতা সহকারে স্ব স্ব কবরীতে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। অপিচ, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সুর ও সিদ্ধ গণের সুন্দর বিমানরাজি বিশ্রাণিত ও তাঁহাদিগের নিমিত্তই স্বর্গের উৎসবশোভা অধিকতর বিকসিত হইয়া থাকে ৩৪।৩৬।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—:‌:—

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জ্ঞপ্তিদেবীসমন্বিতা লীলা সেই শূরসমাগমোৎকণ্ঠিত নর্ত্তনশীল অপ্সরোগণে বিরাজিত নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ অবনী-তলস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল অবলোকন করিলেন ১। দেখিলেন, এক-দিকে স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের পরিপালিত চতুরঙ্গ সৈন্য, অপর দিকে সমুদ্র-সদৃশ অক্ষুব্ধ বহুসৈন্য সোৎসাহে অবস্থান করিতেছে। বিদূরথের সৈন্য-পুরমণ্ডলভাগে এবং সমাগত দ্বিতীয় সৈন্য প্রান্তর বিভাগে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর উভয় সৈন্য পরস্পর অভিমুখীন হইলে উভয় দলস্থ যুদ্ধোন্মত্ত রাজদ্বয় ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ সমরকার্য্যোদ্যোগরূপ মহাড়ম্বর দ্বারা সাড়ম্বর জলধরের ন্যায় ও উজ্জ্বল কবচাবৃত হওয়াতে সুসমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। তাঁহারা যুদ্ধার্থ নির্ম্মল সলিলধারার ন্যায় দিব্য নিস্ত্রিংশ (তরবার) ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রহার সম্পাত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরশ্বধ, প্রাস, ভিন্দিপাল, ঋষ্টি এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রদীপ্ত ও ইত-স্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল ২।৫ তাঁহাদিগের কনকনির্ম্মিত উজ্জ্বল বর্ম্ম হইতে দিনকর কিরণের ন্যায় ছটা বিনির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খগরাজ গরুড়ের পক্ষবিক্ষোভকম্পিত বনরাজির ন্যায় সেই ভীষণ সমর-ক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল ৬। অনন্তর সেই উভয়দলস্থ অনিবার্য্য অসঙ্খ্য সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন উদ্যত করতঃ ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অনিমিষলোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলো-

কন করিতে প্রবৃত্ত হইল ৭। তৎকালে তাহাদিগের ভীষণ হুঙ্কার-ধ্বনিতে অন্যান্য সংলাপ সকল অশ্রুত হইয়া উঠিল।

হে রাঘব! প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা যদি তৎকালের একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করে, তাহা হইলে যেরূপ ভীষণ দৃশ্য হয়, মধ্যে দ্বিধনু-পরিমিত স্থান জনশূন্য (ফাঁক) থাকাতে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল সেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্তব্ধভাবে রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিল ৯।১০।

তখন সেই ভীষণ সংগ্রামরূপ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সেই দুই রাজা ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভয়ে ভীরুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল ১১। লক্ষ লক্ষ সৈনিক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরগণ শরাসন কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ শরপরিত্যাগার্থ উন্মুখ হইয়া রহিল ১২। অসঙ্খ্য যোধগণ প্রহার পাত লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নিস্পন্দভাব অব-লম্বন করিলেন। অন্যান্য যোধগণ ক্রোধভরে ভ্রুকুটি বিস্তার করতঃ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন ১৩। তাঁহাদিগের সেই ভ্রুকুটী-কুটিল মুখবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভীরু পুরুষেরা ম্লানমুখে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইল। রজোরাশি উত্থিত হইয়া দিগ্বিভাগ সমাচ্ছন্ন করায় যোধগণ, মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর তন্মধ্যস্থ সৈন্যগণ স্থিরচিত্তে পরস্পর পরস্পরের প্রথম প্রহার নিরীক্ষণ (কে আগে প্রহার করে তাহা লক্ষ্য) করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাক্রান্ত পুরীর ন্যায় কলরব রহিত অর্থাৎ রণস্থল নিস্তব্ধ হইল। শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি আর শুনা গেল না। কেবল মেদিনী হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ জলধরপটলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।

কোন কোন ভীরুস্বভাব সেনা আপনার অধিপতি শূর যোদ্ধাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল পরস্পর মৎস্য এবং মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সংগ্রামস্থল তিমি মকর সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ১৪।১৮। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্য-দলের অসংখ্য পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডলস্থিত তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিতি করাতে বোধ হইল, যেন গগনান্তরাল কাননময় হইয়াছে ১৯। পক্ষিপক্ষসুশো-ভিত উজ্জ্বল শরজাল হইতে প্রভাজাল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং অসঙ্খ্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের "ধমদ্‌ধমৎ" শব্দে ও বহুতর শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল ২০।

ঐ অবসরে একপক্ষীয় সৈন্যগণ চক্রবূহিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় যোধ দিগকে আক্রমণ করিলে, সেই আক্রান্ত যোধগণ দুর্ব্বৃত্ত দানবাক্রান্ত সুরগণের অনুরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা গরুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, তদ্‌বিপক্ষগণ শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্যূহাগ্র ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময়ে ব্যূহাগ্র ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময়ে অসঙ্খ্য যোধগণের বাহ্বাস্ফোট দ্বারা ভূরি ভূরি সৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল ২১।২২।

ঐরূপে উভয়পক্ষীয় যোধগণ পুনঃ পুনঃ ব্যূহিত হওয়াতে রণস্থলে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণের কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণবর্ণ কিরণজাল নীলমেঘের ন্যায় হইয়া দিবাকরপ্রকাশ সমাচ্ছাদিত করিল। বাতসমাহত তৃণ হইতে যেরূপ শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ, এই সমর ভূমি হইতে শর সমূহের শন্ শন্

শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল ২৩।২৪। কল্পান্তকালের পুষ্কর ও আবর্ত্তক নামক জলধর দ্বয়ের ন্যায়, মহামেরুর সন্তচ্ছিন্ন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পাতালকুহরস্থিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্যায়, সেই সৈন্যদলদ্বয় প্রলয়কালীন বাতবিক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায়, মারুত নির্দ্ধুত (কম্পিত) ক্ষুদ্র কজ্জলশৈলের ন্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও যোদ্ধগণের কুন্ত, মুষল, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়ের কিরণরূপ সলিলরাশির দ্বারা সেই সমরক্ষেত্র একার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ২৫।২৮।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, ভগবন্! শ্রোতৃগণের শ্রুতিসুখাবহ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করুন১। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুপতে! শ্রবন কর। অনন্তর সেই লীলা ও সরস্বতী তথায় সাঙ্কল্পিক বিচিত্র বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সেই অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন২। তাঁহারা দেখিলেন, উভয়পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লীলানাথের বিপক্ষপক্ষীয় একদল সেনা ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্য হইতে প্রলয়কালীন অর্ণবকল্লোলের ন্যায় প্রবলবেগে বিণির্গত হইয়া লীলাপতি বিদূরথের অভিমুখে আগমন করিল। পরন্তু তাহারা সম্মুখসংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে যোধগণের বক্ষঃস্থলে শিলা ও মুদ্গর বর্ষণ করিতে লাগিল৩।৪। তখন উভয় পক্ষীয় যোধগণ ক্রোধপ্রজ্জলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্পান্তকালীন বারিধিতরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইল ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবলবেগে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হুতাশন সদৃশ সমুজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিদ্যুৎসদৃশ ছটা ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। অসঙ্খ্য নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহের তরল ধারাগ্রভাগ দ্বারা নভোমণ্ডল যেন রেখাঙ্কিত হইল। এই সময়ে শরনিকরের কল কল ধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও যোধগণের ঘোর হুহুঙ্কার দ্বারা বর্ষাকালীন জলধরমণ্ডলের ভীষণ গম্ভীর নিনাদ পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা অসঙ্খ্য শরবর্ষণ করতঃ দিবাকর-কিরণকেও সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল৫।৭। খড়্গ প্রহারে যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল, সমুজ্জ্বল খড়্গ সকল নভোমণ্ডলে বিঘূর্ণিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন শত শত

ব্যোমচর পক্ষী আকাশমার্গে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে ৮। তাহাদিগের বাহুসমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভস্থলে বনরাজি সঞ্চালিত হইতেছে। ধনুর্যোদ্ধা ধনুক সকল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে খেচরপ্রাণী পলায়ন আরম্ভ করিল ৯। সৈন্যগণের এমন ভীষণ কোলাহল উঠিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন সমাধিকালে কোনপ্রকার বাহ্যিক শব্দ শুনা যায় না, সেইরূপ, এই সংগ্রামে মেঘগর্জ্জনানুরূপ নিবিড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শ্রবণ গোচর হইল না ১০। নারাচের আঘাতে শত শত শূর ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু হইয়া নিপতিত হইল। অঙ্গে অঙ্গে সজ্ঘট্টিত হওয়াতে তাহাদিগের বর্ম্মসম্ভূত রণ রণ ধ্বনি সেই সংগ্রামস্থল ভীষণ করিয়া তুলিল ১১। মধ্যে মধ্যে ঘোর হুঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া অস্ত্রটঙ্কার ধ্বনি অভিভূত করিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণীর সদৃশ অসংখ্য শস্ত্রশ্রেণী নভোমণ্ডলে জলদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শস্ত্রের তরলধারাগ্রভাগ প্রদীপ্ত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, দিক্ সকল যেন ভয়ানক দন্তুর (বিকটদন্ত) হইয়াছে ১২। শত্রুদমনোদ্যত যোধগণের মুষ্টিগ্রাহ হইতে অসি সজ্ঘট্টনের "ঝন্ ঝন্" শব্দ বাহ্বাস্ফোটনের চটচটা ধ্বনির সহিত মিশিয়া রণস্থল ভৈরবাকার করিয়া তুলিল ১৩। কোষ হইতে খড়্গনিষ্কাশন সময়ে শীৎকার সহকৃত কন কন ধ্বনির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং হননকারী যোধগণের শরনিকরের শস্ত্রের সন্ সন্ ধ্বনির সহিত অস্ত্রাঘাতহত প্রাণিগণের ছিন্নকণ্ঠ হইতে শোণিত বিনির্গমের ধকৎ ধকৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনবরত রণনিহত যোধগণের ছিন্ন শির ও ছিন্ন বাহু ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিরন্তর অসিখণ্ড সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে গগনমণ্ডল বিদ্যুৎ-সমাচ্ছন্নের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তখন আয়ুধবর্ষণ দ্বারা সেই সমস্ত যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিজ্বালা বিনির্গত হইয়া তাহাদিগের শিরোরুহ স্পর্শ করিতে লাগিল। রণোৎসাহী প্রফুল্লদেহী অসিধারী শূরগণের খড়্গসমূহ

হইতে "ঝন্ ঝন্" শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, কুন্তাহত মাতঙ্গসমূহের শোণিত তরঙ্গমালা সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দন্তিগণ পরস্পর দন্ত বিনিষ্পেষিত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ১৪।১৭। যোধগণ মহামুষল প্রহারের দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট হওয়াতে সেই সকল বীরের কাতর রব শ্রুত হইতে লাগিল, শূরগণের শিরোরুহরূপ কমলসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ১৮। সৈন্যগণের ব্যোমন্যস্ত ভুজসমূহ অহীন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল, ঊর্দ্ধে ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় তাহা মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, অস্ত্র সকল ছিন্ন হওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈরনির্যাতনার্থ পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ১৯। অসংখ্য যোদ্ধা পরস্পর পরস্পরের নখর প্রহারে ছিন্নাক্ষি, ছিন্নকর্ণ, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নস্কন্ধ হইতে লাগিল, ছিন্নধনু যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতঃ ক্রীড়াসহকারে বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল ২০। সমরহত মত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে নিপতিত হওয়াতে পৃথ্বীতল বিকম্পিত হইতে লাগিল, রথবেগবিনষ্ট অসংখ্য সমরোন্মত্ত সৈন্যের শোণিত ক্ষরিত হইয়া নদীর ন্যায় প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল ২১। সেই ক্ষুভিত সৈন্যসমুদ্র প্রলয় জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ২২। এই রণব্যাপার দেখিবামাত্র বোধ হয়, মৃত্যু যেন সেই রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিকট হাস্য করতঃ যোধগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। তখন সুমেরুসদৃশ বৃহৎকায় গর্ব্বিত করীন্দ্রগণের (উচ্চ হস্তীর) গর্জ্জনে জলদগর্জ্জন খর্ব্বিত, শূরগণের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণ ও চক্র প্রভৃতি বিবিধশস্ত্র দ্বারা পক্ষিগণ দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের কাতর শব্দ সমুত্থিত ও কুঠার সমুদায়ের আঘাতে সৈন্যগণের মস্তক বিদলিত হইতে দেখা গেল ২৩।২৬। অসঙ্খ্য খড়্গ আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল তারকাময় হইয়াছে। আরও দেখা গেল, যোধগণের নির্ম্মুক্ত শক্তিসমূহ পরস্পর আহত হইয়া ছিন্ন হওয়াতে তন্নির্গত প্রভা অবনীমণ্ডল আলোকময় করিতেছে ২৭। শূরগণ কর্ত্তৃক গগনমণ্ডলে প্রেরিত বৃহতকায়

তোমরশ্রেণী তোরণমালার শোভা বিস্তার করিল এবং গগনমার্গে ভুষণ্ডি সকল ও খড়্গসমূহ দ্বি-ত্রিখণ্ডে খণ্ডিত হইতে লাগিল। এই সকল ভগ্ন ও খণ্ডিত ভূষণ্ডি ও খড়্গ ব্যোমকুন্তলের (ব্যোমকুন্তল=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড) ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তসমূহ গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া বেণুবনলগ্ন দাবাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল ২৮।২৯। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ পরস্পর খড়্গ ও ঋষ্টি প্রভৃতি শস্ত্রের বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইল, অপ্সরাগণ শক্তি উদ্যমনকারী স্বর্গার্হ শূরগণকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল ৩০। কেয়ূর প্রভায় দিঙ্মণ্ডল বিকাশকারী ভটগণের বদনকমল সকল গদাঘাত দ্বারা তুষার বিগলিত (বিশীর্ণ) কমলের ন্যায় বিগলিত হইতে লাগিল, শত শত যোদ্ধা প্রাসাস্ত্রের বেগে সংপিষ্ট হইল, চক্র ও ক্রকচ (করাৎ) প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, নর ও বারণ সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, মত্তমাতঙ্গগণ পরশুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল ৩১।৩২। বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পর যষ্টি ধারণ পুর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্রবিনির্ম্মুক্ত পাষাণনিচয়ের বর্ষণে অসঙ্খ্য রথ ও ধ্বজ নিষ্পেষিত হইল, করবাল প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণের শিরঃপঙ্কজ (মস্তকরূপ পদ্ম) পাণ্ডুরবর্ণ হইল, পাশবিশারদ বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া পরিবেদনা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনেক যোদ্ধা ক্ষুরিকাস্ত্রের দ্বারা নির্ভিন্নকুক্ষি ও গলিতহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল, ছিন্নমস্তক যোধগণ ত্রিশূল হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শত্রু আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এই সময়ে টঙ্কারকারী ধানুষ্কগণ (ধনুর্দ্ধারীবৃন্দ) ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুচ্ছ্রিত ও সগর্ব্ব হুঙ্কাররূপ ভীষণ সিংহনিনাদ করতঃ নৃসিংহবেশধারী নটের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অসঙ্খ্য যোদ্ধা মল্লগণের বজ্রমুষ্টি প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া সমরশায়ী হইলেন। অসঙ্খ্য তীব্রগামী সুতীক্ষ্ণ পট্টিশ সমূহ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নভোমার্গে উৎপতিত হইতে লাগিল। অঙ্কুশাকৃষ্ট শূরগণ পরস্পর রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজ বিহীন হইয়া হলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল।

তাহাদের বলবেগে কুলাচল সকল কম্পিতও আকুলিত হইতে লাগিল। উন্নত পুরুষগণ সুতীক্ষ্ণ কুদ্দালদ্বারা রণভূমি নিখাতিত করিতে লাগিল। শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রতিপক্ষীয় যোধগণনিক্ষিপ্ত শিলাসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল এবং শাণিত ক্রকচ সমূহের উভয় পার্শ্ব দ্বারা মত্ত মাতঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সুদক্ষ যোধগণ এই সংগ্রামরূপ উলূখলে রাশি রাশি সৈন্যরূপ তণ্ডুল চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন ৩৩।৪২। ধূর্ত্ত ব্যাধগণ যেমন জাল দ্বারা শকুন্ত ধৃত করে, সেইরূপ, প্রধান প্রধান বীরেরা বিপক্ষীয়দিগের সৈন্যরূপ বিহঙ্গমদিগকে নিস্ত্রিংশরূপ শৃঙ্খলজালে নিবদ্ধ করিয়া স্বশিবিরে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র যেমন পশুদিগকে খরতর নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ, তীব্র বেগশালী বীরবিঘাতী শূরেরা বিপক্ষীয়দিগের সৈন্যপশুদিগকে বিদীর্ণ করিলেন ৪৩।৪৫। যোধগণের নিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নির প্রভাবে (পূর্ব্বকালের কুন্তাগ্নি এক্ষণে বারুদ নামে প্রসিদ্ধ) মৃত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল স্খলিত হইয়া মহাশব্দে নিপতিত হওয়াতে অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং তদাশ্রিত তপ্তাঙ্গার দ্বারা চাপ সকল দগ্ধ ও আয়ুধ সকল স্খলিত ও সৈন্যগণের নেত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে জলদরূপ সৈন্যগণ বিষরূপ বারি বর্ষণ করতঃ যোধগণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ করিল এবং কবন্ধরূপ ময়ূরগণ সেই সমস্ত উন্মত্ত বীররূপ মত্ত মেঘ দর্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভীষণ সংগ্রাম, যেন কল্পান্তকালীন মহাবেগের ন্যায় বেগে ভ্রমণশীল মাতঙ্গরূপ শৈলগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ৪৬।৪৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ ।

—:—

মুনিরাজ বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর সেই রণস্থলে যুযুৎসু রাজগণের, বীরগণের, মন্ত্রিগণের ও নভোমণ্ডলস্থিত সমরদর্শক নভশ্চরগণের বক্ষ্যমাণ-প্রকার বচনপরম্পরা (পরস্পর বলাবলি) সমুত্থিত হইতে লাগিল ১।

দেবগন্ধর্ব্বাদিগণ বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, চঞ্চল বিহগের ন্যায় অবিরত নিপতিত শূরমস্তকের দ্বারা গগনতল তারকীকৃত হইল। ঐ দেখ, ধরণীতল কমলসঙ্কুল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ২। ও দিকে দেখ, বীরগণের রুধিরকণবাহী মারুত সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়াছে। দেখ দেখ, এই মধ্যাহ্ন কালেও দিগ্বিভাগ আজ্ সায়ংকালীন প্রভাকরপ্রভায় অরুণবর্ণ মেঘমণ্ডলাচিত (ব্যাপ্ত) বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে ৩।

কোন পুরুষ শূরগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্খ্য লোহিতবর্ণ শরনিকর দূর হইতে অবলোকন করিয়া ভ্রম বশতঃ কোন প্রধান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবন্! গগনমণ্ডল কি পলালরাশির দ্বারা ভরিত হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, অহে! উহা পলালরাশি নহে; উহা বীরগণের শর-নিকরাচ্ছাদিত অম্বুদমণ্ডল ৪।

নভশ্চরগণ বীরগণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। তোমরা পরস্পর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ কর। ভূতলে বীরগণের রুধিরধারার দ্বারা রণস্থলস্থিত যে পরিমাণ রেণু সিঞ্চিত হয়, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগকারী বীরেরা সেই পরিমিত অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থিতি করেন ৫। অহে বীরগণ! ঐ যে নীলোৎপলদলসঙ্কাশ নিস্ত্রিংশ, উহা নিস্ত্রিংশ নহে। উহা কেবল

বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর নয়নবিভ্রম ৬। অথবা কুসুমধন্বা ঐ সমস্তের-দ্বারা বীরালিঙ্গনলোলা (যাহারা বীর দিগকে আলিঙ্গন দান করিবার জন্য চঞ্চলা, তাহারা) সুরযোষিৎগণের কটিতটস্থ মেখলা (চন্দ্রহার) শিথিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ৭। হে বীরগণ! তোমরা স্বর্গারোহণ করিবে, সেই প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া দেবতাগণ নন্দনকাননে ভুজলতা ও কর-পল্লবসম্পন্ন উন্নত নয়নরূপসুরভিশালী মঞ্জরীর কটাক্ষবিক্ষেপাদি সহকৃত দৃষ্টি-বিলাস প্রদর্শন করতঃ তাল ও সঙ্গীত যোগে সানন্দ নৃত্য করিতেছেন ৮।৯।

সৈন্যগণের মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রকার বচনপরম্পরা সমুত্থিত (বলাবলি আরব্ধ) হইতে লাগিল। ঐ দেখ, সেনাপতিরূপ বনিতাগণ কঠোর কুঠাররূপ কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা প্রতিযোধরূপ দয়িতগণের মর্ম্মভেদ করিতে-ছেন ১০। একি! হায় হায়! ভীষণ ভল্লাস্ত্রের দ্বারা আমার পিতার সমুজ্জল কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছিন্ন হইল। উঃ! কালের কি দুঃস্বভাব! কালই গ্রহণকালে রাহুকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী করে ১১। হায় হায়! এই বীর যমের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত হইয়া লম্বমান ও দৃঢ় শৃঙ্খলসংলগ্ন উপলখণ্ড চিত্রদণ্ডনামক চক্রযন্ত্রে বিঘূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত করতঃ সমস্ত সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আইস, আমরা যথাগত স্থানে পলায়ন করি ১২।১৩। ঐ দেখ, রণচত্বরে অসংখ্য ছিন্নশির কবন্ধ তালে তালে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। ঐ শুন, ও দিকে দেবগণের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতেছে। উহাঁরা বলাবলি করিতেছেন "কোন্ বীর কবে কিরূপে কোন্ লোকে গমন করিবেন" ১৪।১৫। ঐ দেখ, এ দিকে আবার সৈন্যগণ মৎস্য ব্যূহে ও মকরব্যূহে ব্যূহিত হইয়া মৎস্যমকরসঙ্কুল সাগর প্রস্রবণের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। হায় হায়! সাগর যদ্রূপ নদীসমূহকে গ্রাস করে, তদ্রূপ, সমাগত ঐ সকল সেনা অত্রস্থ সেনাসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সমস্ত যোদ্ধা অতি বিষম ১৬। ইহাদিগের নারাচ বর্ষণ করিকুম্ভ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারা সমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সুশোভিত

করিতেছে ১৭। ঐ দেখ, অসঙ্খ্য যোধগণ বিপক্ষীয় কুন্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া "হায়! কুন্তাস্ত্রে আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে" এইরূপ কহিতে কহিতে আকাশপথে স্বর্গে গমন করতঃ তত্রস্থ উৎসব সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলাবলি করিতেছে "আ!! আমি মস্তক দ্বারা জীবিত হইলাম, মৃত হয় নাই ১৮।" যদ্রূপ গগনে পক্ষিশিঞ্জিত শ্রুত হয়, তদ্রূপ, যুদ্ধমৃত যোধগণের স্বর্গগমনোৎসব কথা ঐরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

ঐ শুন, এ দিকে সৈন্যগণ কিরূপ আক্রোশ বাক্য বলিতেছে। যাহারা আমাদের উপর যন্ত্রপাষাণ বর্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঘেরাও কর ১৯।

যে সকল বীরপত্নী পূর্ব্বে মৃতা হইয়া অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ যুদ্ধমৃত স্বীয় ভর্ত্তাকে দেবতা জানিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছেন ২০। ঐ দেখ, আজ যোধগণ কর্ত্তৃক কুন্তাস্ত্রের শ্রেণী কেমন অদ্ভুত রচনায় স্বর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, উহা যেন বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপান (সিঁড়ি) ২১। যে সকল বীরনারী ইতিপূর্ব্বে কাঞ্চনবিভূষিত কমনীয় কান্তবক্ষে সমাশ্লিষ্টা ও রোরুদ্যমানা দৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেই সকল বীরপত্নীরা এক্ষণে দেবপুরন্ধ্রী হইয়া ভর্ত্তায় অন্বেষণ করিতেছেন ২২।

সেনাপতিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায় হায়! যেমন মহাপ্রলয় কল্লোল সহকারে সুমেরু শৈল বিদীর্ণ করে, তেমনি বিপক্ষগণ আজ উদ্ধত মুষ্টির দ্বারা অস্মৎপক্ষীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছে ২৩। অরে মূঢ় সৈন্যগণ! তোমরা পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর, পাদপ্রহারে অর্দ্ধমৃতদিগকে উৎসারিত কর, স্বপক্ষীয়দিগকে বিদীর্ণ করিও না ২৪। ঐ দেখ, সমরমৃত বীরগণ দিব্যশরীরে কবরীরচনব্যগ্রা অপ্সরাগণের পার্শ্বপ্রাপ্ত হইতেছেন ২৫।

স্বর্গীয় অপ্সরোগণ বলিতেছেন, ইহাকে এই প্রফুল্লহেমকমলসুশোভিত, দীর্ঘায়ত, শীতলসমীরণ সম্পন্ন ও ছায়াবিশিষ্ট সুরধুনীর তটে বিশ্রাম করাও ২৬। ঐ দেখ, নভোমণ্ডলে বীরগণের অস্থিসমূহ আয়ুধ দ্বারা বিখণ্ডিত হইয়া কণৎ কণৎ শব্দে তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে ২৭। ঐ দেখ,

আকাশে কেমন অদ্ভুত সায়কবারিসঙ্কুলা (সায়ক বাণ। তদ্রূপ বারি) জীববাহিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্তূপীভূত রণরেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং উহাতে বীর ও ভূভৃৎ (রাজা) গণের মস্তকনিকররূপ কমলরাজি কেমন অপূর্ব্ব-শোভা বিস্তার করিতেছে। উহা বাতবিচলিত পদ্মরাজিবিরাজিত সরোবরের ন্যায় শোভা বিতরণ করতঃ গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। আয়ুধাংশু অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের কিরণ বা ছটা ঐ পদ্মের মৃণাল, অসি উহার দল ; শূল ও কুন্তাদি অস্ত্র উহার কণ্টক, কেতুপট্ট অর্থাৎ পতাকা সমূহ উহার পট্ট (মৃণালের আবরণত্বক্ উপরের ছাল) শিলীমুখ উহার ভ্রমর। আহা! নভোমণ্ডল যেন আজ অপূর্ব্ব পদ্মসরোবর ২৮।৩০। এ দিকে দেখ, ভীরু মানবেরা রণাঙ্গনে মৃতমাতঙ্গের অন্তরালে পর্ব্বতান্তরালে পিপীলিকার ন্যায় ও পতি-বক্ষে পত্নীর ন্যায় লুক্কায়িত হইতেছে ৩১। ঐ দেখ, বিদ্যাধরীগণের কান্তসমাগমসূচক অলকোল্লাসী মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে ৩২। ঐ দেখ, বীরগণের ছত্রসমূহ চন্দ্রমার ন্যায় নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ পৃথিবীর আতপত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ও ভূমণ্ডলে কিরণরূপ শুভ্র যশশ্ছায়া বিস্তার করিতেছে ৩৩। বীরগণ মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া নিমেষমধ্যে স্বপ্নরচিত পুরীর ন্যায় স্বকর্ম্মরূপ শিল্পীর রচিত অমরবপু প্রাপ্ত হইতেছেন ৩৪। ব্যোমরূপ সমুদ্রে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সকল সচঞ্চল মৎস্য মকর প্রভৃতির অনুকার করি-তেছে ৩৫। বাণচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণ রাজছত্র সকল হংসরাজির ন্যায় ও অসঙ্খ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে ৩৬। গগন মণ্ডলে সমুড্ডীন চামর-নিকর বাতাহত চঞ্চল তরঙ্গের শোভা বিতরণ করিতেছে ৩৭। বীরগণের ছত্র, চামর এবং কেতু সকল বিদলিত হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া বীরগণের যশোবর্দ্ধন করিতেছে ৩৮। ঐ দেখ, যেমন পতঙ্গপাল (পঙ্গপাল) ক্ষেত্রস্থ শস্য ভক্ষণ করে, তেমনি, আকাশমণ্ডলে উৎপতনশীল শরসমূহ শক্তি সকল ক্ষয় করিতেছে ৩৯। ঐ শুন, প্রতাপান্বিত ভট

গণের খড়্গ সমুদায় যোধগণের কঠিন বর্ম্মে আহত হওয়াতে তাহা হইতে উগ্র ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে ৪০। ঐ দেখ, যদ্রূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কল্পানিল দ্বারা নির্ঝরশালী পর্ব্বত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই জনক্ষয়কর যুদ্ধে বীরগণের শরজালে দন্তবিশিষ্ট পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ বিনষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রক্তমহাহ্রদে নিমগ্ন দুঃখাভিভূত মন্দগতি যোধগণ হাহাকার করতঃ চক্রী রথী ও সারথী দিগকে ও অশ্ববিশিষ্ট সজ্জিত রথ সকল অন্বেষণ করিতেছে ৪১।৪২। ঐ দেখ, বীরগণ বীরগণের কবচে (বর্ম্মে) কালরাত্রিকম্প ভীষণ খড়্গসজ্ঘট্ট (খড়্গপ্রহার) উদ্ভাবন করতঃ বীণাবাদ্যের অনুকার করতঃ যেন নৃত্য করিতেছেন ৪৩। ঐ দেখ, ও দিকে নর, খর, ও, অশ্বগণ হইতে বিনিঃসৃত রক্তনির্ঝরের শীকর বহনকারী সমীরণ দিঙ্মণ্ডল অরুণিত করিয়াছে। ঐ দেখ, যেমন মেঘে বিদ্যুৎ, তেমনি, চিকুরসম শ্যামবর্ণ ব্যোমতলে যোধগণের শস্ত্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছে ৪৪।৪৫। ঐ দেখ, ভূবনমণ্ডল রক্তসংসিক্ত আয়ুব দ্বারা অগ্নিব্যাপ্ত মানবের ন্যায় আকুলিত হইয়াছে ৪৬। ঐ দেখ, বীরগণ শক্র কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে তাহাদিগের হস্ত হইতে ভুষণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল এবং প্রাস প্রভৃতি শস্ত্র সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ৪৭। ঐ দেখ, অবিরত প্রহার নিবন্ধন অস্ত্র সমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, ঐ প্রহার সকল যেন ঐরূপ শব্দের দ্বারা ক্ষতজনিত ক্ষোভ প্রকাশক সঙ্গীত (রোদন) করিতেছে। হায়! হায়! যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিল ৪৮।৪৯। ঐ দেখ, ও দিকে পরস্পরাঘাতবিচূর্ণিত ভীষণ খড়্গ সমূহ হইতে সমুত্থিত রেণু সমূহের দ্বারা ছত্ররূপ তরঙ্গে সঙ্কুল রণসাগর যেন বালুকাময় হইয়া যাইতেছে ৫০। এই রণশৈল যেন প্রলয়কালে বাতেরিত অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে ধাবমান হইতেছে ৫১। এই যুদ্ধের বাদ্যনির্ঘোষে লোকালোক (পর্ব্বতবিশেষ) পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত

হইতেছে। কোন বীর বলিতেছে, হায়! আমাদিগকে ধিক্। কোন বীর বলিতেছে। উঃ কি খেদ! খেদ এই যে, আমাদিগের প্রযুক্ত অর্থাৎ বিনিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কার্য্য সাধন করিতেছে না, অধিকন্তু কঠিন উপলখণ্ডে আহত হওয়াতে তদ্বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশী অনলশিখা প্রতাণিত হইয়া সেই সকল উপলখণ্ড ভেদ করতঃ শব্দ সহকারে বৃথা বিনষ্ট হইতেছে। অহে ছিন্নেচ্ছ মিত্রগণ! সম্প্রতি বেলা অবসানপ্রায়। অতএব, আইস, আমরা যাবৎ এই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ নারাচ দ্বারা ভগ্নাঙ্গ না হই তাবৎ আমরা স্থানান্তর আশ্রয় করি ৫২।৫৩।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! অনন্তর সেই রণসমুদ্র নিতান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। গগনাক্রমকারী তুরঙ্গ সকল এই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ছত্র সকল ফেন, ও শুভ্রবর্ণ শরনিকর অসঙ্খ্য শফরী, অশ্বারোহী সৈন্য উহার মহাকল্লোল ১।২। চতুর্দ্দিক হইতে বহুবিধ আয়ুধরূপ নদীস্রোত এই সমরার্ণবে আপতিত ও তদ্গর্ভে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ সৈন্যগণ অনবরত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃহৎ কুম্ভ এই অর্ণবের পর্ব্বতকূট, ঘূর্ণমান প্রদীপ্ত চক্রসমূহ আবর্ত্ত (ঘূর্ণিজল), এবং যোধগণের ছিন্নমস্তক সকল তদাবর্ত্তস্থ তৃণ। এবম্বিধ রণসমুদ্রে মহা আড়ম্বরে ধূলিরূপ জলধরপটল সমুড্ডীন হইয়া খড়্গপ্রভারূপ সলিলরাশি পান করিতে লাগিল ৩।৪। শত শত মকরব্যূহ এই মহাসমুদ্রের অসংখ্য মকর। এই সকল মকরের দ্বারা সৈন্যরূপ নৌকাসকল হতাহত হইতে লাগিল। ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তের গুড় গুড় ধ্বনির দ্বারা মেঘকন্দর প্রতিধ্বনিত ও মীনব্যূহরূপ মৎস্যসমূহ হইতে শররূপ শুভ্র অণ্ড সকল অবিরত বিনিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল ৫। খড়্গরূপ প্রবল তরঙ্গমালার দ্বারা পতাকারূপ লহরী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এই সমরমহার্ণবের শস্ত্ররূপ চঞ্চল সলিল ও মেঘের ন্যায় অস্থায়ী আবর্ত্ত সমূহের ভীষণ সংরম্ভ দ্বারা সেনারূপ তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল ৬।৭। লৌহকবচাবৃত সৈন্যরূপ সলিল রাশির মধ্য হইতে শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত ও এই অর্ণবের নির্ঘোষ হইতে ঘুমুঘুম্ শব্দ প্রসৃত হইতে লাগিল ৮।৯। সৈন্যগণের উৎকর্ত্তিত মস্তক এই মহার্ণব হইতে

শীকরনিকরাকারে উৎপতিত ও চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে সৈন্যরূপ কাষ্ঠ সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল ১০। এই রণসাগর অনন্ত ছত্র বস্ত্র পতকাদির দ্বারা ফেনিল। ইহার অন্তরাগত বহমান রক্তনদীর স্রোতে রথরূপ দ্রুমরাজি ভাসমান এবং গজদেহ বিনির্গত মহারুধির তাহার বুদ্‌বুদ্। এই সমুদ্রের সৈন্যরূপপ্রবাহে হস্তিরূপ অসংখ্য জলচর বিচলিত ১১।১৩। বৎস! এবম্বিধ সংগ্রামার্ণব দর্শকগণের গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় চিত্তচমৎকারক হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যদ্রূপ কল্পান্তকালে অনবরত ভূকম্প হয়, এই রণস্থলে তদ্রূপ অবিরত ভূকম্প হইতে লাগিল ১৪। তখন অচলরাজি কম্পিত, বিহঙ্গমরূপ (এস্থলে বিহঙ্গম বাণ) তরঙ্গমালা অজস্র প্রবাহিত, করিকুম্ভকরূপ অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ নিপতিত, ভীতসৈন্যরূপ ভীরু মৃগগণ বিত্রাসিত, যোধগর্জ্জনের গুর্ গুর্ ধ্বনি সমুত্থিত, চঞ্চল শরনিকররূপ অসংখ্য শর ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও শরধারী যোগমণ্ডল বনসঙ্কুল ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লগিল ১৫।১৬। ধূলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়্গিমৃগ সকল প্রপতিত, সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমনিকর উৎপতিত, পতাকা ও ছত্ররূপ বারিদমণ্ডল সমুত্থিত, রক্তনদী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করতঃ নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমরপ্রলয় জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর সেই সমরপ্রলয়ে ধ্বজ, ছত্র ও পতাকার সহিত রথ সমূহ বিনষ্ট, নির্ম্মল খড়্গরূপ অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল নিপতিত ও যোধগণের প্রাণসন্তাপে তত্রস্থ প্রাণিগণের প্রাণ সন্তপ্ত হইতে লাগিল ১৭।২১। কোদণ্ড সকল এই সমরপ্রলয়ের পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামধেয় মেঘ। এই মেঘ হইতে অনবরত শরধারারূপ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডল সৈন্যগণের খড়্গসমূহের উজ্জ্বল ছটায় বিদ্যুৎ পরিবৃতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। উচ্ছলিত শোণিতসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচল

সমূহ নিপতিত, শোণিতবিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইয়া প্রপতিত, অস্ত্ররূপ কল্পাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ বীরগতি প্রাপ্ত, হেতি ও বর্ষারূপ (শস্ত্রবিশেষ) অশনির দ্বারা অমল ভূধরসম্পন্ন ভূমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, মহামাতঙ্গরূপ পর্ব্বতনিকর নিপতিত এবং তদ্দ্বারা জনগণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল ২২।২৫। এই সময়ে মহাপ্রলয়ে শররূপ বারি-ধারাবর্ষী সৈন্যসামন্তরূপ নিবিড় জলধরপটল দ্বারা মহী ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্রমেই মহাসেনারূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহাড়ম্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শরবর্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্খ্য শরনিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উদ্গত হইয়া সমুদ্রস্থিত সর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বীরগণের নিক্ষিপ্ত শূল, অসি, চক্র, শর, গদা ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি বাণসমূহ পরস্পর বিদলিত হইয়া শব্দসহকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করতঃ যেন প্রলয়বাতবিচলিত শিলা বৃক্ষাদি পদার্থ সমূহের বিলাসপরম্পরা প্রকাশ করিতে লাগিল ২৬।২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

—

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

—: :—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের শবসমূহ রাশীকৃত হইয়া অদ্রিশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমস্ত ভীরুগণ সমরস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। বিনষ্ট মাতঙ্গ সমূহ শৈলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ রুধিরার্ণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল ১।২। এই সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ, অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও কুলোজ্জলকারী বীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্য উৎসুক ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী ৩।৪। উভয়পক্ষীয় বীরগণ এরূপভাবে মিলিত হইলেন যে, যেন দুই দিক্ হইতে দুই অরণ্যযুক্ত মহাশৈল একত্রিত হইতেছে। যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জ্জন করতঃ পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ, সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত ও পদাতিগণ পদাতি বৃন্দের সহিত সবেগে গর্জ্জন সহকারে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল ৫।৬। এবং নরসৈন্যগণ পরস্পর শরাসন ধারণ করতঃ বাতবিচলিত বেণুর ন্যায় ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুড্ডীন আসুর নগর দৈব নগর দ্বারা বিদলিত হয়, তেমনি, এই যুদ্ধে বীরগণের রথরাজির দ্বারা রথনিকর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল ৭।৮। শূরগণের শরজাল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অভিনব জলদজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং ধনুর্দ্ধরগণের পতাকাজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল ৯। যাহারা ভীরুস্বভাব, তাহারা তাদৃশ নিদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত দেখিয়া ইচ্ছানুসারে পলায়ন করিলে চক্রধারী চক্রধারীর সহিত, ধনুর্দ্ধর ধানুষ্কের সহিত, খড়্গবিদ্ খড়্গধারার সহিত, ভূষুণ্ডীধারী ভূষুণ্ডীধরের সহিত, মুষলজ্ঞ মুষলযোদ্ধার সহ, কুন্তায়ুধ কুন্তধরের

সহিত, ঋষ্ট্যায়ুধ ঋষ্টিধারীর সহিত, প্রাসধারী প্রাসজ্ঞের সহিত, সমুদ্গর মুদ্গরধারীর সহিত, গদাবিৎ গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শাক্তিকের সহিত, শূলবিশারদ শূলধারীর সহিত, বিখ্যাত পরশুবিশারদ পরশুধারীর সহিত, লকুটীগণ লকুটীর সহিত, (লকুট=লাঠী) উপলধর উপলধরের সহিত, পাশী পাশজ্ঞের সহিত, শঙ্কুধর শঙ্কুধরের সহিত, ক্ষুরিকায়ুধ ক্ষুরিকায়ুধের সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালধরের সহিত, বজ্রমুষ্টিগণ বজ্রমুষ্টিগণের সহিত, অঙ্কুশায়ুর অঙ্কুশধরের সহিত, হলজ্ঞগণ হলযোদ্ধার সহিত, ত্রিশূলী ত্রিশূলায়ুধের সহিত, কবচসম্পন্ন বীরগণ সকবচ যোধগণের সহিত সেই সমরার্ণবে মিলিত হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ অর্ণবের উর্ম্মিঘটার ন্যায় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ১০।১৭। এই সময়ে, ভ্রাম্যমাণ চক্রব্রজ যাহার আবর্ত্ত, গতিশীল শর সকল যাহার শীকরবাহী মারুত, ভ্রমণশীল হেতি (হাতিয়ার) সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আয়ুধ সকল যাহার কল্লোল, শিলাকুল যাহার জলচর জন্তু, সেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয়ের অন্তরালস্থ রণমহাসমুদ্র অমর (জীবিত) গণের নিতান্ত দুস্তর হইয়াছিল ১৮।১৯। এই সময়ে এক দিকে যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ও অসুর, অপর দিকে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ উভয় সৈন্যের ভাবী জয় পরাজয় দর্শনার্থে সমবস্থান করিয়াছিলেন ২০।

রাঘব! এই সমরাঙ্গণে লীলানাথ বিদূরথের সাহায্যার্থ যে সমস্ত বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাঁহাদিগের জনপদ ও নাম কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর ২১।

পূর্ব্বদিক্ হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা উৎকল, মেকল, কর্কর, সংগ্রামশৌণ্ড মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাজিমুখ, অম্বষ্ঠ, নিষাদ ২২।২৩। বর্ণকোষ্ঠ এবং সবিশ্বোত্রদেশীয় আমমীনাশিগণ, (আমমীন= কাঁচা মাচ) ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর ও একপাদক, মাল্যবান্, শিবি, আঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাক্ষ এবং উদয়গিরিবাসী যোধগণ আগমন করিয়াছিলেন ২৪।২৫।

পূর্ব্বদক্ষিণদিক্ হইতে চেদী, মৎস্য, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুর, পুরক, কণ্টকস্থল, পৃথগ্দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেমকুড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীবাসী বীরগণ সমাগত হইয়াছিলেন ২৬।২৯।

লীলানাথের দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত নৃপগণের উল্লেখ করি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্য, কুসুমাপীড়, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবান্, সমৃদ্ধিশালী গণরাজ্য, অবন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, দশপুরক, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি, নাগর, দণ্ডক, নূরাষ্ট্র, সাহা, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কট, বনবিম্বিল, ৩০।৩৩। পম্পানিবাসীগণ, কৈরকদেশীয় মহাবীরগণ, কর্কবীরগণ, স্বৈরিকগণ, নাসিকদেশীয় বীরগণ, ধর্ম্মপত্তন, পঙ্ক্তিকগণ ৩৪। কাশিক, তৃষ্ণখল্লুন, যাদ, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ, কানক, দীনপতন ৩৫। তাম্রীক, দন্তর, কীর্ণক, সহকার, এনক, বৈতুণ্ডক, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক ৩৬। কর্ণিকার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন শিবি, কোঙ্কণ, চিত্রকূট, কর্ণাট, মণ্টবটক, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, অচলান্তক, বিবেযিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাঙ্কারোদ, ভোনন্দ, মর্দ্দন, মলয়, চিত্রকুটশিখর ও লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ ৩৭।৩৯।

যে সকল রাজা পশ্চিমদক্ষিণ দিকে বাস করেন তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করি, শ্রবণ কর। মহারাজ্য, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, শূদ্র, সৌবীর, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ডাখ্য, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈবতক, জয়কচ্ছ, ময়বরদেশীয় যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ, আবন্ত, ধূম্র, তুম্বক ও এতদ্দিক্‌স্থিত পর্ব্বতবাসী ও সমুদ্রতটস্থিত অসঙ্খ্য বীর লীলাপতির সাহায্যার্থ এই মহাযুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন ৪০।৪৩।

রামভদ্র! এক্ষণে লীলানাথের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের ও তাঁহাদিগের জনপদ সকলের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পশ্চিম দিকে যে সকল মহাগিরি বিদ্যমান আছে সে সকল এই—মণিমান্, অঙ্কুর, অর্পণ, শৈব্য,

চক্রবান্ ও অস্তগিরি। এই সকল মহাগিরি নিবাসী যোধগণ ও অমরক, অছায়া, গুহুত্ব, হৈহয়, গুহ্যক ও গয়ানিবাসী এবং পঞ্চজন নামক প্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ, পারক ও শান্তিকগণ ৪৪।৪৬। জাতিক, হুণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদাবিহীন ম্লেচ্ছজাতি ও দ্বিশত যোজন পরিমিতস্থান বিস্তৃত মহেন্দ্রশিখরিস্থিত মুক্তামণিময় ভূমি, রথাশ্ব নামক পর্ব্বত ও মহার্ণবতটস্থিত পারিপাত্র গিরি হইতে মহাবল বীরগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সেই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন ৪৭।৫০।

পশ্চিমোত্তরদিক্স্থিত গিরিমতীদেশের রাজা মহারাজা, নিত্যোৎসবশালী নরপতি, বেণুপতি, ফাল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেত্রক, পুরুকন্দ, পার, ভানু-মণ্ডলভাবননিবাসী যোধগণ, বল্মীক এবং ননিলদেশস্থ দীর্ঘকায়গণ, কেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ, রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ, লুহদেশীয় জনগণ ও গোবৃষাপত্য-ভোজী স্ত্রীরাজ্যদেশীয় জনগণ এই সমরে সমাগত হইয়াছিল। এক্ষণে উত্তরদিক্ সমাগত যোধগণের কথা বলি, শ্রবণ কর ৫১।৫৪।

উত্তরদিকস্থ হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মণিমান্, কৈলাস, বসুমান্ এবং এই উভয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থিত জনগণ, মদ্রবার, মালব ও শূরসেনীয় যোধগণ, ত্রিগর্ত্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মালব, এবং অস্তগিরিনিবাসিগণ, অবল, প্রস্থবল, কাশ, দশধান, ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় বীরগণ, তক্ষশীলা, বীলবর্গঘাতী, প্রসিদ্ধ পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, স্থরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল, এবং পাণ্ডব্য নিবাসী জনগণ ও যমুনাতীরবর্ত্তী যাতুধানকগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস এবং তদনন্তর অশীতিশতযোজনপরিমিত জনপদভূমি হইতে বীরোত্তমগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যর্থ সমাগত হইয়াছিল ৫৫।৬২।

উত্তরপূর্ব্বদিক্স্থিত জনপদাদির নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। মালব, রন্ধ্ররাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহপুত্র, সাবাক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ,

কালুত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, খদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, বিশ্বাবসুর উত্তম মন্দিরভূমি, কৈলাস ভূমি, তদনন্তর মঞ্জুবনশৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমান সদৃশ ভূমি প্রদেশ হইতে যোধগণ সমাগত হইয়া লীলানাথের প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল ৬৩।৬৭।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।